সাইলাস টিম্বারম্যান

হাওয়ার্ড ফাস্ট

অনুবাদ : সলিল বিশ্বাস

পিপল্‌স্ বুক সোসাইটি
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

SILAS TIMBERMAN by HOWARD FAST
***Bengali Translation* by Salil Biswas**

অনুবাদ ঃ সলিল বিশ্বাস

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৫৭

প্রকাশক ঃ বিভা রায়
পিপলস্ বুক সোসাইটি
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ প্রণবেশ কুমার জানা
৩০, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ প্রবীর সেন

অনুবাদকের কথা

'ইনটিগ্রিটি' শব্দটির প্রতিশব্দ খুঁজতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিলো এই বইএর অনুবাদের গোড়াতেই। 'নীতিনিষ্ঠ', 'ন্যায়নিষ্ঠ', 'ঋতবান' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন কোনো কোনো বন্ধু। শেষ পর্যন্ত বাছা হয়েছে 'নীতিসংহতি' শব্দটি। প্রতিশব্দ হিসেবে এটি যে পুরোপুরি সন্তোষজনক এমন নয়, কিন্তু নিজের বিবেক আর বিশ্বাসের জগতে একনিষ্ঠ যিনি থাকতে পারেন, আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে, নীতির সমর্থনে সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে নিজের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্যে নিজেকে সংহত যিনি করতে পারেন, a man of integrity তো তাঁকেই বলা হবে। তবে তারো উপযুক্ত প্রতিশব্দের সন্ধানে অবশ্যই নিরলস থাকার প্রয়োজন আছে।

শুধু প্রতিশব্দ সন্ধানের নয়, 'ইনটিগ্রিটি' কথাটির তাৎপর্য সম্যক অনুধাবনের প্রয়োজন আজকে—এবং চিরদিনই—অনস্বীকার্য। বিশ্বাসের জগতে যখন পৃথিবীজোড়া সংকট, সর্বত্র যখন আদর্শের ইমারত ধ্বংসের মুখে, তখন ভবিষ্যতের স্বপ্নকে নীতির দৃঢ় ভিত্তির উপরে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গেলে প্রত্যেকটি মানুষকে তাঁদের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সংহতনীতি হতেই হবে।

মানুষের স্বাধীনতা আর মুক্ত চিন্তার উপরে ফ্যাসিবাদী বর্বরতার জঘন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে একজন সাধারণ, শান্তিপ্রিয়, সংসারী, নিরীহ অধ্যাপকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন হাওয়ার্ড ফাস্ট তাঁর 'সাইলাস টিমবারম্যান' উপন্যাসে। নৈতিক সংহতি আর অখণ্ডতার সন্ধানে ব্যাপৃত সমস্ত মানুষ এই কাহিনী পাঠ করে উদ্বুদ্ধ হবেন, সন্দেহ নেই।

সোমবার : ১৬ই অকটোবর, ১৯৫০

টিমবারম্যান পরিবার

পরে বুঝেছিলেন সাইলাস টিমবারম্যান, সেই গোটা দিনটাই ছিল অর্থবহ, ঘুম ভাঙার মুহূর্ত থেকে দিনের শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ঘটনা স্রোতের পারম্পর্য নিয়ে ভাবার সেটাই সবেমাত্র শুরু। আরও অনেক পরে তিনি পুরোপুরি বুঝতে শুরু করেছিলেন কেমন করে একটা দিন আরেকটার সাথে যুক্ত থাকে, আর সময় কেবল সেই সামগ্রিকতার মাপকাঠি। তখনো তিনি যেন ছিলেন টুকরো টুকরো ভাবনার পর্যায়ে, খুঁজছিলেন কোন কোন জিনিস গুরুত্বপূর্ণ।

১৬ই অকটোবর, ১৯৫০। তাঁর কাছে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন।

আরম্ভটা ছিল খুব সাদামাটা। কোনো দিনই তাঁর ঘুম খুব গভীর নয়। নিদ্রা থেকে জাগরণ বরাবরই তাঁর অতি মৃদুগতি। আস্তে আস্তে ভেসে ওঠেন তিনি ঘুমের অন্তরাল থেকে। বিছানার উষ্ণতা, দেহের জীয়ন্ত গন্ধ, পাশে মায়রার শরীরের উপস্থিতি। পর্দা টানা জানলা দিয়ে আসছিল আবছা আলো। আর পশ্চিমের তৃণভূমি পেরিয়ে, ভুট্টা আর গমের ক্ষেতের উপর দিয়ে বয়ে আসা ঠাণ্ডা প্রভাতী বাতাস। রোজকার মতো হাত বাড়িয়ে সন্তর্পণে ছুঁয়ে মায়রার উপস্থিতি বুঝে নিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন তার আধো ঘুমন্ত সোহাগী উত্তরের। তারপর তাকে টেনে নিয়েছিলেন কাছে। এইভাবে জেগে ওঠা তাঁর অতি প্রিয়। তারপর সম্পূর্ণ জাগরণ আর দিনের শুরু।

আজকে ব্রায়ান টিমবারম্যানও জেগে গেছে। শুয়ে শুয়ে সাইলাস শিশুর খালি পায়ের আলতো শব্দ শুনছিলেন। ঘরে ঢুকে ব্রায়ান বাবাকে আলগা ঠেলা দেয়।

'হাই।'

সাইলাস উত্তর দেন, 'হাই।' সরে শুয়ে ছেলের জন্যে জায়গা করে দেন। মায়রা হাই তুলে নিশ্বাস ফেলেন। দূরে নিচের উপত্যকা থেকে ভেসে আসে শিকাগো থেকে আগত সাতটার ট্রেনের শব্দ। ট্রেনের হুইসিল আরও কত শব্দ জাগিয়ে তোলে। মোরগের ডাক শোনা যায়, একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, কাজ শেষে দুধের গাড়ীটানা ঘোড়ার পায়ের ধীর আর ক্লান্ত আওয়াজ, গাড়ীর চাকার ঘড়ঘড়ানি। রোজই এই শেষ শব্দটা, সাইলাসের মনে কোথায় একটা নাড়া দেয় আর সে শব্দের ক্লান্তি ছুঁয়ে যায় সাইলাসের দেহ।

এক হাতে ব্রায়ান অন্য হাতে মায়রাকে কাছে টেনে নেন তিনি। উষ্ণ তৃপ্তি নিয়ে শুয়ে থাকেন জেগে।

*　　　*　　　*

'জীবন কেমন সহজেই গতানুগতিকতায় বাঁধা পড়ে,' ভাবলেন সাইলাস, 'কতো সহজে আর নিশ্চিন্তে আমরা একই ভাবে বাঁচতে থাকি।'

মাঝে মাঝে সাইলাস অনুভব করেন তার পুত্রকন্যার সাথে তাঁর কতোটা মিল। তারা সবসময়েই চায় সব কিছু অপরিবর্তিত থাকুক। এই আত্মতৃপ্তি এসেছে এগিয়ে আসা মধ্যবয়স আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার একান্ত অভাব থেকে, বরাবর এরকমই ভেবেছেন সাইলাস।

বেশীর ভাগ দিনের মতো আজও সাইলাস খুশী মনে তাজা শরীর নিয়ে উঠেছেন ঘুম থেকে। নতুন দিনের শুরুতে তাঁর জীবনও আবার নতুন করে শুরু। রোজকার মতো একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল তাঁর কাজকর্ম আর চিন্তা। নাইটি ছেড়ে দিনের অন্তর্বাস পরে নেওয়ার মুহূর্তে স্ত্রীর এখনো আঁটো যুবতী দেহের প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি, দাড়ি কামাবার নির্দিষ্ট ভঙ্গী, স্নানঘরে অন্যে তাঁর আগে ঢুকেছে বলে দৈনন্দিন অভিযোগ, সুসান আর জেরালডাইনের দিনের প্রথম বিতর্কটা মেটানো, ব্রায়ানের আরেকটা কমিকস্ পাওয়ার ব্যাপারে সায় দেওয়া, কোন সার্ট টাই আর মোজা পরবেন তা নিয়ে রোজকার মতো দোনামনা।

সেদিন এমন বিশেষ কিছু ঘটেও নি যা তাঁকে এসব প্রাত্যহিক ঘটনা সম্পর্কে নতুন করে সচেতন করে তুলতে পারে।

নেহাতই সাদামাটা আরেকটা দিন। তাঁর বাঁধাগতের জীবনের আরেকটি টুকরো মাত্র। এ জীবন সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন কখনো তিনি করেন নি। যদি পরিপূর্ণতা এ জীবনে থেকে থাকে তাহলে তাতে সাইলাস সুখীমনে অভ্যস্তই ছিলেন। দাড়ি কামাবার সময় আয়নায় দেখা মুখটা অতি পরিচিত, রোজই তাতে ক্ষুর চালিয়েছেন তিনি গত কুড়ি বছর ধরে। ছেলেমেয়েরা তাঁর এবং মায়রার চির চেনা। ছোট ছেলের হাসি-খুশী গোল মুখ, সুসানের হলদে চুল আর দীঘল ভাবালু চোখ, বাদামী জেরালডাইন, নারীত্বের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে অন্তর্মুখী আর হঠাৎ আত্মসচেতন।

অনেক দিন হলো নিজের দিকেও তো গভীর ভাবে তাকান নি সাইলাস। প্রাত্যহিকতার খোলসে ঢাকা পড়ে গেছে তাঁর অনেক চাওয়া, অনেক সন্দেহ আর ভীতি, দুনিয়া] সম্পর্কে তাঁর হাজারটা অস্থির প্রশ্ন। অশান্ত প্রশ্ন মনে জাগলে আজকাল নিশ্চিন্তে বা সামান্য অস্বস্তি সহকারে বিগত যৌবনের আওতায় তাকে ঠেলে দেওয়াই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বয়স বেড়েছে ভাবলে আজকাল কেমন যেন ভালোই লাগে।

অথচ তবু নিজেকে এখনো যুবক বলেই মনে হয়। সোমবার ১৯৫০ সালের ১৬ই অকটোবর সকালে লঘুপায়ে চট্‌পট নিচে নেমে এলেন সাইলাস। ক্ষিদেটা চাগিয়ে

উঠলো বেকন আর প্যানকেক-এর সুগন্ধে। ছেলেমেয়েরা খেতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। দুই দিদি ভাইকে শাসন করছে। মায়রাকে খানিকটা সাহায্য করে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কমলার রসে চুমুক দিয়ে, ব্রায়ানের চুলে আঙুল চালাতে চালাতে ছেলেমেয়েদের কথাবার্তা আধকানে শুনতে লাগলেন সাইলাস। রান্নাঘরটা রোদ্দুরে ভরে গেছে। প্যানকেকগুলো যথারীতি দারুন হয়েছে। দিনটা চমৎকার যাবে। এইসব অলস মন্তব্য করতে ভালো লাগছে।

'বসে বসে খেতে পারছো না!' মায়রার তাঁর মতো ভালো ঘুম হয়নি মনে হয়।

'তুমি ঠিক আছো তো?'

'ঠিক থাকবো না তো কি!' মায়রা ঝাঁঝিয়ে ওঠেন। 'এখনো আটটাও বাজেনি। বসো, বসে খাও সাই।'

কেন যেন মায়রা বিরক্ত হয়ে আছেন। সাইলাসের খুশীভরা মন তাতে বিচলিত হয় না। প্রাতরাশে এবারে ঠিকমতো যোগ দেন তিনি। ছেলেমেয়েদের কথা খানিক খানিক শুনতে থাকেন। সুসান ব্রায়ানকে বলে, তুই একটা রাক্ষস, ওরকম গোগ্রাসে খাস কেন? ব্রায়ান মুখভরা খাবারের ফাঁকে বলে, মোটেও আমি গোগ্রাসে খাই না। জেরালডাইন কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একটা বইতে মগ্ন। মায়রা বলে, খেতে খেতে বই পড়া আমি একদম পছন্দ করি না জানো না? জেরালডাইন কানেই নেয় না কথাটা। তার না শোনার ভানের মধ্যে একটা বেশ রাজেন্দ্রানীসুলভ ভাব আছে মনে হয় সাইলাসের। 'রাজেন্দ্রানী' কথাটা ভাবতেই তাঁর চোখ যায় মায়রার চলাফেরার ভঙ্গীর দিকে। 'মায়রা, তোমাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। ঠিক যেন একজন রাজেন্দ্রানী।' মায়রার অবাক হওয়া দেখে একগাল হাসেন সাইলাস। এইরকম সকালগুলো কি অসাধারণ সুন্দর। সব কিছু কেমন কাটা কাটা স্পষ্ট। অথচ তাঁর মন ঘুরছে মামুলী ভাবনায়। সপ্রশংস চোখে রান্নাঘরের ঝকঝকে বাসনপত্র আর সরঞ্জামগুলো, হলদে লিনোলিয়াম মেঝে, জানলার হলদে পর্দা, টেবিলে টাটকা মাখন আর সিরাপের জগ, গরম প্যানকেক আর মুচমুচে বেকনের দিকে তাকিয়ে মামুলী চিন্তাগুলোকে তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদ করেন সাইলাস। উঁচু বড়ো ফ্রিজটা যেন প্রাচীন কোনো রোমান পরিবারের গৃহদেবতা, এমনই তার বিশাল উপস্থিতি, ভেবেই মজা লাগে তাঁর।

বার দরজায় বেল বাজায় কেউ। বেলের আওয়াজটা খুব পছন্দ নয়। কিন্তু পাল্টানো হয়ে ওঠেনি। দরজা খুলে কিছু চিঠিপত্র আর 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্' হাতে পান সাইলাস।

এমনিতেই সকালে কাগজ পড়াটা তাঁর বাঁধা নিয়ম। তাঁর চারপাশের ঘনিয়ে

আসা মফস্বলীয় মনোভাবের প্রতিষেধক হিসেবে শুধু নয়, কাগজটা তাঁর নিরুপদ্রব জীবনের শীতল আরামের বাইরেকার রূঢ় জগতের কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় বলেও। তাঁর মতে, 'টাইমস্' খুঁটিয়ে পড়লে কেবল পৃথিবী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া যায় তাই নয়, মিথ্যা আর অশুভ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার অস্ত্রও সংগ্রহ করা যায়। সে লড়াইএ নিজেকে একজন সৈনিক বলে মনে করেন সাইলাস, তাই প্রতিদিন সকালে এই আশ্চর্য তথ্যসমৃদ্ধ পত্রিকাটি পাঠ করে তিনি দৈনন্দিন যুদ্ধের জন্যে গোলাবারুদ সংগ্রহ করে নেন।

শুধু পড়েন না, খবরগুলো নিয়ে ভাবেন, তথ্যগুলিকে বারে বারে সাজান মনে মনে। তাঁর জানার পরিধি সাধারণের চাইতে অনেক বড়ো। নিজের মনেও তর্ক সাজিয়ে তথ্য দিয়ে তথ্য খণ্ডণ করেন তিনি। অথচ নিজে থাকেন নিস্পৃহ। এই নিস্পৃহতা একটা গুণ বলেই তাঁর মনে হয়। কোনো বিষয় নিয়ে মায়রার সাথে যখন তর্ক করেন বা আলোচনা করেন, তখন মনে হয় তিনি মানসিক কসরৎ করছেন দক্ষতার সঙ্গে, কিন্তু হারজিতের কথা না ভেবেই।

আজ সকালে কোনো কিছু নিয়েই তাঁর উত্তেজিত হতে ইচ্ছে করছে না। রাজনৈতিক নেতাদের অনৃতভাবণ আর ধর্মীয় নেতাদের ফাঁকা বুলি নিয়ে বিদ্রূপ করতে ইচ্ছে করছে না। কিশোরদের ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে না নাগরিক স্বাধীনতায় ছোটখাটো কিন্তু ক্রমশঃ দৃশ্যমান হস্তক্ষেপ নিয়ে চিন্তিত হতে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির জট ছাড়ানোতে আগ্রহ জাগছে না। এমন কি নিয়মিত প্রকাশিত পুস্তক সমালোচনাও তাঁকে টানছে না।

মোট কথা, চারপাশের পৃথিবীর স্থায়ী অস্তিত্বের মধ্যে থেকেও মনের গভীরে তার অনুপ্রবেশকে আটকে রাখলেন সাইলাস। আজ রান্নাঘরের উষ্ণ পারিবারিক সান্নিধ্য আর নিরাপত্তার :মধ্যে ডুবে থাকবেন তিনি। স্ত্রী পুত্র পরিবার। ব্যস। .আর কিছু নয়।

দেখুন তাহলে, দিনটা কেমন চমৎকার শুরু হলো সাইলাস টিমবারম্যানের। চমৎকার দিন। অন্য দিনগুলো থেকে আলাদা খুব একটা নয়। অন্যান্য দিন মায়রা তাঁর প্রভাতী মস্করাগুলো উপভোগ করেন। আজকে মায়রার তা ভালো লাগছে না। এমন হতেই পারে একদিন। ভালোভাবে শুরু হওয়া দিনটা ভালোই কাটতো, যদি না আইক আমস্টারডাম আসতেন প্রাতরাশের সময়ে এক কাপ কফির প্রত্যাশায় আর ক'টা কথা বলে হালকা হতে। আসলে, কথা বলে হালকা হতেই এসেছিলেন আইক।

* * *

রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঢুকলেন অনেক দিনের বন্ধু আইক। বগলে চাপা ব্রীফ কেসের সাথে ডজনখানেক খবরের কাগজ আর পত্রিকা, হাতে টুপি, বলিরেখাঙ্কিত মুখে দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে যাওয়ার দাগ। ক্ষুদে ক্ষুদে হাসি মাখা সবুজ চোখে একটু যেন একরোখা ভাব।

'ভেবেছিলাম তুমি বেরিয়ে গেছ।'

সপ্তাহে একদিন এ বাড়িতে ওর প্রাতরাশ বাঁধা। মায়রার মধুর সহজ ব্যবহার তাঁকে টেনে আনে। সাইলাস মাঝে মাঝে ভাবেন, আইক আমস্টারডামের মতো আপাতঃরুক্ষ খিটখিটে লোকের স্নেহ আর সন্তুষ্টি কেন আমাদের কাছে এতো গুরুত্বপূর্ণ! স্ত্রী গত হয়েছেন অনেক দিন। ছেলেমেয়ে নেই। একাই থাকেন আইক। সকালের এই সাংসারিক আবহাওয়া তাঁকে খুবই তৃপ্তি দেয়। সে কথা মুখ ফুটে না বললেও বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু কখনোই ঘন ঘন এসে অস্বস্তিতে ফেলেন না কাউকে। চার বছর আর চাকরি আছে। তারপরে কর্মজীবন শেষ। হয়ে যাবেন প্রফেসর এমেরিটাস। অবসর নিতে হবে এই চিন্তায় আইক শুকিয়ে যাচ্ছেন, বুড়িয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সমসাময়িক বন্ধুরা কেউ মারা গেছেন, কেউ অন্যত্র চলে গেছেন। কমবয়সীদের সাথে তাঁর বনে না বড় একটা। তাই বোধ হয় ছোটদের সাথে তাঁর নৈকট্য লক্ষ্য করার মতো। ছোটদের মন চমৎকার বোঝেন তিনি। ছোটরাও খুব ভালবাসে তাঁকে।

ব্রীফকেস কাগজপত্র টুপি নামিয়ে রাখতেই সুসান আর জেরাল্ডাইন দু'পাশে সরে সাগ্রহে তাঁকে জায়গা করে দিল।

'প্যানকেক?' হাসেন আইক।

'খান না কয়েকটা', মায়রা বলেন।

'বলছো? দাও তাহলে দু'একটা। দারুন লাগে খেতে।'

মেয়েরা দু'জন মহা খুশী হয়ে দেখে রোজকার মতো কেমন করে আইক ধীরে সুস্থে চামচে দিয়ে নেড়ে নিয়ে এক চামচ কফি চেখে নেন, মাথা নেড়ে বোঝান ঠিক হয়েছে কি না। তাঁর আস্বাদ করার এই ভঙ্গী যেন কফির মতো আটপৌরে জিনিসকেও অভিনবত্ব-মণ্ডিত করে তোলে। সব কিছুকেই আইক তাঁর স্বভাবগুণে সুন্দর করে তোলেন। ছোটদের কাছে তাই বোধ হয় তার এতো কদর। অবাক চোখে তাকিয়ে ব্রায়ান অন্যান্য দিনের মতোই প্রশ্ন করে,

'তোমার বয়স কতো জেঠু?'

'এমন কিছু বুড়ো নই আমি', আইকের গম্ভীর জবাব, 'তবে বয়সটা বাড়ছে ঠিকই।'

'আমার বয়স বাড়ছে না?'

'বাড়ছে, তবে চোখে পড়ে না রে এখনো !'

জেরালডাইন বলে, 'আইক, আমার আর সুসির সাথে স্কুল পর্যন্ত যাবে? সময় আছে হাতে ?'

একথা কেন জিজ্ঞাসা করা আইক তা জানেন। তাই একটুও না হেসে তিনি পকেটে হাত ঢোকান। বার করে আনেন তার পেল্লায় পকেট ঘড়ি। না না রকম মূর্তি উৎকীর্ণ ঢাকনা খট করে খুলে ক'টা বাজে মনোযোগ দিয়ে দেখেন। 'সময় হাতে থাকতেও পারে, আবার নাও পারে।'

ব্রায়ান জিজ্ঞাসা করে, 'সময় কি জিনিস জেঠু?' 'জব্বর প্রশ্ন করেছো ব্রায়ান। কিসের মতো হতে পারে সময় বলো তো ? টাকার মতো ? না। কেউ টাকা নিয়ে জন্মায়, কারো আবার জন্মাবার সময় ফুটো কড়িটিও থাকে না। কিন্তু গরীবই হোক আর বড়লোকই হোক, সময় হাতে নিয়ে জন্মায় প্রত্যেকেই। তবে কি জানো, সময় আবার টাকার মতোও বটে, কেউ তা খরচ করে বুঝেসুঝে, কেউ খরচ করে বোকার মতো। সময়কে সবাই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, কিন্তু সময় খরচা হয়ে যাবেই যাবে। এখন যেমন ধরো তোমার হাতে আমার চেয়ে ঢের বেশী সময়। কি বলো সাইলাস, ঠিক বলেছি ?'

'তা—'

'কথাগুলো নিশ্চয় কোনো বইতে পড়েছো', বলে ওঠে জেরালডাইন।

'আমার বয়সে সব কথাই বই-এর কথা মনে হয়', বলেন আইক। তারপর মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন, 'সাইলাস আছো কেমন ?'

'দিব্যি আছি আইক। খেয়ে নাও তো তুমি।' বৃদ্ধ খেতে লাগলেন। মুখে ভাবনার ছাপ। বাচ্চাদের খাওয়া প্রায় শেষ। আইককে তারা লক্ষ্য করতে থাকে মন দিয়ে। মায়রা এসে টেবিলে বসলেন। আইক আমস্টারডাম সাইলাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও ব্যাপারে কি করবে ঠিক করেছো ?'

'কোন ব্যাপারে ?'

'ওই যে "নাগরিক প্রতিরক্ষা দিবস"। আজই তো সেই দিবস। দু'সপ্তাহ ধরে পোস্টার টাঙানো হয়েছে। আজ খাতায় নাম লেখানোর দিন। চারটের সময় জমায়েত হবে। অ্যানথনি সি ক্যাবট বক্তৃতা দেবে।' 'ভুলেই গেছিলাম একদম', সাইলাস বলেন। এবার খানিকটা মনে পড়ছে। এ বিষয়ে আগ্রহও বোধ করেন নি তিনি, বিশেষ চিন্তিতও হন নি। বৃদ্ধ আইকের কাছে বিষয়টার গুরুত্ব কি তা ভাবতে চাইলেন সাইলাস। মায়রা মন্তব্য করলেন যে তিনি তো ভেবেছেন এটা নিছক একটা নিয়মের ব্যাপার, আর তা নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবারই বা কি আছে।

'কিভাবে দেখবে ব্যাপারটাকে সবটাই তার উপরে নির্ভর করছে', বলেন আমস্টারডাম।

'কি জানি আইক,' সাইলাস কাঁধ ঝাঁকান, 'আমার তো মনে হয় সরকারী কর্তাদের মাথায় এ ধরনের ব্যামো মাঝে মাঝে চাগাড় দেয় আর এক সময় তা সেরেও যায়। আমাদের এতে কি ?'

'নাম লেখাবে না কি ?'

'নাগরিক প্রতিরক্ষার দলে ?' হেসে ফেলেন সাইলাস। মাথা নেড়ে বলেন, 'আমি ব্যস্ত লোক আইক, আর ক্লেমিংটনে বোমা পড়বে এমন দুশ্চিন্তা আমার নেই। অ্যামেরিকার কোথাও বোমা পড়বে বলেই মনে করি না আমি।'

'সেটাই তো কথা।'

'কোনটা ?'

'এই পুরো ভাঁওতাবাজিটা।'

'তা হয়তো বলা গেলেও যেতে পারে। তবে যুদ্ধ তো একটা চলছেই আর অ্যাটম বোমাটোমাগুলোও তো মিথ্যে জিনিস নয়। তাছাড়া এতো কেবল একটা নিয়মরক্ষার ব্যাপার। সবচেয়ে বড়ো কথা, এতে আমার তো কিছু আসছে যাচ্ছে না।'

'তাই বুঝি ? সাইলাস, তোমাদের মতো ছেলেছোকরাদের এই এক অদ্ভুত কথা। তুমি যুদ্ধে গেছো, নানান কিছু দেখেওছো, অথচ দিব্যি এখানে বসে হাত গুটিয়ে বলে দিচ্ছো এতে তোমার কিছু আসছে যাচ্ছে না !'

'সত্যিই কি আসছে যাচ্ছে ?' মায়রা জানতে চান। 'যুদ্ধ যেটা চলছে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না। কেবল ভাবি যুদ্ধটা না হলেই ভালো হোতো। আইক, এক্ষেত্রে আমাদের কি করার আছে ?'

'মনে করো যদি আমাদের ব্যাপারে ওরা কিছু করতে চায়,' বলেন আইক। 'মূর্খামি দেখলে তাকে মূর্খামি বলার অধিকার লোকের আছে তা বিশ্বাস করো তো ? আমি সারা জীবন তাই বলে এসেছি, বাকী দিনগুলোও তাই বলবো। ক্লেমিংটনে নাগরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়া মূর্খামি তো বটেই, তার চেয়েও খারাপ। প্রথম কথা, এর থেকে বোঝা যায় এই বোমাটা যে কি তা কেউ কিচ্ছু জানে না। দ্বিতীয় কথা, এ হচ্ছে মানুষের মধ্যে ভয় ছড়ানোর অপচেষ্টা যা আমার কাছে অত্যন্ত আপত্তিজনক। তৃতীয়তঃ, গোটা ব্যাপারটাই একটা ভাঁওতা। চতুর্থতঃ, এ যে কোনো স্বাভাবিক মানুষের বিচারবুদ্ধির সরাসরি অপমান।'

মায়রা সুসান আর জেরালডাইনকে বলে ওঠেন, 'যাও যাও, বইপত্তর নিয়ে তৈরী হও। স্কুলের সময় হয়ে গেছে।'

সাইলাস বলেন, 'আশ্চর্য তো আইক! এতে তুমি এতো খেপে যাচ্ছো কেন ?

তোমাকে তো কেউ এয়ার রেড ওয়ার্ডেন হতে বলছে না। ক্যাবট যদি এই নিয়ে তিলকে তাল করতে চায় করুক না। তোমার এতে মাথাব্যথা কিসের?'

'মাথাব্যথা আমার নয়, আমার বিচারবুদ্ধির,' আইক উত্তর দেন। আমি তো এতে তেমন কিছু দেখছি না,' বলে ওঠেন মায়রা।

'আমি যদি কিছু ভাবি, কিছু বিশ্বাস করি, আর সব জেনে বুঝেও সে সম্পর্কে চুপ করে থাকি, তাহলে তার সাথে আমার বিবেকের প্রশ্ন অবশ্যই জড়িত হয়ে পড়ে।' বৃদ্ধের কথা কেমন যেন নীতিবাগীশ মার্কা শুনতে লাগে। আবার বলেন তিনি, 'তোমাদের দু'জনের কথা শুনে বড্ড হতাশ হলাম হে! আচ্ছা, তাহলে যদি আজ্ঞা করো এই দুই তরুণী মহিলাকে স্কুলের পথে এগিয়ে দিই আমি।'

*　　　*　　　*

বৃদ্ধের সাথে মেয়েরা স্কুলে রওনা হয়ে গেছে। ব্রায়ান বাইরে খেলছে স্কুলে যাবার আগে। প্রথম ক্লাস শুরু হওয়ার আগে হাতে এক ঘণ্টা সময়। সাইলাস মায়রাকে সাহায্য করতে লাগলেন প্রাতরাশের ডিশকাপ ধুয়ে তুলতে। বৃদ্ধ যে কথাগুলো বলে গেলেন তা নিয়ে তখনো দু'জনে বিশেষ চিন্তা করেন নি। আইক আমস্টারডাম এরকমই কথা বলেন—অনেক দিন থেকেই বলছেন। কথাগুলোর মানে এই নয় যে তিনি যুদ্ধের পক্ষে বা বিপক্ষে, নাগরিক প্রতিরক্ষার পক্ষে বা বিপক্ষে। তাঁর মনে হয়েছে অযৌক্তিক কতগুলো কথা খাড়া করা হয়েছে এবং তা তাঁর বোধশক্তিকে অপমান করেছে। ব্যস। এইটুকুই। বিবেকটিবেক নিছক ফাঁকা বুলি। এই সিদ্ধান্তে এসে সাইলাস আর মায়রা নিশ্চিন্ত হতে চেষ্টা করছিলেন।

'বুঝতে পারছি না,' মায়রা বললেন, 'তাহলে মনটা এতো ভার ভার লাগছে কেন?'

'আগে থেকেই তোমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ছিলো'। 'তা বলছো কেন? তোমার মতো হাসতে হাসতে গাইতে গাইতে ঘুম থেকে উঠি নি বলে? দুনিয়াশুদ্ধ লোকের ভালো লাগা না লাগা তোমার মনের আনন্দের উপরে যে, নির্ভর করে না তা একটু বোঝার চেষ্টা করো।'

'মায়রা, অনর্থক ঝগড়া বাধিয়োনা।'

'আমি যা বলি সব অনর্থক, তাই না?'

'তাই কি বলেছি আমি?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। দুঃখিত, সাই। সকাল থেকে মেজাজটা এমন খিঁচড়ে আছে যে কি বলবো। একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করো না।'

সাইলাস বেরোবার আগে মায়রা চুমু খেলেন তাঁকে। মনে করিয়ে দিলেন, বিকেলে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ লাণ্ডকেস্টদের বাড়ি যেতে হবে, ককটেল-এর নেমন্তন্ন।

*　　　　　*　　　　　*

প্রফেসর আমস্টারডাম সঙ্গে থাকলে মেয়েরা স্কুলে যায় একটু ঘুরে। টিলাটা পেরিয়ে গোটা ক্যামপাস হেঁটে সায়েন্স হল ঘুরে। বাড়ির পিছনে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে শুঁড়ি পথ দিয়ে সোজা হুইটিয়ার রোডে উঠলে স্কুল অবশ্য কাছে হতো। কিন্তু বেশী হাঁটতে যেমন হয় তেমন আইকের সঙ্গও তো বেশীক্ষণ পাওয়া যায়। আমস্টারডাম ছোটদের অতি প্রিয় মানুষ। এতো সহৃদয় তাঁর ব্যবহার, ছোটদের কথা এতো ভাবেন তিনি যে তারা অতি সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কতো রকম গল্প যে তিনি করেন তাদের সাথে—ক্লেমিংটনে কবে রেড ইণ্ডিয়ানদের সাথে শাদা চামড়াদের যুদ্ধ হয়েছিল তার ইতিহাস থেকে বর্তমানে এখানকার দুই অধ্যাপকের আশু বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্ত সবই তাঁর গল্পের বিষয় হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর ব্যবহারে ছোটদের প্রতি কোনো অবজ্ঞার ভাব থাকে না কখনো। কখনো তিনি তাদের করা কোনো প্রশ্ন এড়িয়ে যান না, আবার কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জেনে জানার ভানও করেন না।

আজ সকালে ক্যামপাসের ঠিক কেন্দ্রে ওক গাছে ভর্তি পার্কের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তিনি ক্লেমিংটনের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা ভাবছিলেন। বয়স যতো বাড়ছে তিনি যেন সৌন্দর্যের সমস্ত দিক ততো বেশী করে উপলব্ধি করতে পারছেন। সকালগুলো আরো উজ্জ্বল আরো নির্মল হয়েছে, হেমন্তের পাতার রং যেন আরো ঝলমলে দেখাচ্ছে, হাসির শব্দে সঙ্গীতের কলধ্বনি যেন আরো প্রাণচঞ্চল, ছাত্রছাত্রীদের যৌবনোচ্ছল চলাফেরা হয়েছে যেন আরো প্রাণবন্ত। ক্লেমিংটন সত্যিই বড়ো চমৎকার জায়গা। আইভি লতায় ঢাকা গ্রানাইটের ইমারতের সারিতে ঘেরা এই ক্যামপাস অ্যামেরিকার এ অঞ্চলে অনন্য। আমস্টারডাম ইউরোপ ইংল্যাণ্ডে অনেক ঘুরেছেন। কিন্তু এমন ক্যামপাস তিনি আর একটিও দেখেননি। আজ সকালে সব কিছু যেন আরো বেশী ভালো লাগছে। সেই ভালো লাগায় তাঁর মন এতো নিমগ্ন ছিল যে জেরালডাইন কি একটা প্রশ্ন করলো তিনি শুনতে পেলেন না। প্রায় চমকে উঠে বললেন, 'দুঃখিত, মা, কি বললে শুনতে পাইনি। কি ভাবছিলাম জানো? ভাবছিলাম ক্লেমিংটন কি সুন্দর, কি চমৎকার জায়গা। তোমরা দু'জনে কখনো ভেবে দেখেছো, কি সুন্দর একটা জায়গায় তোমরা থাকো?'

'হ্যাঁ, বেশ ভালোই,' সুসান খুব উৎসাহ দেখায় না, 'তবে বড় একঘেয়ে।'

জেরালডাইন এবার তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে, 'তুমি সকালে বাবার ওপরে রেগে গেলে কেন?'

'রাগ আবার কোথায় করলাম?'

'করেছিলে, খুব রাগ করেছিলে।'

'না মা,' খুব শান্তভাবে বলেন আইক, 'তোমার বাবার উপরে রাগ আমি একটুও করিনি। একটু বিরক্ত হয়েছিলাম ঠিকই, চটে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাগিনি। রেগে যাওয়া আর চটার মধ্যে তফাৎ আছে। সাইলাসকে আমি খুব পছন্দ করি, ওকে আমার বন্ধু বলে মনে করি। সাইলাস খুবই অসাধারণ মানুষ।'

'তাই, না?' সুসান খুশী হয়।

'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়,' আইক বলেন। 'কেন মনে হয় খুব পরিষ্কার যে বলতে পারবো তা নয়। দেখো, সাইলাসের দু'টো খুব দুর্লভ গুণ আছে। একটা সততা, অন্যটা নীতিসংহতি।'

'তার মানে কি?' সুসান জানতে চায়।

ঠিক এমনই ঘটে প্রায়ই। সারা জীবন বৃদ্ধ আইক আমস্টারডাম অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন কথা বলার সময়ে। শব্দ শব্দই, কথা সাজানোর বহু ব্যবহৃত সরঞ্জাম। তাদের অর্থ নিয়ে ভাবেননি বড়ো একটা, ভাবতে হয়ওনি। এখন প্রায়ই এই দু'টি ছোট মেয়ে নানা ধরনের অনেক শব্দের মুখোমুখি তাঁকে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই সুসানের প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে একটু সময় নিতে চাইলেন আইক।

'তার মানে? তুমি বলতে পারো, জেরালডাইন?'

'সততা মানে জানি। চুরি না করা, মিথ্যে কথা না বলা। যারা এসব করে না তারা সৎ। আর নীতিসংহতি কথাটার মানে বোধ হয় জানি, বুঝতে পারছি, কিন্তু বুঝিয়ে বলতে তো পারবো না।'

আইক দেখলেন বোঝাতে তিনিও পারছেন না। যদি বলা যায়, নিজের বিবেক আর বিশ্বাসের জগতে একনিষ্ঠ থাকাই নীতিসংহতি, তাহলে কি কথাটা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কথাটা বলা তো সহজ, কিন্তু এই অখণ্ডতা আর নিষ্ঠার ধারণাটাই বা কতোটা বাস্তব? তিনি নিজে কি নিজের মধ্যে অখণ্ড? সত্যি কথা বলতে কি, ক্লেমিংটনে বিশ্ববিদ্যালয় বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজস্ব নাগরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়বে, এই ঘোষণায় তিনি বেশ উদ্বিগ্ন বোধ করেছিলেন। কিন্তু যখন সাইলাস টিমবারম্যানের সাথে কথা হচ্ছিলো তখন সেই উদ্বেগকে প্রকাশ করেননি। বলেছিলেন তাঁর যুক্তিবাদী মন এতে অপমানিত বোধ করছে। মনকে তিনি কি তখন চোখ ঠারেন নি? অবশ্য এখনো তিনি জানেন না ঠিক কেন তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন বা সাইলাস টিমবারম্যানের কাছে এ বিষয়ে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া তিনি আশা করেছিলেন। ভাবতে ভাবতে ক্রমশঃ তাঁর চলার গতি এতো বাড়ছিল যে মেয়েদের প্রায় ছুটতে হচ্ছিলো তাল রাখতে গিয়ে। 'আইক, আমি এতো জোরে হাঁটতে পারি না,' সুসান অনুযোগ করে।

লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আইক। ততক্ষণে তাঁরা সায়েন্স বিল্ডিং আর

হুইটিয়ার হলের সামনের সবুজ মাঠে এসে পড়েছেন। মেয়েরা এবার ক্যামপাস থেকে বেরিয়ে স্কুলের দিকে যাবে। আইক মনে মনে অনুভব করলেন যে আলোচনাটা আর এগোবে না দেখে তিনি বেশ স্বস্তি বোধ করছেন।

'বাবার উপরে রাগ কোরো না, আইক,' জেরালডাইন বলে।

একা দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধ বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে। নিজের উপরে খুব খুশী হতে পারছিলেন না তিনি। বেশ কয়েক মিনিট পাইপে তামাক ভরা, সেটা ধরানো, ভালো করে ধোঁয়া টানা ইত্যাদিতে কাটলো। মাঠ পার হয়ে চলা ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। এই জটিল ধোঁয়াটে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করে কূল পাচ্ছিলেন না তিনি। একটু পরে সায়েন্স বিল্ডিংএর ঘড়িঘরের ঘণ্টাধ্বনি দিনের কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিল তাঁকে।

* * *

সাইলাস টিমবারম্যানের মামলা নিয়ে স্বভাবতঃই সবচেয়ে বেশী ভেবেছেন তিনি নিজে। সরকারী নথিপত্রে যা পাওয়া যাবে তার চেয়ে অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তৈরী হতে পারে যদি সব তথ্য আর ঘটনা নিয়ে ভাবা যায়। অনেক ছোটখাটো জিনিস পরে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। পরে, তিনি নিজেকে নিয়েও অনেক ভেবেছেন, নিজের অতীতকে খুঁটিয়ে বিচার করেছেন। সব সময়ে সকলের থেকে মানুষ হিসেবে আলাদা না হতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু সহকর্মীদের যতো তিনি চিনেছেন, যতো তিনি বুঝেছেন কোন কোন শক্তি তাদের মানসিকতাগুলিকে তৈরী করেছে, ততোই তাঁর স্বতন্ত্র একজন মানুষ না হওয়ার ইচ্ছা কমে গেছে। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি ভাবতেন, ভবিষ্যত ঘটনা প্রবাহের পথ নির্ধারণে অন্যতম প্রধান প্রারম্ভিক পদক্ষেপ ছিল সেদিন সকালে আইক আমস্টারডামের আগমন।

বাড়ি থেকে দশ বারো পা যেতেই সেদিন সকালে সাইলাসের অদম্য ইচ্ছা হলো ফিরে এসে মায়রার কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করে কিছু বলার। কিন্তু কি বলবেন তা তিনি নিজেই জানেন না। তাই ফিরলেন না, কিন্তু কোথায় যেন কি একটা থামতি থেকে গেলো, এই বোধ তাঁর মনে ক্রমবর্ধমান একটা ছায়া বিস্তার করলো। ভীষণ খারাপ লাগতে লাগলো। কেন যে নিজেকে হঠাৎ ছোট লাগছে তা তিনি বুঝতে পারলেন না। একটা অপরিসীম শূন্যতা তাঁর মনকে গ্রাস করে এলো যেন। ব্রায়ান যখন পেছন থেকে 'বাবা' বলে ডেকে ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো তখন সেও বেশ অনুভব করলো, কি যেন একটা হয়েছে।

'কি হয়েছে, বাবা?'

'কিছু না তো।' লজ্জা পেলেন সাইলাস।

'আমার জন্যে কিছু একটা নিয়ে এসো।'

'কি আনবো?'

'কিছু একটা। একটা বন্দুক এনো। একটা জল পিস্তল।' এনো কিন্তু।' গোলগাল মুখটা সরল ছেলেমানুষী আশায় উজ্জ্বল, বিশ্বাস আর নির্ভরতায় ভরা। ব্রায়ানকে কোলে তুলে নিলেন সাইলাস। আশ্বস্ত করলেন কিছু একটা আনার কথা দিয়ে।

ক্যামপাসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে সাইলাসের মনে হলো, বয়স যেন কতো বেড়ে গেছে, কি ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। ক্লেমিংটনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর চোখে পড়লো না। তিনি ভাবছিলেন মায়রার কথা। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, গুণী তাঁর স্ত্রী। অথচ স্বামী হিসেবে তিনি নিতান্তই সাধারণ। ঘেঁতিয়ে ঘেঁতিয়ে তাঁর জীবন চলে মন্থর গতিতে, প্রতিটি দিনই এক ধাঁচে গড়া তাঁর, বুদ্ধি তাঁর সাধারণ মানের। চলেছেন তিনি বার্ধক্য আর অবসর জীবনের দিকে, না আছে বিশেষ কোনো চিন্তা, না আছে স্থির কোনো লক্ষ্য। কিন্তু সাথে সাথেই মনে হয় সাইলাসের, সকলের জীবনই তো এমনি ভাবেই কাটে, মাঝে মাঝে আসা সুখের মুহূর্তগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। এ বুঝতেও তাঁর অসুবিধা হয় না এই সব দার্শনিক চিন্তার মধ্যেও কোনো নতুনত্ব নেই, কোনো গভীরতা তো নেই-ই। চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে ক্রমশঃ মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছিলো, তাই এড লাওফেস্টের সাথে দেখা হয়ে যাওয়ায় বেশ খুশীই হলেন সাইলাস।

'সকালটা দারুন, তাই না সাইলাস,' লাওফেস্ট হাঁ করে হাওয়া গেলেন যেন। 'এখানে অকটোবর মাসটাই সব থেকে চমৎকার, যাই বলো। এখন আবহাওয়াটা সত্যিই স্বাস্থ্যকর। কি বলো, ঠিক বলেছি না?'

সাইলাসের একটুও ভালো লাগছিল না সকালটা। তবু ভদ্রতার খাতিরে সায় দিতে হলো। প্রফেসর এডওয়ার্ড লাওফেস্টকে তিনি কতোটা অপছন্দ করেন, তা নিজের কাছে সাইলাস ঠিক স্বীকার করেন নি, কারণ, তাহলে তাঁর বিভাগীয় এই সহকর্মীটির সাথে সম্পর্ক রাখাই দায় হয়ে উঠবে। আলাদা করে করে, লাওফেস্টের কথা বলার বোকা বোকা ধরন, তার হামবড়া ভাব, শব্দ নির্বাচনে তার বালখিল্য অপটুতা সবই তাঁর অসহ্য লাগে। তবু তিনি নিজেকে বোঝান লোকটা নিতান্ত খারাপ নয়। হ্যাঁ, চমৎকার সকাল,' বলেন সাইলাস। বলতে বলতেই নিজের উপর বিরক্ত বোধ করেন। 'এই সময়ে ফুটবল খেলা দারুন জমে,' লাওফেস্ট সুযোগ পেলেই সকলকে জানিয়ে দিতে ছাড়েন না যে এক সময় তিনি খুব ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর চেহারাটাও খেলোয়াড় সুলভ. চওড়া কাঁধ, গাঁট্টাগোট্টা আর মোটামুটি সুদর্শন, মাথা ভর্তি কাঁচাপাকা চুল।

ভাষা ও সাহিত্যে তার ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে সাইলাসের মনে তাচ্ছিল্য থাকলেও, করিৎকর্মা লোক হিসাবে তিনি লাগুফেস্টকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু ঈর্ষাই করেন।

'এই টার্মটা কেমন যাবে মনে হয়?' প্রশ্ন করেন লাগুফেস্ট। তারপর বলেন, 'অভিজ্ঞ শিক্ষক তুমি, ছ'সপ্তাহের মধ্যে সমস্যাগুলো বুঝে যাবে নিশ্চয়।'

'খুব বিশেষ সমস্যা দেখা দেবে মনে হয় না আমার।'

'খুব ভালো, বেশ, বেশ। তাহলে তো কথাই নেই।

'আমিও যদি তাই বলতে পারতাম তো ভালো হতো। তুমি তো, সাইলাস অ্যামেরিকান সাহিত্যটা ধরছো?'

'হ্যাঁ! শেষ করে দেবো সময় মতো।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই। শুধু এই মার্ক টোয়েনকে সব আলোচনাটার কেন্দ্রবিন্দু করাটা—এটা ঠিক কেমন যেন ভালো লাগে না আমার। মনে হয় যেন আমেরিকান সাহিত্য নয়, মার্ক টোয়েনই তোমার মূল বিষয়।'

'মার্ক টোয়েনকে সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু তো করি না আমি। ওকে আমি কেবল একটা মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করি, অন্যদের কোথায় কাকে স্থান দেওয়া যায় ঠিক করতে।'

'তুমি তো তা করবেই,' লাগুফেস্ট হাসেন, 'বই লিখছো যখন মার্ক টোয়েনকে নিয়ে। তবে আমার মতে মার্ক টোয়েনের উপরে আরেকটা বই লেখার দরকার আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য তুমি কি লিখবে সেটা তোমার বিবেচ্য বিষয়। আমি মনে করি মার্ক টোয়েন লেখক হিসেবে নিতান্তই অগভীর। বরং বলা চলে ওর লেখায় হালকা মেজাজের বিনোদন আছে বেশ, ভাঁড়ামো আছে, আর বক্তৃতা তো আছেই। বাহ্যিক সবকিছু নিয়েই মার্ক টোয়েন বরাবর সন্তুষ্ট। নিজের কথা জাহির করার জন্যে আর ইচ্ছে মতো সিদ্ধান্ত সাজানোর জন্যে তথ্য এদিক ওদিক করতেও টোয়েন সব সময় তৈরী ছিলেন।'

কথাগুলো শুনে ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন সাইলাস। সাত সকালে মার্ক টোয়েন সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া এড লাগুফেস্টের একদম স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। আচমকা এই বাক্য বিন্যাস শুনে সাইলাস বিস্মিত, ক্রুদ্ধ এবং কয়েক মুহূর্তের জন্যে বাক্যহারা হয়ে গেলেন। তাঁর বইটা সম্পর্কে মন্তব্যর মধ্যে বিশেষ একটা খোঁচা আছে। কারণ লাগুফেস্ট ভালো করেই জানেন যে গত তিন বছর ধরে সাইলাস বইটা মাঝে মাঝে লেখার চেষ্টা করছেন আর সে চেষ্টা যে খুব সফল হয়েছে এমন নয়। সব চেয়ে বিরক্ত লাগলো মার্ক টোয়েনের সাহিত্যিক গভীরতা সম্পর্কে উক্তি শুনে, বিশেষ করে যেখানে সে উক্তি আসছে লাগুফেস্টের মতো লোকের কাছ থেকে যার বিদগ্ধতা সম্পর্কে সাইলাসের ধারণা অত্যন্ত নিচু।

'আঘাত পেলে না তো?' লাগুফেস্ট প্রশ্ন করেন।

'না, একটুও না।'

'এরকম একটা সকালে তর্ক করার কোনো মানে হয় না, কি বলো?'

'না।'

'দেখো তো, তোমাকে খুঁচিয়ে ফেললাম। ঠিক আছে, অন্য কোনো দিন এ নিয়ে বসা যাবে। আদ্যোপান্ত আলোচনা করা যাবে সেদিন। আসলে, তোমাকে আমার সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে একটা কথা বলার আছে। তোমার তো সাড়ে ন'টায় ক্লাস, তাই না?'

কথা বলতে বলতে হুইটিয়ার হলে পৌঁছে গেছেন দু'জনে। লোকটা বিভাগীয় প্রধান, উপরওয়ালা, বলতে গেলে মালিক এক রকম। প্রধানের সাথে ঝগড়া হলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী খুজতে হবে। কাজেই মাথা ঠিক রাখো, রাগ গিলে নিয়ে মাথা নাড়ো অমায়িক ভঙ্গীতে। সাইলাস অত্যন্ত ভদ্রলোক এবং অমায়িক। তাছাড়া, ইংরেজীর অধ্যাপক খুব একটা বিরল জীব নয়, যতোই তারা প্রতিভাশালী হোক্। সাইলাস নিজেকে প্রতিভাবান মনে করেন না। তাঁর একাগ্রতা আছে আর আছে ভালো স্মৃতিশক্তি, ব্যস।

'একটু কথা বলি এসো। আজ বিকেলের সভাটার বিষয়ে ক'টা কথা বলার আছে তোমাকে।'

বাক্যব্যয় না করে মাথা নাড়লেন সাইলাস। কিছু বললে কথার সুরটা একটুও সুখশ্রাব্য হবে না লাণ্ডকেস্টের কানে। সম্পর্কের আন্তরিকতা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকবে না আর। কিন্তু তখনো, লাণ্ডকেস্টের এই কথা আর একটু আগে শোনা আমস্টারডামের মন্তব্যের মধ্যে কোনো যোগ খুঁজে পান নি সাইলাস।

'এ নিয়ে ডঃ ক্যাবটের সাথে কথা হচ্ছিল,' লাণ্ডকেস্ট বলে চললেন, 'উনি চান সভাটা একশো ভাগ সফল হোক। তোমাকে বলছি, সাইলাস, ব্যাপারটা কেবল স্থানীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না—না হে না। সারা রাজ্যে তো বটেই, জাতীয় স্তরেও এর প্রচার ঘটবে। ক্লেমিংটনের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে এ ক্ষেত্রে। আমিও জানি তুমিও জানো, সাইলাস, কোরিয়াতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই সারা দেশে নাগরিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কে একটা অদ্ভুত অনীহা দেখা দিয়েছে।'

'বেশীর ভাগ লোকই তো যুদ্ধটা পছন্দ করছে না।'

'তা তো হবেই। যুদ্ধ কেউই পছন্দ করে না, যেমন করে না নাৎসীদের বা কমিউনিষ্টদের। কিন্তু যুদ্ধ বস্তুটি একটি বাস্তব সত্য, অনেক সময় প্রয়োজনীয়ও বটে। এখানে যেমন আমরা মুখোমুখি হয়েছি ঘৃণিত আগ্রাসনের, নগ্নভাবে ধেয়ে আসা লাল সর্বগ্রাসী বন্যার। আমাদের সহ্যের চরম সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে কোরিয়াতে। আমার তো মনে হয় এই যুদ্ধের চাইতে কোনো পবিত্রতর সংগ্রাম, কোনো মহত্তর জেহাদে

আমাদের দেশ কখনো লিপ্ত হয়নি। মনে রেখো একথা আমি একজন রিপাবলিকান হিসেবে বলছি—যদিও এ যুদ্ধ সংকীর্ণ রাজনীতির উর্দ্ধে। ঠিক বলছি না আমি ?'

'ঠিক এভাবে চিন্তা করিনি আমি', বলেন সাইলাস। 'এই হলো আমাদের সমস্যার মূল! আমরা যথা-বিহিত চিন্তা করি না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হলো, আমার নিজের কাজে নিজেকে লেগে থাকতে দাও, আমার জীবনে যেন কোনো ছোঁয়া না লাগে। দেখো, ১৮৯০ সালে এধরনের মনোবৃত্তি চলতো, কিন্তু এই ১৯৫০ সালে এই মনোবৃত্তি শুধু ক্রোধ উদ্রেক করে না, স্পষ্ট পরিচয় দেয় দেশভক্তির অভাবের।'

শুনতে শুনতে সাইলাস ভাবার চেষ্টা করছিলেন, মনে করার এবং যোগাযোগ বোঝার চেষ্টা করছিলেন, চেষ্টা করছিলেন নিজের মন আর অনুভূতি অনুধাবন করার। নিজের চিন্তার কতোটা এখন প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে তা ঠিক করতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এখন তার মতামত জানানোর বস্তুত কোনো দরকার নেই। লাগুফেস্টের মতামত তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, অন্যের সেখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তিনি নিজে যুদ্ধ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি, কোনো সিদ্ধান্তে আসেন নি। তিনি যুদ্ধ নিয়ে ভাবতেই চান নি। সেদিক থেকে লাগুফেস্ট কিছু ভুল বলে নি। তিনি সবকিছু এড়িয়ে, কলেজ আর স্ত্রী আর তিন সন্তানকে নিয়ে নিজের জগতে নির্বিঘ্ন থাকতে চেয়েছিলেন। সেনা বাহিনীতে আইনমাফিক সময় কাটিয়েছেন, একটা যুদ্ধে লড়াই করেছেন তিনি। এখন চল্লিশোত্তর জীবনে তিনি সৈন্যদলের আওতার বাইরে। তার মনে পড়লো যুদ্ধ শুরু হতেই প্রথম কথা তাঁর মনে হয়েছিলো, ভাগ্যিস ব্রায়ানের বয়স মাত্র পাঁচ। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু দেশাত্মবোধে লাগুফেস্টের একচেটিয়া অধিকারের সোচ্চার প্রকাশ তাঁর অসহ্য লাগলো। সাইলাসের তরুন বয়সে দেশাত্মবোধ এতো সস্তা ভাবাবেগের ব্যাপার ছিল না, নেতাদের বুলি কপচানোর অনেক উর্দ্ধে ছিল সেই বোধ। তা নিয়ে বাক্যবিন্যাস কেউ করতো না। জনসমক্ষে তার প্রকাশ ঘটলে লোকে লজ্জাই পেতো। কথাটার ব্যবহার হতো কদাচিৎ এবং যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে তবেই লোকে শব্দটা উচ্চারণ করতো। ১৯৪৫ সালের পর থেকে সাইলাস নিজে শব্দটা খুব সাবধানেই ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধে তিনি কি করেছেন তা নিয়ে বিশেষ কথা তিনি বলেন কি কখনো। একবার ইচ্ছে হলো লাগুফেস্টকে প্রশ্ন করেন ওই সময়ে তার দেশভক্তি কোথায় ছিলো। কিন্তু তাঁর স্থির মস্তিষ্ক আর ভদ্রতাবোধ সেদিকে তাঁকে যেতে দিলো না। সকাল দশটাও বাজেনি, ইতিমধ্যেই তাঁর স্বাভাবিক সুখী নিস্তরঙ্গ জীবনে শুরু হয়ে গেছে টানাপোড়েন আর অশান্তি।

'তাই হবে বোধ হয়,' বলেন সাইলাস। এর চাইতে নিরপেক্ষ আর কম অসম্মানজনক কোনো উত্তর তাঁর মাথায় এলো না।

'তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, সাইলাস,' লাণ্ডফেস্ট বলে চললেন, 'তুমি আর পাঁচজন অ্যামেরিকানের মতোই। আর পাচজনের মতো বলে তো কাউকে তিরস্কার করা চলে না। কিন্তু আমরা এখন চলেছি এক অসাধারণ সময়ের মধ্যে দিয়ে, তাই আমাদেরও অসাধারণ হয়ে উঠতে হবে।'

নিজের কথা নিজে শুনতে পাচ্ছে কি লাণ্ডফেস্ট, সাইলাস অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন। একটা বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান, শিল্প সাহিত্য চর্চার জগতে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি, সে এই ধরণের কথা বলতে পারে কি করে? অবাক দৃষ্টিতে লাণ্ডফেস্টকে তিনি দেখতে লাগলেন। তাঁর বিস্ময়কে লাণ্ডফেস্ট ধরে নিলেন সপ্রশংস মনোভাব বলে।

'আজ বিকেলের সভা থেকে আমাদের এই নিস্পৃহতা কাটতে থাকবে,' লাণ্ডফেস্ট মাথা নাড়েন। 'প্রেসিডেন্ট ক্যাবটের সাথে আলোচনায় আমার মনে হয়েছে যে, কোনো একটা গোষ্ঠী যদি নাগরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীতে স্বেচ্ছায় এসে যোগ দেয়, তাহলে লোকে উৎসাহ পাবে এবং দলে দলে যোগ দেবে। ক্যামপাসে উদ্যমের অভাব যে কেমন তা প্রেসিডেন্ট ক্যাবট ভালোই জানেন, কিন্তু লোকের অভাব ঘটবে এ অবস্থা কিছুতেই তিনি বরদাস্ত করবেন না। তাই তিনি আমার সাথে কথা বলেছেন আমাদের বিভাগ সম্পর্কে। সত্যি বলছি, আমি খুব সম্মানিত বোধ করেছি। আমার নিজের জন্যে নয়, আমাদের বিভাগের জন্যে। উনি বললেন, আমাদের বিভাগের প্রত্যেক সদস্যই যেন নাগরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হয়। স্বভাবতঃই আমি কথা দিয়ে এসেছি।'

বিস্মিত সাইলাস চোখ ফেরাতে পারছিলেন না লাণ্ডফেস্টের দিক থেকে। বিশ্বাস করতে পারছিলেন না নিজের কানকে। 'তুমি কি গোটা ইংরেজী বিভাগের কথা বলছো?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু সমস্ত শিক্ষকের হয়ে তুমি কি করে কথা দেবে?'

'দেবো, কারণ তাদের দেশভক্তি সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'এর মধ্যে দেশভক্তির কথা আসছে কোত্থেকে? সত্যি, এড, এরকম একটা বিষয়ে কোনো অযথা তর্কে আমি যেতে চাই না, কিন্তু এতো সহজ সরল নয় ব্যাপারটা।'

'নয়?' লাণ্ডফেস্টের গলায় আর উষ্ণতা নেই। 'তোমার মতটা তাহলে কি, সাইলাস?'

'দেখো, এড, আর একটাও কথা বলার আগে তোমার মনোভাবের আমি প্রতিবাদ করবো।' সাইলাসের গলা নিরুত্তাপ। 'আমাকে তুমি দীর্ঘদিন চেনো, তোমাকেও

আমি চিনি অনেক দিন। মার্ক টোয়েন সম্পর্কে তোমার একটা মতামত থাকতেই পারে, সে মতামতের সাথে একমত হই বা না হই, তাকে আমি অশ্রদ্ধা করবো না নিশ্চয়। নাগরিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কে আমার একটা মতামত থাকতে পারে, আমার মনে হয় তাকে তোমারো শ্রদ্ধা করা উচিত। আমি কমিউনিস্ট নই, অগণতান্ত্রিক যে কোনো শাসনব্যবস্থারই আমি বিরোধী। তুমি খুব ভালো করেই তা জানো। আর আমার দেশাত্মবোধ? জীবনের তিনটে বছর সে দিকে ব্যয় করেছি আমি। কথাগুলো আমি বলতে চাই নি, কিন্তু তুমি আমাকে বাধ্য করলে। আমি যা বলি তার মধ্যে দেশদ্রোহিতা অথবা দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার অভাব দেখা যাচ্ছে এই ধরনের কটাক্ষের আমি তীব্র বিরোধিতা করি।'

লাঙফেস্টের মুখে একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দিলো। সাইলাসের কাঁধে হাত রেখে আন্তরিকতাভরা কণ্ঠে বললেন, 'সাইলাস, তেমন কোনো কটাক্ষ আমি করতে চাই নি। তোমার মত নির্ভয়ে প্রকাশ করার অধিকার যদি তোমার না থাকে তাহলে কোনো প্রতিরক্ষা, তা নাগরিকই বলো আর যাই বলো, কোন কাজে লাগবে?'

লাঙফেস্ট বললেও কথাটা সত্যি। সাইলাসের সম্বিত ফিরলো। এতক্ষণ যেন অন্য কোনো জগতে ছিলেন তিনি। কিন্তু না। ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে হুইটিয়ার হলের সামনেই তিনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন। ঘাস এখনো সবুজ। ঝলমল করছে রোদ্দুর। বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বাড়িগুলোতে ঢুকে গেছে। তাঁর নিজের ক্লাস শুরু হতে মিনিট দশেক আর বাকি। তার মানে, সকালে ক্লাসের আগে কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে নেবার আর সময় নেই। উত্তর দেবার আগে লাঙ-ফেস্টের দিকে তাকালেন সাইলাস। কি চমৎকার ফিটফাট থাকতে পারে লোকটা। দেখলে হিংসেই হয়। সাদা সার্ট, নীল টাই, কাশ্মীরী সোয়েটার আর হ্যারিস টুইড পরিহিত দীর্ঘকায় শক্তিশালী লোকটির দিকে চোখ রেখে সাইলাস বললেন মনে মনে —এড লাঙফেস্টের সাথে শত্রুতা বাধাতে চাই না। কেন বাধাবো? ও ওর মতো সে, আমি আমার মতো, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বে তো কোনো অসুবিধে হয় নি, আমরা তো পরস্পরকে শ্রদ্ধাই করেছি। ও বরাবরই করিতকর্মা, আমি একটু গেঁতো। এক একজন মানুষ তো এক এক রকম হবেই। এমন কিছু বিরাট আত্মদান ও চাইছে না আমার কাছে, শুধু চাইছে নাগরিক প্রতিরক্ষার এই উজবুক ব্যাপারটাতে নাম লিখিয়ে আমি ওকে দায়মুক্ত করি। করলেই হয়। কি এমন ক্ষতি হবে আমার?—কিন্তু মনে মনে এক ভাবলেন সাইলাস আর মুখে বললেন সম্পূর্ণ আলাদা কথা। মনে হলো যেন অন্য কেউ কথা বলছে। 'কিন্তু আমার হয়ে কথা দিয়ে

ফেলে তুমি যখন আমাকে বাধ্যই করেছো তখন আমার সেই অধিকার থাকলো কোথায় ?'

'কিসে তোমাকে বাধ্য করেছি ?' লাওফেস্ট জানতে চান।

'নাগরিক প্রতিরক্ষায়।'

'আশ্চর্য সাইলাস, তুমি কি বলতে চাইছো আমি কিছুই বুঝছি না। এ নিয়ে কি ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করা যায় না ?'

'আমি মাথা গরম করছি না,' সাইলাস উত্তর দেন। 'আমার আপত্তি কিসে জানতে চাইছো তো ? তাহলে শোনো। ক্লেমিংটনে নাগরিক প্রতিরক্ষার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। এক হলো এই যুদ্ধটা বস্তুত লড়ছে জাতি সংঘ, আর লড়াইটা হচ্ছে সুদূর কোরিয়ায়। দুই, ক্লেমিংটনে অ্যাটম বোমা যদি পড়েই, আমাদের এই ভাঁড়ামি দিয়ে তাকে ঠেকানো যাবে না। তিন, এখানে কেউ অ্যাটম বোমা ফেলতে আসবে না। চার, যুদ্ধ যুদ্ধ করে চেঁচিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি আমি পছন্দ করি না, বিশেষ করে এ ধরনের একটা সংঘর্ষের ক্ষেত্রে। যুদ্ধ যদি করতেই হয় তা নিয়ে বেশী হুজুতি না করে তাড়াতাড়ি সেটা শেষ করার চেষ্টা করা উচিত। ক্যাম্পাসের সর্বত্র লোক খেপিয়ে বেড়ালে সে চেষ্টা ব্যর্থই হবে।'

'তাই যদি হবে, সাইলাস, তাহলে বলো তো এই নাগরিক প্রতিরক্ষার পিছনে আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি ? তুমি তো সবই জানো দেখছি !'

সব কথা ফিরিয়ে নিলে তবেই একমাত্র উদ্ধার পাওয়া যাবে এই পরিস্থিতি থেকে, বুঝলেন সাইলাস। কিন্তু তার উপায় নেই। কথাগুলো বলবেন না ভেবেও বলে ফেলেছেন। বলতেই হবে, কারণ না বলে থাকা অসম্ভব। কেন অসম্ভব সাইলাস তখনো বোঝেন নি, পরে মারয়ার কাছেও ব্যাখ্যা করতে পারেন নি কেন। তিনি বললেন, 'পিছনের উদ্দেশ্য ? ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ গুরুত্ব এবং প্রেসিডেন্ট ক্যাবটের—'

'কথাটা বলে ভালো করলে না, সাইলাস ! আমি দুঃখিত, সাইলাস, এ কথাটা তোমার মুখ থেকে বেরোলো। যাই হোক, এখন আর জোর করবো না। ভালো করে ভেবে দেখো সবটা। বিকেলে সভায় যেন দেখি তোমাকে।'

* * *

সাইলাস যখন ক্লাসে ঢুকলেন তখনো লাওফেস্টের সাথে আলোচনা প্রসূত মানসিক অবস্থার রেশ মনের মধ্যে থেকে গেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে সাইলাসের কৌতূহল আর অনিশ্চয়তায় মেশা একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। আজ সকালেও যা কিছু ছিলো সংশয়াতীত এখন সে সব সম্পর্কে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। ছাত্রদের যেন অপরিচিত লাগছে। এমন কখনো মনে হয় নি তাঁর। ক্লাসঘরকে কখনো অপরিচিত একদল

লোকের জমায়েত বলে মনে হয় নি আগে। এই মুহূর্তে তাদের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি যেন বিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন।

এই ক্লাসে এটা তাঁর ষষ্ঠ বক্তৃতা। কিন্তু মনে হচ্ছিলো এদের কাউকে তিনি চেনেন না, এদের সম্পর্কে বড় একটা কিছু জানেন না। বেয়াল্লিশ জনের মধ্যে আঠাশ জন ছাত্র, চোদ্দ জন ছাত্রী। বারো জনের নাম তিনি জানেন, আরো জনা বারোর নাম আবছা মনে আছে। কিন্তু কতটুকু চেনেন তিনি এদের কাউকে? যুদ্ধের পরে বেশ কয়েক বছর তাঁর মনে হতো ছাত্রদের তিনি জানেন, চেনেন, বোঝেন, কেননা সকলেই তারা—ছেলেরা তো বটেই, মেয়েরাও অনেকটা—যুদ্ধের সার্বিক অভিজ্ঞতার ছোঁয়া পেয়েছিলো। কিন্তু এই ১৯৫০ সালে তারা আর কেউ নেই। যে নতুন প্রজন্ম তাদের স্থান নিয়েছে তারা স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায়, সুন্দর। তারা কোনোদিন অভাব দেখেনি, ভীতি বা অপ্রতুলতার মুখোমুখি হয়নি। কাদায় মুখ গুঁজে আকাশে বোমারুর গর্জন শোনেনি, মৃত্যুর মোকাবিলা করেনি যুদ্ধক্ষেত্রে, কোনো সুদূর নির্বান্ধব ঘাঁটিতে বসে প্রহর গোণেনি, জি আই বিল অব রাইটস-এর দয়ায় পাওয়া জলপানি নিয়ে সরস্বতীর নিষিদ্ধ মন্দিরে কম্পিত বক্ষে পায়ে পায়ে হাঁটেনি। এদের সাইলাস বোঝেন না। এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে, এরা অ্যামেরিকার মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের তৃপ্ত সাফল্যের সন্ততি। ছোট বড়ো শিল্পপতি, বিভাগীয় বিপণী আর ছোট দোকানের মালিক, ডাক্তার আর আইনজীবীদের ছেলেমেয়ে এরা। কারো বাবা আবার ফোর্ড বা পনটিয়াক বা প্লীমাথ বা কোকাকোলা কোম্পানীর ধনী স্থানীয় প্রতিনিধি-বিক্রেতা। কারো পরিবার বৃহৎ কৃষি ব্যবসায়ী, ক্ষেতভরা ফসল তুলেছে গত দশ বছর। অনেকে আবার আদালতের জজ, রাজ্য সেনেটের আর কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধি, বাড়ি জমির ব্যবসায়ী, ঠিকাদার আর ইনজিনিয়রদের পুত্রকন্যা। এরা এসেছে মধ্য-পশ্চিমের মনোরম ছোট ছোট সবুজ শহরগুলো থেকে, শিকাগো আর ক্লীভল্যাণ্ড আর ইনডিয়ানাপোলিস আর সেণ্ট লুই আর সিনসিনাটি আর গ্যারী আর এমনি অনেক শহর থেকে। সারা দেশের যে কোনো জায়গার ছেলেমেয়েদের চাইতে এরা কম সুপুরুষ, কম সুদর্শন নয়। এরা অন্ত সব শিশুদের চাইতে বেশী যত্নে লালিত, অনেক বেশী সুখাস্থে অভ্যস্ত। কিন্তু এদের স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য সাইলাসের মনের দ্বিধা আর অনিশ্চয়তাকে আরো বাড়িয়ে তুললো।

এদের মুখেচোখে কোনো দ্বিধা বা অনিশ্চয়তার ছায়া দেখতে পেলেন না সাইলাস। আজ সকালের প্রায় নগণ্য ঘটনাটার বিবরণ এদের কাছে দিলে কি হবে? কি করবে এরা? কি বলবে? তাঁর কোনো ধারণা নেই, দেখলেন সাইলাস। এইভাবে এদের নিয়ে আগে কখনো ভাবেননি তিনি।

যদি ঘটনাটাকে নীতির প্রশ্ন হিসেবে দাঁড় করানো যায়? তাহলে আরো মুশকিল। তিনি নিজে যা বলেছেন তা কি কোনো নীতির ভিত্তিতে বলেছেন? এরা কোন নীতিতে বিশ্বাস করে তা তাঁর কাছে আরো অজানা।

একেবারেই অজানা। কোনোদিন এরা তাঁর সাথে কোনো তর্ক করে নি, কৌতূহল প্রকাশ করে নি, তাঁর মতামতের বিরোধিতা করে নি। এরা অসভ্যতা করে না, হুল্লোড়বাজ নয়, এমনিতে আগ্রহের কোনো অভাব নেই এদের। হয়তো বলা চলে, এরা পরিতৃপ্ত। কিন্তু তাও সঠিক বলা হলো না। অ্যামেরিকান সাহিত্যে এদের গভীর আগ্রহ নেই। কিন্তু কিসে এদের আগ্রহ গভীর তা তিনি জানেন না। আদৌ কোনো কিছুর প্রতি এদের গভীর আগ্রহ আছে কি?

খানিকটা কৈফিয়তের সুরেই তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো খানিকটা ভেবেছো কেন আমি অ্যামেরিকান সাহিত্য সম্পর্কে আমার বক্তব্য সাজিয়েছি মার্ক টোয়েনকে ঘিরে—'

তিনি অনুভব করলেন কেউই কিছু ভাবেনি। তিনি উত্তর দিচ্ছেন লাণ্ডফেস্টের অভিযোগের। অনুভব করে নিজের উপরেই বিরক্ত লাগলো। তবু তিনি বলে চললেন, যত্নে শব্দ নির্বাচন করে, যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে, ঠাণ্ডা মাথায়। পরবর্তী আধ ঘণ্টা কথা বলতে বলতে তিনি ছাত্রদের মুখগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলেন, যদি সেখানে কোনো আভাস খুঁজে পাওয়া যায়।

'একদিক থেকে মার্ক টোয়েনকে আমরা বলতে পারি অ্যামেরিকার প্রথম ও শেষ বাস্তববাদী। তাই তাঁর ব্যর্থতা এতো তীব্র, এতো দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর পরবর্তী কোনো ঔপন্যাসিকের রচনায় অ্যামেরিকান সভ্যতার প্রশস্তির সুর, সে সভ্যতাকে নিয়ে গর্বের সঙ্গীত, আর কখনো ধ্বনিত হয় নি। একই সাথে, তিনিই প্রথম, এবং, এক বিশেষ অর্থে, তিনিই শেষ সাহিত্যিক যিনি আমাদের জীবনধারাকে অকরুণ কণ্ঠে, তীক্ষ্ণভাবে এবং সরাসরি সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর ভালোবাসা রূপান্তরিত হয়েছিল ঘৃণায়, তাঁর উপলব্ধি পরিণত হয়েছিল বিদ্বেষ আর তিক্ততায়। অথচ তাঁর ঘৃণা ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি, তাঁর তিক্ততার মধ্যেই ছিল উপলব্ধির উপস্থিতি। শুনে মনে হবে,' বলে চললেন সাইলাস টিমবারম্যান, 'এ তো স্ববিরোধ। সত্যিই টোয়েন ব্যক্তিটি ছিলেন স্ববিরোধে পরিপূর্ণ; কিন্তু সেই স্ববিরোধ সম্পৃক্ত ছিল একই হৃদয়ে, একই আত্মায়, এক মহান হৃদয়ে, এক মহান আত্মায়। তাঁর পরে আরো অনেকে সমালোচনার ভঙ্গী করেছেন, কিন্তু সে সমালোচনা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর আত্মাভিমানের আকৃতি নিয়েছে, তা হয়ে উঠেছে নোংরা কথা আর

নোংরা দৃশ্যের বালকসুলভ তালিকা রচনা। কেউ কেউ আবার ভালোবাসার ভণিতা করেছেন, কিন্তু সে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে পুঁথিগত দেশপ্রেম আর ব্যবসায় সংঘ মার্কা নীতিকথার অসফল মিশ্রণ থেকে—'

তাঁর কথা শুনছে কি কেউ? না কি তারা এতো দূরে যে তাঁর কণ্ঠস্বর পৌঁছচ্ছেই না তাদের কাছে! বক্তৃতা শেষে বললেন টিমবারম্যান, 'মার্ক টোয়েনের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বড়ো গল্প হলো "দ্য ম্যান হু করাপটেড হ্যাডলীবার্গ"। খুব পরিচিত রচনা এটি নয়, কিন্তু এর মধ্যে অনেক আলোচনার বিষয় তোমরা পাবে। লাইব্রেরীতে বইটি আছে। আজ থেকে দু'সপ্তাহের মধ্যে বইটি তোমরা পড়ে আসবে।'

ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সকলে সার দিয়ে, সাইলাস কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছেন, একটি দীর্ঘকায় হলুদ চুল যুবক এসে টেবিলের সামনে দাঁড়ালো।

'মাপ করবেন, প্রফেসর টিমবারম্যান।'

'বলো, ব্রকম্যান।'

'একটা কথা একটু আগে বললেন আপনি, কথাটাতে আমার একটু খটকা লেগেছে। তাই ভাবলাম আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।'

'অবশ্যই।' বেশ কিছু ছাত্র টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে গেছে, অনুভব করলেন সাইলাস।

'আপনি ব্যবসায় সংঘ সম্পর্কে যে মন্তব্যটা করলেন—মানে, আমার কাছে সেটি ঠিক গ্রহণযোগ্য মনে হলো না। আমার বাবা স্থানীয় ব্যবসায়ী সংঘের সভাপতি। আমি দেখেছি, তিনি নীতিকথা বলার দায়িত্ব ছেড়ে দেন গীর্জার পাদ্রীর হাতে। নিজে যখন কিছু বলেন তাতে যুক্তি বুদ্ধিই থাকে।'

সাইলাস ছেলেটির দিকে খানিক তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তোমার বাবা যে যুক্তিগ্রাহ্য কথা বলেন তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি কথাটা সাধারণভাবে বলেছি, কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নয়।'

'তাহলে ব্যবসায় সংঘের কথা বললেন কি জন্যে?'

সাইলাস লক্ষ্য করলেন, দুটি ছাত্র হাসছে। প্রশ্নটা শুনে, না তাঁর অস্বস্তি দেখে, বোঝা গেল না। অন্যরা গম্ভীর হয়ে শুনছে, তারা কি ভাবছে তাও স্পষ্ট নয়। অন্য সময় হলে ঘটনাটা তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু আজ তার উপায় নেই, কাজেই উত্তরটা সাবধানে ভেবেচিন্তে দিতে হবে। 'উল্লেখ করলাম এই কারণে, ব্রকম্যান, যে অনেকেই মনে করেন সাধারণভাবে ব্যবসায়ী সংঘ যে সব বক্তব্য প্রকাশ করে থাকে সে সব কথার মধ্যে আন্তরিক সততা বা আমাদের ভালোর জন্যে গভীর উদ্বেগ থাকে না।'

'এ কথার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না,' ছেলেটির কণ্ঠেও একরোখা সুর, 'ঠিক এই কথাই কমিউনিস্টরা বলে না কি?'

'কি বললে?' ছেলেরা সবাই হাসছে। সাইলাসও হাসলেন, কিন্তু সে হাসিতে কেমন যেন একটা থতমত ভাব। ছেলেটি গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। সাইলাস বলে উঠলেন, 'ব্রকম্যান দেখো, এ নিয়ে ফালতু তর্কে লাভ নেই। কমিউনিস্টরা কি বলে তা আমি বিন্দুবিসর্গ জানি না. জানতে বিশেষ আগ্রহও নেই আমার—'

কিন্তু কথাটা যথেষ্ট হলো না। ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন সাইলাস নিজের উপর বিরক্ত হয়ে, রাগ হচ্ছিলো নিজের উপরে। বোকা বোকা লাগছে, ছেলেমানুষী হয়ে গেলো মনে হচ্ছে। আর, অদ্ভুতভাবে, একটা ভয় চেপে ধরছিলো সাইলাসকে, এমন অনুভূতি তাঁর আগে আর কখনো হয় নি।

*　　　*　　　*

বিভাগের দু'জন অধ্যাপকের সাথে ভাগাভাগি করে সাইলাস পুরোনো একটা চলনসই ঘর ব্যবহার করেন অফিস হিসেবে। ঘরে তিনটে ডেসক, তার উপরে একটা করে সবুজ ঘেরাটোপ দেওয়া আলো, ক'টা পুরোনো চেয়ার, দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো শেকসপীয়র, ব্রাউনিং আর জর্জ বার্নাড শ-এর ছবি। এমনিতে যেমনই লাগুক, আজ ঘরটাকে মনে হলো উষ্ণ নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিলো তাঁর। ঘরে বসেছিলেন লরেনস ক্যাপলীন, নরম স্বভাব, মৃদুভাষী, কৃতবিদ্য পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছরের ভদ্রলোক। অ্যাংলো-স্যাক্সন এবং চসেরীয়ান সাহিত্যে হুইটিয়ার অধ্যাপক তিনি। কাগজ থেকে চোখ তুলে সম্ভাষণ জানিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সাইলাসের দিকে। নিজের ডেসকে বসে নিশ্বাস ফেললেন সাইলাস।

'বাড়িতে সবাই ভালো?' ক্যাপলীন প্রশ্ন করলেন। 'ভালোই। তোমার?' চিঠিপত্র দেখতে দেখতে পাল্টা জানতে চাইলেন সাইলাস। ক্যাপলীন মাথা নাড়লেন। তারপর তাকিয়েই রইলেন সাইলাসের দিকে। মানসিক ছটফটানি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে তিনি তখন একটা পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছেন। 'তোমাকে দেখলাম লাণ্ডফেস্টের সাথে কথা বলছো,' মন্তব্য করেন ক্যাপলীন।

'হ্যাঁ।' পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে সাইলাস তাকালেন ক্যাপলীনের দিকে। পলিতকেশ বৃদ্ধ ক্যাপলীন, চোখে কম দেখেন, অমিশুক, কারো শত্রু নন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নেই কেউ, গোটা অ্যামেরিকা মহাদেশে ওল্ড ইংলিশ ভাষা ও সাহিত্যে

তাঁর জ্ঞান অনন্ত বলে সব সময় যেন লজ্জিত। 'তোমার সাথে কথা হলো কিছু?' সাইলাস জানতে চাইলেন।

'নাগরিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কে? হ্যাঁ, হলো।'

'তোমার কি মনে হচ্ছে এবিষয়ে?'

'একজন বুদ্ধিমান মানুষের যা মনে হওয়ার কথা। আজ সারা অ্যামেরিকাতে যে ভয়াবহ অবস্থা ক্রমশঃ মাথা চাড়া দিচ্ছে তার সম্পর্কে কি মনে হচ্ছে আমার? আমি নিজের সাথে সমঝোতা করতে পারি, কিন্তু নিজের কাছে মিথ্যে বলার মতো মানসিকতা এখনো হয় নি আমার।'

কথাগুলো ক্যাপলীন বলছিলেন স্বভাবসিদ্ধ মৃদু, নিরুত্তাপ কণ্ঠে। কিন্তু সাইলাস বুঝলেন, বৃদ্ধের পক্ষে এটা একটা প্রায় বিস্ফোরণের সামিল। গত পনেরো বছরে এই প্রথম ক্যাপলীনকে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে এতো জোরালো বক্তব্য প্রকাশ করতে শুনলেন সাইলাস। অবাক হলেন ভীষণ।

'তুমি কি বললে লাণ্ডফেস্টকে, বললে তুমি এই মূর্খামির মধ্যে থাকবে না?' প্রশ্ন করলেন সাইলাস।

'না, আমি বললাম আমি নাম লেখাবো।' সাইলাস চুপ করে গেলেন।

'তুমি কি বললে, সাইলাস?' ক্যাপলীন বললেন একটু নীরব থেকে, 'তুমি নিশ্চয় বলে এলে তুমি এর মধ্যে নেই। তোমার পক্ষে কথাটা বলা আমার তুলনায় সহজ। আমার মনে হলো এটা এমন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় যে এর জন্যে আমাকে চাকরি খোয়াতে হবে — এমন কি এর জন্যে লাণ্ডফেস্টের সাথে শত্রুতা করারও কোনো মানে হয় না। এর গুরুত্ব আদৌ আছে কি না জানি না। আমার ভালো লাগছে না, কিন্তু এমন কতো কাজই তো ভালো না লাগলেও মেনে নিয়ে করে যেতে হচ্ছে আমায়।'

'কি বলছো, লরেনস, বুঝছি না। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার বদলে লোক পাওয়া অতি সহজ আর আমাকে বাদ দিলেও দিব্যি চলবে। কিন্তু তুমি অ্যামেরিকার একজন প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তি। লাণ্ডফেস্ট তা জানে, ক্যাবটও জানে। জানে যে ক্লেমিংটনে তোমার থাকার দাম কতোটা। চাইলে তুমি যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারো, আর কিছু মনে কোরো না, এতোদিন যাও নি কেন কে জানে।'

ক্যাপলীন একটু হেসে মাথা নাড়লেন। 'দু'টো একটা কারণ আছে, সাইলাস। আমি ইহুদী। তুমি যা বলছো তা তোমার পক্ষে বলা সঠিক এবং সহজ। তোমার নাম সাইলাস টিমবারম্যান, আমার নাম লরেনস ক্যাপলীন। আমরা যে দুনিয়ায়

বাস করি সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের অধ্যাপক তালিকায় ক্যাপলীনদের নাম যোগ করার জন্যে পড়িমরি করে ছুটছে না—'

'কি বলছো যা তা, আমি একথা মানি না।'

'আমার কথা শোনো, সাইলাস, আমি ঠিকই বলছি। আমি যদি এখানে ইস্তফা দিই, একটা কাজ কোথাও পেয়ে যাবো হয়তো। এদেশে ভেনেরেবল বীড-এর সাথে পরিচিত হতে উৎসুক তরুণ-তরুণীর সংখ্যা খুব বেশী না হলেও, কিছু একটা জুটেই যাবে। কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার সময় যদি আমার মাথার উপরে নাশকতামূলক কাজকর্মের অভিযোগ ঝোলে তবে কোথাও শিক্ষকতা করা আমার আর হবে না। এটা একটা সাদাসাপটা সত্যি কথা।'

'নাশকতা?' সাইলাস বললেন। 'তুমি কি পাগল হলে? লাণ্ডফেস্টের হাতের পুতুল হতে অস্বীকার করা অথবা ক্যাবটের বিদঘুটে একটা পরিকল্পনায় সামিল হতে না চাওয়াকে নাশকতা বলবে কেউ, একথা নিশ্চয় মনে করো না তুমি?'

'বলবে না তুমি নিশ্চিত জানো কি, সাইলাস?'

'একশো ভাগ নিশ্চিত,' সাইলাস উত্তর দিলেন। 'মানি, আমাদের দেশে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে যা অপ্রীতিকর, কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে তেমন কিছু ঘটনা তো ঘটবেই। তিলকে তাল করা ভাবলে ঠিক হবে না। বিশ্বাস করো লরেনস, এদেশটা এখনো অতোটা অধঃপাতে যায় নি।'

* * *

ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু বিচার করেছেন ভেবে সভাটা হয়ে যাওয়ায় পরে সাইলাসের বেশ ভালো লাগছিলো। নিঃসন্দেহ হয়েছেন তিনি যে মানসিক বিষণ্ণতাই তাঁর ভাবনা আর কাজগুলোকে প্রভাবিত করেছিলো সকালে। প্রেসিডেন্ট ক্যাবটের বক্তৃতায় কোনো উত্তেজনা ছিল না; লাণ্ডফেস্ট তাঁর কথা সামলে নিয়ে সবাই নাম লেখাবেই একথা না বলে, বললেন বিভাগের প্রায় সকলের সমর্থনই তিনি আশা করেন। হাতে হাতে দরখাস্ত ফর্ম বিলি করা হলো, বাড়ি নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিতে হবে। যখন সাইলাস সেই অভিজাত এবং পাণ্ডিত্যের ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ বিশাল সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসছেন, লাণ্ডফেস্ট তাঁকে ধরে একগাল হেসে বিকেলে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। নিশ্চয় যাবো, সাইলাস উত্তর দিলেন। আগে কি কথা হয়েছিলো তা নিয়ে আর কোনো কথা হলো না।

বাইরে এসে মায়রা তাঁকে ধরে ফেললেন। দু'জনে একত্রে হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। তখনো দিনটা অপূর্ব সুন্দর, রোদে ঝলমল করছে, পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে বুক ভরে। সাইলাসের স্বাভাবিক হাসিখুশী মনোভাব ফিরে এসেছে আবার।

বুধবার : ২৫শে অক্টোবর, ১৯৫০

নীতির প্রশ্ন

বুধবার ক্লাস থাকে না। তাই সেই দিনটা মায়রা ব্যয় করেন সংসারের কাজে, ছেলেমেয়েদের পিছনে এবং নিজের জন্যে। সংসারের কাজ দিয়ে শুরু করেন, তারপর ছেলেমেয়ে। ফলে নিজের জন্যে সময় প্রায় কখনোই আর অবশিষ্ট থাকে না। যারা সারাক্ষণ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাদের সম্পর্কে মায়রাও বীতশ্রদ্ধ। তবে সপ্তাহে একবার চুল ঠিক করতে হেয়ারড্রেসারের কাছে যাওয়া বা মাসে একবার ইনডিয়ানা-পোলিস-এ কেনাকাটা করতে যাওয়ার মধ্যে কোনো অপরাধ আছে বলে মনে করেন না তিনি। একবার আইক আমস্টারডাম তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে এক আধটা দিন অকাজে নষ্ট করা কতো প্রয়োজনীয়। সেদিন থাকবে শুধু উদ্দেশ্যহীন বেড়ানো আর কোনো দরকারী বা কর্তব্যকর্ম থেকে পরিপূর্ণ অবসর। তুমি একদম যন্ত্র হয়ে যাচ্ছো, মায়রা, বলেছিলেন আইক, তোমার মতো সুন্দরী আকর্ষণীয়া মহিলার পক্ষে এটা অমার্জনীয় অপরাধ। কথাটা আইক ভুল বলেন নি।

মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলাতেই সাইলাসের সহায়তায় বেশীর ভাগ খুঁটিনাটি কাজ সেরে রেখেছিলেন মায়রা; বুধবার সকালে ছেলেমেয়েরা স্কুলে চলে গেলে সাইলাস প্রাতঃরাশের প্লেটগুলো ধুয়ে তুলতে তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলো। দশটার মধ্যেই পোশাক পরে বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে গেলেন মায়রা। ভেবেছিলেন গাড়ীটা নিয়ে বেরোবেন, কিন্তু সারাটা দিন হাতে আছে, অকটোবর মাসে এখনো চমৎকার আবহাওয়া, মায়রা ঠিক করলেন ক্লেমিংটনের প্রধান বাজার অঞ্চল পর্যন্ত দু'মাইল রাস্তা হেঁটেই যাবেন। চুল ঠিক করে নিয়ে ওখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে নেবেন; তারপর ধীরে সুস্থে কিছু কেনাকাটা করবেন, শেষে হয় বাস ধরে নয় হেঁটে, ফিরবেন। সেটা নির্ভর করবে কতটা দেরী হবে বা কতটা ক্লান্ত লাগবে তার উপরে।

মনটা ভালো লাগছে খুব। বেশ একটা রোমাঞ্চকর কাজ হবে যেন। দৈনন্দিন ঘটনা থেকে আলাদা রকম হবে বলেই ভালো লাগছে। আর একা একা পা এগিয়ে এই হাঁটা, এ সুযোগ হয় না বলেই এতো আনন্দের মনে হচ্ছে। আসলে, নিজের

স্বপ্ন আর কল্পনার জগত থেকে ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছেন তিনি ; প্রতি বছরই তিনি আটকা পড়ে যাচ্ছেন নিছক গদ্যময় বাস্তবতার জগতে। বয়স বাড়লে কল্পনার জগত দূরে চলে যাবেই, নিজেকে বুঝিয়েছেন তিনি।

যতো বয়স বাড়ছে ততোই কৈশোরের কথা মনে করে লজ্জিত হচ্ছেন তিনি। মনে পড়ে যায়, সাইলাস টিমবারম্যান শুধুমাত্র সাইলাস টিমবারম্যান, তাঁকে আরো অনেক যা কিছু মনে হয়েছিলো তা তিনি নন। ভেবে নিজের উপরে বিরক্ত লাগে। নিজেকে মনে করিয়ে দেন, অন্য অনেকের স্বপ্নের মানুষের চাইতে অনেক বড়ো মাপের মানুষ তাঁর সাইলাস। হেঁটে চলেন মায়রা, দৃঢ় পায়ে, বেঁচে থাকার আনন্দে ভরপুর, নিজের সৌন্দর্যে প্রসন্ন মন, কতো ভাবনা মনে জাগে। ভাবেন সাইলাসের কথাও। তাঁর স্বামী অত্যন্ত সহজ মানুষ, খুব সোজা মনের খোলামেলা সাদাসিধে লোক, যার জ্ঞানের ক্ষুধা সব সময়েই অতৃপ্ত। তীক্ষ্ণধী মানুষ কি সাইলাস ? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন, ওর মধ্যে মেধার দীপ্তি যে খুব বেশী দেখা যায় এমন নয়। ওর চিন্তা এগোয় ধীরগতিতে, কখনো হুট করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছন না তিনি। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি তিনি নন, কিন্তু মানুষের সাথে প্রতিদিনের সম্পর্কে উনি স্থিতধী। সেটা কি কম কথা ?

মায়রা যে নিজে প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন তা তাঁর সঙ্গীসাথীরা ভালো করেই জানে বরাবর। তাঁর বাবা-মা তাতে একটু শঙ্কিতই ছিলেন। সপ্তাহে দুটো করে ক্লাস নেন তিনি, গ্রীক ও রোমান সভ্যতা তাঁর বিষয়। সাইলাস হলে তথ্যের পর তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, কিন্তু মায়রা সাজিয়ে গুছিয়ে গল্প করে চিত্তাকর্ষক করে তোলেন বিষয়টাকে। পাণ্ডিত্যের চাইতে তাতে বুদ্ধির প্রয়োজন হয় বেশী। সিমিংটন ফাণ্ডের দৌলতে মাসে আটশো ডলার ঘরে আসে তার ফলে। এই আংশিক চালাকি মাঝে মাঝে তাঁর মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে বৈকি। তখন তিনি সাইলাসকে বলেন— আমি বিদ্বান নই, আমি ঘরের বৌ, সংসারের আয় খানিকটা বাড়াই এই করে।

আজকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের উঁচু জমি থেকে বাজারের দিকে নামতে নামতে স্কার্ট সোয়েটার জ্যাকেট পরিহিতা আকর্ষণীয়া স্বাস্থ্যবতী রমণী মায়রা প্রায় জোর করে এই সব চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিলেন। সাইলাসের ভালো খারাপ দিক তো মায়রার ভালো খারাপ দিকেরই উল্টো পিঠ। তাঁর জীবন নিয়ে যতটুকু অসন্তোষ আছে তার কোনো একটি বিশেষ কারণ খুঁজে বার করা যাবে না, তার অর্থও বোঝা যাবে না। জীবন এখন আসলে বড়ো বেশী শান্ত নিস্তরঙ্গ হয়ে গেছে, ওঠা নামা

গেছে থেমে। চুল ঠিক করতে যাওয়ার মধ্যে আজ রোমাঞ্চ খুঁজতে হয়! আপত্তি কি? অনেক দিন পরে মায়রার মনটা খুব খুশী হয়ে উঠলো।

*　　　*　　　*

চুল ঠিক করা হয়ে গেছে, রৌদ্রোজ্জ্বল ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মায়রা ভাবছেন দোকানে ঢুকবো, না কি একটা সিনেমা দেখলে কেমন হয়, হঠাৎ কানে এলো কেউ খুশী ভরা বিস্ময়ের সাথে তাঁর নাম ধরে ডাকছে। দুপুর বেলা শহরে তাঁকে দেখে ভীষণ খুশী হয়েছে কেউ, বোঝাই যাচ্ছে। ঘুরে দেখেন, লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছে এড লাণ্ডফেস্ট, ধূসর ফ্ল্যানেল প্যান্ট আর কনুই-এ চামড়ার পটি লাগানো সোয়েডের কোট পরে তাঁকে চমৎকার দেখাচ্ছে। মুখে হাসি, দু'হাত তাঁর দিকে বাড়ানো।

'কি আশ্চর্য, মায়রা. তুমি এখন এখানে কি ব্যাপার?'

'আচ্ছা সব সময়ে কি সুন্দর মুহূর্তটি মাটি করে দেবার জন্যে আছো? দেখতে পাচ্ছো না আমি নতুন করে কেশবিন্যাস করে এলাম এক্ষুণি!'

'কি করে বুঝবো? তোমার চুল আগেও সুন্দর ছিল, এখনো সুন্দর আছে।'

দু'হাতে মায়রার হাত ধরেন লাণ্ডফেস্ট। মায়রা ভাবলেন, কি অদ্ভুত ব্যাপার, এই লোকটাকে অপছন্দ করবো যতোই ভাবি, কিছুতেই পারি না। ওর ছেলেমানুষী উচ্ছলতা কিছুতেই তা করতে দেয় না. সাইলাস যতোই ওকে দেখে বিরক্ত হয়ে বলুক—লোকটা মাঝবয়েসী, কিন্তু ওর 'খোকা' 'খোকা' ভাবটা গেল না।

'দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম,' বলেন লাণ্ডফেস্ট। 'বেরিয়ে দেখি তুমি। এর চাইতে দারুন আর কি হতে পারে।'

'এর চেয়ে দারুন অনেক কিছুই হতে পারে,' মায়রা হাসেন।

'গাড়ীতে এসেছো?'

'না, হেঁটে। এড, এতো ভালো লাগলো হাটতে। আজকে সবকিছু থেকে পালিয়ে এসেছি। আজ আমার ছুটি।'

'ক'টা পর্যন্ত?'

'এই ধরো চারটে পর্যন্ত।'

'তাহলে চলো আমার সাথে লাঞ্চ খাবে।' মায়রা ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর পীড়াপীড়িতে রাজী হয়ে গেলেন। এডের সাথে লাঞ্চ খেতে ইচ্ছেই করছিলো মায়রার, মনটা আজ যেন তাঁর উড়ছে। তাই খুব যে একটা জোর করতে হলো এডকে তা নয়। এডের গাড়ীতে করে মাইল দশেক দূরে নদীর ধারে 'ভ কটেজ' নামে একটা

রেস্তোরাঁয় এলেন দু'জনে। খাবারটা এখানে যে খুব ভালো তা নয়, কিন্তু এখানে তাঁদের কেউ চেনে না। নিরিবিলিতে এডের সাথে বসে এক বোতল ওয়াইন নিয়ে নদীটা দেখতে দেখতে মায়রার মনে এক ধরনের মধুর শিহরণ জাগছিলো, একটু একটু অপরাধবোধ তাঁকে রোমাঞ্চিত করছিলো। কাজটা যে খুব ঠিক হলো তা নয়, আবার ভীষণ অন্যায় কিছুও হচ্ছে না। তবে, ভালো যে খুব লাগছে তাতে সন্দেহ নেই। বারে বারে ঘটলে জিনিসটা অন্য রকম হয়ে যাবে। কিন্তু আজ এই একবারের জন্যে চমৎকার লাগছে। এড লাণ্ডফেস্ট খুব সংবেদনশীল লোক নন, কিন্তু তাহলেও তিনি অনুভব করছিলেন, মায়রা যেন আজ কিসের থেকে পালাতে চাইছেন। তিনিও সাইলাসের কথা তুললেন না, মায়রাও এডের স্ত্রী জোনের কথা উচ্চারণ করলেন না। চলে আসার সময় মায়রার মনে হলো, নির্দোষ এই একটুখানি ভালো লাগা, মন্দ কি!

* * *

পৌনে একটা বাজে, সাইলাস ফ্যাকালটি ক্লাব থেকে বেরোতে যাবেন, কে যেন তাঁর নাম ধরে ডাকলো। ঘুরে দেখেন আইক আমস্টারডাম, একটা টেবিলে বসে আছেন হার্টম্যান স্পেনসার, অ্যালেক ব্রেডি আর সুসান অ্যালেনের সাথে। তাঁর অন্যমনস্কতায় সকলেরই মুখে মৃদু হাসি। 'অনেকদিন বাঁচবে হে, তোমার কথাই হচ্ছিল!'

চেয়ার টেনে নিয়ে তাঁর জন্যে জায়গা করে দিলো সবাই, তাঁর লাঞ্চ খাওয়া হয়ে গিয়েছে শুনে জোর করলো তাদের সাথে বসে এক কাপ কফি খেতে। তাদের খাওয়া তখন মাঝপথে। তখনো হাতে আধ ঘণ্টা সময় আছে। চলতে পারে কফি খাওয়া। ওরা সকলে তাঁকে সাথে পেয়ে এতো খুশী হয়ে উঠেছে দেখে সাইলাসেরও খুব ভালো লাগতে লাগলো। সাইলাস প্রায়ই অবাক হন যখন দেখেন সকলে তাঁকে এতো পছন্দ করে, তাঁর সাথে এতো মিশতে চায়। সুসান অ্যালেনের পাশে বসলেন সাইলাস। সাতাশ আঠাশ বছরের সুশ্রী মহিলা সুসান, শিল্পের ইতিহাস পড়ায়। ওর স্বামী ইংরেজী সাহিত্যের ইনস্ট্রাকটর। দু'জনেই ওরা সাইলাস ও মায়রার বন্ধু। ওরা এই বন্ধুত্ব অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে। অল্প বয়সে কোনো সম্মানিত বয়োজ্যেষ্ঠের বন্ধুত্ব এরকম মহার্ঘ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কফি ঢেলে দিলো সুসান তাঁর জন্যে। কফিটা নাড়ছেন সাইলাস, সুসান প্রশ্ন করলো, 'আমরা কি নিয়ে কথা বলছিলাম জানতে ইচ্ছে হচ্ছে না, সাইলাস?'

এক সময় প্রায় তিন বছর পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন হার্টম্যান স্পেন্সার। তখন

থেকেই এই গাঁট্টাগোট্টা চেহারার ভদ্রলোকের মুখটা আঘাতে আঘাতে ভাঙাচোরা। সেই মুখে যে স্নিগ্ধ জিজ্ঞাসু হাসিটি লেগে থাকে তার আড়ালে লুকিয়ে আছে একটি চতুর মন। পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে তিনি মহাজাগতিক রশ্মির উপরে কাজ করে 'চমারস্ পুরস্কার' পেয়েছেন। ইতিমধ্যে অ্যাস্ট্রোফিজিকসে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। এখন একটা বই লিখছেন মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে। যথেষ্ট সাড়া জাগাবে বলেই মনে হয় বইটা। হার্টম্যান আবার আইক আমস্টারডামের অন্ধ ভক্ত। সেই হার্টম্যান এবার বললেন,

'ও ব্যাপারে সাইলাসের কোনো কৌতূহল নেই। কে কি বললো তা নিয়ে কোনো ভালো লোক মাথা ঘামায় না।'

'রক্ষে করো বাবা ভালো লোকদের হাত থেকে,' আইক বলে উঠলেন। 'সহ্য করতে পারি না ওদের। মেয়েরা যেমন চেহারা ঠিক রাখতে সব সময়ে ব্যস্ত, ওরাও তেমনি ওদের সুনাম অটুট রাখতে ব্যস্ত সব সময়ে। সাইলাসকে ভালো লোকটোক বলো না।'

'আচ্ছা, আইক,' বলে সুসান, 'মেয়েদের নিন্দা না করে কি কোনো পুরুষকে প্রশংসা করতে পারোনা তুমি?'

'আমি সাইলাসের প্রশংসাও করছি না, নিন্দাও করছি না।'

অ্যালেক ব্রেডি খেতে খেতে সকলকে দেখছিলেন। দীর্ঘকায় লম্বাটে মুখ, মাথায় অল্প টাক। পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছরের এই ভদ্রলোক ইয়োরোপীয় ইতিহাসের প্রফেসর। নেপোলিয়নিক যুদ্ধের উপর তিনখানা বই-এর লেখক প্রফেসর ব্রেডি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পদাতিক বাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিলেন। বীরত্বের জন্যে তিনি যে ডিসটিনগুইসড সার্ভিস মেডাল পেয়েছিলেন সেকথা সযত্নে গোপন রাখেন তিনি। ভদ্রলোককে বোঝা সহজ নয়, কিন্তু যে অল্প ক'জন লোকের সাথে সাইলাস ঘনিষ্ঠ হতে চান, ইনি তাঁদের একজন। সাইলাসের মতোই স্ত্রী আর দুই সন্তানকে নিয়ে তিনি পরিবারে অন্তস্থিত জীবন যাপন করেন। আর, সাইলাসের মতোই তাঁকে সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত বলে মনে হয়। কোনো মানুষ সম্পর্কে প্রায় কখনোই তিনি কোনো রায় দেন না; সকলের মন রাখার জন্যে নয়, মানুষকে ভালো বোঝেন বলেই।

নিজে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছেন দেখে সাইলাস একটু অস্বস্তি বোধ করলেও, মনে মনে খানিকটা খুশীও হলেন। ব্রেডির দিকে ফিরতেই তিনি বললেন, 'বাড়িতে সকলে ভালো, সাইলাস?'

'হ্যা, খুব ভালো আছে।'

এদিকে সুসান তখনো আইককে বলছে, কারো বিষয়ে কিছু বললে আইক সে সময় হয় তার প্রশংসা করেন অথবা তাকে আক্রমণ করেন। স্পেনসার তাঁর আগের বক্তব্যে ফিরে গিয়ে বলছেন, ভালো লোক যাকে বলে তেমন অনেকে আছে। তবে 'ভালো' শব্দটার অর্থটাকে নেড়েচেড়ে দেখলে ভালো লোক বলতে আমরা কাদের কথা ভাবি? উত্তরটা দিলেন আইক।

'এই আমাদের মতো লোকের কথা। পণ্ডিতের দল, খাচ্ছিদাচ্ছি, যত্নআত্তি পাচ্ছি, আরামে আছি বেশ। যন্ত্রের মতো দিনের পর দিন পাখিপড়া বুলি পড়িয়ে যাচ্ছি কোটিপতিদের পোষ্য হয়ে, ওদের পয়সাতেই তো আমাদের খাওয়াপরা বাস করা। এই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ওরা রেখেছে কেবল কিছু বিশেষজ্ঞ তৈরী করার জন্যে। আর শিল্প-সাহিত্যে পড়াশুনা, সে কেবল শোভাবর্ধনের দায়ে, ঠিক যেমন নকল গ্র্যানাইটের দেওয়ালে আইভি লতা। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। আমরা বাধ্য কর্মচারীর দল এই মস্তিকবিকৃত দুনিয়াতে তথাকথিত সংস্কৃতি ছড়াচ্ছি, কতকগুলো উল্টো পাল্টা এলোমেলো জিনিস ঢোকাচ্ছি এইসব সুকুমার মনে, তৈরী করতে সাহায্য করছি নববাবুর দল।'

সুসান চোখ উল্টে বললো—বাপ্ রে।

স্পেনসার মাথা নেড়ে তার আলুসেদ্ধ মাখার প্লেটে মন দিলেন। ব্রেডি হেসে বললেন, 'তুমি তো আর তর্কের কোনো অবকাশ রাখলে না।' সুসান ফোড়ন কাটলো, 'কাউকে দেখেছো আইকের সাথে তর্ক করতে?'

'সবাই আমার সাথে তর্ক করে,' আইক খ্যাঁক করে উঠলেন। 'বোকা, বুদ্ধিমান সকলেই। এটা হলো পবিত্র সমঝোতার যুগ, সেখানে আমার যদি একটা ছোট্ট মতামত থাকে যা সমাজের ধ্বজাধারীরা অনুমোদন করে না, তাহলে আমাকে যে তর্ক, বিদ্বেষ আর ভয়ের মুখোমুখি হতে হবে তাতে আশ্চর্য কি!'

'আইক কথাটাকে সর্বত্র প্রযোজ্য করে ফেলেছে,' সুসান সাইলাসের কাছে ব্যাখ্যা করে, 'তুমি যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে তখন এ নিয়েই ও বক্তৃতা ঝাড়ছিলো। তোমাকে দেখে তোমাকেই উদাহরণ খাড়া করে বলেছিলো অ্যামেরিকান সাহিত্যের মতো নিরীহ মনোরম বিষয়কেও ছাঁটকাট করে পেটের মানিয়ে নেওয়া হবে, বিরোধিতা যে করবে তাকে বিপদে পড়তে হবে। শিল্পের ইতিহাস নিয়ে অবশ্য তেমন ঝামেলা আমার হয় নি। এখনো আমাকে কেউ বলে নি, এ ছবিটাকে মাথায় তোলো আর ও ছবিটাকে সরিয়ে ফেলো। আমার তো মনে হয় না এ সব নিয়ে কারো মাথাব্যথা আছে। তোমার কি মনে হয়?'

'কি জানি। এখন সময়টাই খারাপ। তবে কোনো মৌলিক কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। দেখো আইক, পয়সাওয়ালাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে আধিপত্য নিয়ে তুমি তোমার বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য করতে পারবে ঠিকই, তবে কথাগুলো পুরোনো। আর মনগড়া শত্রুর সাথে লড়াটা কোনো কাজের কথা নয়। সবাই জানে বড়লোকেরাই কলেজগুলোকে টি'কিয়ে রেখেছে, চিরদিনই তাই চলছে, কিন্তু কি পড়ানো হবে বা কি পাঠক্রম হবে তা ওরা ঠিক করে দেয় তা নয়। ভাগ্য ভালো, ওরা কেয়ার করে না। আর কেয়ার করলেই বা কি? এসব ওরা বোঝে নাকি?'

'ওদের ছোটো করে দেখো না, সাইলাস', ব্রেডি যোগ দেন কথায়, 'কোনো শিক্ষক যদি মনে করে ধনী লোকেরা বোকা, তাহলে সে মস্ত ভুল করবে। ধারণাটা একদম ভুল।'

'তোমরা ও পক্ষের কথা বলছো না কেন?' সুসান অ্যালেন বলে, 'রাশিয়া তো না কি স্বর্গরাজ্য, স্কুলটুল সব নাকি সাধারণ মানুষের। ধরো, সাইলাস বা আমি বা আইক বা অ্যালেক, আমরা কেউ যদি নিষিদ্ধ একটা বই ধরতাম, বা অনুমোদন ছাড়াই একটা ছবির প্রশংসা করতাম, বা বলতাম মহাজাগতিক রশ্মিগুলো কমরেডদের কথা শোনে না, তাহলে আমাদের বেশ আরামপ্রদ নিরিবিলি একটা গারদ ঘরে ঢুকতে হতো বা সাইবেরিয়া যেতে হতো।

'কি করে জানলে তুমি?' আইক প্রশ্ন করেন।

'সবাই জানে। আর ওরা যে এসব খুব লুকোতে চেষ্টা করে তাও তো দেখি না।'

ব্রেডি বললেন, 'রাশিয়া নিয়ে দীর্ঘ তর্কের দরকার নেই, সু, কিন্তু এটা কি খুব জঘন্য ব্যাপার নয় যে, আমাদের নিজেদের কাজের সাফাই গাইতে আমাদের বলতে হবে অন্য জায়গার অবস্থা আমাদের চেয়েও খারাপ?'

উঠে পড়লেন সাইলাস। 'যেতে হবে, সময় হয়ে গেছে। মহারাজ ডেকে পাঠিয়েছেন, দেরী করা চলবে না।'

'কে ডেকেছে?' আইক প্রশ্ন করেন।

'ক্যাবট।'

* * *

হার্ভাড বা প্রিন্সটন বা কলাম্বিয়ার মতো পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত কলেজগুলোর প্রেসিডেন্ট পদ অনেক দিক থেকে বেশী সাম্মানিক হলেও ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হওয়ার গুরুত্ব নানা দিক থেকেই কম নয়। দেশের কেন্দ্রীভূত কৃষি ও শিল্প

উদ্যোগ আর মধ্য অঞ্চলের জীবনের সাথে ক্লেমিংটনের যোগসূত্র খুবই উল্লেখযোগ্য। এখান থেকে পেশাদার রাজনীতিবিদ হয়তো কম বেরিয়েছে. কিন্তু ভারী শিল্পে, জাতীয় কংগ্রেসে, সেনেটে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ক্লেমিংটনের প্রাক্তন ছাত্র সংখ্যা আদৌ কম নয়। বিভিন্ন সময়ে ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন এক রাষ্ট্রীয় সচিব, একজন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, ইলিনয় রাজ্যের একজন গভর্নর।

কাজেই, কয়েক বছর আগে এই পদের জন্যে ডাক আসাতে যখন অ্যানথনি সি ক্যাবট সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন, তখন তাঁর সিদ্ধান্তকে সময়োপযোগী মনে করেছিলো সকলেই। ক্যাবটের কর্মজীবন খুব অসাধারণ না হলেও চোখে পড়ার মতো। ধনী পরিবারের ছেলে। গ্রোটন এবং ইয়েল থেকে পাশ করে তিনি কূটনৈতিক বিভাগে কাজ শুরু করেন। সাত বছর পরে দক্ষিণ অ্যামেরিকায় একটি মাঝারি গোছের রাষ্ট্রের মন্ত্রীত্ব পেয়ে যান ক্যাবট। সেখানে ইস্তফা দিয়ে রিপাবলিকান পার্টি'র হয়ে কংগ্রেসের নির্বাচনে প্রার্থী হন তিনি। নির্বাচিত হয়ে কয়েক বারের মেয়াদ সেখানে কাটিয়ে তাঁর মনে হয় এবার সেনেটে ঢোকার সময় হয়েছে এবং রুসেভেল্ট প্রশাসনের অনেকটা সময় তিনি সেনেটে থাকতে সক্ষম হন। কংগ্রেসে থাকাকালীনও তিনি কূটনীতি ছাড়েন নি, কোনো কিছুর মধ্যে নিজেকে জড়ান নি, সব সময় গা বাঁচিয়ে চলেছেন। কোনো কাজ না করেও, কেবল বুদ্ধির জোরে, ক্যাবট নিজেকে একজন শান্ত, বিচক্ষণ, 'রাষ্ট্রের শুভকামনায় দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে, চিন্তাশীল খোলা মনের লোক হিসেবে প্রতিপন্ন করে ফেলেছিলেন। আট বছর আগে, জনগণের দাবী মেনে নিয়ে, নির্বাচনে আর না দাঁড়িয়ে তিনি এই মহতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করেছিলেন। কারণ দেখিয়ে তিনি প্রায়ই বলেন।'

'পৃথিবী জুড়ে যে সংগ্রাম চলেছে তার চূড়ান্ত পর্যায়ের লড়াই হবে এই মল্লভূমিতেই। সে লড়াই হবে মুক্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ এক তরুণ প্রজন্ম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, যারা রুখে দাঁড়াবে অত্যাচারীর মুখের সামনে।'

১৯৫০-এর এই অক্টোবরে তিনি ষাটের কোঠায় সদ্য পা দিয়েছেন, কিন্তু সহৃদয় সময় তাঁর শরীরে কোনো ছায়া ফেলেনি। দর্শনীয় রাশভারী চেহারা, মাথা ভর্তি শাদা চুলে রাজকীয় ভাব। দৃঢ়সম্বদ্ধ চিবুক আর প্রশস্ত ললাট তাঁর মুখাবয়বে একই সাথে ফেলেছে তেজস্বিতা, গভীর চিন্তাশীলতা আর শান্ত বিচারবুদ্ধির ছাপ।

কিন্তু এ সবই সর্বজনস্বীকৃত এবং নিছক বাহ্যিক আবরণ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব কম লোকই তাঁর ঘনিষ্ঠ। সাইলাস তাদের মধ্যে পড়েন না। ক্যাবট সম্পর্কে তিনি প্রায়

কিছুই জানেন না। ক্যাবট সবার কাছ থেকেই একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলেন, কিন্তু সেজন্যে সাইলাস কখনো তাঁকে দোষারোপ করেন নি। তিনি জানেন, অনেকে অমিশুক হয় মানুষকে ভয় পায় বলে, মানুষের সঙ্গ অপছন্দ করে বলে নয়। তবে ক্যাবট যে প্রয়োজনে অত্যন্ত অমায়িক হয়ে উঠতে পারেন তা সকলেই জানে। ভয়ের যুক্তিটা সুতরাং খুব যে গ্রহণযোগ্য তা নয়। সাইলাস অবশ্য এ নিয়ে চিন্তা বড়ো একটা করেননি কখনো।

তবে এখন খানিকটা চিন্তাই হচ্ছে তাঁর। সকালে একটা চিরকুট এসেছে ক্যাবটের কাছ থেকে। সোয়া একটার সময় সম্ভব হলে একবার যেন সাইলাস দেখা করেন তাঁর সাথে। একটা পনেরো থেকে তিনটে পনেরো পর্যন্ত সাইলাসের ক্লাস নেই। বোঝাই যাচ্ছে তা জেনেই প্রেসিডেন্ট তাঁকে তলব করেছেন। বিশেষ কোনো কারণ আছে। ক্যাবটের কাছ থেকে ডাক আসাটা দৈনন্দিন ঘটনা না হলেও এমন কিছু অভাবনীয় বা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠার মতো কিছু নয়। তবু সাইলাস অস্বস্তি বোধ করছেন। তাঁর মনের অবস্থাই এমন হয়ে আছে যে সামান্য কারণেই স্বস্তির অভাব ঘটছে। কেন এমন লাগছে সেকথা যখনই ভাবতে যাচ্ছেন তখনই নানা যুক্তি খাড়া করে যেন কিছু একটা এড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি। বুঝতে পারছেন অনেক কিছু পাল্টে যাচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের, বদলে যাচ্ছেন তিনি নিজেও। কিন্তু তফাত হচ্ছে কোথায়, কিছুতেই ধরতে পারা যাচ্ছে না।

গৃহযুদ্ধের ঠিক পরেই নির্মিত প্রাসাদোপম প্রধান ভবনের মার্বেল পাথরের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে প্রেসিডেন্ট ক্যাবটের অফিসে যাওয়ার সময় সাইলাস বেশ চিন্তান্বিত এবং অস্বচ্ছন্দ বোধ করছিলেন। মহার্ঘ আসবাবপত্র, বড় বড় ডেস্ক আর লাল কার্পেটে সজ্জিত অফিস কক্ষে ক্যাবটকে মানায় ভালো। অপেক্ষা করতে হলো না, একজন সেক্রেটারী সাইলাসকে সোজা সেই অফিসে ঢুকে যেতে বললো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে করমর্দন করে ক্যাবট বললেন, 'আপনি আসতে পেরেছেন প্রফেসর টিমবারম্যান, আমার খুব ভালো লাগছে। আসুন, এখানে বসি।' বড় ঘরটার একপাশে ডিম্বাকৃতি কনফারেনস টেবিলে পাশাপাশি বসলেন তাঁরা।

'টেবিলের একপাশে আমি বসে অন্য পাশে আপনি, এটা একদম ভালো লাগে না আমার। বড্ড কেতা বলে মনে হয়।'

বলতে বলতে সিগারেটের প্যাকেট, চুরুট আর সাথে একটা চ্যাপ্টা ফাইল বার করলেন ক্যাবট। আপনি যেন কি খান, পাইপ না সিগার? যেটা হোক, ধরাতে সংকোচ করবেন না। দেখুন দেখি, কতদিন আপনার সাথে কথা পর্যন্ত হয় নি আমার।

মুশকিল কি জানেন, ক্লেমিংটন বড্ড বড়ো জায়গা হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের বড্ড অভাব হয়ে যাচ্ছে।'

সাইলাস চুপ করে পাইপে তামাক ভরতে লাগলেন। কি বা বলবেন। ক্যাবট আসল কথায় আসার আগে ভণিতা করছেন, চেষ্টা করছেন যথাসাধ্য বিনীত ভদ্রতা দিয়ে সাইলাসকে তাঁর দিকে টানতে। চুরুট ধরিয়ে তাকালেন সাইলাসের দিকে ক্যাবট। সে দৃষ্টিতে খানিকটা কৌতূহল থাকলেও কোনো শত্রুতার ভাব নেই। তাঁর প্রথম প্রশ্নটা সাইলাসকে অবাক করলো।

'আপনার নামটা, প্রফেসর টিম্বারম্যান, আমার ঔৎসুক্য জাগাচ্ছে। নামটা কিভাবে পেলেন বলুন তো, যদি কিছু মনে না করেন।'

'নামটা কিছু অসাধারণ নয় তো।'

'কোথাও কোথাও খুব বিরল বৈকি। আপনি তো মিনেসোটা থেকে এসেছেন?'

হ্যাঁ, আমরা ওখানকারই আদি বাসিন্দা।'

'আপনার বাবা কি কাঠের ব্যবসা করতেন?'

'অতো বড়ো কিছু নয়। আমার বাবা একটা কাঠচেরাই কলে কাজ করতেন।'

'মাপ করবেন, আমি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি। আসলে কি জানেন, বংশপঞ্জি নিয়ে নাড়াচাড়া করা আমার শখ। যে ক'জন টিম্বারম্যান আমি দেখেছি, সকলেই মিনেসোটার লোক। কেন কে জানে! এরা যে দেশের লোক সেখানে এরা কি এক সময় বনেজঙ্গলে বাস করতো? নাকি মিনেসোটার বনে কাঠ কাটতো বলে এই নাম এসেছে? না কি কোনো বিদেশী শব্দের এটা ইংরেজী উচ্চারণ?'

সাইলাসের মনে হলো, ক্যাবট বের করতে চেষ্টা করছেন তাঁর পূর্বপুরুষেরা কোন দেশ থেকে অ্যামেরিকায় এসেছিলেন। অদ্ভুত তো! তাই খানিকটা কাঠকাঠ করেই জবাব দিলেন সাইলাস, 'আমার ঠাকুরদা ১৮৫৭ সালে খুব ছোটো বয়সে নরওয়ে থেকে এখানে এসেছিলেন। এখানে জঙ্গলে কাঠ কাটতেন, আর তাছাড়া ওঁর আদি নামটা উচ্চারণ করাও হয়তো খুব কঠিন ছিল। ফলে টিম্বারম্যান নামটা চালু হয়ে যায়। কোনোদিন এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি আমি।'

'তাই হবে। মাথা ঘামাবার দরকারই বা কি! আর দেখুন দেখি, কি কথা বলতে ডেকেছি, আর কি বলছি। আচ্ছা, আপনি তো প্রফেসর আমস্টারডামের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ?'

'উনি আমার একজন পুরোনো ও প্রিয় বন্ধু।'

'তার মানে আপনার বেশ ধৈর্য আর সহনশীলতা আছে বলতে হবে। বৃদ্ধরা অনেক সময়ে যা ঝামেলা করতে পারে!'

'তা ঠিক। তবে,' যা বলতে চাইলেন তা না বলার চেষ্টা করেও সফল হলেন না সাইলাস, 'ঝামেলা অল্পবয়সীরাও কম করে না। প্রফেসর আমস্টারডামকে সঙ্গী হিসাবে খুবই আকর্ষণীয় লেগেছে আমাদের। মানুষকে খুব সহজে আপন করে নিতে পারেন উনি।'

'অথচ আমি দেখেছি সবকিছু নিয়ে গোলমাল পাকাতে উনি সিদ্ধহস্ত।'

'তাও পারেন উনি।' একটু হাসতে পেরে খুশী হলেন সাইলাস। কিন্তু স্বস্তি পেলেন না।

'দেখুন, মনে করবেন না আমি আড়ালে ওঁর নামে কিছু বলতে চাইছি। আপনি ওঁর বন্ধু, তাই ডেকেছি আপনাকে। আমার মনে হয়েছে, বন্ধু হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি ওঁর কাজে আসবেন। আমাদেরও অনেকটা সাহায্য করতে পারবেন। সাথে সাথে, সত্যি কথাটাই বলি আপনাকে, আপনার সাথেও কিছু আলোচনা করার আছে আমার। একটা সময় ছিল, আপনাকে বলছি, যখন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের কাজটা সহজ ছিল। বিশ্বাস করুন, এখন সে যুগ আর নেই। আমাদের প্রতিষ্ঠান অনেক বড়ো হয়েছে আগের চেয়ে। আর আকার বাড়লে সমস্যাও বাড়তে বাধ্য—'

সাইলাস পাইপ টানতে টানতে শুনতে লাগলেন। হঠাৎ থেমে গিয়ে ক্যাবট ফাইলটা ঘেঁটে একটা চিঠি বার করলেন।

'এটা একটু পড়ুন তো, প্রফেসর টিমবারম্যান।'

চিঠিটা আইক আমস্টারডামের নিজস্ব প্যাডের কাগজের বাঁকাচোরা হাতের লেখায় লিখিত। তারিখটা এক সপ্তাহ আগের। ডঃ অ্যানথনি সি ক্যাবটকে সম্বোধন করে লেখা।

'এ চিঠি লিখতে আমি বাধ্য হচ্ছি, কারণ নিষ্ক্রিয় থেকে যে কাজটি আমি সম্পাদন করেছি তার স্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। গত সপ্তাহে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্প্রদায়ের কাছে একটি জরুরী আহ্বানে আপনি তাদের অনুরোধ করেন ক্যামপাসের ভিতরে নাগরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিতে। আপনি বলেন যে অধিক সংখ্যায় তাঁরা যোগ দিলে সমগ্র রাজ্যের মানুষ যোগদানে উৎসাহী হবে। এখনো পর্যন্ত এ রাজ্যে ওই বাহিনী তেমন শক্তিশালী হতে পারে নি। অনেক খোঁচানো এবং "গেলো গেলো" রব তোলা সত্ত্বেও কেউ খুব একটা নাম লেখাচ্ছে না বাহিনীর খাতায়।

'অনেক চিন্তার পর আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা নয়,

রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই এই আহ্বান প্রচারিত হয়েছে। তাছাড়া, এই আহ্বানের সুর ও ভঙ্গী শিক্ষক সম্প্রদায়ের বিচারবুদ্ধি এবং মনস্থির করার স্বাধীনতা সম্পর্কিত মূল্যবান গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেছে। সোজা কথায় বলতে গেলে, ওই আহ্বানের মধ্যে এরকম যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে যে, আপনার ইচ্ছা অনুসারে কাজ যে না করবে তাকে কোনো না কোনো রকম বিপদে পড়তে হবে।

'এই সিদ্ধান্তে আসার ফলে একটি কর্মপন্থাই আমার সামনে খোলা ছিল—তা হলো এই প্রতিরক্ষা সংগঠনের সাথে কোনো দিক থেকেই যুক্ত না হওয়া। আমি জানি, এই কাজের মূল্য নেহাতই প্রতীকী, কারণ কোনো প্রতিরক্ষা সংগঠনে এক বৃদ্ধের করণীয় থাকে সামান্যই. কিন্তু, তবুও আমার বিবেক নির্দেশিত পথেই আমাকে চলতে হবে।

'তবে কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে না। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ বা ভব্যতার অভাবের নিদর্শন কোনো মানুষকে তার দেশের প্রতি কর্তব্য থেকে মুক্তি দিতে পারে না। আমি একজন বৈজ্ঞানিক, পদার্থবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। প্রাকৃতিক শক্তি আর প্রাকৃতিক সূত্র বিষয়ক গবেষণায় আমার জীবনের বৃহত্তম অংশ অতিবাহিত হয়েছে। পরমাণু এবং পরমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে আমার জ্ঞান আমাকে বলে দেয় যে, এই বোমা ব্যবহার না করাই এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়—অন্য ভাবে বলতে গেলে বলতে হবে, এর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে যেখানে এই অভিশাপ আর বিভীষিকাকে মানবজাতির সামনে থেকে চিরতরে অবলুপ্ত করা যাবে। আপনার প্রস্তাবিত সংগঠন কেবল যে শান্তি আনতে পারবে না তাই নয়, তা আগুনে ঘৃতাহুতিই দেবে।

'তাই আমার মনে হয়, এই ধরনের কাজ দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এবং মূলতঃ দেশবিরোধী।'

ইতি বিনীত

আইজাক আমষ্টারডাম

পড়া শেষ করে চিঠিটা টেবিলের উপর রাখলেন সাইলাস। নিভে যাওয়া পাইপ ধরাবার আড়ালে চিন্তার সময় নিলেন খানিকটা। ভাবলেশহীন মুখে ক্যাবট তাঁর দিকে চেয়ে আছেন, তাঁর প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায়। 'চিঠিটা আমাকে না পড়ালেই ভালো করতেন', বললেন সাইলাস।

'কেন?'

'ব্যাখ্যা করার কি দরকার আছে, স্যার ?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন যে চিঠিটা আপনাকে কুণ্ঠিত করেছে এবং আমার বিপন্ন অবস্থা আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন ?'

'প্রফেসর আমস্টারডাম আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'তাই তো আমি আপনার সহিষ্ণুতার প্রশংসা করছিলাম। তবু ভাবছিলাম চিঠিটা আমাকে পাঠাবার আগে আপনার দৃষ্টিগোচর করা হয়েছিলো কিনা।'

সাইলাসের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। পাইপটা টেবিলে রাখতে গিয়ে দেখলেন হাতটা একটু কাঁপছে। জোর করে নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তভাবেই উত্তর দিলেন,

'না, ডঃ ক্যাবট, আমার দৃষ্টি গোচর করা হয় নি। হলে চিঠিটা পাঠানো থেকে ওঁকে বিরত করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম।'

'কেন ? চিঠিটা অসহ্য এবং অপমানজনক বলে ?'

'কেননা চিঠিটা পাঠানো অবিবেচনার কাজ হয়েছে বলে,' একই রকম শান্ত কণ্ঠে সাইলাস উত্তর দিলেন।

'আবার প্রশ্ন করছি, ভেবে উত্তর দিন—চিঠিটা না পাঠাতে অনুরোধ করতেন এই-জন্যে কি যে চিঠিটার বক্তব্য এবং সুর আপনার কাছে গ্রহণীয় নয় ?'

'চিঠিটার বক্তব্য বা সুর কোনোটার জন্যেই আমি দায়ী নই। চিঠিটা আমার লেখা নয়। নিজের মতো করে চিন্তা করতে এবং তার দায়িত্ব নিতে প্রফেসর আমস্টারডাম সম্পূর্ণ সক্ষম।'

'সে বিষয়ে আমার অবশ্য সন্দেহ আছে।' ক্যাবটের কণ্ঠস্বর এবং বাচনভঙ্গীতে কোনো পরিবর্তন নেই। কোনো উষ্মা নেই। 'তবে মূলতঃ আপনি ঠিকই বলছেন। একইভাবে, আপনার কোনো কাজের জন্যে উনি নিশ্চয় দায়ী হবেন না। কিন্তু আপনাদের দু'জনের কাজে একটা অদ্ভুত মিল দেখা যাচ্ছে। আপনিও তো দেখছি নাগরিক প্রতিরক্ষায় অংশ গ্রহণ করছেন না।'

'তা করছি না আমার ব্যক্তিগত কারণে। আমার সিদ্ধান্তে আমি কোনো ভুল দেখছি না এবং একথাও কেউ আমাকে বলে নি যে নিজের মতো মনস্থির করার আমার অধিকার নেই।'

'তাহলে আমি যদি মনে করে নিই যে প্রফেসর আমস্টারডামের যুক্তিগুলো আপনার মতে ভুল নয়, তাহলে আপনি কি বলবেন আমি অন্যায় করছি ?'.

'কি মনে করবেন বা করবেন না তা আপনার ব্যাপার। আর প্রফেসর

আমস্টারডামের যুক্তিগুলো খারিজ করা বা না করা এবং সেগুলোর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করা হচ্ছে আমার ব্যাপার।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চুরুটে টান দিয়ে মৃদু হাসলেন ক্যাবট। 'দেখুন দেখি—দুজনেই আমরা কেমন ছেলেমানুষের মতো ঝগড়া করছি। বিশ্বাস করুন, প্রফেসর টিমবারম্যান, জেরা করতে আমি বসিনি। যথেষ্ট তিক্ত লাগছে আমার গোটা ঘটনাটাই। কিন্তু আজ আমরা তিক্ত আর অস্বস্তিকর ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়েছি, ভালো না লাগলেও ব্যবস্থা কিছু একটা নিতেই হবে আমাকে। আরো বিশ্বাস করুন, ভীমরতি ধরা এক বৃদ্ধের নির্বোধ এই চিঠির জন্যে আমার কোনো আক্রোশও নেই। ঠিকই, এরকম চিঠি কেউ কখনো আমাকে লেখেনি, কিন্তু চিঠিটা যে কেবল হাস্যকর, বিপজ্জনক নয়, একথা বোঝার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং মানসিক ভারসাম্য আমার আছে। প্রফেসর আমস্টারডামের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আমি নেবো না, যদিও, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে বলতেই হবে ওঁর উচিত আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তবে, উনি যে কেবল ওনার নিজের বক্তব্যই রাখছেন না এই ভেবেই আমি বিব্রত বোধ করছি। কয়েকটাই বিচিত্র চিঠি এসেছে, তার মধ্যে এটা এসেছে ওয়াশিংটনের জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট থেকে। আপনাকে পড়ে শোনাই।'

আবার ফাইলটা থেকে তিন পাতার একটা চিঠি বার করে টেবিলে ছড়িয়ে রাখলেন ক্যাবট।

'চিঠিটা আমাকে জানাচ্ছে যে অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র একটা আবেদন-পত্র প্রচার করা হয়েছে যার বক্তব্য হলো—চিরকালের মতো আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হোক। গত মে মাসে শুরু করে এর প্রচার শেষ করা হয়েছে সম্প্রতি। প্রচারকরা দাবী করেছে, এতে সই দিয়েছে কুড়ি লক্ষ মানুষ। জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট জানাচ্ছে যে "ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের কতজন শিক্ষক ও ছাত্র এই দলে আছে তা হুবহু বলা যাবে না, তবে মনে হয় সংখ্যাটা আমাদের হিসেবের চাইতে বেশী। স্টেট ডিপার্টমেন্ট মনে করে এবং জনসমক্ষে তারা ঘোষণা করেছে যে ওই আবেদন পত্র অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী এবং আবেদন পত্রটি কমিউনিস্টদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রচারিত। তবুও, আপাততঃ সাক্ষরকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে না। মনে করা হচ্ছে যে ওই নামগুলো আপনার জানা দরকার, কারণ তাহলে, আপনি আপনার নিজের, আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা সমগ্র দেশের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারবেন। তাই নামগুলো আপনার

কাছে পাঠানো হলো।" তারপরে নামের তালিকা দিয়েছে ওরা।' কথাগুলো বলার সময় ক্যাবটের মুখে কোনো ভ্রুকুটি দেখা গেলো না, তাঁর সুদর্শন মুখে কেবল গম্ভীর চিন্তার ছাপ লেগে রইলো।

আশ্চর্য হয়ে সাইলাস ভাবলেন—ওই আবেদন পত্রের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তাঁর রাগ ততক্ষণে কেটে গেছে; মনে ভয় তখনো জন্মায় নি। এ অবস্থায় যে কোনো সাধারণ মানুষের ভয় পাওয়ারই কথা। ভয়ানক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এবং তার অবয়ব রূপ নিচ্ছে ক্রমশঃ, অতি ধীরে। এতো ধীরে ধীরে যে এখনি তার কোনো ছাপ পড়বে না কোথাও। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে তার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। অবাক হয়ে তিনি ভাবলেন—এই প্রথম তার আভাস পেলাম আমি। এতোই অন্ধ! এমনভাবে তাকিয়ে থেকেছি পারিপার্শ্বিকের দিকে যে নির্বিকার চিত্তে ভাবতে পেরেছি আমাকে কোনো কিছুই ছুঁতে পারবে না! দর্শকের ভূমিকায় থেকে তাকিয়ে দেখেছি অন্যের জীবনে কি ঘটছে না ঘটছে!

অনেক পরে যখন টিমবারম্যান তাঁর এই মানসিক প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন তখন বুঝেছিলেন যে এই বিশেষ দিনটি, বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৫০ আসার আগে একটি বিশেষ ধরনের ভীতি তাঁর মনোজগতে ছিল না। অন্য অনেক কিছুই ভীতিপ্রদ ছিল তাঁর কাছে; চাকরী হারানোর ভয়, সন্তানের বিপদ ঘটার ভয়, মায়রার ভালোবাসা হারানোর ভয়, নিজের অক্ষমতা জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার ভয়, মৃত্যুভয়, রোগের ভয়, এসবই ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। কিন্তু খোলাখুলি মনের কথা বলতে এবং নিজের বিবেকের নির্দেশ মেনে চলতে ভয় পাওয়ার অনুভূতি তাঁর কাছে এতো নতুন এবং ধারণার অতীত যে সে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তাও হচ্ছিলো না তাঁর।

ক্যাবট তখন বলে চলেছেন, 'নামগুলো শোনাই আপনাকে, প্রফেসর টিমবারম্যান, সকলকে বলে না বেড়ালেও, নামগুলো গোপন রাখবো না। এই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়, এই জটিল সংগঠনটির কর্ণধার আমি। এই ক্যামপাসের জীবনের প্রত্যেকটি দিককে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে আমাকে। এই ঘটনাটা, মিথ্যে বলবো না, আমি বুঝে উঠতে পারছি না।' হাসলেন ক্যাবট, 'বিশ্বাস করুন, কোনো রকম ভীতি প্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য নয়। এঁরা হলেন সব শিক্ষক। এডনা ক্রফোর্ডকে দিয়ে শুরু করা যাক। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা, চেনেন ওঁকে?' সাইলাস মাথা নেড়ে বললেন চেনেন।

'তাহলে আপনি আমার আশ্চর্য হওয়াটা বুঝবেন। ষাট বছর বয়স, দেশজুড়ে খ্যাত একটি গার্হস্থ্য বিদ্যার বই-এর লেখিকা, ম্যাসাচুসেটস-এর একটি বনেদী পরিবারের

মহিলা। লিওন ফেডারম্যান, বিজ্ঞান বিভাগ। বৈজ্ঞানিকদের বেশ ভীড় দেখছি এ তালিকায়। ইহুদীদের নাম অবশ্য থাকারই কথা।'

'কেন?' সাইলাস কোনোক্রমে প্রশ্ন করেন।

'কারণটা তো স্পষ্ট। ইহুদীরা সব সময়েই বিক্ষুব্ধদের দলে ভিড়ে যায়। একটা কোনো বিশেষ দেশ বা সংস্কৃতির প্রতি গভীর অর্থে তার কোনো বিশ্বস্ততার প্রশ্ন তো থাকে না। আর তার নিজের অবস্থাও ভালো থাকে অস্থির পরিস্থিতি আর অনৈক্যের আবহাওয়ায়। অবশ্য এর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র আছে বলাটা হাস্যকর হবে। ব্যতিক্রমও রয়েছে এখানে। ডঃ ফেডারম্যানের পাশে পাশে নাম আছে হার্টম্যান স্পেনসার, ক্যালেব এলম্যান, আর আইজাক আমস্টারডামের। কেউই এঁরা ইহুদী নন এবং সকলেই বিজ্ঞান বিভাগের সদস্য।'

'আপনার তা অস্বাভাবিক লাগছে, অথচ ডঃ ফেডারম্যানের নাম থাকাটা মনে হচ্ছে স্বাভাবিক?' সাইলাস নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। পাইপটাও নিভে গেছে খেয়াল নেই। সাবধানে চশমা মুছতে মুছতে মনে মনে নিজেকে বোঝাতে লাগলেন—মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। একজন গোঁড়া আত্মম্ভরী লোকের ইহুদী বিদ্বেষের প্রকাশে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দুনিয়া এখনো সোজা পথেই চলছে। এই নামগুলো বলে নিজের পদাধিকার প্রচার করার চেষ্টা ছাড়া এটা আর কিছু নয়।

'হ্যাঁ, আমার খুবই অস্বাভাবিক লাগছে,' প্রেসিডেন্ট ক্যাবট মাথা নাড়েন। 'এখানে আপনার নাম রয়েছে, রয়েছে অ্যালেক ব্রেডি, জ্যাকসন টি টেমপলটন, লরেনস ক্যাপলীন, ম্যাক্স রাইনমাস্টার, সেডি ডসন, জোয়েল সিভার, প্রায়র উঙ্গার, ফ্র্যাংক ইস্টারম্যান, কেনেথ জোড, আর জোশুয়া কোহেনের নাম। আপনার স্ত্রীর নামও আছে, প্রফেসর টিমবারম্যান। সব মিলিয়ে সতেরোটা নাম। সতেরো জন পুরুষ এবং মহিলা এই কাগজটাতে সই করা উচিত হয়েছে বলে মনে করেছেন। পঞ্চান্ন জন ছাত্রের নাম নিয়ে আমি বিশেষ চিন্তিত নই। তারুণ্যের চাপল্য আর আদর্শবাদের প্রতি খানিকটা প্রশ্রয় আমরা দিয়েই থাকি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে তাদের কাজটা ক্ষমার্হ। কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে সতেরো জন সই করেছেন, এটা শান্তভাবে গ্রহণ করা মুশকিল।'

চশমা মোছা শেষ করে চোখে পরে নিলেন সাইলাস, সব কিছু স্পষ্ট হলো আবার চোখের সামনে। প্রেসিডেন্ট ক্যাবটের আবছা মুখটা আবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সুগঠিত ঠোঁট দু'টিতে হাসির ছোঁয়া, যদিও বোঝা যাচ্ছে চেষ্টা করেই রাগ সামলে আছেন ক্যাবট। মনের ভাব যতোটুকু তিনি প্রকাশ করতে চান ঠিক ততোটুকু ধরা

পড়ছে তাঁর অভিব্যক্তিতে। বেশীও না, কমও নয়। সাইলাসকেই বরং ক্যাবটের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করতে এবং কি করবেন তা ভাবতে হচ্ছে। মনে ভয় জাগছে বলেই সাইলাসকে সাহস এবং নীতির প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে অন্তরে। কি কি হতে পারে একটু ভেবেই সাইলাস বুঝতে পারছেন এই লোকটির ক্রোধ জাগালে কতোটা বিপদ হতে পারে। সাথেসাথেই আবার মনে হলো, এসব কিছুই নয়। যুক্তি দিয়ে বোঝালেই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে। নিজেকে দোষী ঠাউরানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

'আপনি কেন এ নিয়ে অধীর হচ্ছেন বুঝতে পারছি,' বললেন সাইলাস। 'এখন সময়টা দুর্যোগপূর্ণ—আপনার চেয়ারে বসে অনেক ঝঞ্ঝাট আপনাকে পোহাতে হচ্ছে তা কল্পনা করতে পারি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমি বা অন্যান্য এই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা এমন কি করেছি যা অন্যায় বা উদ্বেগজনক। পারমাণবিক অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণের দাবী করে একটা আবেদনপত্রে সই করেছি। কোনো বিবেকবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয় এ দাবীর যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারবেন না?'

'কেন?'

'কারণ পারমাণবিক বোমার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরক্ষা সম্ভব নয়। আমরা এতোদিন যুদ্ধ বলতে যা বুঝেছি, তার সাথে পারমাণবিক যুদ্ধের কোনো মিল নেই। সে যুদ্ধের ফলে পৃথিবী একটা শ্মশানে পরিণত হবে। এই অস্ত্রটি দ্বিতীয়বার আর ব্যবহার করা চলবে না। একথা আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি।'

'আপনি কি বলতে চান, প্রফেসর টিমবারম্যান, যে আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন ওই আবেদনপত্রে সই করলে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া বন্ধ করা যাবে।'

'না, তা ঠিক আমি ভাবি নি। সত্যি বলতে কি এই আবেদনপত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে আমার সন্দেহই ছিল।'

'তাহলে সই করেছিলেন কেন?'

'আমার কাছে ব্যাপারটা একটা নীতির প্রশ্ন হিসেবে রাখা হয়েছিলো এবং নীতিগত দিক থেকে সই না করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আবেদন কতটা কার্যকর হবে সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।'

'এই নীতির প্রশ্নটি আপনার কাছে তুলেছিলো কে?'

'প্রশ্নটা ঠিক বুঝলাম না।'

'আপনি বললেন আপনার কাছে ব্যাপারটা তোলা হয়েছিলো নীতির প্রশ্ন হিসেবে। আমি জানতে চাইছি, আবেদন পত্রটা আপনাকে সই করতে কে দিয়েছিলো?'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত সাইলাস উত্তর দিতে পারলেন না। মাথাটা যেন কাজ করলো না এক মুহূর্ত। এতক্ষণের সব আলোচনা ঘুরেফিরে এই দিকেই আসছিলো। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা সামনে এলো তাহলে। উত্তর দিলেন সাইলাস,

'আমার মনে হয় এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি না।'

'কি আশ্চর্য, প্রফেসর টিমবারম্যান, আমি মনে করেছিলাম এই চিঠিটার মূল বক্তব্য জানলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই আবেদনপত্র, যেটা আপনি দিব্যি সই করেছেন, সেটা হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্ট চক্রান্তের একটি অঙ্গ। সে কথা বুঝলে পুরো জিনিসটার অর্থ বদলে যায় না?'

'হয়তো যায়।'

'তবু আপনি বলবেন না কে এই আবেদনপত্র আমার শিক্ষকদের মধ্যে সই করানোর জন্যে এনেছিলো? আপনিই কি এনেছিলেন, প্রফেসর টিমবারম্যান? আপনি কি একজন কমিউনিস্ট?'

'আপনি কি সত্যিই প্রশ্নটার উত্তর চাইছেন?'

'হ্যাঁ, চাইছি'।

'এ প্রশ্নটা আপনাকে যে করতে হলো এজন্যে আমি দুঃখিত,' সাইলাস মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলেন। 'এতক্ষণ আমি নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম, কিছুই বদলায় নি, সবই ঠিক আছে। না, ডঃ ক্যাবট, আমি কমিউনিস্ট নই।'

উঠে দাঁড়ালেন ক্যাবট। কথা শেষ।

'আপনার সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ, প্রফেসর টিমবারম্যান।'

* * *

দূর থেকে দেখে ব্রায়ান জেট প্লেনের মতো ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো সাইলাসকে। দুহাতে শূন্যে তুলে ধরলেন তিনি ব্রায়ানকে।

"ওঃ, বাবা, তোমার সব্বাইকার চেয়ে বেশী জোর।' হি হি করে হেসে উঠলো ব্রায়ান। মুখ চোখ ঝকঝক করতে লাগলো। 'তোমার দূরবীনটা নিয়ে আমি তোমাকে অনেক দূর থেকে দেখেছি। জানো বাবা, আইক জেঠু বলেছে, আমাকে অবসোটরী দেখাতে নিয়ে যাবে।'

'কথাটা অবজারভেটরী, ব্রায়ান।'

সাইলাসের মনে পড়ে যায় আমস্টারডাম আর হার্টম্যান স্পেনসারের সাথে একবার ক্লেমিংটনের ছোট অবজারভেটরীতে গিয়েছিলেন তাঁরা স্বামী স্ত্রী। ডঃ লাজারাস

মায়ারস, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, তখন. বুধগ্রহ পর্যবেক্ষণ করছিলেন আলো-আঁধারিতে সেই সুন্দর পরিষ্কার রাতে সাইলাস মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বৈজ্ঞানিকের শান্ত সমাহিত উপস্থিতির সামনে। দূরবীনে চোখ লাগাতেই তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়েছিলো মহাকাশের আশ্চর্য বিশাল সুষমা। সেই বিশালতার আবর্তে তাঁর আত্মা যেন হারিয়ে গিয়েছিলো, ছড়িয়ে পড়েছিলো অসীমের বুকে ; মনে হয়েছিলো নক্ষত্রলোকের অপরিসীম রহস্যের সামনে একজন সামান্য মানুষ তিনি কতো ক্ষুদ্র, কতো অকিঞ্চিৎকর। অথচ একই সাথে তাঁর আত্মা যেন প্রসারিত হয়ে স্পর্শ করেছিলো মহাকাশের প্রতিটি বিন্দু। সেই তন্ময়তা ছুঁয়েছিলো মায়রাকেও। চোখ ফিরিয়ে দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছিলেন, পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্যের সন্ধানে।

বৃদ্ধ মায়ারস তাদের বলেছিলেন, 'আজ তোমরা যা দেখলে তোমাদের সন্তানরা তা দেখবে খালি চোখে, আরো অনেক কাছ থেকে। ওরা তো নক্ষত্রলোকে পাড়ি দেবে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে থাকবে ওদের অবাধ বিচরণ।'

'সত্যি ? সত্যিই তাই হবে ?'

'সত্যি তাই হবে।'

'মানুষ তখন হবে দেবতাদের সমকক্ষ,' মায়রার কণ্ঠে ছিল বিস্ময়ের মায়া।

'সমস্যা হলো,' উত্তরে মায়ারস বলেছিলেন, 'ততোদিন মানুষ মানুষকে বাঁচতে দেবে কি না পৃথিবীতে।'

আজ পাঁচ বছর পরে ব্রায়ানের উচ্ছলতা সাইলাসকে সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলো। হয়তো আজকের এই শিশু হবে মহাকাশচারী। আর হয়তো—।

বাড়ির ভিতরে বসার ঘরে মেয়েরা টিভি দেখছে। রান্নাঘরে মায়রা খাবার বানাতে ব্যস্ত। মায়রার গালে আলতো করে চুমু খেলেন সাইলাস।

'কেমন গেছে দিনটা, সাই ?'

'বলতে পারছি না, ভাবনায় পড়েছি। হঠাৎ এসব বানাচ্ছো ? ককটেল হবে নাকি ?'

'ভুলে গেছো ?' এই সুযোগে লাণ্ডফেস্টদের ককটেল-এ ডেকে ঝামেলা সারছি। ডিনারে ডাকলে তো সারা সন্ধ্যেটা মাটি।'

'ডাকতে তো হবে একবার।'

'সে দেখা যাবেখন। ও, আর ক্যাপলীনদেরো ডেকেছি—'

'এড তো আবার ওদের পছন্দ করে না।'

'জানি। বব আর সুসান অ্যালেনকেও বলেছি। কেন বলো তো ? জোন

লাওফেস্ট একটু ছেলেছোকরার সঙ্গ চায়, আর, সুশান একদিকে সুন্দরী অন্যদিকে তোমাকে খুব পছন্দও করে।'

'কি যে যা তা বলো।'

'হয়েছে, হয়েছে, জানি মশাই। এবার বলো, তোমার খবর। দুপুরে ফাঁকা ছিলাম, খুঁজে পেলাম না কেন তোমাকে?'

'আমি গিয়েছিলাম অ্যানথনি সি ক্যাবট, আমাদের এই মহান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে।'

'কি ব্যাপার?'

সাইলাস সব বললেন মায়রাকে। রান্নাঘরে চেয়ারে বসে, পাইপ টানতে টানতে, টুকিটাকি খাবার বানাতে ব্যস্ত মায়রার সুপটু হস্তসঞ্চালন দেখতে দেখতে। কি সুন্দর দক্ষতা, কি সুনিশ্চিত মনোভাব। ভাবতে চেষ্টা করলেন, তাঁর জায়গায় হলে মায়রা কি করতেন, কি বলতেন। তাঁর চেয়ে অনেক ভালো ভাবে ঘটনাকে ধরতেন নিশ্চয়। সমস্ত কথা বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করলেন না মায়রা। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের বোঝাপড়ার ফলে সাইলাসের নাড়িনক্ষত্র তাঁর জানা।

'তুমি কি খুব আশ্চর্য হয়েছিলে কথাগুলো শুনে, সাই?'

'না, তা ঠিক বলবো না,' একটু ভেবে বলেন সাইলাস।

'আমি একটুও অবাক হচ্ছি না। তুমি যা উত্তর দিয়েছো তাতে ভালো লাগছে। আরো এগোবে বলে মনে হয় কি ব্যাপারটা?'

'তাই তো মনে হয়।'

'ভয় পাচ্ছো?'

'প্রথমে পাই নি। ভীষণ রাগ হয়েছিলো। এখন একটু পাচ্ছি। বিচিত্র এক অনুভূতি হচ্ছে।'

'বুঝতে পারছি কি বলতে চাইছো তুমি।'

'এক একবার মনে হচ্ছে, কেন যে ছাই ওটাতে সই করতে গেলাম। তারপরেই মনে হচ্ছে, তাতে কিছু আসতো যেতো না।

'শেষ পর্যন্ত আসতো যেতো না ঠিকই', মায়রা সায় দেন। 'কিন্তু তবু ভয় লাগে। সাই, কি হয়েছে আমার বলো তো? আমি কি ভীতু আর দুর্বল, নাকি অন্যরাও আমারি মতো? সব সময়ে এমনিতে ছটফট করি। প্রতিবাদ করতে চাই, বলি, কি একঘেয়ে জীবনের ফাঁদে পড়ে আছি, রোমাঞ্চ খুঁজি, কিন্তু এই যে তুমি যখন কথা বলছিলে, তখন ভাবছিলাম, এই নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন জীবন, কেমন উষ্ণ কেমন আরামের কেমন শান্ত, মোটামুটি জানি কালকের দিনটাও আজকের মতো কাটবে, প্রতি সপ্তাহে

দশ ডলার ব্যাংকে জমাবো, হয়তো অনেক দিনের ইচ্ছে মতো ইয়োরোপ বেড়াতে যাবো, একটা নতুন পোশাক কিনবো, গাড়ীটা বদলাবো, এই জীবনকে কতো ভালো-বাসি—আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, যাই, ক্যাবটকে গিয়ে বলি, একটু কাঁদি, বলি ভুল হয়ে গেছে, দেখুন না লোকগুলো আমাকে আর সাইলাসকে ভুল বুঝিয়েছে, জঘন্য কমিউনিষ্ট চক্রান্ত ধরতে পারি নি। ক্যাবট ক্ষমাশীল হাসি হাসবে, বলবে, না না, ভেবো না লক্ষ্মী মেয়ে, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব মিটে যাবে, শুধু বলে দাও কে কে তোমাকে সই করতে বলেছিলো। আইক আমষ্টারডাম আর অ্যালেক ব্রেডির নাম করে বলবো ওরাই দুই শয়তান। ক্যাবট বলবে, সাবাস, কি চমৎকার সৎ আর সাহসী আর দেশপ্রেমিক মেয়ে—'

'না, মায়রা, না—'

'কক্ষণো না, সাই, কক্ষনো না। আমি শুধু লোভের কথা বলছিলাম, এই অশান্তি থেকে ভয় থেকে পরিত্রাণের একটা উপায় মনে এলো কি রকম তাই বলছিলাম। দেখো, হয়তো আমরা মিথ্যে ভয় পাচ্ছি, হয়তো কিচ্ছু হবে না।'

'তাই যেন হয়, মায়রা।'

'যাও, মেয়েদের খেতে ডাকো। আমি দেখি ব্রায়ান কোথায়।'

'ব্রায়ান বাইরে।'

সাইলাস বসার ঘরে এসে দুই মেয়ের মাঝখানে বসে ওদের গলা জড়িয়ে ধরলেন। টিভির পর্দায় ছবি নড়ছে।

'রান্না হয়ে গেছে মা, চলো।'

'আর একটু দেখি না, দশ মিনিট?'

'উঁহু।'

'একটু?'

'না।'

জেরালডাইন টিভি বন্ধ করে দিলো। সুসান বললো, 'তুমি টিভি ভালোবাসো না কেন, বাবা?'

'টিভি নয় মা, টিভিতে যা দেখায় সেটা ভালোবাসি না।'

* * *

ক্লেমিংটনে ইহুদী বিদ্বেষ আছে ঠিকই। কিন্তু তা নিয়ে ভদ্র এবং সুবিবেচক ব্যক্তিগণ আলোচনা এড়িয়ে চলেন। ক'জন ইহুদী ছাত্র বা শিক্ষক থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ে

-তার সংখ্যা বেঁধে দেওয়া আছে, কিন্তু ব্যবস্থাটা চালু থাকলেও তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং গোপন। ব্যবস্থাটা যাঁরা করেছেন তাঁরাও এ নিয়ে কখনো কিছু বলেনটলেন না। একই ভাবে, শিক্ষকদের মধ্যে নিগ্রো কেউ নেই এবং নিগ্রো ছাত্র আছে মাত্র সতেরো জন—এ ঘটনাটাও ইচ্ছে করে ঘটানো বলে ধরা পড়ে না, মনে হয় যেন এমনিই হয়ে গেছে এটা, স্বাভাবিক ভাবেই। লরেনস ক্যাপলীনও বলবেন এখানে খোলাখুলি ইহুদী বিদ্বেষ নেই। তাঁর সামাজিক মেলামেশা কম, বন্ধুর সংখ্যা নগণ্য, ঘনিষ্ঠতা প্রায় কারো সাথেই নেই, এ বিষয়ে তিনি বাধ্য হয়ে ভাবলেশহীন। এতে লরেনস এবং সেলমা দু'জনেই এতো অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে লরেনস ভাবতে শুরু করেছেন এর জন্যে তাঁর নিজের একা থাকার প্রবণতাই দায়ী, যদিও সেলমার কষ্ট হয় বেশী। মধ্য-পশ্চিম অ্যামেরিকাতে তো এটাই রেওয়াজ।

পঞ্চাশের শেষে পা দিয়েও সেলমা ক্যাপলীন শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী। কাটা কাটা নাক চোখ, টান টান ত্বকে বয়সের ছাপ পড়েনি, অথচ ধবধবে শাদা চুল। সব মিলিয়ে আজও তিনি অত্যন্ত আকর্ষনীয়া। যুবতী বয়সে নিশ্চয় সেলমা যথেষ্ট উচ্ছল ছিলেন, ভাবলেন মায়রা তাঁকে দেখে, লরেনসের মতো শান্ত মানুষ এঁকে সামল্যাতেন কি করে! লরেনসকে মায়রার কখনোই খুব ভালো লাগে না। মনে হয় বড় বেশী অন্তর্মুখী, বেশী নিরীহ। আর এই স্বভাব যেন এসেছ স্বাভাবিক জীবন থেকে ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার ফলে। সাইলাস অবশ্য লরেনসকে তাঁর অপরিসীম জ্ঞানের জন্যে খুবই শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু আজ সন্ধ্যেবেলা মায়রার সবই ভালো লাগাছিলো। খানিকটা সারাদিনের অশান্তির পাল্টা প্রতিক্রিয়ার ফলে, খানিকটা আবার খালি পেটে একটা ককটেল পান করে। তাই দুজনকেই সাদর সম্ভাষণ জানালেন মায়রা। 'আসুন, আসুন। খুব ভাল লাগছে আপনারা এসেছেন। আপনাদের আগেই শুরু করে দিয়েছি আমরা। শুরু করুন আপনারাও এবার।'

সকলেই সকলের চেনা। গোলগাল খোলামেলা মুখ বব অ্যালেনকে দেখলে মনে হয় না তার বত্রিশ বছর বয়স। আধুনিক সাহিত্য পড়ায় আর ভাষাশিক্ষার একটা ওয়ার্কশপ পরিচালনার দায়িত্বে আছে। ইংরেজী বিভাগের সদস্য সবাই। জোন লাণ্ডফেস্টের চুল সোনালী আর সে চুলের অতিরিক্ত চাকচিক্য দেখলেই বোঝা যায় রঙটা পুরো খাঁটি নয়। সাজগোজও বেশ চড়া। ছোটখাটো চেহারা, স্বভাবে অসহিষ্ণু। সব সময় কিছু না কিছু বায়নাক্কা তার লেগেই আছে। এখন অবশ্য বব অ্যালেনের সাথে হালকা বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত হয়ে জোন বেশ খুশী। লাণ্ডফেস্ট আর সাইলাস সুসান অ্যালেনের সাথে খুব জোর কোনো আলোচনায় ব্যস্ত। একটা ককটেল হাতে

ক্যাপলীন তাঁদের দলে যোগ দিলেন। মেসমার সাথে সাংসারিক গল্প করতে করতে স্যাণ্ডউইচ এগিয়ে দিচ্ছিলেন মায়রা সকলের হাতে হাতে আর এর ওর কথাবার্তার টুকরো তাঁর কানে আসছিলো। 'আজকাল ও ধরনের পড়াশোনার কোনো মানেই হয় না,' বলছিলেন লাণ্ডফেস্ট। 'এখন দরকার স্রেফ একটা বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া। এখন আর কেবল জানার জন্যে জানা নিঃর্থক; জ্ঞানটা ব্যবহারিক কিনা সেটাই বিচার্য হওয়া উচিত। এই দেখো ব্রিটিশরা, কেবল কতগুলো শিক্ষিত অকর্মণ্য তৈরী করছে, আর আমরা? আমরা তৈরী করছি ইনজিনীয়ার, রাজনীতিবিদ আর শিল্পপতি।' 'ঠিকই,' সাইলাস বলে ওঠেন, 'তবে এরা যদি একটু আধটু শিক্ষিত হতো তাহলে আখেরে লাভই হতো।'

'বাড়াবাড়ি করো না, ওরা যা প্রয়োজন সেটুকু শিখেছে ঠিকই।'

'যুক্তিটা বড্ড পুরোনো। এক্ষুণি বলবে, মনটা একটা ছোট আলমারীর মতো, বেশী জিনিস ধরে না তাতে।'

'কথাটা কি খুব ভুল?'

'তাই নাকি,' সুসান হাসে, 'তাহলে আপনাদের ওই কারিগরী সভ্যতা আমাদের তো সর্বনাশ করবে। আমাদের ভবিষ্যত কি, এড?' 'অশিক্ষিত বিদ্বানের দুনিয়ায়,' ক্যাপলীন একটু ইতঃস্তত কণ্ঠে বলে উঠলেন।

লাণ্ডফেস্ট লাফিয়ে ওঠেন।

'যতো বাজে কথা। এসব কথা বলা সহজ। আপনাদের তথাকথিত শিক্ষিতদের জিজ্ঞাস করুন, দেখবেন, বাস্তব থেকে তারা কতো দূরে। আপনারা এ নিয়ে বড়ো বেশী কচকচি চালান।'

সাইলাস অবাক হয়ে দেখলেন ক্যাপলীনের চোখে কেমন যেন একটা ভয়ের ছায়া।

'আমি ঠিক সে ভাবে কথাটা বলি নি', ক্যাপলীন বলেন। 'শিল্প-সাহিত্য আর প্রযুক্তিবিদ্যার কোনটা বড়ো কোনটা ছোটো এ নিয়ে তর্ক করছি না। আমি শুধু বলছি শিল্পসাহিত্য যেন ক্রমশঃ কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। কারো যেন আর আগ্রহ নেই।'

'দোষটা আমাদেরই নয় কি? আমাদের উচিত আত্মসমীক্ষার চেষ্টা করা। কমিউ-নিজমের বিরুদ্ধে স্বাধীন দুনিয়ার যে সামগ্রিক সংগ্রাম তারই একটি অঙ্গ হলো পশ্চিমী সংস্কৃতিকে সুরক্ষিত করা। এ তো আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।'

'হয়েছে এড হয়েছে', সুসান অ্যালেন বলে, 'কাগুজে ভাষা কপচিও না আর।'

'কি নিয়ে কথা হচ্ছে,' লাণ্ডফেস্টের জন্যে আর একটা ড্রিংক নিয়ে আসতে আসতে মায়রা প্রশ্ন করেন।'

'বোধহয় সংস্কৃতি নিয়ে।'

খালি পেটে সুরাপানের মাদকতা সাইলাসের শরীরে মনে তখন বেশ খানিকটা হাল্কা ভাব এনেছে। জিভের লাগামে টানও কমেছে সাথে সাথে। বলে ফেললেন বিশেষ না ভেবেই, 'কবি বার্ণসের কথা মনে পড়ছে হঠাৎ। সেই যে বলেছেন না, "আহা যদি ক্ষমতা পেতাম অন্যের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখার"। সে ক্ষমতা ভাগ্যিস নেই আমাদের। তাই তো দিব্যি নিজেদের সহ্য করতে পারি নিজেরা।'

সুসান তখন লাগুফেস্টের হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। সাইলাস বুঝলেন, সুসান চাইছে পরিস্থিতি সামাল দিতে। লাগুফেষ্ট ভীষণ রেগে গেছে। ইচ্ছে হলো সেই রাগকে আরও খুঁচিয়ে বাড়াতে। লাগুফেস্টকে ভীষণ অপছন্দ করেন সাইলাস, বুঝতে পারলেন নিজেই। শুধু অপছন্দ নয়, রীতিমতো ঘেন্না করেন লোকটাকে। সাথে সাথে অনুভব করলেন আত্মগ্লানি। এই লোকটাকে তিনি নিমন্ত্রণ করে এনে মদ্যপান করাচ্ছেন বাড়িতে, সহ্য করছেন লোকটার আত্মম্ভরি মূর্খামি, বালখিল্য আপ্তবাক্য কপচানো, যৌন আবেদনের স্থূল প্রদর্শন, ক্যাপ্‌লীনের সম্পর্কে স্পষ্ট ঘৃণার ভাব। ক্যাপলীনের প্রতি কোন সহানুভূতির ভাব জাগলো না সাইলাসের মনে। নিজের প্রতিও নয়। যার যা প্রাপ্য সে তাই পায়, তাই পাবে। ক্যাপলীন পাচ্ছে তার প্রাপ্য, সাইলাস টিমবারম্যান পাচ্ছে তার। অ্যানথনি সি ক্যাবট তার উপযুক্ত স্থানে পৌঁছে যাবে শীঘ্রই। হয় হোয়াইট হাউস নয় স্টেট ডিপার্টমেণ্ট, নাহলে সুপ্রীম কোর্ট। আর লাগুফেস্ট তথা বসবে প্রেসিডেণ্টের ঘরে। সেই পথ সুগম করতেই তো এতো দেশপ্রেম আর এতো পরিকল্পনা। ভবিষ্যতের কথা সকলেই ভাবে —এক সাইলাস টিমবারম্যান ছাড়া।

ততক্ষণে ব্যাপারটা মায়রার নজরে পড়েছে। দক্ষ গৃহিণীর মতো বচসা ভেঙ্গে সকলকে পৃথক করে ফেলেন তিনি। 'কি হচ্ছে বলো দেখি। নিজেদের মধ্যে কথা চালিয়ে সন্ধ্যাটা নষ্ট করবে নাকি তোমরা? ল্যারি এসো তো এদিকে।' বলে টেনে ওকে নিয়ে গেলেন বব অ্যালেনের দিকে। ক্যাপলীনকে রেখে দিলেন জোন লাগুফেস্টের কাছে। অ্যালেনরা কথা বলতে শুরু করলো সেলমার সাথে। নিজে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ছাইদানগুলো পরিষ্কার করতে, খাবার এগিয়ে দিতে। এক চোখ রাখলেন সাইলাস আর লাগুফেস্টের দিকে। বুঝলেন সাইলাসের একটু নেশা ধরেছে। অস্বস্তি লাগছে, কিছু একটা ঘটছে, কিছু একটা চোরা স্রোত ঘুরছে সারা ঘরে। একটু পরে সাইলাসের কাছে এসে দেখলেন ওঁর চোয়াল শক্ত, মুখের চারপাশটা শাদাটে, কপালে একটা শিরা দপদপ করছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা একরোখা, ঘাড় সোজা। চেহারায় জেদ। 'এখন কথাটা বলার ঠিক সময় নয়,' লাগুফেস্টে বলছেন, 'তবে উল্লেখ করাটা উচিত হবে মনে হলো আমার।'

'কিন্তু শুধু কি উল্লেখ করছো তুমি ?' সাইলাস উত্তর দেন। 'তুমি বলছো বন্ধ করে দিতে। আমি একটা জিনিস পড়াচ্ছি ক্লাসে, তুমি তা পড়ানো বন্ধ করতে বলছো। বলছো, জিনিসটা বিপজ্জনক, ঝামেলা হবে, কাজেই বন্ধ করো।'

'বেশী নাটকীয় করে ফেলছো না জিনিসটা ? মার্ক টোয়েনের একটা ছোট গল্পকে অ্যামেরিকান সাহিত্যের প্রধান ধারার কেন্দ্রবিন্দু করে তোলাটা বাড়াবাড়ি নয় কি ? প্রথা বিরুদ্ধ তো বটেই।'

'ঠিকই বলেছো। প্রথার দাসত্বের প্রশ্নই তো আমাদের বিচার্য এখানে।'

'কিন্তু সাইলাস, সঠিক পরিপ্রেক্ষিতের কথা ভাববে না ? "হ্যাডলীবার্গ" মার্ক টোয়েনের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প, না নিকৃষ্টতম গল্প এ আলোচনায় আমি যাবো না। কথাটা হচ্ছে, যে সময় নিয়ে গল্পটা লেখা সে সময় আজ অতীত এবং মৃত। পারিপার্শ্বিক পাল্টায়, পরিস্থিতি পাল্টায়। একপেশে একটা লেখা, যা একটা তথাকথিত মধ্যপশ্চিম অ্যামেরিকান শহরকে আদ্যোপান্ত নিন্দা করে পাঠকের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে ব্যবসায়ী, ব্যাংক মালিক, দোকানদার মাত্রেই অসাধু, শয়তান ও জোচ্চোর এবং গরীব, উচ্চাকাঙ্খাহীন, অলস ও বোকা লোক মাত্রেই ভালো মানুষ, সৎ ও ঈশ্বরের সন্তান। সাইলাস, এ কথা আমি মানতে পারবো না।'

'গল্পটা শেষ কবে পড়েছো ?'

'কাল রাত্রে। লাইব্রেরী থেকে এনে, খুব ভালো করে পড়েছি। সত্যি বলছি, আমি হতবাক হয়ে গেছি। খুব বেশি বললে বলা যায় গল্পটা অসুস্থ এক বৃদ্ধের তিক্ত বিষোদ্গার। যে ছাত্ররা আমার কাছে এসে গল্পটাকে কমিউনিস্ট অপপ্রচার বলে অভিযোগ করেছে তাদের ক্রোধের কারণটা বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি আমি।'

'তুমি কি মার্ক টোয়েনকে কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্টদের দালাল বলবে না কি ?

'অবশ্যই না। কিন্তু উনি যা বলেছেন তা আজকের পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে কমিউনিস্টরা যা বলছে তা থেকে অভিন্ন। আমার তো মনে হয় সারা দেশে "দ্য ম্যান হু করাপটেড হ্যাডলিবার্গ" গল্পটির কয়েক লক্ষ কপি ছড়িয়ে দিতে পারলে ওরা খুশিই হবে। ওদের উদ্দেশ্য সফলই হবে তাতে। আর ওই গল্পকে তোমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করে তুলে তুমিও ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেই সাহায্য করছো। মোদ্দা কথা হলো এই সাইলাস, মোদ্দা কথা হলো এই।'

সাইলাস মুখ খুলতে গিয়েও মায়রার আঙুলের চাপে চুপ করে গেলেন। মুখ ঘুরিয়ে চাইলেন স্ত্রীর দিকে। হাল্কা গলায় মায়রা বললেন, 'ছ পাত্র মার্টিনি গিলে লাওফেস্ট বাবু এবং টিমবারম্যান মহাশয় মানব জাতির দার্শনিক ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে ব্যাপৃত,

এ খুব আনন্দের কথা। কিন্তু মহাশয়গণ, এবার আসুন, আমরা সকলে পরস্পরের খানিক চিত্ত বিনোদন করি। সাইলাস, দয়া করে সেলমার প্রতি একটু আতিথেয়তা দেখাও। আর একটু কাজ করো দেখি, এড। যাও, আর কয়েক গ্লাস পানীয় ঢালো তো! সেলমা শেরী খাবে আর সু অ্যালেন নিচ্ছে স্কচ। আর আমাকে মিনিট দশেক ছুটি দাও, একটু মায়ের কাজ করে আসি। দেখি বাচ্চাগুলো কি করছে।'

'এক্ষুনি যাচ্ছি, ম্যাডাম,' লাণ্ডফেস্ট বলে ওঠে। অ্যালান দম্পতি ও সেলমা ক্যাপলীনের দিকে এগোতে এগোতে সাইলাস ভাবলেন, এই যে সুন্দর বুদ্ধি করে মায়রা ঝগড়াটা থামালো তার পিছনে কি চিন্তা কাজ করলো ওর মনে? তাঁর সাথে মায়রা কি এক মত? বিরক্তি না সহানুভূতি? কোনটা কাজ করলো ওর চিন্তায়? না কি লাণ্ডফেস্টের দৃষ্টিকোণের সাথে একটু মতের মিল আছে মায়রার?

সোমবার : ৩০শে অকটোবর, ১৯৫০

'ফালক্রাম' কাহিনী

সাইলাস টিমবারম্যান প্রসঙ্গে সে সময়ে সারা দেশে প্রায় কেউই নিস্পৃহ ছিল না। বিশেষ আগ্রহ নিয়ে ঘটনা প্রবাহের দিকে নজর রাখছিলো বহু লোক, বহু রকম দৃষ্টিকোন থেকে। নাটকের প্রধান ভূমিকায় থাকায় সাইলাস ও মায়রা ব্যক্তিগত আর ঐতিহাসিক দুই দৃষ্টিকোণ থেকেই ঘটনাগুলোকে দেখেছিলেন। ফলে দীর্ঘদিন নিজেদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার যথার্থতা সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে নি। সাইলাসের চাইতে মায়রা বরাবরই নিজেকে অনেক বেশী স্থিতধী রেখেছিলেন। ঝটকা হাওয়া মানুষকে যেদিকে খুশী উড়িয়ে নিতে পারে, অথবা একটা বিশেষ ঘটনাচক্রে তাঁরা পড়ে গেছেন নেহাতই হঠাৎ, এ ধরনের কথায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না মোটেই। কিন্তু সব কিছু কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছিলো তাঁর। আবার সেই গোলমালের মধ্যেও কোথায় যেন মূল সুরটা ঠিক থেকে যাচ্ছিলো সর্বদাই।

ককটেল পার্টিটা হয়ে যাবার পর মায়রা বেশ স্বস্তি বোধ করেছিলেন। বেশ একটা ঝুট-ঝামেলা এড়ানো গেছে। এ রকম হয়েই থাকে। দু'এক পাত্র পেটে বেশী পড়লে চাপা অনেক মনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে সেই প্রকাশ বিস্ফোরণের রূপ নেয়। কিন্তু এখানে যেন কি একটা বাড়তি দিক রয়ে গেল। এই চিন্তাটা মায়রা সরাতে পারছিলেন না মন থেকে। সাইলাসও তাঁর সাথে একমত হলেন।

'এ নিয়ে আমি ভয়ানক ক্ষেপে গেছি এমন নয়, মায়রা। আসলে রাজনীতিতে আমি কখনোই গভীর ভাবে আগ্রহী নই। এমন কি ক্যামপ্যাসে যে ধরনের প্যাঁচপয়জার চলে তা নিয়েও আমি মাথা ঘামাই না। এটা আমার চরিত্রের দোষ হতে পারে, কিন্তু কি করবো, রাজনীতির স্বাদ অত্যন্ত তেতো, অন্যে তা নিয়ে লেগে থাকুক। আমি ওসব ঝামেলায় নেই।'

'কিন্তু ওসব ঝামেলা আমাদের রেহাই দেবে কি? মার্ক টোয়েন সম্পর্কে কি করবে?'

'কি আর করবো! শেষ পর্যন্ত লাওফেষ্ট যা চায় তাই করবো বোধ হয়।'

'তাই করবে?'

'তাছাড়া কি? তুমি তো তাই চাও।'

'তা চাই—,' মায়রার গলায় অনিশ্চয়তা, 'কিন্তু আমার তো ধারণা ছিলো তুমি তা চাও না। সমস্তাটাকে মনে হয়েছিলো, সামান্য একটা ব্যাপার, এতো বাড়াবাড়ি করার মতো কিছু নয়। অথচ—'

'সামান্যই তো? ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তিলকে তাল করে লাভ নেই কোনো।'

'না, তা নেই। তবে—'

এই "তবে"র কোনো পরিষ্কার সমাধান পাচ্ছিলেন না মায়রা। বেশ বুঝছিলেন সাইলাসও একই দ্বিধায় দোদুল্যমান। তাঁর ধারণায় ভুল ছিল না। সাইলাস শত চেষ্টাতেও সেই "তবে"-কে মন থেকে সরাতে পারছিলেন না। আগাছার মতোই এখানে কাটলে ওখানে গজিয়ে উঠছিলো চিন্তাটা।

বিভিন্ন ঘটনা নিজে থেকেই যেন এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যাচ্ছিলো। যেমন একদিন আগের ঘটনাটা। রবিবার বিকেলে ইউনিভার্সিটির ধর্মযাজক ফাদার গ্রীনয়োলড এসেছিলেন। মায়রা চা করে দিলেন, খানিকটা গল্প হলো। দুঃখ প্রকাশ করে মায়রা বললেন, সাইলাস ছেলেমেয়েদের নিয়ে নদীর ধারে গেছেন, ওর সাথে দেখা হলো না। গ্রীনয়োলড যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন সাইলাসের অনুপস্থিতিতে। মায়রা তারপরে বেশ অবাক হলেন গ্রীনয়োলডের মন্তব্যে, 'আজ সকালে আপনাদের তো গীর্জায় দেখলাম না।'

অবাক হওয়ারই কথা। সাইলাস আর মায়রা গত প্রায় এক বছরে এক বারও গীর্জায় যান নি। মায়রা তাই জানতে চাইলেন, 'হঠাৎ একথা কেন?'

মাথা ভর্তি শাদা চুল, গোলাপী গাল, মোটাসোটা ভদ্রলোক। সব কিছুই করেন রয়েসয়ে। মায়রার তৈরী কেক চিবোতে চিবোতে উত্তরে বললেন, টিমবারম্যানদের গীর্জায় অনুপস্থিতি নতুন কিছু নয়, তবে যাজক হিসেবে এক সময় না এক সময় তাঁকে তো এদিকে নজর দিতেই হবে। একথা তুলতেই হবে।

'মিসেস টিমবারম্যান, আপনাদের আমি খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখি। এতো চমৎকার পরিবার, কি ফুটফুটে ছেলেমেয়ে। এই ছেলেমেয়েরাই তো ইশ্বরের পূজাবেদী তৈরী করে, এরাই তো ধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর।'

'এভাবে অবশ্য চিন্তা করি নি কখনো,' মায়রা স্বীকার করেন।

'সেটাই তো সমস্যা, মিসেস টিমবারম্যান। আমরা নৈকট্যের শিকার হই প্রতি পদে পদে। আমরা নিজেরা নিজেদের এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি যে নিজেদেরই আর দেখতে পাই না, বুঝতে পারি না। অথচ আমাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি যে রয়েছে তা আমরা ভুলে যাই। আমাদের দেখছেন কেউ ঠিকই, বিচারও করছেন।'

'তাই?'

'নিশ্চয় তাই। কথাটা শুনলে মনে হবে আমি সেকেলে ধর্মপ্রচারকদের মতো আচরণ করছি, কিন্তু আজ যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা পড়েছি, তাতে সেকেলে অনেক

ধারণাকেই আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। আমাদের নিজেদের আরো শক্ত হতে হবে। মনে রাখতে হবে ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র পরিত্রাতা। এই বিশ্বাস যখনই টলে ওঠে তখনই আমরা পথভ্রষ্ট হই।'

'আপনি কি মনে করেন,' মায়রা বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করেন, 'আমি আর আমার স্বামী পথভ্রষ্ট হয়েছি?'

'না, না, মিসেস টিমবারম্যান, আমি সে বিচার করতে আসি নি। সে ক্ষমতা আমার নেই। তেমন আত্মম্ভরিতাও নেই। বাইবেলের বাণী আমি মেনে চলি—অন্যের বিচার করতে যেও না, বিচারে তোমার নিজের কি ত্রুটী ধরা পড়ে সেটা দেখো। তবে কি জানেন, ভালো কাজ করছি, আদর্শ মেনে চলছি এমন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে বিপথগামী হওয়া খুবই সহজ। অতীতে প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করা সোজা ছিল। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় নিছক সেই শিং ল্যাজওয়ালা শয়তান আর সিধেসাধা পাপগুলো অনেক ভালো ছিল। আজকের প্রলোভনের জাল বড় জটিল, বড় সর্বগ্রাসী।'

মায়রার অসহ্য লাগছিলো এই বাতুলের প্রলাপ। কে পাঠিয়েছে এই বাচাল মূর্খটাকে? ক্যাবট, না লাগুফেষ্ট? এবার কি প্রমাণ করতে চায়? আমরা নাস্তিক? আমরা ঈশ্বরবিদ্বেষী? অথচ কি বলতে চায় লোকটা তা খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করতেও দ্বিধা বোধ করছিলেন মায়রা।

'আমরা বরাবরই গীর্জায় যাওয়ার ব্যাপারে গাফিলতি করে ফেলি,' মায়রা কৈফিয়তের সুরেই বলেন। 'এখন ছেলে মেয়ে বড় হচ্ছে, এখন থেকে দেখি—'

'তাহলে তো সেটা খুবই আনন্দের কথা হবে।' গ্রীনয়োলড মাথা নাড়েন। 'ছোটদের কথাই তো ভাবতে হবে আমাদের। বেশীর ভাগ প্রটেস্টান্টই এই সরল সত্যটা ভুলে যায়। ভাবুন তো, একটা নিষ্পাপ সরল আত্মা, আমাদের হাতের পাতায় প্রজাপতির মতো বসে ডানা নাড়ছে—'

সাইলাস ফিরলে এ নিয়ে আলোচনা করবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবেই রেহাই পেলেন মায়রা। সাইলাস ফিরতে ইচ্ছে করেই খুব হাল্কা করে বললেন কথাগুলো।. শোনামাত্র সাইলাসকে ভীষন চটে উঠতে দেখে বেশ অবাক হলেন তিনি।

'নাঃ! এ একেবারে অসহ্য! ওই ভণ্ড নির্বোধ আমাকে বোকা পেয়েছে! আমাকে তো নিজের সাথে বাস করতে হবে সারা জীবন, রোজ দাড়ি কামাবার সময় নিজের মুখের দিকে তাকাতে হবে, বছরে একবার ভোট দিতে হবে! অসম্ভব! জাহান্নমে যাক সব, আমি এরকম নীচ হীন কাজ কিছুতেই করতে পারবো না!'

'কিন্তু তুমিই তো আগে বলেছিলে—'

'এটা স্বতন্ত্র ব্যাপার,' সাইলাস খিটখিটে গলায় বলে উঠলেন। তার পর একেবারে চুপ করে গেলেন।

পরের দিন, ক্লেমিংটনে বাজার করতে গিয়ে মায়রা জানতে পারলেন "ফালক্রামে" সম্পাদকীয়তে কি ছাপা হয়েছে।

ব্রায়ানের আবদার ঠেলতে না পেরে স্কুল কামাই করিয়েই তাকে নিয়ে যেতে হয়েছিলো সাথে। অনেক জ্বালাতন করবে ব্রায়ান, কিন্তু সাথে আসতে পেরে খুশীতে উদ্ভাসিত ওর মুখ দেখে মায়রা বিরক্তি ভুলে গেলেন। ব্রায়ানকে নিয়ে কোথাও গেলে ও একদম পাল্টে যায়। দুষ্টুমি ভুলে মায়ের সুবিধে অসুবিধের দিকে নজর দেয়, মাকে আগলে রাখে রাস্তাঘাটে। সুপার মার্কেট ব্রায়ানের কাছে একটা বড অভিযানের স্থান। জিনিসপত্র বইবার গাড়ীটা ঠেলে নিয়ে চলা, মায়ের কেনাকাটা তদারকি করা, নিজস্ব জিনিস কেনার জন্যে জবরদস্তি করা, কূটনৈতিক চালে বড়মাপের দাবী রাখা এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সুযোগে ছোটখাটো দাবী আদায় করে নেওয়া—এসবই ব্রায়ানের কাছে বিরাট উত্তেজনার বিষয়। লোভনীয় প্রচুর খাবার-দাবার সংগ্রহ হয়ে যায় সুপার মার্কেটে এলেই। খুশীতে চকচক করতে থাকে ওর মুখ চোখ। সেই প্রাণোচ্ছল আনন্দের ভাগ পেয়ে মায়রার মনও ভরে ওঠে পরিতৃপ্তিতে।

কিন্তু আজ চিন্তান্বিত মন নিয়ে মায়রা আনমনা হয়ে ছিলেন। নানান ভাবনার গোলক ধাঁধায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছিলো তাঁর মন। ব্রায়ান কোন দিকে গেল খেয়ালই ছিল না। গ্রীনয়োলডের সাথে কথোপকথন মনে পড়ছিলো, মনে করতে চেষ্টা করছিলেন মায়রা এড লাওফেস্ট ঠিক কি বলেছিল সাতদিন আগে। এড সম্পর্কে রাগ আর তিক্ততা, ওর স্ত্রীর সম্পর্কে চরম অবজ্ঞা মাথায় ঘুরছিলো। নতুন করে রোম সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা ঢেলে সাজাবার কথাও ভাবছিলেন মায়রা। জেরোম কারকোপিনো দারুণ বইটা লিখেছে এ বিষয়ে,ভেবে একটু ঈর্ষাও বোধ করছিলেন তিনি। ঈর্ষা আরো বাড়ছিলো এই ভেবে যে এতো ঝামেলার মধ্যে সাইলাসের আর তাঁর প্রস্তাবিত গ্রীস সফরটা হয়তো বাতিলই করতে হবে। আশা ছিল, সিনসিনাটিতে মা-বাবার কাছে বাচ্চাদের রেখে ইয়োরোপ যাওয়া যাবে। কিন্তু মনে পড়লো, মা-বাবা সাইলাসকে কতো অপছন্দ করেন। একে সাইলাস নিছক মাস্টারী করে, তার উপরে চাকরীটা নিয়ে সে দিব্যি সন্তুষ্ট, এটা ওদের কাছে যথেষ্ট অমার্জনীয় অপরাধ। তাঁদের মেয়ে একটা মাস্টারকে বিয়ে করবে, ভাবতেই পারেন নি তাঁরা। সাইলাস যদি অসৎ দুশ্চরিত্র হতো, ওরা বিশেষ দুঃখিত হতেন না,

ওর রোজগারটা যদি তার সাথে বেশ মোটা রকম হতো। কিন্তু ছাপোষা একজন মাস্টার বুদ্ধিজীবীকে সহ্য করা যায় না।

মাখন, পনীর আর দু'টো মুরগী তুলে নিয়ে এদিক ওদিক ব্রায়ানকে খুঁজছিলেন মায়রা।

কাউন্টারের ছেলেটি বলছিলো, আজ আবহাওয়া কতো ভালো। মায়রার মনে হলো, কিছু কথা বলার না থাকলেই লোকে আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করে। তারপরেই ভাবলেন, কিছু বলার জন্যেই লোকে যে আবহাওয়ার কথা বলে তা নয়, আসলে আবহাওয়াই একমাত্র আলোচ্য বিষয় যা নিয়ে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা কম। ভেবেই অবাক লাগলো মায়রার, কি অদ্ভুত চিন্তা মাথায় ঘুরছে আমার।

ব্রায়ানকে খুঁজতে খুঁজতে জ্যাম আর বিস্কুটের স্তূপের মধ্যে দূরে দেখলেন সেলমা ক্যাপলীনের সাথে কথা বলছে শ্রীমান। খুব কি যেন বোঝাচ্ছে। মায়রাকে দেখে সেলমা কপট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'বাব্বা, কি পণ্ডিত গো তোমার ছেলে! সামলাও কি করে তুমি?'

'আর বলবেন না,' মায়রা হাসেন। 'ব্রায়ান, এতো জিনিস তুলেছো কেন? কমাও, কমাও। বিস্কুট আর জ্যাম প্রচুর রয়েছে বাড়িতে। এতো চকোলেট কি হবে?'

'কি আশ্চর্য,' হঠাৎ সেলমা ক্যাপলীন বলে ওঠেন, 'কথা বলে যাচ্ছি অথচ জিজ্ঞাসা করিনি তোমাকে, আজকের "ফালক্রাম" পড়েছো?'

'না তো। সাধারণতঃ সাইলাস নিয়ে আসে আমাদের কপিটা।'

'এই তো আমারটা রয়েছে, দেখো, দেখো একবার। কি লিখেছে দেখো!'

মায়রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন লেখাটা। বিমূঢ় মায়রা পড়লেন, কি লিখেছে "ফালক্রাম" সাইলাস টিমবারম্যান প্রসঙ্গে।

* * *

১৯১১ সালে ক্লেমিংটনের একজন প্রাক-স্নাতক ছাত্র ছাপার হরফে বলেছিলো, ফুটবল টিমের দলপতি হওয়ার চাইতে "ফালক্রামে"র সম্পাদক হওয়া অনেক বেশী সম্মানজনক। এ নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় নি। কিন্তু সেই ছেলে যে দিন একজন মোটামুটি বিশিষ্ট সেনেট সদস্য হয়ে দাঁড়ালো তখন "ফালক্রামে"র কর্মীরা চাঁদা তুলে একটা ফলকে কথাটা উৎকীর্ণ করে টাঙিয়ে রাখলো আর্টস বিলডিং-এর সামনে। ১৯৩৭ সালে প্রাক্তন ছাত্ররা বেশ লজ্জিত হয়ে ফলকটাকে সরাতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করলো। এবারে ফলকটা এলো "ফালক্রাম" অফিসের সামনে। প্রাক্তনদের বক্তব্য ছিলো, ফুটবল খেলার চাইতে কলম চালানো ভালো, একথা অ্যামেরিকান সংস্কৃতি ও নীতির পরিপন্থী এবং কথাটা সরলমতি ছাত্রছাত্রীদের

স্বচ্ছ ও ঋজু চিন্তাধারাকে বিভ্রান্ত করবে। প্রাক্তনরা অবশ্য "ফালক্রাম" কাগজটা নিয়েও বেশ কুণ্ঠিত ছিলো।

প্রথম সমস্যা নামটা নিয়ে। ১৮৯৬ সালে ডঃ ল্যাজারাস মায়ারস-এর দেওয়া এই নামটা বিচিত্র। "দ্য ক্ল্যারিয়ন", "দ্য কল" বা "দ্য বিউগল" নামগুলোর মতো না হয়ে নামটা কেবল "ফালক্রাম"। দৈনিক পত্রিকার নামে এই শিল্প শিল্প গন্ধ ক্লেমিংটনের মতো বিরাট ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বড্ড বেমানান। কিন্তু প্রাক্তনের দল নামটা পাল্টাতে পারে নি। এবং চেষ্টা সত্ত্বেও পত্রিকার বক্তব্যের ধারাকেও পরিবর্তন করতে পারে নি। যুদ্ধোত্তর বছরগুলোতে নানা ওঠানামা দেখা গেলেও পত্রিকার মৌলিক অবস্থান একই থেকেছে।

১৮৯৮ সালে স্পেনীয় ও ফিলিপাইনসে যুদ্ধের বিরুদ্ধে "ফালক্রাম" জোরালো আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখে। সেই বক্তব্যের বর্শামুখ তীক্ষ্ণতম হয় যখন মার্ক টোয়েন পত্রিকায় একটি বিশেষ সম্পাদকীয় লেখেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খটখটে জ্বালা ধরানো ভঙ্গীতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রেসিডেন্টের মতে সম্পাদকীয়টি ছিলো, 'চরিত্রহীনতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ'। সম্পাদককে প্রথমে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু ক্যামপাস জুড়ে যখন তা নিয়ে হট্টগোল ওঠে তখন আবার তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। পরবর্তী দুই পুরুষ ধরে "ফালক্রাম" তার প্রতিষ্ঠা দিবসে গৃহীত নীতিকেই অনুসরণ করে চলে। যে কোনো বিষয়ে, যে কোনো বিতর্কেই তার বক্তব্য থেকেছে সুস্পষ্ট এবং, প্রায় সময়েই, কর্তৃপক্ষের বিরোধী। ক্লেমিংটনের একমাত্র দৈনিক হিসেবে ক্যামপাসের বাইরেও এর পাঠকসংখ্যা কম ছিল না কোনোদিন। সংখ্যাটা বিরাট নয়, কারণ ক্লেমিংটনে শিকাগো বা ইনডিয়ানাপোলিস থেকেও দৈনিক পত্রিকা আসতো। কিন্তু খুব কমও নয় বলেই চার পৃষ্ঠার এই কাগজটি নিছক একটি ঘরোয়া কাগজ হয়ে যায় নি এবং এর সম্পাদক ও কর্মীরাও কাজে ঢিলে দিতে পারে নি।

কিন্তু ১৯৪৫ সাল থেকে সুর পাল্টাতে থাকে কাগজের। স্বর অনেক মোলায়েম হয়ে আসতে থাকে, কর্তৃপক্ষ বিরোধিতা বেশ কমে আসে। রক্ষণশীলতা আর সতর্কতা ঢুকে পড়ে পত্রিকার ছত্রেছত্রে। ১৯৪৮ সালে তৎকালীন সম্পাদকের রচনায় পরিষ্কার হয় "ফালক্রামে"র পরিবর্তিত চরিত্র।

তিনি লেখেন,

'সম্পাদক সমীপে আসা বেশ কিছু চিঠি পত্রিকাকে আগামী নির্বাচনে কোনো একটি পক্ষকে সমর্থন করাতে চাইছে চাপ সৃষ্টি করে। এ ধরণের চাপ দেওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি না। প্রগ্রেসিভ পার্টি নামধারী দলটির উদ্ভব

যথেষ্ট সন্দেহ উদ্রেক করেছে। "কালক্রাম" অতীতে এ ধরণের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার হয়েছে বলেই এই দলটিকে আমাদের সমর্থন করতে হবে এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এই ধরণের তথাকথিত ঐতিহ্য আমাদের শৃংখলিত করে রাখতে পারবে না। "কালক্রামে"র পুরোনো সংখ্যাগুলো পাঠ করলে চিন্তার সংহতি নয়, চিন্তার নৈরাজ্যই চোখে পড়ে। ধনী হলেই তাকে ঘৃণা করার, সফল হলেই তাকে আঘাত করার বালখিল্য মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অতীতে এ ধরণের নীতি মেনে চলা হয়েছে বলে ভবিষ্যতেও তাই হবে, একথা ভাবার কোনো কারণ নেই। আজ দিন এসেছে সুস্থ মনে আত্মসমীক্ষার। খোলা মন নিয়ে, শাদা চোখে বিচার করতে হবে সেই সব শক্তিমান শিল্পপতি আর রাজনীতিবিদদের কর্মকুশলতার যাঁরা আজকের অ্যামেরিকায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার কর্মযজ্ঞে প্রশংসনীয় অবদান রেখে চলেছেন। আমাদের চিঠিপত্রের বিভাগ চিরদিনের মতো আজও সকল প্রকার মতামত প্রকাশের স্থান হিসেবে পত্রিকায় জাগরূক থাকবে। কিন্তু এই মুহূর্তে পত্রিকা কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হবে এ প্রস্তাব আমরা সম্পূর্ণ নাকচ করছি।'

*　　　*　　　*　　　*

এই সুর আর বদলায়নি। "কালক্রাম" একটি অতি সতর্ক পত্রিকা হয়ে উঠলো। অন্তঃসারশূন্য বড়ো বড়ো কথা সাজিয়ে বিতর্কিত সব রকম বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ করে অর্থশূন্য বাগাড়ম্বরে "কালক্রাম" চমৎকার দক্ষতা অর্জন করে ফেললো খুব দ্রুত। সময়টাই এমন—ফলে ছাত্রদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

সাংবাদিকতা বিভাগের দুই ছাত্র অ্যালভিন মর্স এবং ফ্র্যাংক হোফেনস্টাইন যথাক্রমে সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়ার পরেও "কালক্রামে" কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখা গেল না। প্রাক্তন সম্পাদকদের মতো এরাও ফুটবল নিয়ে অনেক কথা লিখে চললো, নতুন একটা স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে উত্তপ্ত বাদানুবাদে লিপ্ত হলো। ক্যামপাসে যৌনতা প্রসঙ্গে ঈষদুষ্ণ একটি নিবন্ধ ছেপে সেই সম্পর্কে প্রাপ্ত চিঠিপত্র নিয়ে কয়েকটি সংখ্যায় হাল্কা বিতর্ক চলতে দিলো তারা। তারপর ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকমণ্ডলীতে কেন কোনো নিগ্রো সদস্য নেই সে বিষয়ে ছাপলো বেশ কয়েকটি চিঠি। ফলস্বরূপ প্রকাশিত হলো প্রেসিডেন্ট ক্যাবট লিখিত একটি শান্ত সুচিন্তিত পত্র। জানা গেল, ছাত্ররা এ বিষয় নিয়ে ভাবছে দেখে তিনি সন্তুষ্ট এবং অ্যামেরিকান জীবনরীতিরই প্রতিফলন এই চিন্তা। তিনি মনে করেন, ক্লেমিংটনের নিয়োগ পদ্ধতির একমাত্র মাপকাঠি হলো বিদ্যা ও নৈতিক চরিত্র। যে

ব্যক্তি সেই মাপকাঠিতে উপযুক্ত প্রমানিত হবে সে স্থান পাবে ক্লেমিংটনে, সে কালোই হোক আর শাদাই হোক, ইহুদী হোক আর খ্রীস্টান হোক। "ফালক্রাম" অবশ্যই কোরিয়ার যুদ্ধকে সমর্থন জানিয়ে আগ্রাসনের নিন্দা করলো। নাগরিক প্রতিরক্ষা নিয়ে একটা বিশেষ সংখ্যাও বার করলো "ফালক্রাম"।

কাজেই, ৩০শে অকটোবর "ফ্রালক্রামে" প্রকাশিত সম্পাদকীয় দু'টো যা লিখলো তার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিলো না।

*　　　*　　　*　　　*

সেই সোমবার সকালের ক্লাস শুরু করার আগে "ফালক্রাম" না পড়ায় সাইলাসের সুবিধাই হয়েছিলো, কারণ পড়া থাকলে ক্লাসে যে আলোচনা হতো তাতে অংশ নেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়তো তাঁর পক্ষে। এমনিতেই তিনি দেখলেন, সব ছাত্ররাই পত্রিকাটি পড়ে ফেলেছে এবং অনেকেই জানতে চাইলো তিনি পড়েছেন কি না। না, পড়েন নি, তবে ক্লাস থেকে বেরিয়েই পড়বেন। ভীষণ অস্বস্তি সহকারে লক্ষ্য করলেন, ছাত্ররা নিজেরাও দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়াচ্ছন্ন। কি প্রকাশিত হয়েছে না জানায় তাঁর নিজের মনও দোদুল্যমান। ক্লাস চলাকালেই পত্রিকায় চোখ বোলাবার লোভ সামলালেন কোনো-ক্রমে। যে সব ছাত্রছাত্রী কাগজটা দেখছিলো তাদের ধমকালেন।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে নিজের অফিসে বসে সম্পাদকীয় দুটি পড়লেন সাইলাস। প্রথমটি লিখেছে অ্যালভিন মর্স। নাম দিয়েছে, "স্যামুয়েল ক্লেমেনস, কমিউনিস্ট"। লিখেছে :

'ক্লেমিংটনে যে ঘটনাটি ঘটেছে তাতে আমাদের সকলেরই লজ্জিত হতে হবে। কালক্রমে ঘটনাটি সারা দেশের মানুষের সামনে আমাদের হাস্যাস্পদ করে তুলবে। ঘটনাটি এত মারাত্মক যে আমরা এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা শুরু করতে চাইছি যাতে সবকিছু অবিলম্বে সকলের কাছে পরিষ্কার হয়।

'ইংরেজী বিভাগের একজন সম্মানিত সদস্য স্থির করেন যে তিনি এ বছরের পাঠক্রমের প্রধান বিষয় হিসেবে মার্ক টোয়েনকে আধুনিক অ্যামেরিকান সাহিত্যের ধারায় মূল সূত্রের কেন্দ্র প্রতিপন্ন করবেন। এই সিদ্ধান্তের সাথে সকলে একমত না হতে পারেন, কিন্তু বক্তব্যটি একেবারে নতুন মনে করার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া, আমাদের দেশের সাহিত্যে মার্ক টোয়েনের স্থান সম্পর্কে দ্বিমতের সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

'সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক তাঁর ক্লাসে ঘোষণা করেন যে অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তিনি মার্ক টোয়েনের "দ্য ম্যান হু করাপটেড হ্যাডলিবার্গ" নামক

স্বল্প পরিচিত বড় গল্পটিকে গ্রহণ করবেন। তিনি বলেন, গল্পটি সমাজের অর্থলোলুপতা আর ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিকে আক্রমণ করেছে। তাঁর এই বক্তব্য আপত্তিকর ও নাশকতামূলক মনে করে জনৈক ছাত্র ক্লাসে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। পরে এই ছাত্রটি আরো দু'জন সহপাঠীকে সাথে নিয়ে বিভাগীয় প্রধানের সাথে দেখা করে নালিশ করে যে উক্ত অধ্যাপক সচেতনভাবে কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রচার করছেন। আমরা খবর পেয়েছি যে বিভাগীয় প্রধান সাধারণভাবে এই সমালোচনার সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করেন এবং ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দেন। তিনি অবশ্য এও বলেন যে উক্ত অধ্যাপক নিশ্চয় "সচেতন" ভাবে এ কাজ করছেন না।

'তিনি তাঁর কথা রাখেন। অধ্যাপক ভদ্রলোককে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হয় তিনি যেন তাঁর প্রস্তাবিত পাঠ্যবস্তু সম্যকরূপে পরিহার করেন এবং "দ্য ম্যান হু করাপটেড হ্যাডলিবার্গ" গল্পটির নাম উল্লেখ এবং তা নিয়ে আলোচনা বন্ধ করেন। বন্ধ না করলে কি হতে পারে সে কথা অনুচ্চারিত থাকলেও স্পষ্ট ছিল।

'সেই কারণেই আমরা এই সম্পাদকীয় প্রকাশ করছি এইভাবে—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কথা না বলে ও কোনো আলোচনা না করে। কিন্তু ঘটনাবলীর সত্যতা সম্পর্কে আমরা প্রথমেই নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি উপযুক্ত সমীক্ষাসহকারে। আমাদের মনে হয়েছে, আলোচনা কথাবার্তা হলে ঘটনাটি হয়তো ধামাচাপা পড়ে যাবে। আমরা এ ঘটনাকে লোকসমক্ষে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'সমীক্ষা চলাকালে আমরা উল্লিখিত গল্পটি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি। আমাদের মনে হয়েছে গল্পটি একটি বুদ্ধিদীপ্ত সার্থক বিদ্রূপাত্মক রচনা —ভণ্ডামী ও কপটাচারের বিরুদ্ধে সফল কষাঘাত। এ যদি কমিউনিজম হয় তাহলে বলবো, এমন কমিউনিজমে আপত্তি কোথায়? আমরা মার্ক টোয়েনের সাথেই গলা মেলাবো—নির্ভয়ে প্রকাশ করতে নিজের মত, সমালোচনা করতে নির্দ্বিধায়।

'আমাদের মনে হয় এ ঘটনার উৎস হলো সংকীর্ণ মূর্খামি আর অহেতুক আতংকের বিপদজনক সমাহার। এ ধরণের স্থূল সংস্কৃতিবিমুখতা শত্রুপক্ষকেই মদত দেয়। বিনা বাধায় বাড়তে দিলে এ ধরণের প্রবণতা একদিন সর্বপ্রকার স্বাধীন চিন্তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করবে।'

দ্বিতীয় সম্পাদকীয়টি দীর্ঘতর। লিখেছে ফ্র্যাংক হোফেনস্টাইন। নাম "আরেকটি মত"। ফ্র্যাংক লিখেছে,

' "কালক্রামে"র দীর্ঘ ঐতিহ্যকে স্মরণ রেখে সম্পাদকের এ প্রসঙ্গে গৃহীত কর্মপদ্ধতি আমরা একমত না হয়েও মেনে নিয়েছি। কিন্তু ভিন্নমত পোষণের অধিকার আমাদের আছে বলে অন্য দৃষ্টিকোণকে এই স্তম্ভে আমরা ভাষা দিচ্ছি।

'সম্পাদক যে সকল তথ্য উপস্থিত করেছেন সে সম্বন্ধে কোনো বিতর্ক নেই—আমরাও তথ্য অনুসন্ধানের শরিক ছিলাম। আমাদের প্রবল আপত্তি অন্যত্র। সম্পাদক যেভাবে তথ্যগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন সেখানেই আমাদের আপত্তি। সম্পাদকের মতো আমরা মনে করি না সারা দেশের লোকের সামনে আমাদের হাস্যাস্পদ হতে হবে। ঘটনাটি আমাদেরও চিন্তিত করেছে—কিন্তু সে চিন্তার কারণ ভিন্ন। তথাকথিত "নীতিনিষ্ঠ" ও "মুক্তমনা" লোকজন অনেক সময়ই একটি ফাঁদে পা দিয়েছে, দিয়ে "ব্যবহৃত" হয়েছে। "ব্যবহৃত" হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েই আমরা চিন্তিত।

'সম্পাদকের মতো গল্পটি আমরাও পড়েছি। পঞ্চাশ বছর আগে মার্ক টোয়েন যখন গল্পটি লিখেছিলেন তখন হয়তো এটি নির্দোষ ছিল। বাস্তবের সাথে হয়তো এর কিছু যোগও ছিল। সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ অবশ্য আছে।

'কিন্তু আজ গল্পটি আদৌ আর নির্দোষ নয়। গল্পটির প্রতিপাদ্য বক্তব্যটি রাখা হয়েছে গভীর ধূর্ততাসহযোগে। কি সেই বক্তব্য? সম্পদশালী, অর্থবান, ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রতি যত্নবান সব মানুষই খারাপ। অন্যদিকে, গরীব এবং অকর্মণ্যেরা সকলেই ভালো। আমরা জানি গরীব ভালো মানুষ যেমন আছে, গরীব খারাপ মানুষও তেমনিই আছে। ধনী ব্যক্তিরাও যে সকলেই ভালো মানুষ নয়, তাও আমরা জানি। কিন্তু এ ব্যাপারে সরল সমীকরণে অভ্যস্ত যে প্রাণীরা তাদেরই বলা হয় কমিউনিস্ট। বলপ্রয়োগ আর হিংসার দ্বারা সরকারের পতন ঘটানোর পথে প্রারম্ভিক কাজ হিসেবে মানুষের মনে এরা উস্কে তুলতে চায় সেই মনোভাব, যাকে বলে "শ্রেণীঘৃণা"।

'মার্ক টোয়েন অবশ্যই কমিউনিস্ট ছিলেন না। কথাটার উপরে অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করে আমাদের সহকর্মী খামোখা জল ঘোলা করেছেন। কিন্তু যে আসল কথাটা বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই তা হলো, আজকের দিনে মার্ক টোয়েনের প্রচারিত ধ্যান ধারণাগুলো কমিউনিস্টদের কাজে বিরাট সহায়। সেই ধারণাগুলো তারা সর্বদাই ব্যবহার করে থাকে।

'আমরা এ নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বহু অকাট্য তথ্য ঘেঁটে দেখেছি। তথ্যগুলোই বলুক, বা ভবে কি ঘটছে। লাইব্রেরীতে গিয়ে আমরা ১৯৪১ সালে প্রকাশিত নানা ধরণের "লাল" পত্রপত্রিকা ঘেঁটে দেখলাম। "ডেইলী ওয়ার্কার" পত্রিকাটি, দুঃখের বিষয়,

সেখানে ছিল না, কিন্তু সেখানে তিনটি কট্টর সাম্যবাদী সাময়িক পত্র আমরা পেয়েছিলাম। সেই কাগজে আমরা মার্ক টোয়েনের নামের উল্লেখ পেলাম সাতানব্বই বার এবং পেলাম মার্ক টোয়েনের লেখা থেকে সতেরোটা পৃথক পৃথক উদ্ধৃতি। প্রত্যেকটা কমিউনিজমের পক্ষে, বলাই বাহুল্য।

'এক কথায়, আমরা চাই বা না চাই, অ্যামেরিকার লাল লেখকদের সমাবেশে সর্বপেক্ষা সমাদৃত নাম হলো স্যামুয়েল বি ক্লেমেনস। তথ্য তাই বলে। যে নামটি দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী সেটি হলো থিওডোর ড্রাইসার। উল্লিখিত তিন পত্রিকায় তাঁর নাম করা হয়েছে চোদ্দ বার। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি আছে তিন বার।

'আমাদের সহকর্মী বলবেন, লালরা কি করে তার জন্যে তিনি বা স্যামুয়েল ক্লেমেনস দায়ী নন। কিন্তু ঘটনা হলো লালরা ওদের নামে নিজেদের কাজ চালাচ্ছে। লাল টোপ গিলে যাচ্ছে এমন সব মাথা মোটা "মুক্তমনা" ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমরা যদি একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়ি তাতে খুব দোষ হবে কি? দুগ্ধপোষ্য শিশুও দু'বার আগুনে হাত দেয় না। লাল সন্ত্রাসের মুখে কেউ শক্ত হয়ে দাঁড়ালেই এই সব তথাকথিত "উদারপন্থী"রা তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকে। বস্তুত, যাঁরা অ্যামেরিকাকে লাল বিভীষিকার কবল থেকে রক্ষা করার একনিষ্ঠ ব্রতে আত্ম-নিয়োজিত, তাঁরাই আসল উদারপন্থী।

'মার্ক টোয়েন জাতীয় লেখকদের মহত্ত্বকে প্রশ্নাতীত করে রাখার পিছনের যুক্তিগুলো নিতান্তই অর্থহীন। আর সেই সব যুক্তিগুলোকে "কমি"রা মহানন্দে কাজে লাগায়। ধরা যাক, স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্যবহৃত এক স্তূপ কামানের গোলা শত্রুরা দখল করে নিলো এবং সেগুলো আমাদের লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগলো। আমরা তখন কি করবো? ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো পবিত্র, এই বলে হাসি মুখে গোলাবর্ষন বুক পেতে নেবো এবং মরে যাবো? তা করবো না নিশ্চয়। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো শত্রুর অস্ত্র হিসেবে সেগুলোকে বিনষ্ট করবার।

'তুলনাটা ঠিক উপযুক্ত হলো না জানি। কিন্তু খুব যে ভুল তাও নয়। কমিউনিস্টদের ক্রীড়নক অধ্যাপক মহাশয়ের প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই আমাদের। তাঁর উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে বিচার্য, কিন্তু তাঁর কাজের ফল কি তা আমাদের জানা। আমরা এখনো বিশ্বাস করি না যে ক্লেমিংটনকে কমিউনিজম প্রশিক্ষণের উপযুক্ত স্থান বলে গণ্য করা যেতে পারে।'

পড়া শেষ করে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন সাইলাস।

বলে উঠলেন, 'হা ঈশ্বর'।

প্রবল ইচ্ছা হলো ধূমপানের। পাইপ ধরাতে গিয়ে দেখলেন ধৈর্য নেই। সিগারেটের খোঁজে দেরাজ হাঁটকাতে লাগলেন।

'কিছু খুঁজছো?' কখন যে ক্যাপলীন এসে ঢুকেছেন বুঝতেও পারেন নি তিনি।

'সিগারেট দাও তো একটা।'

ক্যাপলীনই ধরিয়ে দিলেন সিগারেটটা। তারপর মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'পড়লে?'

'হ্যাঁ, পড়লাম? তুমি পড়েছো?'

'ক্লেমিংটনে এমন কেউ সম্ভবত নেই এই মুহূর্তে যে পড়েনি। আজকের "কালক্রামে"র সব সংখ্যা বিক্রী হয়ে গেছে।'

'কিন্তু এ সবের মানে কি?'

'বুঝছো না, মানে কি? তুমি ছেলেছোকরাদের হাতে পুরো দায়িত্ব দিয়েছো একটা কাগজ ছাপার আর সম্পাদনার। এক সময় না এক সময় তারা এমন একটা কাণ্ড বাধাবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?'

'কিন্তু ওরা কথাগুলো জানলো কি করে?'

'সবাই জানে, সাইলাস, সবাই জানে। আমি জানতাম, সেলমা জানতো। এসব কথা চাপা থাকে কখনো?'

'আর ছেলেছোকরা বলছো কাদের, ল্যারী', সাইলাস বলেন, 'এরা সকলেই দক্ষ সাংবাদিক। আমি তো মর্সকে চিনি—'

মনে পড়লো সাইলাসের। ছোটোখাটো রোগা চেহারা হলুদ চুল পঁচিশ বছরের যুবক অ্যালভিন মর্স। যুদ্ধ ফেরত, প্রখর বুদ্ধি, তিক্ততায় ভরা মন। সাইলাসের কাছে চারটে ক্লাস করেছে। জি আই বিল অব রাইটস নিয়ে একটু যেন বেশী তিক্ত, অথচ প্রকৃত সাহিত্যপ্রেমী। বুলি কপচানো সহ্য করতে পারে না একদম। হোকেনস্টাইনের সাথে একত্রে কাজ করে কি করে?

'হোকেনস্টাইন কে?' ক্যাপলীনকে প্রশ্ন করেন সাইলাস। 'চিনি বলে মনে হচ্ছে না তো।'

'আমি যে খুব ভালো চিনি তা নয়,' বলেন ক্যাপলীন। 'বছর বাইশ বয়েস, বুদ্ধিমান, ধূর্ত বললে আরো ঠিক বলা হবে। লম্বা-চওড়া সুদর্শন ছেলে। বাবা জার্মানীতে প্রকাশক ছিলেন, ১৯৩৩ সালে হিটলারের হাত থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট না কি যেন বলে, তাই। বেশ মালদার অবস্থায় এসেছিলেন এদেশে। এখন ক্লীভল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় ছাপাখানার মালিক। প্রচুর পয়সা। ওর কথা জানি, কারণ উনি

"ক্যান্টারবেরী টেল্স"-এর একটা সংস্করণ বার করেছিলেন যার মুখবন্ধ লিখেছিলাম আমি। মনে আছে, একবার সে সময়ে মধ্যাহ্নভোজে একসাথে খেয়েছিলাম। বাবা হলো এই। ছেলে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। শুধু জানি, নোংরা কাজে বেশ সিদ্ধহস্ত। ওর লেখা এই শেষ অনুচ্ছেদটার মতো কুৎসিত কিছু "ফালক্রামে" কখনো পড়ার দুর্ভাগ্য হয় নি আমার।'

'কিন্তু এ লেখা কেন?' সাইলাস উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করেন। 'ছেলেটাকে চিনিও না। সে এ ধরণের কথা লিখলো কেন? কি চায় ও? বিবেক বলে কিছু নেই ওর? কি করে এমন কথা লেখে ও? অজানা অচেনা একজন লোক সম্পর্কে ইচ্ছে করে এরকম কুৎসা রটনা করা!! কি ধরণের সাংবাদিকতা এটা?'

'মর্স'ও তো লাণ্ডফেস্টকে ছেড়ে কথা বলে নি।'

'কিন্তু কমিউনিজমের অভিযোগ তো তোলে নি ওর বিরুদ্ধে!'

'সেটাই কি তোমার বিব্রত হওয়ার কারণ?'

'কি আশ্চর্য, লরেনস, আমরা কোন জগতে বাস করি! আমাকে যারা চেনে তারা কলেই জানে আমি কমিউনিস্ট নই! আর আমার গায়েই এই লেবেলটা আটকানো চ্ছে—কেন? কারণটা কি?'

'নয় কেন, সাইলাস? আজকাল তো খুব চালু লেবেল এটা। এখন ডুগডুগি াজানো শুরু হয়েছে, তার তালে তালে আমাদের নাচতে হবে। তুমি আমি এখনো াচের কায়দাটা রপ্ত করতে পারি নি, কিন্তু শিখে নিতে হবে এবার।'

'কি শিখতে হবে? কি এমন গোপন ব্যাপার যা আমি এতো নির্বোধ যে ধরতে ারছি না? না কি, ল্যারী, তুমিও ভাবো আমি কমিউনিস্ট?'

'না, তা ভাবি না,' ক্যাপলীন ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলেন, 'ভালো করে পড়লে দেখবে হোফেন-াইন তোমাকে কমিউনিস্ট বলেও নি। আর তুমি এতো বিচলিতই বা হচ্ছো কেন? তামাকে যদি ইহুদী বলতো, কি হতো তাতে? অনেকে তো আছে ইহুদী, তারা কি র যাচ্ছে? অনেক সত্যিকারের কমিউনিস্ট তো আছে যারা কমিউনিস্ট হয়েও চলে রে বেড়াচ্ছে। তুমি কি মনে করো তারা চুলের তলায় কায়দা করে শয়তানের শিং টা আর জুতোর মধ্যে ক্ষুরগুলো লুকিয়ে রাখছে?'

'আমি মোটেই সে কথা বলি নি।'

'কি বলেছো তাহলে? ও যদি বলতো তুমি মদ্যপ বা নেশাখোর, কথাটা হেসেই ড়িয়ে দিতে, তাই না? মাতালদের তুমি কতো ঘেন্না করো তা নিয়ে আমার কাছে ৃতা দিতে কি?'

'এ ব্যাপারটা আলাদা।'

'তা জানি। এ হলো ভয়। আমিও ভীত। কিন্তু ভয়টা কিসের? ভেবেছো কখনো? ভয়টা কি জানো, সাইলাস, ভয়টা হলো যেই কেউ ফিসফিস করে কমিউনিজম শব্দটা উচ্চারণ করবে, ওমনি সভ্যতা সংস্কৃতি বুদ্ধি বিবেচনার সব ছাপ আমাদের শরীর মন থেকে মুছে যাবে আর আমরা ভীতসন্ত্রস্ত প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতো কাঁপতে থাকবো। চাকরী যাবে এই ভয়? অথচ দেখো, ডাক্তার যদি এসে বলতো, আমার ক্যানসার হয়েছে আর মাত্র ক'টা দিন বাঁচবো, জ্ঞানহারা হয়ে এতো বিচলিত কিন্তু হতাম না আমরা। আসলে ব্যাপারটা আরো বেশী গভীর—'

'কিন্তু মোদ্দা কথা হলো আমি কমিউনিস্ট নই,' সাইলাস জোর দিয়ে বলেন।

'নও? ঠিক জানো? দেখো, সাইলাস, তুমি আমি কেউই কমিউনিজম সম্পর্কে বড়ো একটা কিছু জানি না। কিন্তু একটা কথা খুব ভালো করেই জানি। যে সব লোককে কমিউনিস্ট আখ্যা দেওয়া হয় তাদের ভাগ্যে কি থাকে সেটা জানি ভালো করেই! এই তো যুগের কাহিনী। সোনার সুতোয় সেলাই করা রুমাল দিয়ে একজন ইহুদী নাক চাপা দিতে পারে, কিন্তু অসউইটজ আর বেলসেন থেকে আসা মাংস পোড়া কটু গন্ধ সে এড়াতে পারবে না। প্যাট সিমনসকে মনে আছে তোমার? তুমি তখন নতুন এসেছো, প্যাট পড়াতো আধুনিক ফরাসী সাহিত্য। তারপর একদিন চাকরী ছেড়ে ও গিয়ে যোগ দিলো এব্রাহাম লিংকন ব্রিগেডে, চলে গেল স্পেনে লড়াই করতে। একদিন ফ্র্যাংকোর বাহিনী ওকে ধরে ফেললো, তারপর আঙুলের নখ উপড়ে নিলো, খুবলে নিলো চোখ দুটো, কেটে ফেললো ওর জননেন্দ্রিয়—নিউইয়র্ক টাইমসে বেশ বড়ো নিবন্ধ বেরিয়েছিল সে নিয়ে। এসব ঘটনা আমাদের মনে থাকে। প্যাট সিমনস কিন্তু কমিউনিস্ট ছিল না, কিন্তু তার স্মৃতি আমাদের স্নায়ুর তন্ত্রীতে টান টান হয়ে জেগে আছে। আমরা তোগেস্টাপোর কথা ভুলি নি, ভুলি নি ওরা কি করেছিলো কমিউনিস্টদের ধরে ধরে। সেটাও মাথায় আছে আমাদের, বাসা বেঁধে আছে ভয় নামক বস্তুটির গায়ে গা লাগিয়ে। কাজেই কমিউনিজমকে আমরা ভয় পাই, ঘেন্না করি। কিন্তু লাভ হয় কি তাতে কিছু?'

ক্যাপলীনের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, কিছু একটা অবলম্বনের জন্যে হাতড়াতে হাতড়াতে সাইলাস বলে উঠলেন,

'অথচ নাগরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তুমি তো—'

'জানি আমি। সে শক্তি আর নেই আমার। ছাপ্পান্ন বছর বয়েস হলো, চিরদিন আমি শারীরিক আঘাতকে ভয় পেয়ে এসেছি, এ চাকরীটা গেলে অন্য কোথাও চাকরী পাবো না আর। কিন্তু নিজের কাছে নিজে সৎ থাকার চেষ্টা করেছি আমি বরাবর।

এই একটা অতি ক্ষুদ্র সান্ত্বনা আমার, বিবেকের উপরে এইটুকুই প্রলেপ, এইটুকুই যা আশ্রয়স্থল—'

'এখন আমি কি করবো ?' প্রশ্ন করেন সাইলাস।

'কি জানি ! বলতে পারবো না। কিছু না করাই উচিত হবে বোধ হয়। গায়ে না মেখে চেপে যাওয়াই হয়তো ভালো। কিন্তু, জানি না, কি করা সঠিক হবে। লাণ্ডফেস্টের সাথে দেখা হয়েছে ?'

'না, তোমার হয়েছে ?'

'একটু আগে দেখলাম ক্যাবটের অফিসে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছে।'

'ভীষণ বিচলিত নিশ্চয় ?'

'তাই তো মনে হলো,' ক্যাপলীন হাসলেন।

একটু পরেই দেখা গেল তাদের ধারণা ঠিক। লাণ্ডফেস্ট অসম্ভব ক্রুদ্ধ চেহারা নিয়ে সাইলাসের অফিসে ঢুকলেন এসে। সাইলাস দেখলেন তিনি নিজে খুব যে বিব্রত বোধ করছেন তা নয়। এইটুকু সময়ের মধ্যে অনেকটা ভেবে নিয়েছেন তিনি। ছোটখাটো অনেক জিনিস এখন মিলে যাচ্ছে। এও অনুভব করলেন সাইলাস যে সাহস সঞ্চয়ের প্রথম সোপান হলো ভীতিকে স্বীকার করে নেওয়া। মায়রার মতো তিনিও ক্রমশঃ নিশ্চিত হচ্ছিলেন যে ঘটনাস্রোত অমোঘ গতিতে চলেছে এক দিকে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছিলেন নিশ্চিত এই উপলব্ধি থেকে যে তিনি কারো হাতের পুতুল নন, কোনো সময়েই কেউ তাঁকে তাঁর স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ থেকে বিরত করতে পারবে না।

লাণ্ডফেস্ট তাঁর রাগ লুকোবার কোনো চেষ্টাই করলেন না। "কালক্রামে"র দামড়ানো মোচড়ানো একটা কপি টেবিলের উপরে ছুঁড়ে ফেলে তিনি ঘোষণা করলেন য পুরো ঘটনাটার জন্যে দায়ী সাইলাস।

'কি বলতে চাও তুমি ?' সাইলাস বলেন শান্ত গলায়।

'বুঝতে পারছো না ? প্রথমতঃ, মর্স যা লিখেছে তা সর্বৈব মিথ্যা আর এই মিথ্যার ন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে ওর। পাঠক্রম না বদলালে তোমার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তির য় আমি দেখাই নি ! তেমন কোনো ইংগিতও করিনি আমি ! আর কথাটা তোমার াথে একবারই হয়েছে আমার, তোমার বাড়িতে, আমাদের দু'জনের ব্যক্তিগত একটি থোপকথনে। এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কি।'

'কিছুই না।'

'কিছুই না ?' এই তোমার বক্তব্য ?'

ধ্যাত্তেরি এড, কি বক্তব্য শুনতে চাও তুমি ? তুমিই নাহয় বলো আমাকে ! কয়েক মিনি মাত্র আগে সম্পাদকীয় দু'টো পড়েছি আমি, ওতে যা লেখা আছে তার চেয়ে বেশী কিছু আমি জানি না। লেখার আগে ওরা আমার মত চায় নি, মনে হয় তোমার মত চায় নি কেউ। আমার মত জানতে চাইলে এই সম্পাদকীয় প্রকাশিত না হতে দেওয়া জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতাম আমি।'

'বিশ্বাস করি না!'

'অর্থাৎ, তুমি আমাকে মিথ্যুক বলছো ?'

'তোমার আর আমার ব্যক্তিগত আলোচনার বিষয়বস্তু মর্স জানলো কি করে, আমাবে বুঝিয়ে বলো তাহলে।'

'তা আমি কি করে বলবো!'

'আমার মনে হয় তুমিই ওকে বলেছো।'

এক মুহূর্ত থেমে দম নিলেন সাইলাস। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'দেখো এড, আমি এম কোনো কথা বলতে চাই না এখন যার জন্যে পরে অনুতাপ করতে হবে। সেদিন রাতে কয়েকটা কথা তুমি আমাকে বলেছিলে। নিছক একটা অসতর্ক মন্তব্য নয়—এমন একট কথা যা আমার কর্মজীবনে অসীম গুরুত্বপূর্ণ। কথাটা তুমি আমাকে গোপন রাখতে বলো নি। স্পষ্ট ভাষায় কথাটা উচ্চারণ করেছিলে তুমি। তা নিয়ে অনেকের সাথে আমার পরে আলোচনা হয়েছে। মায়রার সাথে, আরো অনেকের সাথে। আলোচনা না করার তো কোনো কারণ ছিলো না।'

'কার কার সাথে আলোচনা হয়েছে ?'

'কি বলছো তুমি ?'

'বলছি, কার কার সাথে আলোচনা করেছিলে ?'

'তুমি কি রসিকতা করছো ? কথাগুলো কার কার কাছে বলেছি, আবার তারা কাকে কাকে বলেছে, সকলের নাম তোমাকে বলতে বলছো তুমি ?'

'হ্যাঁ, তাই বলছি।'

'তাহলে শোনো, আমি বলবো না। পুরোটা আমার দায়িত্ব এবং কারো নামে চুকলি করা আমার স্বভাবের বাইরে।'

'তুমি যে একথা বলবে, আমি জানতাম।' এই বলে, ক্রোধে রক্তিম মুখ লাণ্ডফেস্ট পিছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

* * *

বাড়িতে বসে আর একবার "কালক্রাম" পড়তে পড়তে মায়রা দেখলেন, তাঁর দুশ্চিন্তা

আর রাগ দুই-ই চলে গেছে। এখন বেশ মজাই লাগছে। ভেবে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা নিতান্তই হাস্যকর। কয়েক বছর আগে এ ধরনের ভাঁড়ামো অচিন্ত্যনীয় ছিল। মার্ক টোয়েন কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন কি না, এ নিয়ে লোকসমক্ষে বিতর্ক যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হেসেই উড়িয়ে দিতো। এখন লোকে অনেক বেশী নিবু'দ্ধিতায় ভুগছে ঠিকই, কিন্তু দু'টো সম্পাদকীয় মন্তব্যই যে মূর্খের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয় তা সকলেই বুঝবে। এ নিয়ে ক্যামপাসে খানিকটা বাদানুবাদ চলবে ঠিকই, তবে তা খুব বেশী দূর এগোবে না। একটু পরে যখন জোন লাগুফেষ্ট ফোন করে হাউমাউ করে উঠলো মায়রা তাকে শান্ত করলেন। কিন্তু যখন মেয়েরা দুপুরের খাবার খেতে এলো আর বারে বারে ফোন বাজতে লাগলো, মায়রার মন থেকে সব হাসি উধাও হয়ে গেলো।

"কালক্রাম" থেকে ফোন এলো অধ্যাপক টিমবারম্যানের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক করতে। ডঃ ক্যাবটের অফিস থেকে ফোন এলো; আইক আমস্টারডাম, হার্টম্যান, স্পেনসার ফোন করলেন; ইনডিয়ানাপোলিস থেকে ফোন করলো "অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস"।" দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্", "দ্য নিউ ইয়র্ক হেরালড ট্রিবিউন", "দ্য শিকাগো ট্রিবিউন" "দ্য সেণ্ট লুই পোষ্ট ডিসপ্যাচ" প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের স্থানীয় ছাত্র প্রতিনিধিরা পর পর ফোন করে সাক্ষাৎকার চাইলো। দু'জন জানতে চাইলো, প্রতিবাদ জানিয়ে কোনো বিবৃতি দেবেন কি না অধ্যাপক টিমবারম্যান। ধীরে ধীরে মায়রার মন থেকে সব মজা উবে গেলো। বুঝলেন, হেসে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না ব্যাপারটা, অনেক দূর গড়াবে। সাথে সাথে মনে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো ভয়ের একটা শিরশিরানি। কোন দু'জন ব্যক্তি এ ঘটনার সাথে জড়িত সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই দেখে দুশ্চিন্তা আরো বাড়লো।

জোন লাগুফেস্টের ফোন এলো আবার।

'কি করে এরকম করলো সাইলাস? কেন করলো?'

'কি করলো?'

'এভাবে বিশ্বাস ভঙ্গ করলো! সারা ক্যামপাসে এডকে এভাবে হাস্যাস্পদ করে তুললো!'

'সাইলাস কোনো বিশ্বাসভঙ্গ করে নি। জোন, এখন সবকিছু একটা বিচ্ছিরি জট পাকিয়ে আছে। একটু থিতোতে দাও, তারপর কথা হবে। এতো চিন্তা করছো কেন?'

ব্রায়ান খেতে চাইছে। খাবার সাজাতে সাজাতে হৈ হৈ করে এসে ঢুকলো সুসান আর জেরালডাইন। বই রেখেই মাকে "ফালক্রমে"র কথা বলতে লাগলো।

'তোমরা জানলে কি করে?'

'সবাই জানে।' জেরালডাইনের গলা খুব শান্ত।

'কথাগুলোর মানে কি, মা?' সুসান জানতে চায়।

'আমার মতে সবটাই হলো চায়ের কাপে তুফান আর একদম অর্থহীন। দু'টো আহাম্মক ছেলে দু'টো কাণ্ডজ্ঞানহীন লেখা লিখেছে, "ফালক্রামে"। তার জন্যে এ বাড়িতে কোনো বেনিয়ম হবে তা আমি বরদাস্ত করবো না। যাও, হাত ধুয়ে খেতে বসো দেখি।'

'মা ঠিক বলেছে,' ব্রায়ান বলে ওঠে।

'চুপ কর, বাঁদর,' সুসান খিঁচিয়ে ওঠে। আর জেরালডাইন দুম করে প্রশ্ন করে বসে, 'বাবা কি সত্যিই কমিউনিস্ট?'

'কি?'

'বললাম তো,' বলে সুসান।

'এসব কথা শুনলে কোথায়?'

'আমাদের ঝগড়া হচ্ছিলো,' জেরালডাইন বলতে শুরু করে, 'লিখেছে না "ফালক্রামে" স্যামুয়েল বি ক্লেমেনস একজন কমিউনিস্ট, আর ওরই তো নাম মার্ক টোয়েন। আর জানি তো ওকে নিয়ে বাবা একটা বই লিখছে। বুথ হিলডেগার্ড বলে কি, ওই একই কথা, তোর বাবাও কমিউনিস্ট। আমি ওকে—'

'কমিউনিস্ট কি, মা?' সুসান জানতে চায়।

'চুপ, একদম চুপ করে বোসো, খেতে বোসো।' মায়রা কঠোর গলায় বলে ওঠেন।

* * *

দিনের শেষ ক্লাস শুরু করার আগে সাইলাস ছাত্র-ছাত্রীদের জানিয়ে দিলেন, "ফালক্রাম" সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন করা চলবে না এবং কোনো প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন না। একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করলো, তারা কি কতগুলো প্রশ্ন রাখতে পারে যেগুলো থেকে বাছাই করে ইচ্ছে হলে অধ্যাপক টিমবারম্যান উত্তর দেবেন। সাইলাস তাতেও রাজী হলেন না।

কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না, কিন্তু বোঝাই গেলো অনেক প্রশ্ন ছাত্রদের মনে ঘুরছে। সুবিধা হলো ঠিকই, কিন্তু সাইলাসের মনে হলো তিনি ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন। ইংরেজী বিভাগের ফ্র্যাংক ম্যাকসটন আর জোসেফ প্রেনডারগ্যাস্টের সাথে দেখা হলো। হাসিমুখে কথা বললো তারা, কিন্তু "ফালক্রাম" সম্বন্ধে কোনো কিছু উল্লেখ করলো না। এমন কি বব অ্যালেনও এ বিষয়ে কিছু বললো না। কেবল একটু হেসে তাঁর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে গেলো। সাইলাস বুঝলেন, সবাই সতর্কতা অবলম্বন করেছে। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় না দেখে কেউ কোনো ঝামেলায় জড়াতে চাইছে না। সবটাই একটা উদ্ভট

হাস্যকর ব্যাপার, কিন্তু দেখা যাক কি হয়, ভাবছে সবাই। তিনি তো নিজেও বুঝছেন না কি হচ্ছে। বুঝছেন না তাঁর কি করা উচিত, লাণ্ডফেস্টেরই বা কি করা উচিত।

বাইরে বেরিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি ক্যামপাসের দিকে। যৌবনের অপূর্ব প্রাণচঞ্চল অসংবৃত ভঙ্গিতে ছেলেমেয়েরা পথে পথে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে এলোমেলো। গাছের ছায়ায়, বাগানের ধারে ধারে, পুরোনো বাড়িগুলোর আইভি ছাওয়া দেওয়ালে, সূর্যের আলো আর হেমন্তের মদালস বাতাস খেলা করছে। কতো চেনা, কতো আপনার, কতো সুস্থ পরিবেশ। হঠাৎ কে যেন তাঁর কোটের হাতা ধরে টানলো। জেরোম লেনক্স। দীর্ঘকায় ল্যাকপেকে কুড়ি বছরের যুবক। মাথায় লাল চুল, সাদা-মাটা অথচ মনোরম মুখাবয়ব। বেশী কথা বলে না, তবে সাহিত্যে যথেষ্ট আগ্রহী, সাইলাসের অ্যামেরিকান সাহিত্য পাঠক্রমে ছাত্র। সাইলাসের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে একটু ইতস্তত করে বলে উঠলো, 'এ বিষয়ে আপনি যে খুব স্পর্শকাতর হয়ে আছেন আমরা বুঝছি, অধ্যাপক টিমবারম্যান, কিন্তু কয়েকটা কথা আপনাকে বলা দরকার। আপনার সাথে একটু হাঁটতে পারি কি ?'

'কি বিষয়ে কথা বলবে ? "ফালক্রাম" সংক্রান্ত কিছু হলে বলেই দিচ্ছি এ নিয়ে কোনো কথা আমি বলতে পারবো না।'

'ঠিকই। আপনার কিছু বলার দরকার নেই। তবে আমার কিছু বলার ইচ্ছে আছে, যদি অনুমতি দেন।'

'না বললেই খুশী হবো আমি।'

'জানি আপনি এই বলবেন। কিন্তু আমার কথাটা এতো জরুরী যে আমি একটু জোর করেই বলতে চাইছি। দয়া করে আপত্তি করবেন না।'

'ঠিক আছে, লেনক্স। বলো তাহলে।'

'আমি বুঝতে পারছি এখন আপনার মনের অবস্থা কি এবং আমার সেখানে নাক গলানো উচিত নয়। কিন্তু আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি—আপনি যা বলেন সোজাসুজি বলেন, কোনো ভণিতা নেই আপনার, এটাই ভালো লাগে। আপনার কথাগুলোর মানে হয়, অন্য অনেক কিছুর মতো কথাগুলো অর্থহীন হয় না। শিক্ষক হিসেবে আপনাকে পছন্দ করি। তাছাড়া আপনিও সেনাদলে ছিলেন, খানিকটা নৈকট্য সে জন্যেও বোধ করি—'

অবাক হলেন সাইলাস। সেনাদল! জিজ্ঞাসা করলেন,

'তোমার বয়েস কতো, লেনক্স ?'

'তেইশ বছর। দেখতে কম বয়েসী মনে হয় আমাকে। যুদ্ধের শেষের দিকে যোগ দিয়েছিলাম সেনাদলে।'

'কেন ?'

'তা তো ঠিক বলতে পারবো না। মাথাও গরম ছিল, আর, তাছাড়া ওদের নীতিও আমার অসহ্য ছিল। আমি ফ্যাসিবাদ সহ্য করতে পারি না।'

'সতেরো বছর বয়সে ?'

'ফ্যাসিবাদকে ঘৃণা করতে কলেজে পড়ার দরকার হয় না, স্যার। যা বলছিলাম। আমার মনে হয় আপনার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে, আপনি নিজেও তা বুঝছেন না, আর—'

'অন্যায় করা হচ্ছে ? কি বলতে চাইছো তুমি, লেনক্স ?'

'এ শুধু আমার নিজের কথা নয়, স্যার। আমরা বেশ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এ নিয়ে কথা বলেছি। সকলে আমাকেই ঠিক করলো আপনার সাথে কথা বলার জন্যে। দেখুন, আজ সকালে সম্পাদকীয় দু'টো কেবল যে হঠাৎ ঘটনাচক্রে ছাপা হয়েছে এমন নয়। এমনও নয় যে দু'জন বাচাল ছোকরা হুট করে কতগুলো কথা লিখে ফেলেছে কিছু না ভেবে। পুরো জিনিসটা ভেবে চিন্তে করা, আপনি যাতে ফাঁদে পা দেন। আমি বলছি কিছু লোক আপনাকে বিপদে ফেলতে চাইছে।'

'নাটক করো না লেনক্স। তুমি কি বলতে চাইছো যে অ্যালভিন মর্স আমার জন্যে ফাঁদ পেতেছে ? তাই যদি বলতে চাও তো আমি বলবো এ অবিশ্বাস্য। আর তোমার দিক থেকে একথা বলা অত্যন্ত অবিবেচকের কাজ।'

'না, না। অ্যালভিন মর্স নয়। মর্স অত্যন্ত সৎ ছেলে, ওকেও বোকা বানানো হয়েছে। ও একটু নাটকীয়তা পছন্দ করে, ও ভাবলো এইভাবে "ফালক্রাম"কে আবার চাগিয়ে তোলা যাবে। ও বড়ো একটা মাথা খাটায় না। এবার ওকে দেখবেন তাড়ানো হবে। বুদ্ধিটা আমাদের বন্ধুবর ফ্র্যাংক হোফেনস্টাইনের। ও হলো আসল লোক। ও নিশ্চয় অ্যালভিনকে উসকেছে, লেখো না, লেখো তুমি যা বলতে চাও। আমিও আমার কথা বলবো। হোফেনস্টাইন আপনার পিছনে লাগতে চাইছে, অধ্যাপক টিমবারম্যান। ও আপনাকে আদৌ চেনে না, কিন্তু আপনিই ওর লক্ষ্যবস্তু।'

সাইলাস দাঁড়িয়ে গেলেন। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ সাইলাস মনের ভাব চেপে রাখতে পারলেন না।

'কি যা তা বলছো, লেনক্স! বলতে চাইছো যে, হোফেনস্টাইন আমাকে বাগে আনতে পরিকল্পনা করে এসব করেছে ?'

'ঠিক তাই বলতে চাইছি আমি।'

'মনে হচ্ছে,' তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলেন সাইলাস, 'মনে হচ্ছে, না ভেবে না চিন্তে লোকের নামে কুৎসা রটনা করাটাই এখন ফ্যাশান।'

লেনক্সের মুখ লাল হয়ে উঠলো। 'বেশ। এরকম কিছু আপনি বলতে পারেন আমার মনেই হয়েছিলো। এখন আরো মনে হচ্ছে, কার্য কারণ সম্পর্ক জিনিসটা আপনার বোধের বাইরে।'

'আমি দুঃখিত।' সাইলাসের মৃদু গলায় লজ্জা।

'যাক সে কথা। আর আপনারই বা দোষ কি! আপনি সৎ মানুষ। এখন তো সততা জিনিসটা ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। সৎ মানুষদের এখন ধরে ধরে ফ্রেমে বাঁধিয়ে মিউজিয়ামে রাখা উচিত। দেখুন, আমিও সত্যি কথাটা আপনাকে বলতে চাইছি। হোফেনস্টাইন আপনাকে শায়েস্তা করতে চায়—আপনাকে ক্যামপাস থেকে তাড়াতে চায়। এ তার আক্রমণের প্রথম দফা।'

'কেন? কি জন্যে? আমি তো ছেলেটাকে চিনিও না!'

'সেও আপনাকে চেনে না। কিন্তু ও খুব উপরে উঠতে চায়। সামনের সপ্তাহেই ও "ফালক্রামে"র সম্পাদক হয়ে যাবে। ঘটে যাদের বুদ্ধি আছে তারা এখন একটা কাজেই হাত লাগাচ্ছে—কমিউনিজমের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধে। সেটাই হলো হোফেনস্টাইনের আসল উদ্দেশ্য। ওর ইচ্ছে ও সেনেটর ব্র্যানিগ্যানের ক্ষুদে সংস্করণ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা ওর শেষ বছর। ও চায় সোজা গিয়ে রাজ্য সেনেটে ঢুকতে। আপনার মৃতদেহটা হবে সেই সিঁড়িতে ওর প্রথম ধাপ।'

'কেন?'

'আপনি "কেন", "কেন" করছেন। আমি কি করে জানবো "কেন"? হোফেন-স্টাইনের মাথার ভিতরে কি কলকব্জা নড়ছে জানি না আমি—ও যে বস্তুটিকে ওর আত্মা মনে করে সেটি কি বস্তু তাও আমি জানি না। কিন্তু আমিও "ফালক্রামে" লিখি এবং নর্দমার পোকা দেখলে চিনতে না পারার মতো নির্বোধ আমি নই। আপনার মতো একজন ভদ্রলোকের ক্ষতি হবে কেবল একটা স্বার্থান্বেষী বজ্জাতের সুবিধার জন্যে, এ আমার সহ্য হচ্ছে না।'

'তুমি কি একটু বেশী নাটকীয়—'

'আবার আপনি বলছেন আমি নাটকীয়? আমি একটুও নাটকীয় নই। চারপাশে তাকান, আরও অনেক কিছুই দেখবেন নাটকীয়। কিন্তু আমি নই। আমাদের এই যুগটা খুব অদ্ভুত। কমিউনিজমকে যে ঘৃণা করবে সেই এখন ফলকে পাবে। অনেক দিন পরে জব্বর একটা কায়দা ওরা বার করেছে। এই কায়দা করে অনেক দূর যাওয়া যাবে, অনেক কিছু পাওয়া যাবে। মার্ক টোয়েন হাতি না ঘোড়া তা নিয়ে ওদের কিছু মাথা ব্যথা নেই। কথা হচ্ছে ওকে ব্যবহার করা যাচ্ছে। আপনিও তাই। আপনাকেও ব্যবহার করা হবে।'

'তুমি কি মনে করো আমি কমিউনিস্ট ?'

'না, তা মনে করি না। হোফেনস্টাইনও করেনা। তাতে কি আসে যায়! স্যার, এভাবে কথা বলতে খুবই খারাপ লাগছে আমার—'

'ঠিক আছে, লেনক্‌স, বলো। যা বলতে চাইছো বলো। আমার এখন কি করা উচিত বলে মনে হয় তোমার?'

'কিছু না। টোপটা গিলবেন না। চারদিকে অনেক ভালো মানুষ রয়েছেন যাঁরা সময়টা কেমন বুঝতে পারছেন। অনেকেই ভয় পাচ্ছেন তাঁরা—সবাই একটু আধটু ভীত এখন—কিন্তু এক সময় এঁরা একটা কোথাও দাঁড়াবেন ঠিকই। আমি কেবল আমার বক্তব্যটা বলতে চেয়েছিলাম, কি ভাবে কি হচ্ছে আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম।'

'এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত, লেনক্‌স?'

'ষোলো আনা নিশ্চিত।'

*   *   *

এতো অল্প সময়ে এতো কাণ্ড ঘটে গেলো কি করে। এই তো, দু' সপ্তাহ আগেও স্বাভাবিক জগতে স্বাভাবিক জীবন কাটাচ্ছিলেন তিনি। নিটোল ছিল তাঁর জগত। কখনো কখনো সে জগত সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ বোধ করলেও তাকেই বরাবর জীবনের শ্রেষ্ঠ আধার বলে জেনে এসেছেন। সে জগত প্রধানত ভোগ্যপণ্যের জগত। সে জগতে জীবন কাটে নানা জিনিস আহরণ করে। কিছুটা বিদ্যা, কিছুটা অভিজ্ঞতাও আহরিত হয়, কিন্তু ঝোঁকটা থাকে ভোগ্যদ্রব্যের উপরেই। নানা রকম সমস্যা, নানা রকম ভয়, দ্বিধা, অনিশ্চয়তা আর সন্দেহ মাঝে মাঝে পীড়ন করে, কিন্তু এই বিশ্বাসটা সব সময়েই শান্তি দেয় যে, জীবনে জিনিসপত্রের কোনো অভাব নেই, ভোগ্যদ্রব্যের রাশি বাকি দিনগুলোকে নিশ্চিত আরামের করে তুলবেই।

বিশ্বাস হয় না যে, এমন অনেক মানুষ আছে যাদের রেফ্রিজারেটর নেই, নেই ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধা খাদ্য বা টিন ভরা খাবার আর মোম লাগানো কাগজে মোড়া নরম সাদা পাঁউরুটি আর টিনভরা বিস্কুট আর কাগজের বাক্সে কোকাকোলা। রান্নাঘরে তাদের নেই সানমাইকা ঢাকা টেবিল, বাথরুমে নেই ওয়াশিং মেশিন, বসার ঘরে নেই টেলিভিসন। না আছে তাদের গাড়ি, না আলমারি ভরা জামাকাপড়, না সবুজ ঘাসে ঢাকা উঠোন, না দু'ঘরে দু'টো টেলিফোন। ভাবাই যায় না। আর, এই বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শহরের শান্তি কখনো বিঘ্নিত হয় না যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদে, ক্ষুধাক্লিষ্ট মানুষের হাহাকারে। এ শহরের সৌন্দর্যের হানি ঘটাতে না আছে বস্তি না আছে ঝুপড়ি। এখন সময়টা যাচ্ছে চমৎকার। প্রায় সকলেরই কর্মের সংস্থান আছে, প্রায় সকলের হাতেই আছে যথেষ্ট পয়সাকড়ি। দিব্যি যে যার নিজের মতো আছে। এর চাইতে ভালো জীবন আর

কি সৃষ্টি করতে পারে মানুষ। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, এ জগত চলেছে প্রবাহিত হয়ে। নিশ্চিন্ত, সুস্থির।

এ হঠাৎ কি শুরু হলো? ভাবতে লাগলেন সাইলাস বাড়ি ফিরতে ফিরতে। কি ঘটবে কে জানে? এই রোদ ঝলমলে অচঞ্চল পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভয় কি করে বাসা বাঁধতে পারে?

না কি সবটাই কল্পনা? তাঁর ইন্দ্রিয়গুলো তো অন্য কথা বলছে। চোখ, কান, নাক তো তা বলছে না। বিকেল ঘনিয়ে আসছে। আকাশ কি চমৎকার নীল। ঠাণ্ডা নির্মল বাতাস বইছে মৃদুমন্দ। বিরাট বিরাট ওক আর মেপল গাছগুলো বর্ণাঢ্য সাজে সেজেছে হেমন্তের আগমনে। লাল, উজ্জ্বল হলুদ, হাল্কা হলদে-সবুজ, আলতো-ছোঁওয়া কমলা আর খয়েরি রঙের পাতার বাহার ডালে ডালে। পায়ের নিচে ঘন সবুজ ঘাস ঢেকে রেখেছে মাটি। পাহাড়ের ওপাশে দেখা যাচ্ছে খামারবাড়িগুলো আর চষা ক্ষেত, দূরে বনের রেখা, অলস গতিতে বয়ে চলেছে নদী। এতো ভালো, এতো সুন্দর, এতো সুফলা, এতো পরিপূর্ণ। এখানে ভীতির স্থান কোথায়?

অ্যাটম বোমা অনেক দূরের বস্তু, নিছক যেন গালগল্প, অর্থহীন প্রলাপের মতো। এদেশের মানুষ যুদ্ধ চায় না। কোরিয়ার যুদ্ধ খুব দুঃখজনক, খুব অপ্রীতিকর ঘটনা। কিন্তু সে তো অনেক অনেক দূরের জিনিস। বোমার শব্দ, গুলিগোলার আওয়াজের কোনো প্রতিধ্বনি এখানে আসতে পারে না। এখানে কখনো বোমা ফাটে না, মেশিন গানের মৃত্যুবর্ষন কেবল দুঃস্বপ্নমাত্র। আকাশ থেকে এখানে ঝরে পড়ে না মৃত্যু।

সারা দেশটা শুয়ে আছে নিরুদ্বেগ শান্তিতে। সাইলাসের অন্তত তাই মনে হলো। তাঁর অন্তরের শান্তি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই শান্তিময় দেশে নিজেকে পরদেশী বলে বোধ হলো তাঁর। মনে হলো, লরেনস ক্যাপলীনের কি সর্বদাই এরকম অনুভূতি হয়? আর যারা আসবাবপত্রের ঘেরাটোপে নিরাপদ জীবন থেকে বঞ্চিত? নিগ্রোরা মাঝে মাঝে নীরবে ক্লেমিংটন পেরিয়ে যায় পায়ে হেঁটে, তারা এখানে স্বাগত নয়, চলে যাও, থাকতে চেও না, আমাদের এখানে বর্ণসমস্যা নেই, গত আশী বছরে এখানে কোনো নিগ্রো পরিবার বাস করে নি। সেই কালো মানুষরা? কি মনে করে ওই রং ওঠা জীনস আর হাল্কা নীল শার্ট পরা ভ্রাম্যমাণ ক্ষেতমজুররা? এই ঝকঝকে শহর ক্লেমিংটনেও, নদীর ধারে প্যাকিং বাক্স জোড়া দিয়ে বানানো ঘরে যে সব লোকগুলো বাস করে যাদের জীবনে ভবিষ্যত বলে কিছু নেই, তারা? এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজেদের তারা কি ভাবে?

সবকিছু হঠাৎ বদলে গেছে। কি বদলেছে, কতোটা বদলেছে, তিনি বলতে পারবেন না সঠিক। তাঁর বিভাগের প্রধান তাঁকে বলেছে তিনি কি পড়াবেন বা পড়াবেন না;

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ইঙ্গিতে বলেছেন দেশের প্রতি তাঁর আনুগত্যের অভাব আছে ; সারা ক্যামপাসে তাঁকে নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে ; একজন ছাত্র এমন কিছু কথা তাঁকে বলেছে যা কোনোদিন কোনো ছাত্র তাঁকে বলে নি, ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত আর ভীতি প্রদর্শনের কথা ; আর সবার উপরে কালো মেঘের মতো ছায়া ফেলেছে নামহীন, আকারহীন, সর্বব্যাপী এক ভয়, সাথে রয়েছে কমিউনিজমের বদনাম জুড়ে দেওয়ার বিচিত্র প্রয়াস, যে নামের কোনো অর্থ নেই, সংজ্ঞা নেই, যে নামের সাথে জড়িয়ে আছে বিভীষিকা আর ভয়াবহ কোনো অজানা দানবিক কর্মপন্থার করাল ছায়া। এসব কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কোথায় চলেছে, কোন পথে—এসব ভাবতে ভাবতে কখন বাড়ি এসে গেছে। ব্রায়ানের স্বাগত জানানোর হৈ হৈ শব্দে তাঁর চেতনা ফিরে আসে দৈনিক বাস্তবে।

ভিতরে ঢুকে, মায়রাকে জড়িয়ে ধরলেন সাইলাস। অনেকক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ রইলেন দু'জনে, যেন দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে দু'জনের দেখা হয়েছে।

* * *

ট্রে ভর্তি চা বিস্কুট নিয়ে মায়রা ঘরে এসে ঢুকলেন। একঘর ছেলে মেয়ে, হাতে কলম নোটবই ক্যামেরা। তাদের মুখোমুখি সাইলাস, মায়রার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালেন, সহানুভূতি চাইলেন যেন।

'না, না, না। আবার বলছি। সম্পাদকীয় দু'টোর বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে আমার কিছু বলার নেই। কথাগুলো ঠিক কি ভুল, কোনো মন্তব্যই আমি করবো না। আমি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সেই স্বাধীনতা রক্ষা করার যে ঐতিহ্য "ফালক্রাম" প্রতিষ্ঠা করেছে দীর্ঘদিন ধরে তার প্রতি আমি শ্রদ্ধাবান। "ফালক্রামে"র যেমন তার ইচ্ছে মতো কথা ছাপার অধিকার আছে, আমার তেমনি অধিকার আছে তারা যা ছেপেছে তার সত্যাসত্য সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করার।'

'কিন্তু অধ্যাপক টিমবারম্যান,' অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি বলে, 'অস্বীকার না করলে কথাগুলো সবাই সত্য বলেই ধরে নেবে।'

'তা হতে পারে। তবু আমি স্বীকার অস্বীকার কিছুই করবো না।'

'একটু অন্য প্রশ্ন করি,' বলে ইনডিয়ানাপোলিস থেকে আগত একজন রিপোর্টার, 'মার্ক টোয়েনকে বলা হচ্ছে কমিউনিস্টদের হাতের পুতুল। এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?'

'আমি মনে করি কথাটা হাস্যকর।'

'তাহলে আপনি মনে করেন যে মার্ক টোয়েনকে কমিউনিস্টরা ব্যবহার করতে পারবে না?'

'কমিউনিস্টরা কি ব্যবহার করে বা করে না, আমি জানি না। জানতে কোনো

আগ্রহও আমার নেই। কমিউনিস্টরা কাজ করার সময়, মনে হয় হাতুড়ী ব্যবহার করে থাকে। তার মানে কি এই যে দেশের সব হাতুড়ী এখুনি গ্রাণ্ড ক্যানিয়নে ফেলে দিতে হবে? এ ধরনের কথাগুলো শুধু অর্থহীন নয়, বিপদজনকও বটে।'

দীর্ঘকায়, সুদর্শন, তামাটে গায়ের রং একটি যুবক, মায়রা শুনেছেন সেই হোফেন-স্টাইন, শান্তভাবে প্রশ্ন করে,

'কমিউনিস্টরাও তো বিপদজনক, তাই না, অধ্যাপক টিমবারম্যান?'

'আপনিই উত্তরটা দিন, মিঃ হোফেনস্টাইন, আপনি তো মনে হচ্ছে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।'

'উত্তরটা দিতে পারি, প্রফেসর। হ্যাঁ, ওরা খুবই বিপদজনক। ওরা যে কোনোরকম কুকাজ করতে পারে।'

'দাঁড়াও হোফেনস্টাইন,' টাইমসের প্রতিনিধি বলে ওঠে, 'তোমার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে না এখানে। দেখুন অধ্যাপক টিমবারম্যান, "দ্য ম্যান হু করাপটেড হ্যাডলিবার্গ" গল্পটা আমি এখনো পড়ি নি। হাজার চেষ্টাতেও সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওটার একটা কপি পাওয়া দায়। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে এ রকম একটা গল্প কমিউনিস্টরা যা বলতে চায় তাই বলবে এবং তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে সাহায্যই করবে? আমি বলছি না যে গল্পটা লেখার সময়ে মার্ক টোয়েনের মনে কোনো দেশদ্রোহী চিন্তা ছিল, কিন্তু গল্পটাতে তিনি যা লিখেছেন ঠিক তাই কমিউনিস্টরা বলতে চায় না কি?'

'আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না।' সাইলাসের কণ্ঠে ক্লান্তি। 'আমি জানি না কমিউনিস্টরা কি চায়, কি তাদের প্রয়োজন। "দ্য ম্যান হু করাপটেড হ্যাডলিবার্গ" তাদের কাজে লাগলে আমি খুবই আশ্চর্য হবো। আমার মনে হয় বেঁচে থাকলে মার্ক টোয়েনও আশ্চর্য হতেন। গল্পটা, আমার বরাবরই মনে হয়েছে, অত্যন্ত সুলিখিত একটি ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী, লোভ আর ভণ্ডামীর উপরে অসামান্য একটি কশাঘাত। আমাদের সাহিত্যে অন্য সমস্ত ভালো গল্পের মতোই সুর এবং বিষয়বৈগুণ্যে খাঁটি অ্যামেরিকান। যে কোনো স্বাভাবিক মানুষই এই গল্পটি পড়লে লাভবান হবে। এই আমার মত, এ মত পাল্টানোর কোনো কারণ ঘটে নি।'

'গল্পটি আপনি ক্লাসে পড়িয়েই যাবেন?'

এ প্রশ্ন আসবে সাইলাস জানতেন। তাই প্রথম থেকেই মনে মনে উত্তরটা ঠিক করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক করতে পারেন নি। উত্তরটা নিজের কাছে স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু প্রশ্নটার সরাসরি সম্মুখীন হয়ে দেখলেন, উত্তর একটাই হয়। সম্ভাব্য উত্তর নিয়ে যা যা তিনি ভেবেছিলেন সে সব কোথায় ভেসে চলে গেল।

'অবশ্যই পড়াবো। আমার বিশ্বাস যদি এই হয়, তাহলে পড়িয়ে যাওয়া তো আমার কর্তব্য।'

উত্তরটা দিয়েই মায়রার দিকে তাকালেন সাইলাস। সাইলাসের চোখে চোখ রাখলেন মায়রা, ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি। হাসিটায় কি যেন নতুন কিছু দেখলেন সাইলাস, এমন হাসি মায়রার মুখে কখনো তিনি দেখেন নি।

* * *

পাইপে তামাক ভরতে ভরতে ভাবছেন সাইলাস, কোনো বই আজ রাতে পড়বেন ঠিক করে রেখেছিলেন কিনা, ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে মায়রা এসে ঢুকলেন ঘরে।

'কেমন লাগছে, সাইলাস, হিরো হতে?'

'নিকুচি করেছে হিরোর।'

'মেজাজ খারাপ করছো কেন?'

'রিপোর্টারদের সামনে কি রকম বোকার মত করলাম, তাই না?'

'আমার তো মনে হলো তুমি বেশ বুদ্ধিমানের মতোই কথা বললে।'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না। কি যে ছেলেমানুষি ব্যাপার শুরু হয়েছে। অবশ্য ছেলেমানুষি বলবো কেন, ছোটরা এর চাইতে অনেক কম ছ্যাবলা। আর, মায়রা, আমাদের রসবোধ কোথায় গেল বলো তো? ওরা গম্ভীর মুখে কতগুলো লোকহাসানো কথা বলে গেল, আমাদের তো হাসি পাওয়ার কথা, পাচ্ছে না তো!'

'রসবোধ ভেসে গেছে নদীর জলে। না কি, রসবোধ আমাদের ছিলই না বড় একটা। ছাড়ো না, সাই, কি হবে এসব ভেবে।'

'আমি ছেড়ে দিলেও ওরা ছাড়বে না। তুমি কি মনে করো ক্যাবট ভুলে যাবে, ক্ষমা করে দেবে আমাকে? এড লাণ্ডফেস্ট ছেড়ে দেবে?'

'আমাদের কিছু আসবে যাবে না তাতে।'

'এবারে তাহলে অন্যত্র চাকরী দেখতে হবে—'

'তাও না, সাইলাস। ওই ছেলেটির যেন কি নাম বলেছিলে?'

'লেনক্স।'

'হ্যাঁ, লেনক্স। ওর কথাগুলো নিয়ে যতো ভাবছি ততোই মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। এখন কিছু করো না, সাই, তোমার স্বাভাবিক কাজকর্মের বাইরে কিছু করো না।'

'যাক গে ওসব কথা। চলো, একটা সিনেমা দেখে আসি।'

'উপায় নেই,' মায়রা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, 'আইক আমস্টারডাম ফোন করেছিলেন,

আসছেন উনি। সঙ্গে আসবেন অ্যালেক ব্রেডি, স্পেনসার, এডনা ক্রফোর্ড। গোটা একটা প্রতিনিধি দল।'

একটু পরেই এলেন ওঁরা পাঁচজন। আমস্টারডাম, ব্রেডি, স্পেনসার, মিস্ ক্রফোর্ড। সাথে লিওন ফেডারম্যান। খর্বকায়, ভাঙাচোরা শরীর, খোঁড়া পা। ক্রাচে ভর দিয়ে মাত্র চার ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা মানুষ ফেডারম্যান। চোখদু'টো কেবল আগুনের ফুলকির মতো জলজ্বলে আর কণ্ঠস্বর অদ্ভুত নরম আর সুরেলা। নিজেই একটা চেয়ার বেছে নিয়ে গুছিয়ে বসে পড়লেন আরাম করে। এতো সাবলীল তাঁর চলাফেরা যে করুণা বা সহানুভূতির প্রশ্নই উঠতে পারে না। বসেই আলোচনার সূত্র টেনে নিলেন নিজের হাতে। এডনা ক্রফোর্ড চলে গেলেন সোজা মায়রার কাজে, রান্নাঘরে গিয়ে চা বিস্কুট, গ্লাস আর বরফ জড়ো করে অতিথি আপ্যায়নের কাজে সহায়তা করতে শুরু করে দিলেন। ষাট বছর বয়সেও সুন্দর চেহারার দীর্ঘকায় মহিলা। আইক পিয়ানোর সামনে টুলে বসলেন। স্পেনসার আর ব্রেডি বসলেন সোফায়।

ফেডারম্যানই কথা শুরু করলেন তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ দিয়ে।

'এতোদিনে ক্লেমিংটন তাহলে খ্যাতি পেলো। খ্যাতির সাথে সাথে কুখ্যাতিও আসছে অবশ্য। আমরা ইতিহাসের পাতায় একটা ফুটনোট হতে চলেছি, একি কম কথা। আর এই তো সবে শুরু। মুশকিল কি জানো সাইলাস, অন্য সব নিরহঙ্কার ভদ্রলোকদের বিশেষ রোগটাতে তুমিও ভোগো। তুমি সঠিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে নিজেকে দেখতে জানো না। সেইজন্যেই তুমি এই ঘটনাটার মর্ম বুঝতে পারছো না। ''টাইমস্'' ''ট্রিবিউন''-এর মতো ঘ্যাম কাগজরা, ''অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস''-এর দৈববাণীওয়ালারা ক্লেমিংটনের মতো একটা এঁদো শহরের দিকে চাইছে কি এমনি? আমরা বিশেষ বিশেষ খবরের পর্যায়ে এসে গেছি। এই মুহূর্তে দুনিয়ার একোণ থেকে ওকোণে ছড়িয়ে পড়েছে এড লাণ্ডফেস্টের বর্বরোচিত কথাবার্তা আর সাইলাস টিমবারম্যানের সততার কথা। মার্ক টোয়েন বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ তো, তাঁকে অ্যামেরিকার লোকসাহিত্য থেকে বাদ দেওয়া? চালাকি নাকি! শেষে কোনদিন এব লিনকনকেই বাদ দিয়ে বসবে।'

'ভালো বলেছো,' মিস ক্রফোর্ড মাথা নাড়েন। 'কিন্তু সাইলাসকে বাদ দিয়ো না। মায়রা যা বললো তাতে তো মনে হলো রিপোর্টাররা ওর ভক্তই হয়ে গেছে।'

'ভক্তিটক্তি ওরা কাউকে করে না, এডনা,' আইক আমস্টারডাম বলে ওঠেন। 'আগে দেখো ওরা কি লেখে, তারপরে ওসব বোলো। ওদের সম্পর্কে মার্ক টোয়েন কি বলেছিলেন মনে নেই? "মানবজাতির দুঃখের পশরা ওরা ছিঁড়ে খায় কুকুরের মতো।" কেন যে মানুষ এতো স্বল্পায়ু! জানো, ওঁকে একবার দেখেছিলাম—মনে হয় এই সেদিন—

ওয়াশিংটন স্কোয়ারের কাছে, ফিফথ অ্যাভিন্যু ধরে হেঁটে যাচ্ছেন। পরনে সেই শাদা স্যুট, হাতে ছড়ি আর চুরুট, সেই গোঁফ জোড়া ঠোঁটের উপরে। আমার তখন ছোকরা বয়স। ওঁকে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম। উনি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে অভিবাদন করেছিলেন। সেই অভিবাদন ভুলবো না কোনোদিন, তা আমার পরম প্রিয় সম্পদ। সেই সম্পদ আমি তোমাকে দিলাম, সাইলাস।'

স্কচ হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ব্রেডি জিজ্ঞাসা করলেন, 'লেনক্স বলেছিলো তোমার সাথে কথা বলবে, বলেছে?'

অ্যালেক ব্রেডির সাথে লেনক্স এ নিয়ে কেন আলোচনা করে, ভেবে পেলেন না সাইলাস। তবু বললেন কি কি বলেছে লেনক্স। বলতে গিয়ে একটু রেখে ঢেকে বলছিলেন সাইলাস। মায়রা ক্রমশ রেগে যাচ্ছিলেন, পাদপূরণ করে হোফেনস্টাইন সম্পর্কে তাঁর মত স্পষ্ট করেই বলে দিলেন।

'দেখুন, লেনক্সের মতে,' মায়রা বললেন, 'হোফেনস্টাইনের এ ব্যাপারে একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা মাথা। সাইলাস সম্পর্কে ওর কোনো ভালোমন্দ মতামত নেই, ওর দরকার একটা প্রতীক, যে কোনো প্রতীক হলেই চলবে, কথাটা হলো তা থেকে ওর লাভ হবে কি না। প্রথমে কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু আজ প্রেস কনফারেনসে ওর আস্পর্ধা দেখে আর সামনাসামনি সাইলাসকে খোঁচাতে দেখে, এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে।'

'কিভাবে খোঁচাচ্ছিল?' ব্রেডি জানতে চান।

সাইলাস প্রশ্ন উত্তরের পরম্পরা বললেন ওদের। যতোটা মনে ছিলো। আইক আমস্টারডাম বললেন, 'এই তো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে সব। একটা প্রতীক দরকার। সর্বদাই শুরু হয় প্রতীকটাকে নিয়ে।'

'আমি তোমার কথা বুঝছি না,' মাথা নাড়েন সাইলাস।

'তোমাদের এতক্ষণ বলে দেওয়া উচিত ছিলো,' বলেন ব্রেডি, 'কিন্তু তোমাদের নিজেদেরই এতো কিছু বলার ছিলো! তোমাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়ে আমরা এসেছি একটা কথা জানাতে। আজকে, দুপুর দু'টোর সময়, ক্যাবট আইক-কে সাময়িক-ভাবে বরখাস্ত করেছে।'

'কি?'

'কোন অভিযোগে?' মায়রা প্রায় চিৎকার করে ওঠেন। 'বরখাস্ত করলেই হলো?'

'অভিযোগ হলো ওর মধ্যে আনুগত্যের অভাব আছে এবং ওর নৈতিক অবনতি ঘটেছে।'

'এখানে তো কোনো আনুগত্যের শপথ নেওয়ার কথা নেই,' সাইলাস বলেন, 'আর

কিসের প্রতি আনুগত্য? নৈতিক অবনতি—হা ঈশ্বর!'

'বলা হচ্ছে, উনি এমন কিছু কাজ করেছেন যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি করেছে এবং করবে। আর নৈতিক অবনতির কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে শোনাবে ভালো বলে।'

'ভাবা যায়, সাইলাস?' এডনা ক্রফোর্ডের কণ্ঠে এখনো বিস্ময়। 'আইকের নৈতিক অবনতি? অ্যানথনি সি ক্যাবটের সাথে এ নিয়ে আমি কথা বলবো। গোপনে এবং সোজাসুজি এবং ওর উপযুক্ত ভাষায়।'

'বাজে কথারও একটা সীমা থাকে,' মায়রা বলেন।

'আজকের দিনটা যেন উন্মাদ একটা দিন, সর্বশেষ খবরটাও দিনটার সাথে একেবারে তালে তাল মিলিয়ে চলেছে। কি সব উল্টো পাল্টা কথা। সাইলাস কমিউনিস্ট, আইক দুশ্চরিত্র আর অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত। কাজেই ক্লেমিংটন সর্বনাশের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য!' ফেডারম্যান মাথা নাড়েন। 'ভেবেছি আমরা সবই। মায়রা বিশ্বাস করো, খুব ভালো করে ভেবেছি। কথাগুলো সবই বাজে অর্থহীন কথা। কিন্তু সে কথা বলে লাভ নেই। আমরা যে যুগে বাস করছি সেখানে যুক্তি বিচারবিবেচনার স্থান নেই। যার বরখাস্ত হওয়াটা যুক্তিযুক্ত হতো সে হলো সাইলাস। কিন্তু তা করা হলো না। বাছা হলো আইককে। কেন বলতে পারো?'

'কেন, সাইলাসকে বরখাস্ত করা যুক্তিযুক্ত হতো বলছো কেন? পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও কোনো যুক্তি আছে নাকি?'

'মায়রা,' তাঁর সুরেলা গলায় ফেডারম্যান বলেন, 'যুক্তি জিনিসটা তো দৃষ্টিকোণের ব্যাপার। এ দেশে এখন একটা লড়াই চলেছে। প্রত্যেক শহরে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক কলেজ ক্যামপাসে। যুদ্ধটা মানুষের মনের উপরে দখলদারির জন্যে। যুক্তি, বুদ্ধি, ভদ্রতা, বৈজ্ঞানিক চিন্তা আর সত্যের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ। ষোলো কোটি মানুষের মনকে তৈরী করা হচ্ছে এক ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের জন্যে। মানুষকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে শত্রু খাড়া করা হচ্ছে একটা দেশকে। যারা একাজ করছে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ঠিক কাজই তো করছে। তাদের দিক থেকে ভাবলে দেখবে ওরা অযৌক্তিক কিছু করে নি। সবটাই দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। কাজেই আমাদের হিসেব অনুযায়ী সাইলাসকে বরখাস্ত করাই ঠিক হতো। সাইলাস গা বাঁচায় নি। ওকে কমিউনিস্ট বলা হয়েছে। নাগরিক প্রতিরক্ষায় ও যোগ দেয় নি। কাজেই সস্তা দেশপ্রেমের ধ্বজাধারীদের পক্ষে ও এক চমৎকার শিকার। তার উপরে, সমাজের যারা মাথা তাদের মাথাদের অনুশাসনকে ও অগ্রাহ্য করেছে। কাজেই ওকে দিব্যি বরখাস্ত করা চলতো। কিন্তু ওদের বিচার অন্যরকম এবং ওরা আমাদের চাইতে অনেক বেশী

বিচক্ষণ। ওরা আইককে বেছেছে। সাইলাস যুদ্ধ ফেরৎ বীর বলে স্বীকৃত, মার্ক টোয়েন এখনো যথেষ্ট সমাদৃত এবং তার উপরে, এখন এ নিয়ে বেশ সোরগোলও চলছে। অসুবিধেটা বুঝছো তো! আপাতত তাই আইককেই উদাহরণ করছে ওরা। জেনে রেখো, ওরা কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কিছু জানেও না, তা নিয়ে ওদের কোনো মাথা ব্যথাও নেই'। ওদের আক্রমণের লক্ষ্য হলো সমস্ত সাহসী এবং নীতিনিষ্ঠ মানুষ, যাদের ওরা নির্বিঘ্নে বরখাস্ত করতে পারবে, যাদের উপরে অত্যাচার করতে পারবে, যাদের জেলে পাঠাতে পারবে, খুন করতে পারবে। যদি না—'

যদি না? যদি না কি? সাইলাস দেখলেন একে একে সকলে তাঁর দিকে চোখ ফেরাচ্ছে। তাঁর দিকে কেন? তিনি তো এখনো ব্যাপারটা সম্যক অনুধাবনই করতে পারেন নি, এখনো তো অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি সমাধানের সন্ধানে। তাঁর চাইতে মায়রাও অনেক বেশী বুঝেছে তাঁর চারপাশটাকে। সকলে তাঁর দিকে ফিরছে কেন, তাঁর দিকে হাত বাড়াচ্ছে কেন? কি ফিরিয়ে দেবেন তিনি প্রত্যুত্তরে, নিজের মনের ভীতি আর দ্বন্দ্ব ছাড়া?

'যদি না আমরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই,' এডনা ক্রফোর্ড বললেন। 'বুঝছো না, সাইলাস, আইকের জন্যে কি অপেক্ষা করছে? কেন ওকেই ওরা বেছে নিয়েছে? আর তিন বছর পরে ও হয়ে যাবে "প্রফেসর এমেরিটাস", চলে যাবে ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। লাজারাস মায়ারস মারা যাওয়ার আগে আইকের নাম করে গেছেন অবজার-ভেটরীর দায়িত্বপদে। ক্যাবট ইচ্ছে করে পদটা খালি রেখেছে। ও আইককে ভয় পায়, ঘৃণা করে, যারা ওর ভড়ং ধরে ফেলেছে আর ওকে সমঝে চলে না তাদের সবাই-কেই ও ভয় পায় আর ঘৃণা করে—'

'এবারে আইক ওকে সুযোগ করে দিয়েছে,' বলেন স্পেনসার, 'যে সুযোগের অপেক্ষায় ও ছিলো এতোদিন।'

সাইলাস ফিরলেন আইকের দিকে। 'আইক, আমি ভীষণ দুঃখিত।'

'বুড়োদের কাতরালে চলে না, করুণা ভিক্ষা করাও সাজে না—'

'সে সব কথা থাক।' ব্রেডির গলা চাঁছাছোলা। 'রাতও কম হলো না। শুনানি হয়ে এই সাময়িক বরখাস্ত পাকা হওয়ার আগেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে আদেশটা খারিজ করাবার। অনেক ছাত্রই এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল এবং অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ওরা ক্যামপাসে একটা সভা করতে চায় এর প্রতিবাদে, বড় একটা জনসভা। যুদ্ধের পরে এমন সভা এখানে আর হয় নি। ওরা চায় সেই সভায় প্রধান বক্তা হবে সাইলাস—'

বৃহস্পতিবার : ২রা নভেম্বর, ১৯৫০

প্রতিবাদ

২রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রে সাইলাস অনেকক্ষণ জেগেছিলেন। পরের দিন ক্যামপাসে প্রতিবাদ সভা হবে। কি বলবেন তার খসড়া তৈরী করছিলেন সাইলাস। ভেবে অবাক লাগছিলো, এতদিন শিক্ষকতা করা সত্বেও কখনো তিনি কোনো জনসভায় বক্তৃতা দেন নি। আসলে ক্লাসঘরের বাইরে গলা তুলে কিছু বলার সম্ভাবনা তাঁকে ভীতই করেছে। ক্লাসঘরের দেওয়ালগুলোর আশ্রয় নিরাপদ। সেখানে তিনিই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, সেখানে তিনিই সর্বেসর্বা। তিনি বক্তা, অন্যরা সব সময়েই বিনীত শ্রোতা। তাঁর সারা জীবনই কেটেছে এই রকম নিরাপদ আশ্রয়ে অথবা আশ্রয়ের সন্ধানে। এই আশ্রয়ের বাইরে যে উত্তাল ঝড় বয়ে যায়, তা তাঁকে কখনো স্পর্শ করে নি। মানুষ একে অন্যের প্রতি যে বর্বর আচরণ করে এই আশ্রয় তার ছোঁয়াচ থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রকৃতির নির্মমতা আর রাজনীতির ঘোলাটে জটিল আবর্তের হাত থেকে ওই আশ্রয়ই তাঁকে রক্ষা করেছে। বাইরে এসে গলা তুললে সেই রক্ষাব্যূহ তাঁকে আর ঘিরে থাকবে না। লিখতে বসে তিনি বুঝছিলেন গোটা ব্যাপারটা তাঁর কাছে বড়ো অপরিষ্কার। তাঁর অতি নিকট সম্মানিত এই লোকটির বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদে তাঁর ক্রোধকে ভাষা দিতে গিয়ে সাইলাস অনুভব করলেন তিনি কতো কম জানেন, কতো কম বোঝেন।

বক্তৃতাটা সাজাতে সাজাতে তিনি অনুভব করছিলেন, যা তিনি বলতে যাচ্ছেন তা বলতে বস্তুত তাঁর খুব যে ইচ্ছা করছে তা নয়। আসলে তিনি এখনো চান নিরুপদ্রব শান্তির জীবন, কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে তাই তাঁর মন চাইছে না। তাঁর এই ছোট্ট পড়ার ঘরের বহু ব্যবহৃত ওক কাঠের টেবিল, মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত ঠাসা বইএর তাকগুলো, পুরোনো সবুজ ঘেরাটোপ দেওয়া আলো, আরামদায়ক চেয়ার, অনেক যত্নে মায়রা আর তাঁর বাছাই করা ছবিতে সাজানো দেওয়াল, মেঝে ঢাকা কার্পেট, এসবই তাঁর শান্ত আরামপ্রদ বিদ্যাচর্চা পরিবেষ্টিত নিরাপদ জীবনের প্রতীক। অথচ এই নিরাপত্তা কতো ঠুনকো, কতো অন্তঃসারশূন্য, ঠিক একটা শুকনো লাউএর খোলার মতো। মার্ক টোয়েনকে নিয়ে বইটার প্রথম তিন পরিচ্ছেদের পাণ্ডুলিপির সযত্নে রক্ষিত স্তূপের

দিকে তাকিয়ে চরম হতাশায় মন ভরে গেল তাঁর। কতোটুকু তিনি জানেন আসল মার্ক টোয়েন সম্পর্কে যে মার্ক টোয়েন ঘৃণা আর ক্রোধে গর্জন করে ফিরতেন, কতোটুকু তিনি জানেন মার্ক টোয়েন তথা তাঁর নিজের দেশ সম্পর্কে।

মায়রা ঘরে ঢুকতে তিনি যেন আবার আশ্বস্ত হলেন। এসে বসে হাসি আর প্রশ্ন মাখানো তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন মায়রা সাইলাসের দিকে। 'বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত শিশুর মতো সুন্দর আর কিছু বোধহয় দুনিয়ায় নেই। মনটা হাল্কা হয়ে যায় ওদের সে অবস্থায় দেখলে, তাই না? ভাবলাম বসি এসে একটু, একসাথে। কি গো, ভালো করি নি? কেমন হচ্ছে প্রস্তুতি?'

'হচ্ছে না। মাত্র আধপাতা লিখেছি।'

'পড়ে শোনাও দেখি।'

'একদম বাজে হচ্ছে। শোনো—"আইক আমস্টারডামের সাথে আমার পরিচয় গত কুড়ি বছর ধরে। এই কুড়ি বছরে উনি আমার বন্ধু, শিক্ষক—" কি যে লিখেছি আবোল-তাবোল। যা বলতে চাই তা বলা হচ্ছে না আদৌ।'

'কি বলতে চাও?'

'জানি না। শুধু চিৎকার করে সকলকে জানাতে চাই যে এখানে যা ঘটছে তা কুৎসিৎ, তা নারকীয় শয়তানী। এ এক কদাকার রোগ, ছড়াচ্ছে পূতিগন্ধ।'

'তাহলে তাই লিখছো না কেন? শান্ত সুচিন্তিত শোনাবে না বলে?'

'বাঁকা বাঁকা কথা বলো না।'

'আমি তোমাকে বিদ্রূপ করছি না, সাই। এ নিয়ে আমিও অনেক ভেবেছি। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—কথাটা এই ব্যাপারের গোড়ার কথা। অ্যাটম বোমার বিরুদ্ধে আবেদনটাতে তুমি সই করেছিলে কেন বলতে পারো?'

'তুমি করেছিলে কেন?'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। পাল্টা প্রশ্ন পরে কোরো।'

'বেশ। চেষ্টা করছি উত্তর দিতে। কোনো কাজ কেন করি আমরা তা বলা খুব কঠিন। কেন কোনো একটা কাজ করেছি তার কৈফিয়ত আমাদের মতো লোকদের প্রায় কখনোই দিতে হয় না, তাই না?'

'বড়ো একটা হয় না ঠিকই।'

'অ্যালেক ব্রেডি প্রথম যখন আবেদনটা এনে আমাকে দেখায়, তখনি, সেই মুহূর্তেই, আমি বুঝেছিলাম ও কি।'

'তার মানে? ও কি, মানে?'

'ও কমিউনিস্ট।'

চমকে মায়রা ঘরের দরজার দিকে তাকালেন, নিজের অজান্তেই সাইলাস প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলেন,

'দেখলে, মায়রা, দেখলে ? কেন চমকে উঠলে ? কেন দরজার দিকে তাকালে ? আশ্চর্য! শব্দটা উচ্চারণ করতেও ভয় হবে, আতংক হবে ? এ কোন দুঃস্বপ্নের মধ্যে বাস করছি আমরা ? দেখেছো, ভব্যতা আর সভ্যতার মুখোশ পরা কি ধরনের ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন ঘিরে রেখেছে আমাদের ? আমি নিজেকে বর্ণনা করি অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত স্বাধীন নাগরিক হিসেবে, অথচ "কমিউনিস্ট" শব্দটা উচ্চারণ করলেই বিপদের আশংকা—আমার স্ত্রী ভয়ে শিউরে উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখবে কথাটা কেউ শুনে ফেললো কি না।'

'সাই, এরকম চেঁচালে কেউ না কেউ তোমার কথা শুনতে পাবেই।'

'এটা ইনডিয়ানা, এটা হিটলারের জার্মানী নয়।'

মায়রা চুপ করে গেলেন। কোলের উপরে হাত মুড়ে রেখে তাকালেন সাইলাসের দিকে, যেন নতুন পরিচিত কোনো বিস্ময়কর ব্যক্তিকে দেখছেন। 'বেশ,' মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'অ্যালেক ব্রেডিকে কমিউনিস্ট বলে বুঝলে। আমাকে দয়া করে বলবে কি, কি করে বুঝলে।'

'কি করে বুঝলাম আমি জানি। আমি জানি বলেই নিজেকে খুব ছোট মনে হয়েছিলো। তুমি জানতে চাইছো আমি ঐ হতচ্ছাড়া আবেদনটায় সই কেন করলাম। ব্রেডির দিকে তাকিয়ে ভাবলাম তখন, প্রশ্ন করলাম নিজেকে, কেন, কেন ও আবেদনটা নিয়ে ঘুরছে ? মায়রা, মায়রা, প্রিয়তমা সুন্দরী পত্নী আমার, আমরা এমন একটা নীতিহীন, স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ, ওই রেফ্রিজারেটরটার মতো প্রাণহীন ভোগ্যপণ্যে ভর্তি একটা জগতে বাস করি, যে আমি ভাবতেই পারলাম না কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হয়েও ব্রেডি ওই আবেদনটা আমার কাছে সই করাতে আনতে পারে। অন্য কোনো কারনেও ও আসতে পারে আমার কাছে তা আমার মনেই এলো না। আর, জানো, আমি ওকে সোজা জিজ্ঞাসা করে বসলাম কথাটা।'

'কি বললো ব্রেডি,' জানতে চাইলেন মায়রা, 'অবশ্য বলতে যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে।'

* * *

সেটা ছিলো গত বছর জুনের প্রথম। গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হতে আর ক'টা দিন বাকি। ব্লেমিংটনের বিখ্যাত ওক গাছের বনের প্রান্তে একটা পাথরের আসনের উপরে বসেছিলেন সাইলাস আর অ্যালেক ব্রেডি। পাঁচটা বাজতে চলেছে।

গ্রীষ্মের বিকেলে ছায়াগুলো তখন দীর্ঘতর হয়ে আসছে, সন্ধ্যার আঁচল ঢেকে দিতে চলেছে চারপাশ। পাঠক্রম শেষে ছুটির আগে মনটা ভারাক্রান্ত লাগে প্রতি বছর। সাইলাসের মনে পড়লো, ঘনায়মান অন্ধকার সেই বেদনাকে যেন আরো বাড়িয়ে তুলছিলো। ব্রেডি কথা বলতে চেয়েছিলেন। এটা ওটা আলোচনা করতে করতে দু'জনে এসে বসেছিলেন ওখানে। ব্রেডির সঙ্গ বরাবরই ভালো লাগে, তখনো লাগছিলো। কি বলবেন ব্রেডি, ভাবছিলেন সাইলাস অন্যমনে। ব্রেডিকে সাইলাসের ভালো লাগে, তাঁর সম্পর্কে সশ্রদ্ধ তিনি, কিন্তু সত্যি বলতে কি কোথায় যেন একটা অস্বস্তিও লাগে ওঁর সম্বন্ধে। আসলে, ক্যামপাসে যে ক'জন ব্যক্তিকে সাইলাস পছন্দ করেন সে ক'জনকে তিনি খানিকটা অবিশ্বাসও করেন। মনে হয় যেন তিনি নিজে ওদের পর্যায়ে উঠতে পারেন নি, খাটো হয়ে আছেন। তাই দূরত্ব বজায় রেখে সরে থাকেন নিজে, কখনো যাতে আঘাত না পেতে হয়। কিন্তু ব্রেডির আবার একটা সহজিয়া ভাবও আছে। অতি সাধারণ চেহারায় আছে বুদ্ধি আর হাস্যরসের একটা আকর্ষণীয় মিশ্রণ। সাইলাসের সঙ্গে তাঁর যেটুকু ঘনিষ্ঠতার অভাব তার মূলে কিন্তু সাইলাস নিজে। আইক আমস্টারডামের প্রতি শ্রদ্ধা দু'জনেরই গভীর। তা থেকেই বন্ধুত্বের শুরু। পৃথিবীর অতীত এবং বর্তমান ঘটনাবলী প্রসঙ্গে ব্রেডির তীক্ষ্ণ ও নির্দয় মতামত সাইলাসকে মোহিত করেছে। আবার সেই মতামতগুলোই সাইলাসের মনে অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করেছে। যে সমস্ত লোকের মতামত খুব সুনিশ্চিত, খুব চাঁছাছোলা, সাইলাস তাদের সাথে কিছুতেই ঠিক সহজ হতে পারেন না।

সেই ব্রেডি তার কাছে কিছু চাইতে এসেছেন—ভেবে ভালোই লাগছিলো সাইলাসের। একটা আবেদন পত্র দেখালেন ব্রেডি। বিষয় অ্যাটম বোমার নিষিদ্ধকরণ, চিরকালের জন্যে, সারা পৃথিবীতে। ব্রেডির মতো লোকের হাতে এ ধরণের আবেদন দেখে আশ্চর্যই হলেন সাইলাস। নাতিদীর্ঘ আবেদনপত্রটা পড়া শেষ করে খানিক চুপ করে বসে ভাবলেন। হঠাৎই মনে হলো, ব্রেডি নিশ্চয় কমিউনিস্ট। ব্রেডি? কমিউনিস্ট? ঠিক যেন মেলাতে পারছিলেন না হিসেবটা। কি করে হয় তা? আবার, না হওয়ারই বা কি আছে? সোজাসুজি কথা বলা স্বভাব তাঁর। ফট করে জিজ্ঞাসাই করে বসলেন, তখনি।

'এ প্রশ্ন কেন?' ব্রেডি জানতে চেয়েছিলেন।

পাঁচ মাস পরে আজ এই কথাটাই মায়রাকে বলছিলেন সাইলাস। এ রকম একটা আবেদনপত্র আস্থাভাজন লোক ছাড়া দেখানো চলে না। একটা বিশাল

চুল্লী তৈরী করা হয়েছে নরমেধ যজ্ঞ করার জন্যে, তাতে পুড়বে যে যার নিজের মতো। তোমার প্রতিবেশী সপরিবারে পুড়ে খাক হলো কি না, সে দায় তোমার নয়। আর সুদূর টিমবাকটুতে যদি লাখ খানেক লোক মুঠো কয়েক ছাইএ পরিণত হয়ই, তাতে তোমার কি? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এই ভাবেই তো শেখানো হয়েছে আমাদের। সচেতন মনে না হলেও, সাইলাসের মনও তো এই ভাবেই তৈরী। তাই, সাইলাস বললেন ব্রেডিকে,

'প্রশ্ন করছি কারণ তা না হলে তুমি আমাকে এটা সই করতে বলছো কেন?'

'তোমার কথা কি প্রমাণ করে বলো তো? প্রমাণ করে আমরা আমাদের নিজের গণ্ডীর বাইরে যেতে অক্ষম।'

'হতে পারে।'

'হতে পারে বলছো কেন, কথাটা তাই।'

'আমি সেভাবে বলছি না। দেখো, তোমার মতো আমি যদি বিশ্বাস করতে পারতাম যে রাশিয়ার ওই রহস্যময় প্রাচীরের ওপারে অন্ধ দমন পীড়ন আর কঠোর শাসন ছাড়া ভালো কিছু আছে—'

'তুমি কি করে জানলে আমি তাই বিশ্বাস করি? তুমি ধরেই নিয়েছো আমি কমিউনিস্ট?'

'তাই তো মনে হচ্ছে? কমিউনিস্ট নও তুমি?'

'তুমি যখন মন স্থির করেই ফেলেছো তাহলে তো আমার কিছু বলা না বলা সমান।' হাসলেন ব্রেডি। 'সইটা করবে?'

'সই করবো এই বিশ্বাস না থাকলে তুমি কি আবেদনটা আনতে আমার কাছে?'

'বোধহয় না।'

'এই আবেদনে কোনো কাজ হবে না। তোমার সাথে আমার তফাৎ কি খানেই, অ্যালেক? আমি নিশ্চিন্ত জানি এতে বিন্দুমাত্র ফল হবে না।'

'যদি যথেষ্ট সংখ্যক লোক কোনো কথা বলতে থাকে, তাহলে সে কথা কানে করবেই।'

'যথেষ্ট সংখ্যক লোক?' সাইলাস চারদিকে তাকালেন।

'এটা শুধু ক্লেমিংটনের ব্যাপার নয়। পৃথিবীর সবাই বাঁচতে চায়। অন্যের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে থাকতে সবাই ক্লান্ত।'

'আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা নির্ভর করে কে কতো ভালো পুতুল খেলাতে পারে তার উপরে। যা শুনেছি তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই আবেদনের

ব্যাপারটা রাশিয়ার মস্তিষ্কপ্রসূত।'

'এ নিয়ে তর্ক করাও বাতুলতা, তবে আমি জোর দিয়ে বলবো তোমার ধারণা ভুল। সত্যি কথা হলো এই যে আণবিক বিভীষিকা শুরু হওয়ার আগেই তাকে ঠেকানোর এটা একটা চেষ্টা।'

আবেদনটা আবার পড়লেন সাইলাস। তারপর লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন,

'না, অ্যালেক, সই করা মানেই ঝামেলায় পড়া। অন্য সকলের মতো আমারও কিছু সই করতে ভয় করে। এরকম নানা কিছু ডাকে আসে কখনো কখনো। সই করি না। অনেক সময়ে দেখি সই করা উচিত। তবু করি না। আমার নিজস্ব মিথ্যার জগতে নিরাপদে বাস করতে চাই। সকলের মতো বলতে চাই আমি একটা স্বাধীন দেশে বাস করি। অথচ সেই স্বাধীন দেশে বসে একটা আবেদনে সই করতে ভয় পাই। আর সেই ভয়কে চাপা দিতে নিজেকে বোঝাই, এটা যারা লিখেছে তারা আমাকে ব্যবহার করতে চাইছে, এটা একটা চক্রান্ত, একটা ভড়ং—' ব্রেডির দিকে তাকালেন সাইলাস, 'এই যুক্তিগুলোই দিতে চাইছো তুমি, তাই না ?

'কথাগুলো আমার নয়, তোমার।'

'যাই হোক, সই আমি করবো না। আমি সই করতেও পারি এই ধারণা কি করে হলো তোমার ?'

'তুমি যে কথাগুলো বললে এইমাত্র, বোধহয় সেই কারণেই। সময়টা এখন ভীষণ খারাপ সাইলাস। যতোই "রাশিয়া" "রাশিয়া" বলে চেঁচাও, সময়টা যে খারাপ তা অস্বীকার করতে কেউ পারবে না। গোটা দেশটার উপরে ভীতির একটা কালো ছায়া নেমে আসছে ; মানুষ ভয় পাচ্ছে, অথচ স্বীকার করতে পারছে না। বিভ্রান্ত, নিরুপায় সকলে, শিক্ষকদের তাড়িয়ে নিয়ে ফেরা হচ্ছে, চিন্তাবিদদের চিন্তার বিষয়ের উপরে নিয়ন্ত্রণ আনা হচ্ছে, লেখকরা কি লিখবে তা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। ফতোয়া না মানলে তাদের রচনা পুড়িয়ে ফেলা হবে। আজ্ঞাবহ হও, অনুগত হও, এই হলো এ সময়ে পিঠ বাঁচাবার একমাত্র উপায়। আমরা বলতাম, বজ্জাতদের শেষ আশ্রয়স্থল হলো দেশপ্রেম, এখন সেই ছাউনিতে মাথা বাঁচাচ্ছে কাপুরুষরাও। তবে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটছে না, আর এ দেশেই যে প্রথম ঘটছে তাও নয়। শেষ পর্যন্ত এসব কোনোদিন সফল হয় নি। সপাং করে চাবুকে শব্দ করবে আর ষোলো কোটি লোক বাঁদর নাচবে, এ ক'দিন চলে। কিছু লোক সব সময়ে নাচতে অস্বীকার করবেই, স্বাধীন ভাবে ভাবতে চাইবেই, চোখ খুলে রাখবেই, মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেবে না কিছুতেই। তাই

আমি ভেবেছি তুমি এটাতে সই করতে রাজী হবে—আমাকে কমিউনিস্ট ভেবেও।'

শেষ পর্যন্ত সাইলাস সইটা করে দিলেন। সে কথাই বলছিলেন তিনি মায়রাকে।

*   *   *

'ছাড়ো এসব কথা এখন। বিরক্ত লাগছে।' উঠে বসার ঘরে চলে এলেন সাইলাস আর মায়রা। আগুনের দিকে মুখ করে বসলেন দু'জনে। সাইলাসের অগোচরে তাঁকে দেখতে লাগলেন মায়রা। মনের মধ্যে তাঁর যে টানাপোড়েন চলেছে, যেভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছে তাঁর ভাবনা, তার রেশ মায়রাও অনুভব করতে পারছিলেন। "উত্তাল" শব্দটা ভেবেই তাঁর মনে হলো, সাইলাসকে তিনি কখনো অশান্ত হতে দেখেন নি। ওই বসে আছে সেই মানুষটি যার সাথে তাঁর জীবনের এতগুলো বছর কেটেছে, যাঁকে তিনি জীবনসঙ্গী হিসেবে বরণ করেছেন। ঢ্যাঙা, রোগা, শীর্ণ মুখ, খানিকটা নিরীহ, ভীতু—

সাইলাস যেন মায়রার মনের ভাবের ছোঁয়া পেলেন। তখনো তিনি ব্রেডি আর আইক আর নিজের মনোভাবের মূল্যায়ন করছিলেন। মায়রাকে বললেন,

'জানো, মায়রা, আমি একটা কাপুরুষ।' বলেই তাকালেন স্ত্রীর দিকে, বেপরোয়া মুখ।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মায়রা,

'বেশীর ভাগ মানুষই তাই, বেশীর ভাগ সময়েই।'

'কাল আমি সভার সামনে কিছু বলতে চাই না। বলতে পারবো না। অতজন ছাত্রের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে পারবো না। কিছুতেই না।'

'বলো না তাহলে।'

'কিন্তু কি করবো সে অবস্থায়?'

'শোনো। ওরা "কালক্রম" ঢেলে সাজাচ্ছে। তুমি চলে যাও ওদের কাছে, একটা বিবৃতি দাও, দিয়ে ব্যাখ্যা করো কি ভাবে তোমাকে বোকা বানিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। আর তুমি যখন প্রায় নিশ্চিত যে ব্রেডি কমিউনিস্ট, তোমার তো পোয়া বারো। আর সাথে সাথে অভিযোগ করো যে কালকের ছাত্রদের সভাটা একটা কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র—'

'চমৎকার! এমন না হলে আর উপদেশ!'

'কি বলতে বলো আমাকে তাহলে, সাইলাস? বারে বারে বোঝার চেষ্টা করছি,

আমরা কি সারা দেশের সকলের থেকে আলাদা, না কি অন্য সকলের মতোই। আমাদের এই মহামূল্যবান শিক্ষার আলোকবর্তিকা, তাও এক ধরনের অন্ধকার, তাই না? তুমি কাপুরুষ, আমিও তাই, একটু আগে ঠাট্টা করেই কথা বলছিলাম, কিন্তু আমার মনের একটা অংশ চাইছিলো যে তুমি যাও, যেয়ে ওই রকমই করো। ভয় করছে। জানি না, কবে থেকে মাথায় এতো ভয় বাসা বেঁধেছে। কেবল এই গত ক'সপ্তাহে আমাদের মনের এতো পরিবর্তন হতে পারে? মনে হয় না।'

'আর যখন আমার দিকে ফিরছো সাহস পেতে দেখছো আমার উপরে নির্ভর করা যায় না, তাই না মায়রা?'

'আমি জানি না।'

'কি হয়েছে আমাদের?' সাইলাসের কণ্ঠে হতাশ অসহায়তা। 'আমার চল্লিশ বছর বয়েস, আর মনে হচ্ছে আমি ফুরিয়ে গেছি। আগে আমি শিশুর মতো ঘুমোতাম, এখন সারা রাত জেগে থাকি। ভাবি, আর ক'দিনই বা বাঁচবো, আর মৃত্যুচিন্তায় আমার বুক শিউরে ওঠে। আমার ভীষণ ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে মায়রা।'

মায়রা কোনো উত্তর দিলেন না। আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। আগুনের আলো খেলা করছিলো তাঁর মুখে, তাঁর সুগঠিত, পরিপুর্ণ নারীদেহে। সাইলাসের মনে হলো, মায়রা যতোটা সজীব, তিনি ততোটাই বিশুষ্ক, নীরস।

'আমাকে বিয়ে করেছো বলে তোমার আফসোস হয় না, মায়রা?' প্রশ্ন করেন সাইলাস।

'কখনো কখনো'।

মায়রা আকুল হয়ে চাইছিলেন সাইলাস রেগে যান, চঞ্চল হয়ে উঠুন আবেগে, উত্তেজনায় উদ্দাম হয়ে উঠুন। কিন্তু মায়রা এও জানেন, তা কখনোই হবে না।

'কোনো দিনই তোমার আশা পূরণ করতে পারলাম না, তাই না? না খুব পয়সা, না খুব দারিদ্র। না হিরো, না ভিলেন—'

'সাই, এবার ঘুমোতে চলো,' মায়রা বলে ওঠেন তিক্ত কণ্ঠে।

* * *

"দ্য টাইমস" লিখেছে: 'লম্বা, চোখে চালশে, ঢিলে হাত পা ভদ্রলোক যেন কোনো ব্যঙ্গ চিত্রের অধ্যাপক চরিত্র। অধ্যাপক সাইলাস টিমবারম্যানের সাথে নাশকতামূলক কাজকর্মের সম্পর্কের কথা চিন্তা করাও কঠিন।'

সকালে ঘুম ভাঙলো যখন, ঝিরঝির করে হিমেল বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে

জলের ছাঁট আছড়ে পড়ছে জানলার কাঁচে দমকা বাতাসে। 'বাঁচা গেল, সভা হতে পারবে না,' মনে মনে ভাবলেন সাইলাস। কিন্তু যখন বেরোলেন বাড়ি থেকে, বৃষ্টি থেমে গেছে। মাথার উপরে ধূসর, ঠাণ্ডা, ঝোড়ো আকাশ। "দ্য ট্রিবিউন" খুব বেশী না হলেও একটু চিন্তিত: 'অ্যামেরিকাতে এ ধরনের খ্যাপামি নতুন কিছু নয়, এই যা ভরসা। তামাশার মতো ওষুধ হয় না। আর এও মনে রাখতে হবে যে এ ধরনের কাণ্ড নাশকতামূলক কাজ রোখার জরুরী ও আশু দায়িত্ব পালনের পথে বাধারই সৃষ্টি করবে।' সুসান অ্যালেনের সাথে দেখা হলো। 'কি চমৎকার আবহাওয়া তাই না?' সুসান উল্লসিত। 'বুনো বাতাসে মনটা উড়ে যেতে চাইছে-না? এমন দিনে মনে হয় গাংচিল হয়ে জন্মালে কি চমৎকার হতো!'

'বব আর তুমি সভায় আসছো তো?'

'অবশ্যই। কমিউনিজমকে যতোই ঘেন্না করি না কেন, সাইলাস, বেচারী অধ্যাপক আমস্টারডামের কথা মনে হলে এতো রাগ হচ্ছে! এতদিন পড়িয়েছেন ভদ্রলোক —অসহ্য। প্রতিবাদ করা খুব দরকার।'

"দ্য সেন্ট লুই পোস্ট" একটু গম্ভীর: 'আমরা মনে করি মার্ক টোয়েনের রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। ক্লেমিংটনের কর্তৃপক্ষের সাহিত্য বিচারের সাথে একমত হই বা না হই, "কালক্রামে"র সম্পাদক অ্যালভিন মর্সের অপসারন আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। ছাত্রদের পত্রিকার জগতে "কালক্রাম" একটি সম্মানিত নাম। বহু খ্যাতনামা পত্রকারের ওখানে হাতেখড়ি। মর্স হয়তো সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালনে দিশা ঠিক রাখতে পারে নি, কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বার্থে তাকে বহাল রাখাই উচিত ছিল। সকলেরই ভুল করার অধিকার আছে। নিজের ভুলের মাশুল সে তো নিজে দেবেই।'

অফিসে লরেনস ক্যাপলীন বললেন, সাইলাসের মুখ শুকনো লাগছে। 'ঝগড়া করেছি মায়রার সাথে।' অপরের সামনে এ ধরনের পারিবারিক কথা টিমবারম্যানরা এড়িয়েই চলেন, কিন্তু আজ মন বড় অশান্ত। 'যতো দিন যাচ্ছে ততোই যেন ও আমার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে।' 'আমরা সকলেই আমাদের স্ত্রীদের আর বুঝতে পারছি না—ওরাও আমাদের বুঝছে না। কথাটা নেহাত একটা আপ্তবাক্য নয়। সবখানের মতো এখানেও যা আমরা দিই তাই আমরা ফেরত পাই। আজ তোমার বক্তৃতা শুনতে যাবো। আশা করি সভায় যথেষ্ট লোক-আসবে।'

শিকাগোর একটি বড়ো আঞ্চলিক পত্রিকা আনন্দ প্রকাশ করেছে: 'একথা ভাবলে আনন্দ হচ্ছে যে ক্লেমিংটনের প্রেসিডেণ্ট অ্যানথনি সি ক্যাবট অত্যন্ত দ্রুত

একটি বিশৃঙ্খলাসঙ্কারক ঘটনাকে আয়ত্তে এনে ফেলেছেন। নতুন সম্পাদকের নিয়ন্ত্রনে প্রকাশিত "কালক্রামে"র প্রথম সংখ্যাতেই তিনি দ্ব্যর্থ্যহীন ভাষায় বলেছেন যে সমস্ত শিক্ষকের কাছে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন আনুগত্যের শপথ নিতে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আনুগত্যের শপথ নেওয়া উচিত এবং বলা উচিত যে তাঁরা কেউ কোনো দেশদ্রোহী দলের সভ্য হবেন না, একথা আমরা দীর্ঘ দিন ধরেই বলে আসছি। এই শপথ নেওয়া এবং শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা কোনোক্রমেই পরস্পর বিরোধী নয়। যারা এরকম নির্দোষ শপথ নিতে এবং পরিষ্কার কথা বলতে চায় না, সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের কোনো অধিকার তাদের নেই।'

বারান্দায় এড লাণ্ডফেস্টের সাথে মুখোমুখি সাক্ষাত। দু'জনে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত দেখলেন পরস্পরকে। সভ্যতার খাতিরে সম্ভাষণ বিনিময় প্রয়োজন। সাইলাস বললেন, 'সুপ্রভাত, এড।'

লাণ্ডফেস্ট কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন একটু মাথা ঝাঁকিয়ে।

এই প্রথম সে দিন হেসে উঠলেন সাইলাস টিম্বারম্যান।

পূর্বাঞ্চলের পত্রিকা "দ্য মিরর" স্পষ্টবাদীতার পরাকাষ্ঠা দেখালো : 'কোনোখানেই আমরা "কমি"দের বরদাস্ত করতে পারি না, স্কুলে কলেজে তো নয়ই। "কমি"দের কাছ থেকে কোনো শিশুর কিছু শেখার নেই। আমাদের শিক্ষায়তনগুলো থেকে যতো শীঘ্র লাথি মেরে এদের বের করে দেওয়া যায় ততোই ভালো। তাতে দু'এক জন দয়াবানের প্রাণ কাঁদলে কাঁদুক। আর মার্ক টোয়েন? এসবে ওঁর আসন আদৌ টলবে বলে মনে হয় না।'

এরকম সোজা কথা ইদানিং সাইলাস প্রায়ই পড়ছেন। তাঁর কাছে নতুন এক ধরনের চিঠি আসতে শুরু করেছে ক'দিন ধরে। চিঠিগুলো খিস্তিতে ভর্তি। এ সব চিঠির কিছু আসে ইনডিয়ানাপোলিস থেকে এবং ভয় দেখিয়ে বলে, অ্যামেরিকান লিজিয়নের জাতীয় কেন্দ্র খুব দূরে নয় কিন্তু। কিছু আসে ক্লেমিংটন শহর থেকেই। সবক'টা চিঠিই বেনামী। সাইলাস অনেকবার ভেবেছেন কি ধরনের মনোবৃত্তি থাকলে এমন চিঠি লেখা যায় মানুষের কি ধরনের মানসিক অসুস্থতা এসব চিঠি লিখে চরিতার্থ হয়। ইনডিয়ানাপোলিস থেকে আসা একটা চিঠিতে লেখা ছিল :

'কি শেখাচ্ছিস তুই এখানে। নোংরা "কমি", চলে যা তোর দেশ রাশিয়াতে।

নাহলে খাঁটি অ্যামেরিকান কায়দায় তোকে মজা দেখাবো। দেখাবো জঘন্য "কমি"দের নিয়ে আমরা কি করি। যে মাগী তোর বউ তাকেও ছাড়বো না।'

মায়রাকে এসব চিঠি তিনি দেখান নি। ব্রেডিকেও না। ঘৃণায় শিউরে উঠে চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলেছেন।

দু'টোর সময়ে হুইটিয়ার হল থেকে বেরিয়ে দেখলেন, মায়রা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। খানিকটা অবাকই হলেন সাইলাস। মায়রা হাসলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে। ফিরে হাসলেন সাইলাস। সেই মুহূর্তে নিজেকে আবার যুবক মনে হলো, আবার সেই প্রথম প্রেমের দিনগুলো যেন ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলো দু'জনের মন।

'ভাবলাম তোমার একজন সঙ্গী দরকার,' মায়রা বললেন।

'তাই?'

'হ্যাঁ গো! বক্তৃতা ঠিক হলো? লিখলে কিছু?'

'না। সে যা বলার ঠিক বলে দেবো। শুরু করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এসেছো, খুব ভালো লাগছে।'

হাত ধরাধরি করে চললেন দু'জনে। বৃষ্টি নেই, কিন্তু ঠাণ্ডা খুব, হাওয়াতেও বেশ জোর। রাস্তা আর মাঠ ঝরা পাতায় ভরে গেছে। ভিজে ঘাসের কার্পেটের উপরে সরসর করে ছুটে যাচ্ছে সদ্য পড়া পাতাগুলো। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে অল্প অল্প করে ছাত্রদের ভীড় জমছে ইউনিয়ন প্লাজার সামনে গৃহযুদ্ধের স্মারক স্তম্ভের পাদদেশে। আবার বহু ছেলেমেয়ে এদিক ওদিক আপন মনে চলেও যাচ্ছে, সভায় এরা যাবে না। সাইলাস বুঝলেন, তাঁর জীবনের এই গভীর সংকটের মুহূর্তে তাঁর চারপাশে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। সারা দেশেই কি এমনি চলে সব সময়ে, যে যার আপন আপন অকিঞ্চিৎকর যন্ত্রণায় নিঃসঙ্গ?

তার পরেই মনে পড়লো, কয়েক সপ্তাহ আগেও তিনিও এমনি ছিলেন, বিশ্বাস করতেন, সকলের উচিত নিজের চরকায় নিজে তেল দেওয়া।

তাঁর মুখে দুঃখের ছায়া দেখে চমকে উঠলেন মায়রা।

'সাইলাস!'

'ও কিছু নয়,' বলে হাসলেন সাইলাস। আনন্দের হাসি। আজকাল এই টানা পোড়েনের দিনে তাঁর মন ঘন ঘন পাল্টায়, দুঃখ আর আনন্দ একে অন্যকে অনুসরণ করে অতি দ্রুত।

'কেমন লাগছে?' মায়রা জিজ্ঞাসা করেন।

'বলবো? মনে হচ্ছে এইমাত্র আমাদের প্রথম দেখা হয়েছে, তোমাকে ভালোবেসে

ফেলেছি, আর ভয় পাচ্ছি। তুমি যদি আমাকে ফিরে না ভালোবাসো!'

'সাই, কতো দিন পরে এমন সুন্দর করে কথা বললে তুমি।' তবু মায়রার চোখ থেকে দুঃশ্চিন্তা গেল না। 'কাল রাত্রের জন্যে দুঃখিত! আমাকে নিয়ে ভেবো না, সাই। ভেবেছো তোমার পাশে থাকবো না? ঠিক থাকবো. দেখে নিও।'

ক্যামপাস পেরিয়ে হাতে হাত রেখে দু'জন চললেন। শীতল ঝোড়ো হাওয়া আরও উদ্দাম হয়ে উঠছে।

'এতো ঝড়ে সভাটা কেমন হবে কে জানে?' বলেন মায়রা।

'কে জানে!' উত্তর দেন সাইলাস। সত্যিই তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না, বোঝেন না। একটা মেঠো প্রতিবাদ সভা কি কাজে লাগবে? কিন্তু একথা তো ঠিক যে এ এমন একটা জগত যেখানে কোনো কিছুই সহজে হয় না. প্রতিটি পদে লড়াই করতে হয়, যেখানে মানুষ কাঁধে কাঁধ মেলায় বারে বারে কেননা সংখ্যার শক্তি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের একত্রিত শূন্য হাত আর ক্রুদ্ধ কণ্ঠই হয়ে ওঠে সংগ্রামের হাতিয়ার। ছাত্র আর শিক্ষকদের জমায়েতের দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎ মায়রায় মনটা ডানা মেললো। আকাশ আর বাতাসের বাঁধনহারা বন্য উল্লাস তাঁকে যেন সাথী করে নিলো, ভরে তুললো যৌবন আর শক্তি তার গর্বে। কি এক সুখে শিহরিত হয়ে সাইলাসের হাত চেপে ধরে তাঁর খুব কাছে সরে এলেন মায়রা। আর সাইলাসের মন ঝটিতি ফিরে গেল তাঁর কৈশোরে। এক পলকে স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো তাঁদের সেই ছোট্ট ভাঙাচোরা বাড়িটার ছবি। অল্প দূরে কাঠচেরাইএর কল, যেখানে তাঁর বাবা কাজ করতেন। সরে সরে যেতে লাগলো ছবির পর ছবি। কারখানার পর কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বদলাতে হচ্ছে বাড়ি। বনের পর বন কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে, জমির উর্বরতা যাচ্ছে ক্ষয়ে। তারই সাথে সাথে বাবার শ্রান্ত ক্লান্ত ন্যুব্জ দেহ, পরিশ্রমে ক্লিষ্ট, দারিদ্র্যে নিঃসহায়। একমাত্র আশা, একমাত্র গর্বের জায়গা ছেলে, যে বাঁচবে তার শিক্ষা আর জ্ঞানের সম্পদের আশ্রয়ে, যাকে হাড় ভাঙা কায়িক শ্রমে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলতে হবে না...

* * *

গৃহযুদ্ধের স্মারক স্তম্ভের পাথরের বেদীর উপরে উঠে দাঁড়িয়ে সাইলাস দেখলেন, কি বলবেন তা তাঁর মনে সাজানো হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত আগেও তাঁর সচেতন মন জানতো না যে বক্তব্য তাঁর তৈরী হয়েই আছে। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে, প্রায় এক হাজার শ্রোতার উৎকর্ণ মনোযোগের মুখোমুখি হয়ে, প্রথমে বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন তিনি। হাতের চেটো ঘেমে উঠলো, কেঁপে উঠলো মন। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই সুস্থির হলেন সাইলাস। দীর্ঘকায়, শান্ত স্বভাব মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রস্তরমূর্তির পাদদেশে, পিছনে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আকাশের পটভূমি। মায়রা আর অন্যান্য সভাস্থ মানুষের সামনে একটি নাটকীয় চেহারা। মুখ খোলার আগেই বিবেকহীন এই যুক্তিহীনতার যুগে তাঁকে শুভবুদ্ধি আর নিরপেক্ষ যুক্তিমনস্কতার প্রতীক বলে মনে হচ্ছিলো। কিন্তু নিজের মনের গভীরে চিন্তার অস্বচ্ছতা আর দ্বিধাকে জয় করার চেষ্টায় ব্যস্ত সাইলাস কেবল ভাবছিলেন, অতীত নিয়ে চিন্তা করা বৃথা, ভবিষ্যতের কথা বলাই শ্রেয়, যদিও সে ভবিষ্যত এখনো অপরিস্ফুট।

ধীরে ধীরে তিনি বলতে শুরু করলেন। প্রাথমিক জড়তা কাটিতে তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমশ দৃঢ়তর হয়ে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

'এই একটু আগেও আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ, একা। আমার চারপাশে কয়েকজন বন্ধু ছিলেন বরাবর ঠিকই, তবুও এই একাকীত্বের অনুভূতি থেকে কখনো আমি মুক্তি পাইনি। এখন থেকে কিন্তু আর কখনো একা হয়ে পড়তে হবে না আমাকে। জানি না এই লজ্জাকর পরিস্থিতির পরিণতি কোথায়। জানি না এই ক্যাম্পাসে এতো বড়ো, এতো উষ্ণ অন্তরঙ্গ কোনো সভা আর কখনো হবে কিনা। কিন্তু একথা আজ স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে, যে আমাদের শত শত ছাত্রের হৃদয়ে আছে সহমর্মিতা আর কণ্ঠে আছে সেই অনুভূতিকে সোচ্চার করে তোলার ভাষা।

'কাল রাত্রে আমি ভেবেছিলাম প্রিয় বন্ধু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আমস্টারডামের কথা বলবো, যিনি বন্ধুত্ব দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষ সমর্থন করা হবে ধৃষ্টতা মাত্র। তাঁর পক্ষ নিয়ে কোনো কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। যাঁরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় তাঁদের চরিত্রের প্রশংসা করা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। পরিবর্তে আমি বলবো তার বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের অন্তরালবর্তী সেই মানসিকতার কথা যার কদর্য অশুভ ছায়া ভীতি আর আতংক ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা দেশে।

'এ এক অদ্ভুত উৎপীড়ন, যার অস্তিত্বই আমরা অনেকে স্বীকার করতে চাই না, পাছে আবার রুখে দাঁড়াতে হয়। এ অত্যাচারকে মেনে নেওয়া সহজ, কেন না আত্মসম্মান আর বুদ্ধিবিবেচনা ছাড়া আর কিছুই এই অন্যায়ের পায়ে বিসর্জন দিতে হয় না। এখন মনে হচ্ছে যুক্তিনিষ্ঠা ক্রমশ হয়ে উঠছে ঘৃণার্হ আর আত্মসম্মান সম্পর্কে আমাদের ধারনা ক্রমশই একটা প্রাগঐতিহাসিক চেহারা নিয়ে নিচ্ছে। এ কথাগুলো আমি বলছি গভীর নম্রতাসহকারে, কারণ মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও উৎপীড়নের চেহারা আমার কাছে পরিষ্কার ছিলো না। কি করে আমার পরিচয় হয়েছে এর সাথে তার খানিকটা আপনারা জানেন। এই মুহূর্তে, বলতে লজ্জাই করছে, সারা পৃথিবী তা জেনে গেছে।

'আজ একজন জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপক বরখাস্ত হয়েছেন। আমি জানি, মানুষের উপরে মানুষ অতি নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতে সুপটু। কাজেই একজন শিক্ষককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা এবং জনসমক্ষে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাটা এমন কিছু খুব একটা বড়ো শাস্তি হয়তো নয়। কিন্তু শিক্ষকটির কাছে এই শাস্তির অর্থ কি একবার ভেবে দেখুন। তাঁর অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, যা অন্যদের সাথে তিনি ভাগ করে নেন শিক্ষাদানের মাধ্যমে, যা তাঁর জীবনকে অর্থবহ করে তোলে, করে তোলে সার্থক। একথা ভাবাও বোকামি হবে যে অবাঞ্ছিত রাজনীতি আর নৈতিক অবনতির অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষক অন্য কোথাও শিক্ষকতা করতে পারবেন। কখনোই পারবেন না। কি করবেন তাহলে? ইচ্ছে করলে তিনি ধ্রুপদী সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে পারেন—যদি তাঁর আর্থিক সঙ্গতির অভাব না থাকে। ক'জন শিক্ষকের তেমন সঙ্গতি আছে তা ভালো করেই জানেন আপনারা। চাকরী খুঁজতে বেরোতে হবে তাঁকে, যদি কেউ দয়া করে কোথাও, সেই আশায়।

'আমি এসব কথা জেনেছি কেবল সম্প্রতি। দু'টো যন্ত্রনাকাতর সপ্তাহ ধরে। জেনেছি এমন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন অ্যামেরিকার যে কোনো শিক্ষক। আমরা ভীতির জগতে বাস করি, কাজ করি ভীতির কুয়াশায় আবৃত হয়ে। আমাদের অনেকেই কেবল চেঁচাই, ভয় নেই, ভয় কিসের? কিন্তু যে রক্ষাকবচকে আমরা দুর্ভেদ্য বলে ভাবি তা কেবল কাগজের আবরন মাত্র। -হিটলারের জার্মানীতে যা আমরা দেখেছি—'

ঠিক এই সময়ে কে যেন চিৎকার করে বাধা দিলো,

'আর রাশিয়ায় কি হচ্ছে তাহলে ?'

সাইলাস থেমে গেলেন। বাধা পেয়ে তাঁর বক্তব্যের খেই হারিয়ে ফেললেন তিনি। শরীরটা কাঠ হয়ে গেল যেন। সব কথা মন থেকে একেবারে উধাও। খুব ধীরে ধীরে সম্বিত ফিরলো, আলগা হলো মাংসপেশী।

'সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে কিছুই জানিনা আমি। অ্যামেরিকা সম্পর্কেই বা কতটুকু জানি, কিছুই না প্রায়—'

পরে মায়রা বললেন সাইলাসকে, তিনি খুব সুন্দর বলেছেন, স্পষ্ট কথা, সোজা-সুজি, সব ভালো বক্তৃতার মতোই নাতিদীর্ঘ। কিন্তু নিজে সাইলাস কিছুতেই তা মানতে পারছিলেন না। মনে হচ্ছিলো তাঁর বক্তব্য মোটেই দাঁড়ায় নি। আইক আমস্টারডামের পুনর্নিয়োগের কথা বলা হয় নি, অ্যালভিন মর্স প্রসঙ্গে কিছু বলা হলো না।

ওর কথা ভাবতেই যেন ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এলো মর্স। সাথে হার্টম্যান স্পেনসার আর অন্য দুটি ছাত্র।

'আপনাকে ধন্যবাদ। অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন আপনি।'

মর্স যে এতো রোগা, এতো পাংশুবর্ণ তা মনে ছিলো না সাইলাসের। চেহারা একেবারেই সাধারণ, চোখেই পড়ে না। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ওর চোখদুটো জলছে। সমস্ত শরীরে টান টান ছাপ। তখনই মনে হয়, এর বন্ধুত্ব, এর সঙ্গ খুবই কাম্য। সেদিন দেখেছেন লেনক্সকে, আজ দেখলেন মর্সকে। ছাত্রদের তো কখনো এমন করে দেখেন নি সাইলাস। মুখোমুখি, পাণ্ডিত্যের আগলের বাইরে এসে। সাইলাস বলতে গেলেন কেন তার কথা, "কালক্রামে"র কথা বলা হলো না, মর্স অধৈর্য মাথা নাড়লো।

'সেটা কোনো কথা নয়, স্যার। আপনি যা বলেছেন সেটাই আসল কথা। আমি ঠিক আছি, কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে আসছে আপনার।'

রবিবার : ১২ই নভেম্বর, ১৯৫০

সমন

এক সপ্তাহের কিছু বেশী হয়ে গেছে। রবিবার রাত্রে সাইলাস আর মায়রা খেতে বসেছেন,, বারদরজায় ঘণ্টা বেজে উঠলো। সেদিন ওঁদের খেতে বেশ দেরীই হয়ে গেছে। রবিবারগুলো শুরুই হয় দেরীতে। প্রাতরাশ সারতে সারতেই বেশ বেলা হয়ে যায়। দিনটাও কাটে ঢিমে তেতালায়। ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে খেতে বসতে দেরী হওয়ারই কথা। সপ্তাহে এই একদিনই স্বামী স্ত্রী খেতে বসেন বাচ্চাদের ছাড়া। কাজেই এই সময়টা তাঁদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। ধীরেসুস্থে খাওয়া সারতে সারতে নানান কথা হয় দু'জনের, কখনো সাংসারিক, কখনো নিছক সময় কাটানোর মতো গল্পকথা।

সেদিন খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কফিতে চুমুক দিচ্ছেন দু'জনে। প্রফুল্ল মনে সাইলাস বসে আছেন। স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে সুখী মানুষ তিনি, সবকিছুই সুন্দর লাগছে, ভালো লাগছে। ঠিক এই সময় ঘণ্টাটা বাজলো। খুব বিরক্ত হলেন সাইলাস। বলে উঠলেন,

'আচ্ছা জ্বালাতন তো! কে এলো এতো রাত্রে? কারো কি আসার কথা আছে, মায়রা?'

'জানি না তো,' বললেন মায়রা। সাইলাস উঠে দরজা খুলে দিয়ে দেখেন একজন অপরিচিত লোক দাঁড়িয়ে আছে। কোনোদিন দেখেন নি লোকটিকে সাইলাস। ভদ্র, স্মিত মুখে লোকটি জানতে চাইলো তিনিই অধ্যাপক সাইলাস টিমবারম্যান কি না।

'হ্যাঁ, আমিই টিমবারম্যান,' উত্তর দিলেন সাইলাস।

'আমি আভ্যন্তরীন ব্যয় সম্পর্কিত সেনেট কমিটির একজন অফিসার। আমি এসেছি আপনার উপরে একটি সমন জারি করতে। এই সেই সমন।' কথাটা বলতে বলতেই সাইলাসের হাতে লোকটি একটি ভাঁজ করা কাগজ ধরিয়ে দিলো।

এক মুহূর্ত সাইলাস কাগজটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না। এমন হবে তিনি জানতেন, ঘটনাস্রোত এদিকেই এগোচ্ছিলো। হৃদস্পন্দন দ্রুততর হলো, বুকের মধ্যে একটা চাপ অনুভব করলেন তিনি। গালের

উপরে একটা শিরা দপদপ করতে শুরু করলো। ভয়ের শিহরণ তাঁকে যেন বাক্যহারা করে দিলো। সময় লাগলো শান্ত হতে। সাইলাস জিজ্ঞাসা করলেন,

'সমন মানে? এটা কি বস্তু?'

'এটাকে সপিনাও বলা যেতে পারে।'

'কিসের জন্যে? কেন? আপনি নাম ভুল করেন নি তো?'

'পড়ে দেখুন না, অধ্যাপক টিমবারম্যান। উপরে তো আপনারই নাম লেখা আছে।'

মায়রাও উঠে এসেছেন। সাইলাস দরজার সামনের আলোটা জ্বেলে দিলেন।

'কি হয়েছে, সাইলাস?'

'জানি না।' সমনটা পড়লেন দুজনে। খুব কাঠখোট্টা ভাষায় তাতে বলা হয়েছে, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৫০, বুধবার, সকাল দশটার সময় সাক্ষী দিতে সাইলাসকে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংক্রান্ত সেনেট কমিটির সামনে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। হাজির না হলে কংগ্রেসের অবমাননার দায়ে পড়তে হবে। লেখা আছে এটুকুই। লেখার সংক্ষিপ্ত আকার এবং বাহুল্যবর্জিত নীরস ভাষা পড়ে সাইলাস খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। মায়রাকে হাত ধরে সাহস দিয়ে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন,

'অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংক্রান্ত সেনেট কমিটি আবার কি বস্তু? আমার কাছে কি দরকার তাদের?'

'আমি তো সমন লিখি না, অধ্যাপক টিমবারম্যান, আমার কাজ কেবল সমন জারি করা। শুভসন্ধ্যা।' অতি ভদ্রতার সাথে কথাটি বলে লোকটি তার অপেক্ষমান গাড়িটির দিকে হাঁটা দিল।

রান্নাঘরে ফিরে এসে বসলেন সাইলাস এবং মায়রা। যন্ত্রের মতো। কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সরিয়ে রেখে টাটকা কফি ঢাললেন মায়রা।

'আমি তো কিছুই বুঝছি না,' মায়রা বললেন।

'অভ্যন্তরীণ ব্যয়? সেনেট কমিটি?'

'তুমি কি বলবে ওদের?'

'কিছুই বুঝছি না। এক যদি এই হতচ্ছাড়া পাগলামিটা সংক্রান্ত কিছু হয়।'

'কিন্তু অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের সাথে তার কি সম্পর্ক?'

'এইটাই সেনেটর ব্র্যানিগানের কমিটি না?'

'জানি না তো। এমনিতে ভয়ঙ্কর কিছু মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা, তবে আবার, আর এক দিক থেকে ভয়ও লাগছে। ভেবেছিলাম, আর কিছুতে ভয় পাবোনা। তুমিও

আমার মতোই ঘাবড়ে গেছো, সাই ?'

'আরো বেশী ঘাবড়েছি।'

'কি করবে এখন ?'

'মনে হয় আইক আমস্টারডামের সাথে একবার কথা বলা উচিত। ফোন করি একটা,' সাইলাস বললেন।

'কফিটা খেয়ে নাও আগে।'

* * *

ফোনে সাইলাসের গলা চেনার সাথে সাথে হাসতে শুরু করলেন আইক আমস্টারডাম। 'স্বাগতম, সাইলাস, এসো, দলে এসো।'

'কিসের দল, আইক ? ইয়ার্কি করোনা। আমি আর মায়রা ভীষণ চিন্তায় পড়েছি। এই একটু আগে একটা লোক এসে একটা সমন ধরিয়ে দিয়ে গেল সেনেট কমিটির থেকে—কি যেন ব্যয়সংক্রান্ত ব্যাপার।'

'অভ্যন্তরীণ ব্যয়। সাতটার সময় আমি সমন পেয়েছি। হার্ট স্পেনসার পেয়েছে। একটু আগে ব্রেডি জানালো সেও পেয়েছে। ক্যাপলীনকে নিয়ে ফেডারম্যান এখানে আসছে। তালিকায় শুনলাম এডনা ক্রফোর্ডের নাম এক নম্বর ছিল।'

'আইক, এসবের মানে কি ?'

'এখন যে কদাকার নোংরা তদন্তগুলো চলছে তার সংখ্যা আরেকটা বাড়তে যাচ্ছে আর কি। এবারে বাছাই হয়েছে ক্লেমিংটন। সম্মান বাড়তে যাচ্ছে আমাদের। সাইলাস, আমার মনে হয় তোমারো এখানে চলে আসা উচিত। সবাই আসছে। আমি ম্যাকঅ্যালিস্টারকে পেয়েছি! ইনডিয়ানাপোলিসে ওকালতি করে, সব দিক থেকে খুব ভালো লোক। ও আসবে বলেছে আজ। অতো দূর থেকে গাড়িতে আসবে, বলেছে একটু দেরী হতে পারে। তোমার সমনটাতে তারিখ আর সময় কি দিয়েছে ?'

'সকাল দশটা, বুধবার।'

'আমাদেরো তাই। সময় বেশী নেই। মানে, পরশু দিনই আমাদের রওনা হতে হবে।'

'রওনা হতে হবে কোথায় ?'

'ওয়াশিংটন।'

'যাই বলো তোমরা,' সাইলাসের গলায় বিরক্তি, 'আমি ওয়াশিংটন বা অন্য কোথাও যাবো কি না এখনো ঠিক করি নি।'

'ফোনে এ নিয়ে তর্ক করো না, সাই। এখানে এসো।'

রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে সাইলাস মায়রাকে জানালেন, আইক তাঁকে যেতে বলছেন।

'আমার মনে হয় তোমার যাওয়া দরকার,' মায়রা সায় দেন।

'কেন? কিসের জন্যে? আরো ছ'জনকে এরকম সমন দিয়েছে। আমার পুরো ব্যাপারটাই জঘন্য লাগছে। আমি এসবের মধ্যে জড়াতে চাই না।'

খুব ধৈর্য্য সহকারে মায়রা বললেন, 'সাই, মাথা গরম করো না। তুমি ইতিমধ্যেই জড়িয়ে গেছো।'

'কিসে, কিসে জড়িয়ে গেছি?'

'চেঁচাচ্ছো কেন?' মায়রা উঠে সাইলাসের চেয়ারের পিছনে এসে তাঁর কাঁধ জড়িয়ে ধরলেন। 'সাই, লক্ষীটি, যতোবার এধরনের কিছু হবে ততোবার কি আমরা পরস্পরকে দাঁত খিঁচোবো?' তুমি তো জানো আমি কি ভাবি। আমারো একই রকম লাগছে। আমরা যে কাপুরুষ এমন নয়, শুধু, এরকম কোনো কিছুর জন্যে কখনো প্রস্তুত ছিলাম না আমরা। আমরা এ নিয়ে কখনো ভাবিই নি। কি হচ্ছে বুঝতে পারছো না, সাই?'

বোবার মতো মাথা নাড়ালেন সাইলাস। টেবিলে মাথা রেখে কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো তাঁর। বারে বারে কঠিন ফাঁদে অথবা ঘোরতর বিপদে পড়লে একটা বাচ্চা ছেলে যেমন বিচলিত হয়ে পড়ে, সাইলাসের ঠিক তেমনি লাগছিলো।

খুব নরম গলায় মায়রা বললেন, খুব আস্তে আস্তে, 'শোনো, সাই। তোমাকে আমি পৃথিবীর অন্য সকলের চাইতে বেশী ভালো করে চিনি। তুমি নিজেকে যতোটা চেনো, তার চেয়েও বেশী চিনি। কতগুলো দিক থেকে। তুমি কিসে কিসে বিশ্বাস করো আমি জানি—কিছু সহজ সরল ধারনায়, কিছু সুন্দর ভালো জিনিসে। কখনো কখনো রাগ হয়েছে আমার। ভেবেছি, "কি আমার সততার পরাকাষ্ঠা এলেন রে।" এক এক সময় খুব চেয়েছি তুমি ক্ষেপে যাও, আমাকে গালাগাল করো, চেঁচাও, মারো আমাকে, যা হোক করো—কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি ভীষণ গর্বিত তোমাকে নিয়ে, তুমি যেমন তাতেই আমি খুব খুশী। তোমার বিশ্বাসগুলো আমাকে খুবই খুশী করেছে বরাবর। সে সব বিশ্বাসের জগতটা সত্যি নয়, তবুও। জগতটা কেবল তোমার স্বপ্নের জগত, তবুও। তুমি তো বিশ্বাস করো মানুষ মূলত ভালো, আমরা সাম্য আর গণতন্ত্রের পীঠভূমিতে বাস করি, যেখানে ন্যায় সব সময়েই অন্যায়কে

পরাজিত করে, যেখানে বসুন্ধরা কেবল বীরভোগ্যা নয়, যেখানে সকলেই ন্যায় বিচার পেয়ে থাকে। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সৎ মানুষরা শেখান সত্য কথা। মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে ভাবি, যে তুমি কঠোর পরিশ্রম করে প্রচণ্ড দারিদ্র্য থেকে উঠে এসেছো, সেই তুমি এই বিশ্বাসে কি করে স্থির আছো। আমি তো পারিনি। আমি তো জন্মেইছি রূপোর চামচ মুখে নিয়ে! অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কি আছে! হয়তো গরীব ছিলে বলেই একথা বিশ্বাস করতে পারো তুমি। বিশ্বাস না রাখলে হয়তো এগোতেই পারতে না। আর আজ, সেই বিশ্বাসের জগতটা ভেঙে যাচ্ছে। আমার পক্ষে কিছু না। আমি জ্ঞান হওয়া থেকেই গা থেকে নোংরা পরিষ্কার করে আসছি। ছেলেবেলা থেকে দেখেছি বাবাকে মিথ্যা কথা বলতে, লোক ঠকাতে আর জোচ্চুরি করতে। সেই থেকে জেনেছি টাকাই পরম ধর্ম। বাবাকে দেখেছি, জোড়াতালি দিয়ে এমন বাড়ি বিক্রি করছেন যার ছাতভর্তি ফুটো, যার জলের কল কাজ করে না, পায়খানায় নোংরা সরে না। সেই বাড়ি বেচতে বেচতে অম্লান বদনে বাবা বলছেন, ছাতটা একদম নতুন, কল পায়খানা সবচেয়ে ভালো জিনিস দিয়ে তৈরী। আর বলছেন কাদের? যারা এদেশে সদ্য এসেছে, ভালো করে ইংরেজীও বোঝে না। আমি আমার প্রথম শ্যামপেন খেয়েছিলাম কবে জানো? বাবা, শহরের মেয়র, আর স্থানীয় ব্যাংকের মালিক টম র্যানডল্‌ফ মিলে তিরিশ হাজার ডলার ঘুষ দিয়েছিলো রাজ্যের গভর্নর আর তিনজন আইন সভার সদস্যকে, যাতে ওই যেখানে রিজার্ভয়ার তৈরী হবে সেই জলা জমির অনেকটা কিনে নিতে পারেন। পরে সেই জমি সরকারকে বেচে ওদের তিনজনের মাথাপিছু পাঁচ লাখ ডলার লাভ হয়। সেই উপলক্ষে বিজয় উৎসবের পার্টিতে আমার হাতে উঠেছিলো শ্যামপেনের গ্লাস। সেই থেকে আমার বাবার বড়লোক হওয়া শুরু। অন্য কিছু জানি বা না জানি, আমার বাবা মা আর তাদের বন্ধুদের চরিত্র আমি ভালো করেই জানতাম। কিন্তু এসব তোমাকে জানতে হয়নি, আর, যখন জেনেছো তখন সত্যি বলে মানতে চাওনি। এখন বুঝতে পারছো না কেন, তুমি যা বিশ্বাস করো তার জন্যে মূল্য তোমাকে দিতেই হবে। সব কিছুরই দাম দিতে হয়, সাই, প্রিয়তম, সব কিছুর। ভদ্রতাসভ্যতা, সততা, সারল্য, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার—কেমন স্বচ্ছন্দে এসব শব্দ আমরা বলে যাই। জীবনে প্রয়োগ করতে গেলেই এসবের জন্যে দাম দিতে হবে বৈ কি। এই হলো কথা, সাই। আজ তুমি এসব আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছো। তার মাশুল নিতে আসবে না প্রতিপক্ষ? একথা বুঝতে চেষ্টা করো, তোমাকে বুঝতেই হবে, সাই।'

'চেষ্টা তো করছি,' সাইলাস বলে ওঠেন ক্লিষ্ট কণ্ঠে।

'কিন্তু যদি ভাবো তুমি কিছুই করোনি, এমনি এরকম হচ্ছে, তাহলে চলবে না। তাহলে কিন্তু পাগল হয়ে যাবে তুমি। কোনটা সত্যি সেটা খুঁজতে থাকো। তোমার জায়গায় তুমি স্থির থাকো। তুমি সাচ্চা থাকো। উচিত মনে হয়েছিলো বলে তুমি একটা আবেদনে সই করেছিলে। অ্যানথনি ক্যাবট যখন জিজ্ঞাসা করলো আবেদনটা কে তোমাকে দিয়েছিলো সই করতে, তখন নামটা বলে দিয়ে গুপ্তচরের কাজ করতে তুমি অস্বীকার করলে। যখন তোমাকে একটা বিশেষ জিনিস পড়াতে বারণ করা হলো, তুমি নিজের কাছে এবং অন্যের কাছে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিলে না। তুমি একটা প্রতিবাদ সভায় অংশ নিলে। তুমি লাণ্ডফেস্টের বিরুদ্ধে গেলে। তুমি আইক আমস্টারডামের পাশে দাঁড়ালে। আজকের যুগে এগুলো অপরাধ, সাই, শাস্তি-যোগ্য অপরাধ।'

উঠে দাঁড়িয়ে সাইলাস মায়রার মুখোমুখি হলেন। আজ মায়রা তাঁর জীবনে এক বিরাট নতুন ঘটনা ঘটালেন। যা সাইলাস কোনোদিন করেন নি তাই করলেন তিনি আজ মায়রার অনুপ্রেরণায়। সাইলাস এই প্রথম তাঁর নিজস্বতাকে চিনতে পারলেন, আর অন্তত এখনকার মতো অনুভব করলেন, সেই নিজস্বতায় তৃপ্তি আছে। তবু মায়রাকে প্রশ্ন করতেই হলো তাঁর, মনের হাজারটা সন্দেহকে চিরতরে দূর করার জন্যে। 'আর তুমি? তুমি কি মনে করো? কতোটা পাশে আছো আমার?'

'তোমাকে নিয়ে আমার কোনো খেদ নেই, সাইলাস। সত্যিই তোমাকে নিয়ে আজ আমি পরিপূর্ণ, আনন্দিত। তুমি কি ভয় পেয়েছিলে আমি বদলে যাবো?'

'একটু পেয়েছিলাম।'

'না, কখনোই না।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মায়রা। হাসলেন সাইলাসের দিকে মুখ তুলে। 'না সাইলাস। এই তো সবে শুরু। এখনো আমাদের অনেকটা পথ যেতে হবে, অনেকটা। সাইলাস টিমবারম্যান, আমাদের সারা জীবনটাই তো বাকি।'

* * * *

সাইলাসের মনে আছে, একবার চমৎকার একটা বসন্তের দিনে একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে দু'জন তরুণ সহকর্মীর সাথে গাড়িতে করে শিকাগো চলে গিয়েছিলেন তিনি। ওরা তাঁকে শিকাগো শহরকে ঘিরে থাকা হাইওয়ে "দ্য লুপ"-এর পাশে ছেড়ে দিয়েছিলো।

কিছু খেলে হয় ভেবে পকেটে হাত দিয়ে সাইলাস আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি পার্স ফেলে এসেছেন বাড়িতে। অর্থাৎ, কপর্দকশূন্য অবস্থায় তিনি বাড়ি থেকে বহুদূরে এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছেন, শিকাগোর মতো শহরে, যেখানে তিনি কাউকে চেনেন না। একটা পয়সা চাইবেন কি ধার করবেন এমন উপায় নেই, ভিক্ষে করা ছাড়া। সেই মুহূর্তে একটা অন্ধ ভয় তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিলো। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তিনি, মাসান্তে তাঁর রোজগার বিরাট কিছু না হলেও যথেষ্ট, সেই নিরাপদ সফল অস্তিত্ব থেকে তিনি সহসা নেমে গিয়েছিলেন দরিদ্র, ভীত, ক্ষুধার্ত, বেকার ব্রাত্যজনের মাঝখানে। পকেটে পয়সা নেই, চাকরি নেই, এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুধার জ্বালা অতীতে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু স্বচ্ছল নিরাপত্তা থেকে নিঃস্ব সহায়হীনতায় নেমে আসাটা এতো আকস্মিক ছিল যে সাইলাস ত্রাসে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। মারাত্মক কিছু ঘটেনি অবশ্য। অনেকটা পথ হাঁটার পরে একজন ট্রাক ড্রাইভার তাঁকে তুলে নিয়ে ক্লেমিংটনে পৌঁছে দেয়।

আজ অনেকটা সেই রকম অসহায় লাগছে সাইলাসের। মাঃরা যতোই যা বলুক না কেন, তিনি কিছুতেই মানতে পারছিলেন না বর্তমান ঘটনা স্রোত বইতেই থাকবে। তাঁর মনে হচ্ছিলো, এ সবই এক সময় মিটে যাবে, পকেটের সমনটা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, সেনেটর ভদ্রলোকরা যখন দেখবেন সাইলাস টিমবারম্যান দেশকে কতো ভালোবাসেন, কতো আস্থাবান তিনি দেশের সব প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে, জট খুলে গিয়ে দিনগুলো আবার চলবে যেমন চলছিলো।

আইক আমস্টারডামের বাড়ির দিকে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে এই সব সাত পাঁচ ভাবছিলেন সাইলাস। আস্তে আস্তে মনের মধ্যে ফুলে ফেঁপে উঠছিলো একটা আশার বুদ্বুদ। আইকের দরজায় গাড়ি থামতেই সেই বুদ্বুদ কোথায় মিলিয়ে গেলো।

ভবিষ্যতে এমন হবে আরো বহুবার। তাঁর জীবনের সবচেয়ে জটিল এবং পরস্পর বিরোধী ধারণায় পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতাকে বোঝার চেষ্টা করছেন সাইলাস। শিকাগোতে অর্থাভাবে বিপদে পড়াটা ছিল দুর্ঘটনা, সমাধানটাও ছিল সহজ। নিজের জায়গায় ফিরে এলেই সব আবার যে-কে সেই। এখনো তাঁর মনে হচ্ছিলো—অনেকবারই এর পরেও মনে হবে—নিশ্চয় কোনো রাস্তা আছে ফিরে যাওয়ার, আবার সেই নিরুপদ্রব দিনগুলোকে ফিরে পাওয়ার। এই চিন্তা আরো অনেক বারই সাইলাসকে আশা দেবে। সেই আশা আবার বারে বারেই বাস্তবের তাড়নায় ধূলিসাৎ হবে।

বাড়িটাতে আইক আমস্টারডাম থাকেন হু'টো কাবুলী বেড়াল আর কয়েক হাজার বই নিয়ে। একজন হাউসকীপার সকালে আসেন, বিকেলে চলে যান। চারখানা ঘরের শাদা কাঠের ফ্রেমের বাড়ি, সামনে পাথরের বারান্দা। খুব সাধারণ বাড়ি, যে কোনো মধ্যপশ্চিম শহরে এমন বাড়ি প্রচুর দেখা যায়। ক্যামপাসের ঠিক বাইরে, টিলার নিচে, ক্লেমিংটন শহরের এক কোণায় এই বাড়িটাতে আমস্টারডাম দম্পতি উঠে এসেছিলেন তাঁদের তিন ছেলেমেয়ে বিয়ে করে ক্যানসাস চলে যাবার পরে। একদা মধ্যবিত্ত এই অঞ্চলটা এখন পড়ন্ত অবস্থায়, শ্রমিকদের বাড়ি আর ছোট ছোট মেস বাড়িতে ভর্তি। তাতে আমস্টারডামরা কখনো কোনো অস্বস্তি বোধ করেন নি। আইকের স্ত্রীকে সাইলাসের মনে পড়ে। পাকা চুল ছোটোখাটো নিরীহ মহিলা, স্বামীঅন্তপ্রাণ, আইকের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে সর্বদা ব্যস্ত, কখনো স্বামীস্ত্রীর মতের অমিল কেউ দেখেনি। তাঁর মৃত্যুতে আইককে অসম্ভব ভেঙে পড়তে দেখে সাইলাস একটু অবাকই হয়েছিলেন। এক দিনে যেন বুড়িয়ে গিয়েছিলেন আইক। অনেকটা সময় নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার দুঃখের সাথে লড়াই করে প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন, বয়সটা যেন আবার কমিয়ে এনেছিলেন আইক। তাঁকে দেখে, চমকে উঠে সাইলাস সে সময় প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন তাঁকে এবং মায়রাকেও একদিন এমনি পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।

বরাবর আইক বলে এসেছেন, এই বাড়ি আর এই শহর তাঁর সব প্রয়োজন মিটিয়েছে, এখান থেকে অন্য কোথাও তিনি কখনো যাবেন না।

দরজা খুললেন এডনা ক্রফোর্ড। 'এসো সাইলাস, তুমি সপ্তম আগন্তুক, সাত পাপীর এক পাপী। এসো। যে ছেলেটা আমাকে সমনটা ধরালো, তাকে কি বলেছিলাম জানো? বলেছিলাম—বাবা, তোমার লজ্জা করছে না সমনটা আমাকে দিতে? উত্তরে বলেছিলো, আমি শুধু আমার কর্তব্য করছি। কর্তব্য! আমি বললাম, কর্তব্য না হাতি! তুমি থমাস ব্র্যানিগানের গোমস্তা ছাড়া কিছু নও।'

পুরোনো রংচটা ছোটো ছোটো কার্পেট, বহু ব্যবহারে আধভাঙ্গা সেকেলে আসবাব, ছড়ানো ছিটানো বই আর পত্র পত্রিকায় ভরা, অগোছালো বসার ঘরে ঢুকলেন সাইলাস। আইক এসে করমর্দন করলেন। ফেডারম্যান ঝকঝকে চোখে হাসলেন, সে চোখে আগামী যুদ্ধের প্রস্তুতি স্পষ্ট। ব্রেডি পাইপ টানছেন স্বভাবসিদ্ধ নির্বিকার চিন্তাশীল মুখে। স্পেনসার পিয়ানোটাতে টুংটাং করছেন। ক্যাপলীন একটা পত্রিকা ওলটাচ্ছেন, কিন্তু অক্ষরগুলো তাঁর মাথায় ঢুকছে না বোঝাই যাচ্ছে। অন্যদের

তুলনায় তিনি অনেক বেশী বিচলিত ভবিষ্যত নিয়ে। এতনা ক্রফোর্ড বীয়ার এনে দিলেন একটা। বললেন, 'চা খাবে না'কি ?

'না, এই ঠিক আছে।' হঠাৎ অনুভব করলেন সাইলাস তাঁর অস্বস্তি কেটে গেছে। হাল্কা লাগছে, এই সাথীদের সান্নিধ্যে। এখন তাঁরা একই বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ। ভালো লাগছে। মিলেমিশে লড়তে হবে। এমন অনুভূতি সাই-লাসের অভিজ্ঞতায় ছিল না কখনো। গতকাল পর্যন্ত ব্র্যানিগান তাঁর কাছে কেবল একটা তুচ্ছ নাম মাত্র ছিল। আজ সে হতে চলেছে তাঁর জীবনের অন্যতম অঙ্গ, কতো'টা গুরুত্বপূর্ণ সেটা অবশ্য এখনো অজানা।

কেন্ডারম্যান ব্রানিগানের কথা বলছিলেন।

'হার্ট ঠিকই বলেছে, ব্র্যানিগান কমিটির চেয়ারম্যান নয়। কিন্তু ওকে খাটো করে দেখো না। ওর ধান্দা শুধু চেয়ারম্যান নয়, আরো অনেক কিছু হওয়া। চেষ্টা চালাচ্ছে ও নানা ভাবে। আর সেই চেষ্টার সূত্রেই আমাদের রঙ্গমঞ্চে আনয়ন। ব্র্যানি-গানের কথা ভাবলে দেখবে ও একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি, আমেরিকার রাজনীতিতে এমন দ্রুত উত্থান কারো দেখা যায়নি এযুগে। সৈন্যদল থেকে ও সন্দেহজনক পরি-স্থিতিতে বহিষ্কৃত হয়। যুদ্ধের পরে অশ্লীল বইএর ব্যবসা শুরু করে। তার সঙ্গেই আবার কুৎসিততম ইহুদীবিদ্বেষী বইপত্রও বেচতো ও। একটা কুখ্যাত যৌন আবেদনপূর্ণ ছায়াছবির পরিবেশনার ভারও যেন কি করে যোগাড় করে। ভাবছো তো, এরকম একটা কর্মজীবন থেকে সেনেটে ঢোকা নিশ্চয় কঠিন হয়েছিলো ওর পক্ষে। আদৌ নয়। এই রকম একজন লোকেরই দরকার ছিল ওদের। ফলে ছেচল্লিশ সালে ওকে ঢোকানো হলো কংগ্রেসে, তারপর আটচল্লিশে সেনেটে। কি করে এসব হয়, এর পিছনে কি থাকে, এসব নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলতে পারে; কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, ব্র্যানিগান ওদের হতাশ করে নি। ও অভ্যন্তরীন ব্যয় সংক্রান্ত কমিটিতে ঢুকে পড়ে গায়ের জোরে আর ব্ল্যাকমেল চালিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার আসন দখল করেছে, তারপরে কমিটিটার কাজের পরিধি বাড়াতে বাড়াতে এতদূর এসেছে যে এখন ও যে কোনো ক্ষেত্রেই ইচ্ছে মতো অনুসন্ধানের থাবা বাড়াতে পারবে, সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে সরকারী অর্থ সাহায্যের ক্ষীণতম যোগ থাকলেই হলো। ক্লেমিংটনে ব্যায়ামাগার আর স্টেডিয়াম বানানোর সময় সরকারী মদত তো ছিলই। সে বাহানা কাজে লাগানো যেতেই পারে। আর কিছু না হোক, আমরা কেউ না কেউ তো আয়কর থেকেও কখনো ছাড় পাই। এটুকু সম্পর্ক থাকলেও ব্র্যানিগান ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।'

'ঠিকই বলছো তুমি,' ব্রেডি বলেন, 'তবে ও নিজে আমাদের নাম বাছাই করেছে

বলে মনে হয় না। আমার ধারণা ক্যাবট সাতটা নাম ওকে পাঠিয়েছে, চাকা ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। আর আমার মনে হয় ব্র্যানিগান ওদের হাতে সুবিধেজনক একটা যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়, বাহান্নর নির্বাচনের আগে ডেমোক্র্যাটদের নাকের ডগায় ঘোরাবার একটা ছড়ি। এটা তো জানো যে এতদিন শিক্ষা জগতে শত্রুনিধনের পবিত্র দায়িত্বটা আন-অ্যামেরিকান অ্যাকটিভিটি বিরোধী হাউস কমিটির হাতেই ছিল।'

'ক্যালিফোরনিয়া আর নিউইয়র্কই তার প্রমান,' বলে উঠলেন স্পেনসার। 'তাহলে ব্রানিগানকে নিয়ে এতো ব্যস্ত হচ্ছি কেন আমরা?'

'কারণ আমাদের লড়তে হবে এই ব্র্যানিগানের সঙ্গেই। আর ওই হাউস কমিটির চাইতে ব্র্যানিগান অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ব্র্যানিগানের লক্ষ্য অনেক উঁচুতে। পথে ও কোনো বাধা মানবে ভেবেছো? ওর কাজের কায়দা দেখিয়ে দিয়েছে—কুৎসা রটনা, গায়ের জোর, ব্ল্যাকমেল, মিথ্যা। যতো দিন যাচ্ছে মিথ্যার বহরটা বাড়ছে। ঝড়ের বেগে, একদম পরিকল্পনা মাফিক ধাক্কা দিয়ে ভাঙচুর করে এগোচ্ছে ও। দেখে-শুনে ওর পৃষ্ঠপোষকরাও ঘাবড়ে যাচ্ছে। যখন ও দেখলো ইহুদীবিদ্বেষ ঠিক কাজে দিচ্ছে না, তক্ষুনি তা বাতিল করে অন্য মতলবে ফেঁদে ও ইহুদীদের সাথে ভাব জমাতে লেগে গেল। হিটলার যে ভুল করেছিলো ব্র্যানিগান তা করবে না। ও এবার পাকড়েছে কমিউনিজমকে, তার পিঠে চড়ে ও এবার জয়যাত্রায় বেরোবে। দেশের এক নম্বর ব্যক্তি না হওয়া পর্যন্ত থামাথামি নেই।'

'বেশ, তা মানলাম,' আমস্টারডাম বলেন, 'কিন্তু ভুলো না যে আমরা এ ক'জন ওর কাছে শিকার হিসেবে খুবই ফালতু। একটা মধ্যপশ্চিম কলেজের সাতজন অজ্ঞাতকুল-শীল মাস্টার। আমাদের শায়েস্তা করে ও কি আর এমন নাম কিনতে পারবে?'

'সাইলাস এখন খুব অচেনা নাম নয় আর,' এডনা ক্রফোর্ড বলেন, 'ও আর মার্ক টোয়েন ছুনিয়াটাকে একটু নাড়িয়েছে বৈ কি এই ক'দিন আগে।'

'তাতে কি!' সাইলাস বলেন, 'এসব কথা ছ'দিনের বেশী কারো মনে থাকে না।'

'হায় রে সব ভালো মানুষের পো,' এডনা ক্রফোর্ড হেসে ফেললেন। 'ছ'জন ব্যক্তি নিজেদের আন্তোপান্ত অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে! কোনো লাভ আছে? ক্লেমিংটন নেহাৎই কেবল একটা মধ্যপশ্চিমের কলেজ নয়, দেশের বিশ্ববিত্তালয়গুলোর মধ্যে দ্বাদশ স্থানের অধিকারী এক বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। হার্ট, আইক আর জিওন, পৃথিবীর দশজন শ্রেষ্ঠ অ্যাস্ট্রো-ফিজিসিস্টদের তালিকায় আছে তোমাদের নাম। লরেনস শুনেছি চসারের আগের ইংরেজী সাহিত্যে

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পণ্ডিত। অ্যালেক কি আমরা জানি, আর, গতকালও শিকাগো ট্রিবিউন সাইলাস টিমবারম্যানকে নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছে। আর বিনয় না করে বলেই ফেলি, আমার গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের বইএর সপ্তদশ সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে ক'দিন আগেই। রাজনীতিও বুঝি না, ব্র্যানিগানকেও জানি না, তবে এটুকু বুঝছি, এ ব্যাপারটা অতো ফেলনা নয়। আইককে সাসপেণ্ড করা হয়েই গেছে, ওয়াশিংটন থেকে ফিরে আমাদের হালও একই হবে। কেন একটা বিশ্ববিদ্যালয় তার সাতজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে ইচ্ছে করে হাত ছাড়া করছে, কেনই বা সরকার এমন কাজ করছে? বুঝিয়ে বলো দেখি, ব্রেডি।'

'কারণ তাতেই লাভটা বেশী।'

'আমি এতো সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নই,' প্রায় গর্জে উঠলেন ফেডারম্যান।

'আমরা কেউই তা নই। তবে বাস্তবকে অস্বীকার করে লাভ নেই, লিওন।'

'আমার এখনো মনে হচ্ছে এটা ব্র্যানিগানের ব্যক্তিগত চক্রান্ত, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা।'

'তাও বটে, আবার সেটাই সব নয়। ব্র্যানিগান এখানে উঠতি মস্তান, কিন্তু এ কাণ্ড তো নিউ ইয়র্ক, কলাম্বিয়া আর ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই ঘটেছে। মোটে তিনটে নাম করলাম, আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। দেখো, কি কেন এসব ভেবে লাভ নেই, কি করে নিজেদের রক্ষা করা যায় সেটা ভাবো,' ব্রেডি নরম গলায় বলে চললেন। 'আমরা জানি না কেন ক্যাবট আমাদের নাম লাগালো, কি তার উদ্দেশ্য, তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকার ওদের ঘরগুলোতে কি শলাপরামর্শ চলছে, ব্র্যানিগানের নোংরা মাথায় কোন স্বপ্ন ঘুরছে—এসব অনর্থক চিন্তা করে লাভ নেই। এই মুহূর্তে আমাদের চিন্তার বিষয় আমরা নিজেরা। আমাদের পরিবারবর্গ, আমাদের বন্ধুবান্ধব, অন্যান্য শিক্ষকরা, আর, বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে, এই দেশের মানুষজন। কথাটা একটু বড়ো কথা হয়ে গেল বোধহয়, তবে শিখেছি সাইলাসের বক্তৃতা থেকেই এই সেদিন। কথাটা কিন্তু নির্জলা সত্য। আইক, তোমার উকিল মশাই কোথায় গেলেন?'

ম্যাকঅ্যালিস্টারের আসতে আসতে প্রায় রাত এগারোটা বেজে গেল। একা আসেন নি, সঙ্গে রোগামতো ক্লান্ত চেহারার একজন লোক, গম্ভীর কালো চোখ। নাম মাইক লেসলী। ইনডিয়ানাপোলিসের রেডিও আর টেলিভিসনের বিরাট কারখানা ইনটুল ওয়াকর্সের শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। ম্যাকঅ্যালিস্টারের গোলগাল হাসিখুশি চেহারা, লাল মুখ আর সহজ বন্ধুত্বপূর্ণ হাবভাব দেখলে ওকে উকিল বলে

মনে হয় না, মনে হয় একজন ব্যস্ত এবং সফল সেলসম্যান। দেরী হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করে উনি জানালেন লেসলী ওঁকে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছেন। জানতে চাইলেন, কথাবার্তার মধ্যে লেসলীর উপস্থিতিতে কারো আপত্তি আছে কি না। কেউই আপত্তি করলেন না, বলাই বাহুল্য।

আমস্টারডাম, ব্রেডি আর ফেডারম্যানের সাথে পরিচয় আগে থেকেই ছিলো। হাত ঘসতে ঘসতে, হাসি মুখে, অদ্ভুত চঞ্চল একটা ভঙ্গীতে বাকি সকলের সঙ্গে আলাপ সারলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। ওঁর হাবভাব দেখে সাইলাসের বিশ্বাস হচ্ছিলো না এই লোকটা তাঁদের আইন সংক্রান্ত কাজে কোনো সাহায্য করতে পারবে। তাঁর মুখে সেই অবিশ্বাস ফুটেই উঠছিলো। আইক ফিস ফিস করে বললেন, 'চিন্তা করো না, সাই, ও শুধু এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞদের একজন তাই নয়, অল্প ক'জন সৎ উকিলদের একজনও বটে। ফৌজদারী আদালতে দীর্ঘদিন জজ ছিল। ওর হাবভাব একটু বিচিত্র, কিন্তু উকিল হিসেবে ও এক নম্বর।'

এডনার হাত থেকে এক গ্লাস হুইস্কী নিয়ে তাতে চুমুক দিতে দিতে সমনগুলো সব খুঁটিয়ে পড়লেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। তারপর পিয়ানোর টুলটাতে গ্যাঁট হয়ে বসে একটার পর একটা তীক্ষ্ণ কাটাকাটা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন প্রত্যেককে। প্রশ্নগুলো আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো, কিন্তু একটু পরেই বোঝা গেলো প্রত্যেকটাই প্রয়োজনীয় এবং একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

'আপনারা সকলেই সকলকে চেনেন,' এক সময় বললেন ম্যাকঅ্যালিস্টার, 'জেনে রাখুন, পরস্পরকে অনেক গভীর ভাবে চিনে যাবেন এবার। আপনারা সবাই এতে জড়িত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই এক থাকবেন তো?'

প্রত্যেকের কাছ থেকে আলাদা আলাদা করে এ প্রশ্নের উত্তর নিলেন তিনি।

'বেশ। অতি উত্তম। এই চাই। এবার বলুন, সাতজন ছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কেউ পেয়েছেন সমন?'

ব্রেডি উত্তর দিলেন, 'যতোদূর জানি, না। এখানে শিক্ষক সংখ্যা তো কম নয়, সকলের কথা বলা মুশকিল। তবে পেলে এতোক্ষণে নিশ্চয় জানতে পারতাম।'

'হয়তো জানতে যাতে না পারেন তার চেষ্টাই হচ্ছে।'

'মানে?'

'পরে বলবো। আর একটু হুইস্কী দেবেন, মিস ক্রফোর্ড। বকবক আর বকবক! আমার কাজটাই যাচ্ছেতাই।' গ্লাসটা ভরে নিয়ে বললেন, 'আপনারা তো সবাই

বন্ধু, সবাই উদারপন্থী। বলা চলে আপনারা সকলে একটা গোষ্ঠীতে মিলেছেন, আপনারা একই দলে পড়েন।'

'আমরা কোনো দল নই,' ফেস্তারম্যান বলেন। 'খুবই পরিতাপের বিষয় হবে যদি দেখি যে সারা ক্লেমিংটনে আমরা সাত জন ছাড়া আর কারো বিরুদ্ধে পরিষ্কার যুক্তিগ্রাহ্য ভাবনা চিন্তা করার অভিযোগ আনা যায় না।'

'তবু বলবো আপনারা একটা দলে পড়েন। মোটামুটি এক সাথে চলেন ফেরেন তো, বাড়িতে পার্টি হলে এঁদেরই ডাকেন তো কমবেশী?'

'তা ডাকি।'

'তাহলেই হলো। দেখুন, প্রত্যেকের সাথে আলাদা আলাদা কথা বলার সময় হবে না। তাই এভাবে একত্রে কাজ সারছি। যতোদূর বুঝছি, আপনারা কেউই অ্যানথনি সি ক্যাবটের প্রিয়পাত্র নন। টিমবারম্যানের ব্যাপারটাও জানি। আপনাদের শুনে রাখা ভালো, যদি বাহান্ন সালে রিপাবলিকানরা জেতে তাহলে ক্যাবট এ রাজ্যের গভর্ণর হবেই। কাজেই বাস্তবের দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। শুধু ক্লেমিংটনে নয়, সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এরকম রাজনৈতিক ভিমে তা দেওয়া চলছে। আচ্ছা, শুনেছি আপনারা সাত জনই ক্যাবটের নাগরিক প্রতিরক্ষার নাটকে রং মাখতে রাজি হন নি। এ বিষয়ে কি কোনো আলোচনা হয়েছিলো আপনাদের মধ্যে?'

'না, সে রকম কিছু হয় নি।'

'একটা ভুল হলো, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার,' ক্যাপলীন বলেন, 'সাতজন নয়, ছ'জন। আমরা তো আদর্শ, বিশ্বাস, এসব নিয়ে কথা বলবো। ব্যাপারটা খুব সরল নয়। একজনের সাহস বা বিশ্বাস অন্য জনের চেয়ে অনেক সময় কম হয়। সাইলাস আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো আমি কি করবো। আমি বলেছিলাম, আমি যোগ দেবো ক্যাবটের পরিকল্পনায়। বলেছিলাম, আমি ভয় পেয়েছি এবং ক্যাবট বা লাণ্ডফেস্টের বিরোধিতা করলে আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে। সাইলাস বলেছিলো, আমি মিথ্যা ভয় পাচ্ছি। কিন্তু ও ঠিক বলে নি। যাই হোক, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো ওরা, আমি নাম লেখাবো কি না। বলেছিলাম লেখাবো। অবশ্য আমার মতটাই কেবল জানতে চেয়েছিলো। জানা হয়ে যাবার পর এ নিয়ে আর কোনো গরজ ওদের দিক থেকে দেখি নি। মনে হলো যেন ওরা দেখে নিতে চায়, কে কে ইচ্ছুক, আর কে কে নাম লেখাতে কিছুতেই রাজি নয়।'

'সেটাই ঘটনা, অধ্যাপক ক্যাপলীন।' ম্যাকঅ্যালিস্টার সকলকেই দেখছিলেন ঘুরে ঘুরে। তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক বন্ধু একমনে সব শুনছিলেন।

'একটা কথা বলুন তো! নাগরিক প্রতিরক্ষার মতো একটা খেলো ব্যাপার, যেটার একমাত্র উদ্দেশ্য ক্যাবটের ঢাক পেটানোয় সাহায্য করা, যেটা দু'দিনে লোকে ভুলে যেতো, সেটা নিয়ে আপনারা আশ্চর্য রকম গোঁয়ার্তুমি করলেন কেন?'

'এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?' এডনা ক্রফোর্ড বলেন। 'আপনি তো আমাকে বেশ হতাশ করবেন দেখছি।'

'দেখুন ম্যাক, অনেক ব্যাপার ছিল। এখানে অনেকেই আমরা ম্যানহাটান প্রজেক্টে প্রকারান্তরে সাহায্য করে অ্যাটম বোমার বিভীষিকা সৃষ্টির শরিক হয়েছিলাম। তার জন্যে আমাদের অনেকেই রাতে ঘুমোতে পারি না। এখানে আমরা যারা পদার্থবিদ তারা—আমাদের তো দায়িত্ব আছেই।'

'শোনো, ম্যাক,' বলেন আমস্টারডাম, 'আমরা মাস্টাররা মোটামুটি একটা নিরুপদ্রব জীবনে অভ্যস্ত, কিন্তু যে জগতটাতে আমরা চলে ফিরে বেড়াই, সেখানে শিক্ষা বা যুক্তির কোনো ধার কেউ ধারে না। আমরা একটু বেশী কথা বলি বটে, কিন্তু আবর্জনা আর দুর্গন্ধ ময়লা নিয়ে আমরা খেলতে পারি না। অন্তত আমাদের কেউ কেউ তো পারেই না। কাজেই কেন আমরা নাগরিক প্রতিরক্ষায় যোগ দিই নি তা বলার দরকার আছে কি আর?'

'বুঝেছি।'

'এটা একটা বিশ্বাসের প্রশ্ন, ভণ্ডামি আর স্বার্থচিন্তা আর মেকী জাতীয়তাবোধের বিরুদ্ধে ভেঁটে দাঁড়াবার প্রশ্ন।'

'নিশ্চয়।'

* * *

এক ঘণ্টা কেটে গেল। আলোচনা অনেকটা অপূর্ণ থেকে গেল। সাইলাস বুঝলেন, মাত্র একটা ব্যাপারেও সাত জন মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ এক মতে আসার প্রক্রিয়া কতো জটিল। এই সামান্য সময়েও বাকি ছ'জন সাথী সম্পর্কে অনেক নতুন কিছু জানলেন তিনি। বসে শুনলেন সব কথা। বললেন খুবই কম। কি অবস্থায় পড়েছেন সকলে, তা সম্যক বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন। একটা কথা ঠিক, যা বোঝা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের চাকরীর দিন শেষ। অধ্যাপনা জীবনের সমাপ্তি তাঁদের ঘনিয়ে এসেছে। সাতটা কাগজের টুকরো তাঁদের সারা জীবনের সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দিলো নিমেষে। সারা দেশে ঘনিয়ে আসছে নিকষ কালো অন্ধকার, যুক্তি আর নীতিবোধ আর সংস্কারমুক্ত চিন্তা বিলুপ্ত হতে চলেছে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিলো

সাইলাসের। বাড়ি ফিরে মায়রার স্নিগ্ধ আলিঙ্গনের আশ্রয়ে বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে আকুল করছিলো।

ম্যাকঅ্যালিস্টার বলছিলেন, কাউকে কপর্দকশূন্য বলা না গেলেও ধনী তাঁরা কেউই নন। সুতরাং মাথা পিছু পঞ্চাশ ডলার এবং খরচ খরচা ছাড়া আর কিছু তাঁদের দিতে হবে না।

সকলের মৃদু আপত্তি কানে না তুলে ম্যাকঅ্যালিস্টার বলে চললেন, 'সকলে ভালো করে বুঝে নিন, কমিটি কি ভাবে কাজ করবে। বহু প্রশ্ন করা হবে আমাদের, তার সিংহভাগ আসবে ব্র্যানিগানের কাছ থেকে। এ ব্যাপারে ও খুবই পটু। জাস্টিস ডিপার্টমেণ্ট, ক্যাবট এবং ক্লেমিংটনের অন্যান্য লোকজনের কাছ থেকে সংগৃহীত অনেক টুকরোটাকরা খবরাখবর ওর হাতে থাকবে। সেগুলো ও চমৎকারভাবে ব্যবহার করবে। আমাদের ওর প্রশ্নগুলোকে সামলাতে তৈরী থাকতে হবে। দেখবেন, একটা সার্কাসের মধ্যে পড়েছেন, টেলিভিসন আসবে, রেডিও আসবে। ব্র্যানিগান চমকপ্রদ কিছু একটা আবিষ্কার করার চেষ্টা চালাবে, যা থেকে গোটা দেশে কাগজে কাগজে হেড লাইনের ধুম পড়ে যায়। যেমন ধরুন, মস্কোর গুপ্তচর চক্র, শিক্ষাকে ধ্বংস করার এবং যুবকযুবতীদের মনকে বিষাক্ত করে তোলার ষড়যন্ত্র, বিদেশী দালালদের চতুর পরিকল্পনা, এই রকম একটা কিছু—।'

'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার?' বলে ওঠেন এডনা ক্রফোর্ড।

'একটুও না। ব্রানিগানের সামনে লক্ষ্য একটাই—ব্র্যানিগানকে বিখ্যাত করে তোলা। তার জন্যে হেড লাইন চাই, চাই গোটা কতক গুপ্তচর আর কমিউনিস্ট নিধন। আমি ধরে নিচ্ছি, এই মুহূর্তে এ ঘরে দু'একজন কমিউনিস্ট আছেন। পরিষ্কার জেনে রাখুন, আমার যা করণীয় তা আমি ঠিকই করে যাবো তৎসত্ত্বেও। যদি আপনারা হলফ করে বলেন আপনারা কেউ কোনো সংগঠনের সদস্য নন, তাতেও কিছু আসবে যাবে না। আর এও জেনে রাখুন, আপনারা কমিউনিস্ট না রিপাবলিকান না মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দা তাতে ব্র্যানিগানেরও কিচ্ছু যায় আসে না।'

'বুঝলাম না,' স্পেনসার বললেন, 'আপনি বলছেন আমরা কমিউনিস্ট কি না তা নিয়ে ব্র্যানিগান একটুও ভাবিত নয়?'

'মোটামুটি তাই। ব্যাপার হচ্ছে, কংগ্রেসের তৈরী কমিটি আদালত নয়। বিচার করার বা সাজা দেওয়ার কোনো ক্ষমতা তার নেই। অন্যদিকে, আমাদেরও আত্মপক্ষ সমর্থন বা সাক্ষীদের সওয়াল করার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু বিবেকহীন ধূর্ত

লোকের হাতে পড়লে কংগ্রেসের নিযুক্ত কমিটি সর্বনাশের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। আইন কি বলে? প্রাসঙ্গিক সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রত্যেক সাক্ষী বাধ্য। এখন, প্রাসঙ্গিক কথাটার পরিধি তো সীমাহীন। উত্তর না দিলে কংগ্রেসের অবমাননা—শাস্তি হতে পারে হাজার ডলার জরিমানা বা এক বছর কারাদণ্ড অথবা একসাথে দুই-ই। ব্র্যানিগান এই প্রাসঙ্গিকতার নামে যা ইচ্ছে তাই প্রশ্ন করতে আরম্ভ করবে। কোনটা প্রাসঙ্গিক আর কোনটা নয়, তা ঠিক করা খুব মুশকিল কারণ ওই শব্দটার আওতায় জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সমস্ত কিছুকেই এনে ফেলা যায়।'

'কিন্তু ও যে প্রশ্নই করুক, উত্তর দিতে আমাদের বাধা কোথায়?' ক্যাপলীন জানতে চাইলেন। 'আমাদের তো গোপন করার কিছু নেই।'

'গোপন করার কিছু নিশ্চয় নেই। শুনুন, বুঝিয়ে বলি ব্যাপারটা কোনদিকে যাবে, অধ্যাপক ক্যাপলীন। প্রশ্ন—"রাম" কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য? "রাম" সদস্য নয় এবং সে খুব জোর দিয়ে, বিরক্তি সহকারে উত্তর দিলো সে সদস্য নয়। এবারে "শ্যাম" এসে সাক্ষী দিয়ে হলফ করে বললো যে সে "রাম"-এর সঙ্গে পার্টির সভাতে উপস্থিত থেকেছে।'

'এই "শ্যাম"-টি কে?' ফেডারম্যান প্রশ্ন করলেন।

'কে জানে! তবে অভিজ্ঞতা বলে যে যেখানে "রাম" থাকবে সেখানে "শ্যাম"-ও একজন জুটে যাবেই।'

'কিন্তু আমি তো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নই,' বললেন ক্যাপলীন।

'প্রমাণ করুন।'

'আমাকে প্রমাণ করতে হবে কেন?'

'কারণ "শ্যাম" প্রমাণ করে দেবে আপনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।'

'তাতে হলোটা কি?' এডনা ক্রফোর্ড বলে উঠলেন, 'প্রশ্নের উত্তর তো ও দিয়েছে, কংগ্রেসের অবমাননা তো করে নি।'

'তা করেনি। কিন্তু এইবারে মজাটা বুঝুন, "শ্যাম"-এর সাক্ষী যদি সত্যি বলে গ্রহণ করা হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে "রাম" মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে। এবং, মিথ্যা সাক্ষী যতোবার দেবে ততবার তার পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড হবে। "শ্যাম" যদি "রাম"-এর পাঁচটা কথার সত্যতাকে পাঁচ বার নাকচ করে তাহলে বিচারকের রামকে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ বছর কারাদণ্ড দেওয়ার অধিকার থাকবে।'

'কিন্তু এ তো ভয়াবহ ব্যাপার। পৃথিবীটা যে খুব সৎ জায়গা নয়, অনেক দু'নম্বরি এখানে চলে আমি জানি, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার, কিন্তু অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এ রকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে তা আমি মানতে পারছি না।'

'অনেক বার এ রকম ঘটনা ঘটেছে। অন্তত বারোজন লোকের কথা বলতে পারি যাদের রাজনৈতিক মামলায় মিথ্যে সাক্ষী দেবার অভিযোগে সাজা দেওয়া হয়েছে পাঁচ বছর করে। আর তাদের বিরুদ্ধে মামলা সাজানোই হয়েছে দালালদের সাক্ষীর ভিত্তিতে। আপনারাও মামলাগুলোর কথা জানেন।'

'হতে পারে,' সাইলাস বললেন, 'কিন্তু আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন যে আমাদের ক্ষেত্রেও একজন দালাল দেখা যাবে যে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেবে?'

'তাই দিয়ে থাকে বলেই ধরে নিচ্ছি। দালালি আর মিথ্যাচার যে পাশাপাশি থাকবেই এ আপনি যেমন জানেন, তেমনি দালাল আর তার প্রভুও জানে। এক্ষেত্রে প্রভু হচ্ছে দেশের সরকার। আর, সরকার তো নিজের নিযুক্ত দালালদের মিথ্যুক বলে সাজা দেবে না। পাগল না কি! দালালকে টাকা দিয়ে বলবো, যাও, মিথ্যা কথা বলো কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে! বলা হয়ে গেলে তাকে জেলে পুরবো মিথ্যা সাক্ষী দিলো বলে? কাজেই, এসব ক্ষেত্রে, বন্ধুগণ, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্যে শাস্তি পেতে হবে সত্যবাদীদেরই।'

'এ পর্যন্ত মানা যেতে পারে আপনার যুক্তি,' সাইলাস ম্যাকঅ্যালিস্টারকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'গত এক মাসে তঞ্চকতা অনেক দেখেছি। কিন্তু দেশের সরকারী প্রশাসনযন্ত্র আগাপাশতলা দুর্নীতিগ্রস্ত এ কথা আমি মানতে রাজি নই।'

'প্রশাসনযন্ত্র হয়তো নয়, অধ্যাপক টিম্বারম্যান, কিন্তু যে লোকগুলো সেই যন্ত্র চালায় তাদের অনেকেই যে চরম দুর্নীতিপরায়ণ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। দশ বছর রাজনীতির নর্দমা ঘেঁটেছি আমি। আমি জানি। ভাববেন না আপনাদের কিছু বোঝাতে চাইছি। আগামী কয়েক দিনে সব আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন। অধ্যাপক টিম্বারম্যান, এই মুহূর্তে আইন ব্যবসায় আমি খুব একটা সফল নেই। জুতো ছেঁড়া, প্যান্ট রং চটা। কিন্তু আইন আমি খুব ভালো বুঝি, উকিল হিসেবে আমি খুবই দক্ষ। আর, সবচেয়ে বড়ো কথা, সারা ইনডিয়ানা-পোলিস খুঁজে আর একজন উকিলও আপনি পাবেন না যে আপনাদের পাশে দাঁড়াবে। দেরী অনেক হয়েছে, এ ব্যাপারে আর আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় কিছু যায় আসে না। আমি আপনাদের শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে দিতে চেষ্টা করছি, যাতে কমিটিতে গিয়ে নিরীহ বলির পাঁঠার মতো নির্বিবাদে হাড়িকাঠে মাথা না দেন আপনারা। এ ছাড়া আর কিছু আমি বলছি না।'

আমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ভাবলেন সাইলাস। মোটাসোটা থর্বকায়

ম্যাকঅ্যালিস্টারের উপরে তাঁর রাগ হচ্ছিলো। লোকটা এভাবে একটা দুঃস্বপ্নের জগত তৈরী করছে কেন? কোনো কিছুই কি আর পবিত্র থাকবে না?

'দেখুন, এই ক্লেমিংটনে একজন গুপ্তচর টাকা খেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলবে এই ধারণাটা তো নিছক অনুমান', স্পেনসার বললেন। 'এই প্রতিষ্ঠানে এমন ঘটতে পারে, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমরা একটা সাধারণ কলেজের সাধারণ শিক্ষক। সব সময় হয়তো বিবেকবোধ আমাদের কাজ করে না, কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। এখানে কোনো ষড়যন্ত্র বা কোনো সংগঠন নেই, এমন কি, শিক্ষকদের নিয়ে একটা ইউনিয়ন তৈরী করার কোনো চেষ্টাও এখানে নেই। থাকলে ভালো হতো।'

'তাহলে সমনগুলো এলো কেন বুঝিয়ে বলুন আমাকে।'

'বলতে পারবো না,' শুকনো গলায় আমস্টারডাম বলে ওঠেন। 'এবার নিজেদের বাক্যবিস্তার ছেড়ে মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টারকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে দিলে হয় না?'

'ঠিকই বলেছো, আইক,' বলেন এডনা।

'বেশ,' ম্যাকঅ্যালিস্টার হাসেন। 'আমারো মেজাজ গরম হয়ে যাচ্ছিলো, আপনারাও চটে উঠছিলেন। গভীর রাত্রে কোত্থেকে এসে সর্বনাশা সব কথা বলতে শুরু করেছি। ভালো না লাগারই কথা। আমাকে মাপ করবেন, বন্ধুগণ। আমি তো আমার সামান্য ওকালতির জীবনে ফিরে যাবো, কিন্তু আপনারা যাবেন কোথায় তাই ভাবছি।' এডনার হাত থেকে আর এক গ্লাস হুইস্কী নিলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার।

ব্রেভি বললেন, 'তুমি তো "রাম" আর "শ্যাম"-এর কথা বললে। এবার বলো "যদু"-র কথা, যে সত্যিই কমিউনিস্ট।'

সকলে তাকালেন ব্রেভির দিকে। ব্রেভি একই রকম শান্তভাবে বসে আছেন, গা এলিয়ে, পাইপ টানতে টানতে, ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে স্মিতমুখে তাকিয়ে। কি রকম নির্বিকার, কি রকম সুস্থির, কি সহজ ভাবে নিচ্ছেন পরিস্থিতিকে, ঈর্ষাই হচ্ছিলো সাইলাসের। অন্যদের মতো তিনিও এবার ভাবছিলেন, সত্যিই কি ব্রেভি কমিউনিস্ট, কেমন লাগে ওঁর, কোথায় উনি অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। সকলের কথাই ভাবার চেষ্টা করছিলেন সাইলাস। কে কেমন লোক, কার কি উদ্দেশ্য, কোথায় কোথায় কে কে অন্য রকম। ওরা যা বলে সেটা কি সত্যি হতে পারে? সত্যিই কি এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ উন্মাদ একটা চক্রান্তকারীর দল আছে যারা নাশকতামূলক কাজ করে করে

অ্যামেরিকাকে ধ্বংস করে দেশটাকে ক্রেমলীনের শাসকদের হাতে তুলে দিতে চায়?

ম্যাকঅ্যালিস্টার তখন বলছেন, 'বেশ, তাহলে "বন্ধু"-র কথাই হোক। "বন্ধু" কমিউনিস্ট। সে বলছেই যে সে কমিউনিস্ট। বেশ গর্ব করেই বলছে। বন্ধু, তুমি কমিউনিস্ট? হ্যাঁ। অন্য কমিউনিস্টদের সাথে তোমার দেখা হয়? হ্যাঁ, হয়। এবারে তারা কে কে, নামগুলো বলো তো দয়া করে। এবারে "বন্ধু" কি উত্তর দেবে? কি কি রাস্তা তার সামনে খোলা? হয় দালালের কাজ করো, নয়তো, এক বছরের জন্যে জেলে যাও। এই হলো অবস্থা। অবশ্য অবস্থাটা যতোটা নৈরাশ্যজনক মনে হচ্ছে, বাস্তবিক ততোটা নয়। আমাদের হাতেও অস্ত্র দুটো একটা আছে। সংবিধানে দু'একটা জিনিস আছে যা আমাদের আশা দিতে পারে। দুর্ভেদ্য বর্ম দিতে পারবে না, তবে বাঁচার আশা দিতে পারবে। নেই মামার চেয়ে কাণা মামাও তো ভালো, কাজেই আশাকেই আঁকড়ে ধরা যাক। আমি মনে করি এই ধরনের প্রশ্নগুলোর উত্তর না দেওয়া ভালো, কেননা ফাঁদে ফেলার জন্যে প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমি বলবো সংবিধানে স্বীকৃত আমাদের কিছু অধিকারকেও এ প্রশ্নগুলো লঙ্ঘন করছে। কাজেই, প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে বাধ্য নই, কারণ, সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বলছে যে কংগ্রেস এমন কোনো আইন করতে পারে না যা কিনা বাক স্বাধীনতা অথবা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে পারে। আমি চোদ্দ নম্বর সংশোধনীর এক নম্বর ধারাও উদ্ধৃত করে বলবো, কোনো সরকার কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না আদালতের বিচার ব্যতিরেকে। যখন আপনাদের প্রশ্ন করা হবে তখন আমি আপনাদের পাশে বসে থাকবো। কখন কি বলতে হবে বলে দেবো। কিন্তু আপনাদের এই সংশোধনীগুলোর ব্যবহার ভালো করে শিখে নিতে হবে এবং এগুলোর ইতিহাস জেনে নিতে হবে।

'এছাড়া, আরেকটা সংশোধনী আছে যেটার উপর আমরা আরো বেশী নির্ভর করতে পারি। সেটা হলো পঞ্চম সংশোধনী, যাতে বলা হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি এমন কোনো সাক্ষ্য দিতে বাধ্য নয় যা তার নিজের বিরুদ্ধে যেতে পারে।'

'এ কথা বললে বক্তাকে ওরা দোষী বলে ধরে নিতে পারে না কি?' প্রশ্ন করলেন ফেডারম্যান।

'ওরা সব কিছুকেই দোষ স্বীকার বলে ধরে নিতে পারে। তবে সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনীটা আছে নির্দোষ ব্যক্তির আত্মরক্ষার জন্যে, দোষীর পক্ষসমর্থনের জন্যে নয়, অত্যাচার আর ভীতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসেবে। ব্রেডি কি বলেন?'

সায় দিলেন ব্রেডি। 'দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সবটা বলার সময় নেই। ইংল্যাণ্ডের

হাই চার্চের বিরুদ্ধে প্রোটেস্টান্ট বিরুদ্ধাচারীদের সংগ্রামের সময় এর জন্ম। "স্টার চেম্বার" শুনানিগুলোতে ভীতি প্রদর্শন আর বলপ্রয়োগ দ্বারা যে স্বীকারোক্তি আদায় করা হতো সেগুলো যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিচারে ব্যবহার করা না যায় তারই জন্যে ছিল এই ব্যবস্থা। সেই সূত্রে আমাদের সংবিধানেও এই সংশোধনীগুলো এসেছে। ইদানিং বেশ কয়েকটা মামলায় এই সংশোধনীগুলোকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাই না?'

'অন্তত চারটে মামলায় সাক্ষীরা নিজের পক্ষে ক্ষতিকর কোনো কথা না বলার অধিকারের প্রশ্ন তুলেছে। মনে হয়, সুপ্রীম কোর্ট তাদের সেই অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। আর একটা কথা মনে রাখবেন। কেবল মাত্র প্রথম সংশোধনীর উপর নির্ভর করার ফলে এই মুহূর্তে অন্তত ডজন খানেক লেখক এবং শিক্ষক জেলের ঘানি টানছেন। এক নম্বর সংশোধনী সব সময় দাঁড়ায় না। কিন্তু নিউ ইয়র্কে কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় নেতাদের বিচারে সাজা হয়ে যাওয়ার পর থেকে দেখা যাচ্ছে কমিউনিজম সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নই পঞ্চম সংশোধনী প্রদত্ত অধিকারের আওতায় পড়ছে বলে বিচারকরা ধরে নিচ্ছেন। আপনাদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ—মুক্তি পাওয়া আর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া এই দু'য়ের মাঝখানে এই একটি জিনিস দাঁড়িয়ে আছে। তবে এই অধিকারের প্রয়োগ কিন্তু খুব সহজ নয়। অধিকারটা ভালো করে বুঝতে হবে, অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে প্রতি পদে।'

অতি ধীরে ধীরে সাইলাস বললেন, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এ অধিকার প্রয়োগ করা মানে জনান্তিকে স্বীকার করে নেওয়া যে আমি দোষী।'

'সেই দিকটাই তো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলাম,' বলেন ব্রেডি।

'বুঝলাম। কিন্তু ইতিহাস এক জিনিস, আর বর্তমান দুনিয়া আর এক জিনিস। এটাকে তো একটা কায়দা, কৌশল বলে ধরে নেওয়া হবে, মনে হবে আমাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে তো কোনো অভিযোগ আনা হয় নি, সাইলাস,' আইক যুক্তি দেন। 'বাপু হে, চার দিকে একবার চোখ মেলে দেখো! আমাদের গ্রেপ্তার করা হয় নি, কোনো অভিযোগ আনা হয় নি আমাদের বিরুদ্ধে—আমাদের একটা সার্কাসে খেলা করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'সে খেলা আমি খেলবো না।'

'তাহলে কি করবে? জেলে যাবে?'

'যেতে হলে যাবো।'

'বাঃ! তাহলে মায়রার কি হবে? বাচ্চাদের? তোমার কর্মজীবন, তোমার ভবিষ্যতের কি হবে?'

হিম শীতল ভয়ের স্রোত বয়ে গেলো সাইলাসের সারা দেহে। শিরদাঁড়া বেয়ে পাকস্থলী থেকে অন্ত্রে অন্ত্রে নেমে এসে মনের অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়ে ভয়ের শীতল স্পর্শ তাঁর চিন্তাকে স্থবির করে আনলো।

'জানি না,' ফিসফিস করে বললেন সাইলাস।

ব্রেডি বললেন, 'সাইলাসের মনের ভাব আমি বুঝতে পারছি—খুব ভালো করে বুঝতে পারছি। কি অবস্থান ও নিতে চাইছি তা ধরতে পারছি। জানি না ওর মতটা ভুল না ঠিক। আমার মত অন্য। অবশ্য তার মানে এই নয় যে আমার অবস্থানটা, বা, ম্যাকঅ্যালিস্টারের অবস্থানটা সঠিক। আসলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা নতুন একটা দুনিয়ার চেহারা বোঝার চেষ্টা করছি এতক্ষন, চেষ্টা করছি নতুন মূল্যবোধের জায়গায় যেতে, আত্মরক্ষার অচেনা, নতুন অস্ত্র খুঁজতে। সেটা সম্ভব নয়। ম্যাক, তোমাকে সমালোচনা করছি না, তবে বড্ড তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে। কালকের দিনটা হাতে আছে, প্লেনে গেলে মঙ্গলবারটাও আছে। আজ অনেক রাত হয়েছে। সবাই আমরা ক্লান্ত। আসলে, সকলেই আমরা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছি। বিহ্বলতা একটু কাটতে দাও—'

এতক্ষনে, সারা সন্ধ্যের মধ্যে এই প্রথম, মাইক লেসলী মুখ খুললো। একটু ইতস্তত করে বলে উঠলো, 'আমার অবশ্য এখানে কিছু বলা বোধহয় উচিত হবে না, আমি তো কেবল ম্যাকের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছি—'

সাইলাস মাইক লেসলীর উপস্থিতির কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। ঘরের পিছনে নিচু একটা ডিভানের উপরে বসে, হাঁটুর উপরে কনুই রেখে, হাতে চিবুকের ভর দিয়ে বসেছিলেন শীর্ণকায়, ফ্যাকাশে মুখ, গর্তে ঢোকা চোখ এই ভদ্রলোক। তাঁর কর্কশ এবং অল্প ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলো এইবার। সাইলাসের খুবই ইচ্ছে হলো লেসলীর কথা শোনার। 'বলুন আপনি।'

'অনেক রাত হয়ে—'

'পাঁচ মিনিটে আর কি আসবে যাবে, হোক আরেকটু রাত,' বললেন সাইলাস।

'তা ঠিক। ম্যাক আপনাদের অনেক কথা বলেছে আজকে। ও খুবই ভালো উকিল। শ্রমিক আইন ওর মতো খুব কম উকিলই বোঝে। আর শ্রমিকদের হয়ে লড়বে সৎভাবে, এমন উকিল ওই আছে একমাত্র। ও একটু বেশী বিনয়ী, কিন্তু ওর দক্ষতা প্রশ্নাতীত।'

'যথেষ্ট হয়েছে। এই মাঝগাতে তোমার কাছ থেকে প্রশংসাপত্র না পেলেও চলবে।'

'বেশ। আসলে আগে থেকেই তোমার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছিলাম আর কি! তুমি ওঁদের সবই বলেছো, কেবল ওঁদের নামে অভিযোগটা কে এনেছে সেটা বলোনি।'

'তুমি বলো তাহলে,' ক্লান্ত কণ্ঠে ম্যাকঅ্যালিস্টার বলেন।

'ক্লান্তিতে তোমার মাথা কাজ করছে না। নইলে তুমিই বলতে পারতে।' সব ক'জন শিক্ষকের উদগ্রীব মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন লেসলী। 'একবার আমাদের কারখানায় ধর্মঘট হয়েছিলো। পাঁচ সপ্তাহ ধর্মঘট চলার পরে আমাদের মালিক ওয়াশিংটনে ফোন করে ঠিক এই আপনাদের মতো আমাদের হাতেও সপিনা ধরিয়েছিলো। কারখানায় তো লড়াইটা বানচাল করতে পারে নি, তাই কমিটির সামনে দাঁড় করিয়ে আমাদের ধর্মঘট ভাঙবে ঠিক করেছিলো ওরা। আমি জানি না অবশ্য এখানে আপনাদের মনিব ঠিক কে—'

'আমরা ঠিকই জানি,' ফেডারম্যান বললেন।

'যাই হোক, কথাটা বললাম,'খেয়াল রাখবেন। কাজে আসতে পারে।'

সাইলাসের মনে হলো, তাঁদের মধ্যে এসে লেসলীর ভালো লেগেছে। ওঁদের কাছে লেসলী নতুন ধরনের মানুষ, অথচ কোথায় যেন একটা মিলও আছে। ওর যেন আরো অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু এর বেশী কিছুও বলতে পারলো না। সাইলাসের ইচ্ছে হচ্ছিলো লেসলীকে ধন্যবাদ জানান, কিন্তু কি বলে ধন্যবাদ দেবেন বুঝতে পারলেন না।

আর কিসের জন্যেই বা ধন্যবাদ দেবেন। কিছু তো পান নি ওর কাছ থেকে। কেবল একটা অভাববোধ তাঁকে পীড়া দিচ্ছিলো। অবাক হয়ে অনুভব করলেন সাইলাস জীবনে এই প্রথম যে সংগঠন আর সংখ্যার শক্তি একটা অদ্ভুত স্বস্তি দেয়, একটা নিরাপত্তার অনুভূতি দেয় যা মাইক লেসলী প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করেন, যার স্বাদ তাঁরা কেউ কখনো পান নি। তাঁদের নিঃসঙ্গতাকেই মাইক আরও তীব্র করে তুললেন, কেননা তাঁর আচরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে মাইক লেসলী কখনো একা নন।

যুদ্ধের ঠিক পরেই হবে, সাইলাসের মনে পড়লো, ব্রেডি একটা শিক্ষক ইউনিয়নের কথা তুলেছিলেন। নিউ ইয়র্কের একটা সংগঠন। অদ্ভুত, উপকথার সামিল এক কাহিনী। শিক্ষকরা একসাথে কাজ করছে, চলেছে একই মিছিলে, কাঁধে কাঁধ

গমিলিয়ে লড়ছে। আবছা আবছা মনে পড়ছিলো কথাগুলো। মনে পড়লো, হাসি পেয়েছিলো তাঁর। এখানে? ক্লেমিংটনের সুন্দর ক্যামপাসে শিক্ষক ধর্মঘটের মতোই আজব কথা এই সব ইউনিয়নের প্রশ্ন। 'এখানে ওসব হবেটবে না', বলেছিলেন মনে হয় সাইলাস। ব্রেডি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ধরো যদি হয়, তুমি যোগ দেবে?' উত্তরে সাইলাস বলেছিলেন, 'দেবো হয়তো, কে জানে! তবে এখানে ওসব কথা অবাস্তব। এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটা তো কারখানা নয়।' আজকে মাইক লেসলী তাঁর সেই সুপ্ত স্মৃতি জাগিয়ে তুলে তাঁর মনকে একটা সম্ভাবনার দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করলো। ক্লেমিংটনের গোটা শিক্ষক সম্প্রদায় তাঁদের সমর্থনে দাঁড়িছে! শুরু হতে যাচ্ছে শিক্ষক ধর্মঘট!

প্রায় বোকার মতো হাসলেন সাইলাস। লেসলীকে বিদায় জানাতে জানাতে মনে মনে ভেবে রাখলেন, ব্রেডির কাছ থেকে নিউ ইয়র্কের সেই বিচিত্র শিক্ষক ইউনিয়ন প্রসঙ্গে খবর নিতে হবে।

বুধবার : ১৫ই নভেম্বর, ১৯৫০

শুনানি

বিশাল উড়োজাহাজ তার শরীরটা হেলিয়ে দিয়ে মুখ ঘোরালো মাটিতে নামার আগে। সাইলাস অনুভব করলেন যাত্রাটি তিনি বেশ উপভোগ করেছেন। সাথে সাথেই একটু অপরাধী মনে হলো নিজেকে, খানিকটা অবাক লাগলো এই ভেবে যে এমন একটি যাত্রা কি করে তাঁর কাছে উপভোগ্য হতে পারলো, যুদ্ধের পর থেকে বড়ো একটা বেড়াতে বেরোনো হয়ে ওঠেনি তাঁর এবং মায়রার। আশেপাশে উইসকনসিন আর মিনেসোটায় স্বল্প খরচে ভ্রমণযোগ্য দু'একটা জায়গায় গরমের ছুটিতে গেছেন তাঁরা। পাঁচ বছরের মধ্যে পূর্ব উপকূলের দিকে আসাই হয় নি। তাঁরা দু'জনে আলাদা করে বেড়াতে যেতে পারেন নি, ছেলেমেয়েরা সাথেই থেকেছে। টাকা জমাচ্ছিলেন সাইলাস আর মায়রা ইয়োরোপ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে।

বেশ একটু উত্তেজনাও হচ্ছিলো। যুদ্ধের পরে এই প্রথম তিনি স্ত্রীপুত্র পরিবারকে ছেড়ে দিন কাটাবেন একটা বেশ রোমাঞ্চকর ঘটনার সাথে জড়িত হয়ে।

প্লেন থেকে নামার সময় ম্যাকঅ্যালিস্টার বললেন, সকাল মাত্র সাড়ে ন'টা। চার জন চার জন দু'ভাগে দু'টো ট্যাক্সি নিয়ে সেনেট অফিস ভবনে যাওয়া যাক। সময় হাতে যথেষ্ট।

'নেমেই মায়রাকে ফোন করবো বলেছি', বললেন সাইলাস। আমস্টারডাম, ম্যাকঅ্যালিস্টার আর ব্রেডি বললেন তাঁরা অপেক্ষা করবেন সাইলাসের জন্যে কফির দোকানে, অন্যরা এগিয়ে যাক। বেশ কিছু খুচরো নিয়ে একটা ফোন বুথে ঢুকে মায়রাকে ফোনে ধরলেন সাইলাস।

'একটুও কিন্তু ঘাবড়াচ্ছি না আমি। একটুও না। মনে হয় সবই ঠিক হয়ে যাবে।'

'নিশ্চয় যাবে।'

যখন সাইলাস বললেন প্লেনে তাঁর বন্ধুরা কেমন নির্বিকার ভাবে এটা ওটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, যেন কিছুই হয় নি, মায়রা উত্তর দিলেন, 'সেটা অনেকটাই কিন্তু ভাণ।' তারপর বললেন,

'তোমার সাথে গেলেই পারতাম।'

ম্যাকঅ্যালিস্টার বলেছিলেন সরকার যাতায়াতের খরচ দেবে। অধ্যাপক হিসেবে যতোই সম্মান আর নামযশ থাক না কেন, তাঁদের সকলকেই হিসেব করে সংসার চালাতে হয়, সকলেই অভাবী মানুষ। আর যা বোঝা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে অভাব আরো অনেক বাড়বে। মায়রাকে বিদায় জানিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনতে যেয়ে দেখা হয়ে গেল বব অ্যালেনের সাথে।

প্রথমটায় কিছুই মনে হয় নি তাঁর। অবাক লেগেছিলো, আর বিদেশবিভুঁইয়ে পরিচিত লোকের অপ্রত্যাশিত দর্শনে মনটা খুশীই হয়ে উঠেছিলো। কি আশ্চর্য, বব অ্যালেন ওয়াশিংটনে! সম্ভাষণ জানিয়ে করমর্দন করতে করতে সাইলাসের মনে হলো, তাহলে বব অ্যালেনও সমন পেয়েছে। মজার ব্যাপার দেখো, মনেই আসে নি আমার, ভাবলেন তিনি। কিন্তু বব যে তাঁকে দেখে খুব অবাক হলো বা খুশী হলো এমন নয়, যদিও, সযত্নে সে চেষ্টা করছিলো খুশী খুশী ভাব দেখাবার। সাইলাসের পরের কথাগুলো শুনতে শুনতে ববের মুখে অস্বস্তির ছাপ পড়লো, অথচ বিস্ময় বা আনন্দ সেখানে দেখা গেলো না।

'আরে, জানতে না, চারদিকে তো সমনের ছড়াছড়ি! আমি তো ভেবেছিলাম এতক্ষণে গোটা ইনডিয়ানাতেই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। আইক আমস্টারডাম, হার্টম্যান, ফেডারম্যান সবাই এখানে। ক্লেমিংটনের লোকে তো ওয়াশিংটন ভর্তি এখন।'

আমতা আমতা করে বব বললো, 'আমারটা মাত্র গতকাল পেয়েছি। এতো ব্যস্ত ছিলাম—'

'তা তো হবেই। কি যাচ্ছেতাই ব্যাপার বলো তো! উকিল ঠিক করেছো তো?'

'হ্যাঁ, মানে, ওই আর কি। সাহায্য পাচ্ছি এখানেই। এই, মানে, আমার এক্ষুনি যেতে হবে। আমার উকিল এই ওয়াশিংটনেই থাকে তো! ইয়ে, ওই, ওর কথা বললো একজন। পরে দেখা হবে, এখন চলি।'

'আমাদের সাথেই চলো না! অন্যরা এগিয়ে গেছে। আইক আর ব্রেডি ম্যাকঅ্যালিস্টারের সাথে কফি খাচ্ছে। তোমাকে দেখলে সবাই খুশী হবে। আর আলোচনা করে আমরা সকলেই উপকৃত হবো—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালোই হতো।' অ্যালেনের অস্বস্তি আরো বাড়ে। 'কিন্তু উপায়

নেই। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। চলি, সাইলাস।' প্রায় ছুটে পালালো বব অ্যালেন। সচকিত সাইলাস ওর পলায়নপর মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হতে লাগলো, না বুঝেশুনে কি যেন একটা বেমক্কা কাজ করে বসেছেন তিনি। কফির দোকানের দিকে যেতে যেতে যে সব চিন্তা মনে আসতে শুরু করলো, সে সব চিন্তা খুবই কুৎসিত। কি হয়েছে অন্যদের বলার সময় সে সব চিন্তার কথা মুখেও আনলেন না তিনি।

'তাহলে বব অ্যালেন,' আমস্টারডামের কুঞ্চিত মুখ তিক্ততায় কালো হয়ে উঠলো। 'মানুষ চেনা কি কঠিন, দেখেছো?'

'তার মানে লাণ্ডফেস্টের মতো একটা বেআক্কেল ইতরকে এই ভূমিকায় দেখলে তুমি খুশী হতে?' অ্যালেক ব্রেডি মন্তব্য করেন।

'ঠিক তাই। কোনো তরুন যুবককে নোংরামি করতে দেখলে আঘাতটা বেশী লাগে। নিজের বয়সটা যখন বেশী থাকে, তখন অল্পবয়সীদের ইতরামি আহত করে অনেক বেশী।'

'তোমরা ধরে নিচ্ছো কেন যে বব—', সাইলাস আপত্তি তোলেন। 'ও তো বললো, ও কালই সমনটা পেয়েছে। সব না জেনে কিছু না বলাই ভালো নয়?'

'যা বোধ হচ্ছে তাতে সন্দেহের অবকাশ কম,' ব্রেডি বলেন।

'কিন্তু ছেলেটার কথা ভাববে না? ও যে ভদ্র সভ্য ছেলে—মনটা বেশ পরিষ্কার আর সংস্কারমুক্ত—এটা তো মানবে! আরে, ও তো আমার বাড়িতে প্রায়ই আসে। যার বাড়িতে এতো যাতায়াত, তার সাথে এমন কেউ করতে পারে?'

'পারে না বুঝি?'

'কি মুশকিল অ্যালেক, দুনিয়াশুদ্ধ লোককে তো তাহলে সন্দেহ করতে হয়? আমরা কি দুঃস্বপ্নের জগতে বাস করি না কি? বব অ্যালেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বব আমার ছাত্র, আমিই তো ওকে ইংরেজী সাহিত্য পড়তে নিয়ে আসি। কতো সাহায্য করেছি ওকে। মায়রা আর আমি লাণ্ডফেস্টকে বলে ওকে আমাদের বিভাগে ঢুকিয়েছি। এ সব ভুলে যাবো? দেখোই না কি করে ছেলেটা!'

'দেখো। দেখতেই পাবো। একটু পরেই সব বোঝা যাবে।'

'কে লোকটি? সব বলুন আমাকে,' ম্যাকঅ্যালিস্টার বলে ওঠেন।

সারা রাস্তা বব অ্যালেনের কথাই হলো। সেনেট অফিস ভবনে ঢুকে ওকে দেখা গেল না। সবটাই অনুমান থেকে গেল তখনো।

*　　*　　*

ওয়াশিংটনকে সাইলাস বরাবর ঝকঝকে তকতকে সুন্দর একটা শহর হিসেবেই মনে রেখেছেন। বস্তি অঞ্চল, নড়বড়ে পুরোনো বাড়ির সার, বৈচিত্র্যহীন অফিস পাড়া, জোড়াতালি দিয়ে তৈরী অফিস বাড়ি—এসবের কথা তাঁর মনেই ছিল না। অন্য রকম মানসিক অবস্থায় এলে এবারো এসব তিনি লক্ষ্য করতেন না বলেই মনে হয়। আজ আর কিন্তু শহরটাকে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল লাগছে না। ছাতে লাগানো হলদেটে আলোতে আধো অন্ধকার একটা বেসমেণ্ট দিয়ে সেনেট অফিস ভবনে ঢুকলেন তাঁরা। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে পৌঁছলেন কমিটির প্রধান অফিসে। সেখানে, গুচ্ছের রঙ মেখে গোলাপী-গাল, শাদা ব্লাউজ পরিহিতা একটি মেয়ে তাঁদের সমনগুলো নিলো। কতো নম্বর ঘরে শুনানী হবে, আর ফেরার সময়ে খরচখরচা তার কাছ থেকে নিয়ে যেতে হবে একথা বলতে বলতে অন্তত দশ বার চুল ঠিক আছে কি না দেখে নিলো মেয়েটি। বোঝাই গেল, অন্য চারজন শুনানি কক্ষে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে।

সরকারী কমিটির হালচাল দেখে সাইলাস একটুও খুশী হতে পারলেন না। বড়ো একটা বিশ্রী ঘর, চটের পার্টিশান দিয়ে ভাগ ভাগ করা। দেওয়ালের রঙ বিবর্ণ ম্যাড়ম্যাড়ে সবুজ। একদিকে ফাইল রাখার আলমারির সার, উঁচুতে টাঙানো রয়েছে ইস্পাতে খোদাই করা জর্জ ওয়াশিংটন আর একটি ঈগল। বেশ কিছু সেই রকম শাদা ব্লাউজ পরা মেয়ে ডেস্কে ডেস্কে বসে আছে, প্রথম দেখা মেয়েটির প্রতিচ্ছবি প্রত্যেকেই, ভাবলেশহীন মুখ আর মরা মাছের মতো নীল নীল চোখ। একটা দেওয়ালের গায়ে চেয়ারে ঠেস দিয়ে দু'টি লোক বসে আছে। চৌকো মুখ, ঠাণ্ডা চোখ শিক্ষকদের এই ক্ষুদ্র দলটির উপর নিবদ্ধ।

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, ভাবলেন সাইলাস। জেভির মুখে চিন্তার ছাপ, আইক আমস্টারডাম সব দেখে যেন বেশ মজাই পাচ্ছেন। ম্যাক-অ্যালিস্টারের আচরণ পালটে গেছে। কাজ সামনে, তাই আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তার ছাপ তাঁর চেহারায়। তাঁকে অনুসরণ করে সকলে এলেন শুনানি কক্ষের সামনে। বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। দেখা মিললো কেভারম্যান, ক্যাপলীন, স্পেনলার

আর এডনা ক্রকোর্ডের। ক্রাচে ভর দিয়ে ফেন্ডারম্যান সকলকে কি যেন বোঝা-চ্ছিলেন। সাইলাস আর অজুরের দেখে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'এসো হে, বাকি পাপীর দল। ভাবলাম, গেলে কোথায়? দেখো ভেতরে, সার্কাস জমে উঠছে।'

ঘরে ঢুকে বর্ণনাটা বেশ জুতসই মনে হলো সাইলাসের। প্রায় সত্তর ফুট লম্বা আর তিরিশ ফুট চওড়া ঘরটার দুই তৃতীয়াংশ দর্শকদের জন্যে। লোকে ঠাসাঠাসি। ফিটফাট পোশাক পরা ভদ্রলোক সকলেই। বেশীর ভাগই বয়স্ক। তার মধ্যে আবার মহিলার সংখ্যা বেশী। এদের অনেকেই ওয়াশিংটন বেড়াতে এসে সরকারী কাজকর্মের নমুনা দেখে মুগ্ধ বিস্মিত হতে এসেছে। সকলেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে, কোনো পক্ষ-পাতিত্বও নেই তাদের মধ্যে।

একই রকম ধৈর্য্য আর নিরপেক্ষতা নিয়ে উপস্থিত রয়েছে রেডিও টেলিভিসনের কর্মীবৃন্দ। ছোটখাটো একটি সেনাদলসদৃশ সেই যন্ত্রবিদদের কেউ নানা রকম মাইক, কেউ নানা রকম তার, কেউ নানা রকম আলো নিয়ে সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাইক পরীক্ষা করছে, আলো জ্বালিয়ে দেখছে। ফলে সারাক্ষণ একটা মৃদু কলরব লেগেই রয়েছে। একবার ঘর ভরে যাচ্ছে চোখ ধাঁধানো আলোয়, পরক্ষনেই আবার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। চারখানা অতিকায় ক্যামেরা, তাদের নানা রকম লেনস, সেগুলো বসানো রয়েছে ঘরের চারকোণায়। দর্শকদের মুখোমুখি অর্ধগোলাকৃতি উঁচু টেবিলের চারপাশেই কর্মচাঞ্চল্য বেশী। সাইলাস লক্ষ্য করলেন, এই বিশাল টেবিলটা বসানো হয়েছে একটা উঁচু বেদীর উপরে যাতে কমিটি সদস্যরা সাধারণের থেকে দূরে উচ্চাসনে বসতে পারে এবং বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াটা তাদের পক্ষে সহজ হয়। বারোটা চেয়ার পাতা রয়েছে। এমনভাবে আলোর ব্যবস্থা করছে টেলিভিসনওয়ালারা যাতে কমিটি সদস্যদের বা সাক্ষীদের কারো মুখেই একটুও ছায়া না পড়ে। দর্শকদের আসনগুলোর মধ্যে প্রথম সারি সাক্ষীদের জন্যে সংরক্ষিত।

কমিটি সদস্যদের টেবিল আর দর্শকদের আসনের মাঝামাঝি জায়গায় কয়েকটা টেবিল পাতা রয়েছে সাংবাদিকদের জন্যে। ইতিমধ্যে কয়েকজন সাংবাদিক এসেও পড়েছে। তাঁদের আত্মসচেতন মুখগুলো নির্লিপ্ত, বীতস্পৃহ। সাতজন শিক্ষককে জায়গা মতো বসাতেই ম্যাকঅ্যালিস্টারকে ঘিরে ধরলো তাদের অনেকে। সাইলাসের মনে হলো, ম্যাক বেশ ভালোই সামলালেন ওদের।

পুরো ব্যাপারটা দেখে সাইলাসের মনে পড়ছিলো লুই ক্যারলের বইতে তাসেদের হাতে অ্যালিসের বিচারের কথা। ঘটনাটা যেন একটা সার্কাস, সস্তা উত্তেজনা, খেলো

নাটুকেপনা, অজ্ঞতা, বর্বর অভব্যতা আর রুচিহীণতার চূড়ান্ত সমাহারে সৃষ্ট। কমিটির টেবিলের পিছনে দেওয়াল ঢাকা রয়েছে অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকায়, অপূর্ব সুন্দর "স্টার অ্যাণ্ড স্ট্রাইপস"-এ। জাতীয় পতাকাকে ব্যবহার করা হচ্ছে নিছক একটা পর্দা হিসেবে। রাগে দুঃখে সাইলাসের চোখে প্রায় জল এসে গেলো।

শেষ দু'একটা নির্দেশ দিচ্ছেন ম্যাকঅ্যালিস্টার, ঘরে ঢুকলো কমিটি পক্ষের উকিল ডেভ কান। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট তোলপাড় করে কুখ্যাতির শীর্ষে উঠেছে এই খর্বকায়, মোটাসোটা, ক্ষুদে ছোকরা। বর্তুলাকার নিতম্বের উপরে এঁটে বসেছে প্যান্ট, খ্যাঁদা নাক। সর্বক্ষণ ঠোঁট বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভাব করে আছে। তাকে দেখে সাইলাসের সেই সব বদ চরিত্রের কথা মনে পড়ে গেল যারা ছোট বেলায় শোনা গল্পগুলোর খলনায়ক হিসেবে মনে তাঁর ভীড় করে আছে। উদ্ধত ভঙ্গীতে গট গট করে তার হাঁটাচলা দেখলে ঠিক মনে হয় পাখনা ফুলিয়ে একটা মোরগ দম্ভভরে চলছে ফিরছে। বর্তমানে সে শয়তানীতে ব্র্যানিগানের ডান হাত। ঘরে ঢুকেই কুতকুতে চোখে সে সাত জন শিক্ষককে একবার করে মেপে নিলো। ঠিক যেন বলছে, দাঁড়াও বাছাধনেরা। বোঝাই যাচ্ছে, নিজের চোখের দৃষ্টির মধ্যে অমোঘ বিচারশক্তি নিহিত আছে বলে তার ধারণা।

এদিকে ম্যাকঅ্যালিস্টার তাঁদের বুঝিয়ে যাচ্ছেন, মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন, রেগে গিয়ে লাভ নেই, না ভেবে চিন্তে কোনো উত্তর দেবেন না। 'মনে রাখবেন তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। সময়ের কোনো অভাব নেই আমাদের। সংবিধান নিয়ে আমাদের আলোচনার কথাটা স্মরণে রাখবেন। আরো মনে রাখবেন, ওদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন বা ওদের সম্পর্কে কি ভাবছেন তা প্রকাশ করলে ওরা কিছু করতে পারবে না। কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক কোনো প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াই হবে কংগ্রেসের অবমাননা। কোনটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সে বিষয়ে সন্দেহ হলে আমার সাথে কথা বলে নেবেন। আমি বলে দেবো। আর, লক্ষ্য করুন, আপনাদের বন্ধুটি, ওই বব অ্যালেন কিন্তু উপস্থিত নেই। ও যদি, যাকে বলে "রাজসাক্ষী" হিসেবে হাজির হয়, ঘাবড়ে যাবেন না। খারাপটাই ধরে রাখুন।'

তিক্ত হেসে ক্যাপলীন বললেন, 'হঠাৎ চোখ মেলে দেখবো ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম, এমন সম্ভাবনা তাহলে নেই?'

'দুঃখের বিষয়, তা নেই। টেলিভিশন আর রেডিও এই প্রহসনটা সারা দেশের সামনে এখন তুলে ধরবে। এ হচ্ছে ব্র্যানিগানের চাল—ভয় দেখিয়ে আক্রমণ করে

প্রতিপক্ষকে সর্বজনসমক্ষে পরাজিত করো। এই ভাবেই জুয়োটা খেলছে ও। বাজির অঙ্কটা তো খুব কম নয়। আপনাদের সেই ভাবেই লড়ে যেতে হবে, না-হলেই বিপদ। ওই এসে গেছে। ওই যে, গাট্টাগোট্টা বেঁটে চেহারা, ওই ব্র্যানিগান। পাশে ইলিনয়ের কেমপলসন। পিছনে ক্যালিফোরনিয়ার জ্যাক প্যাটারসন। বাঁ দিকে সব শেষে বসতে যাচ্ছে যে বৃদ্ধ ও হলো এফিংহ্যাম ছমার্সি, কমিটির চেয়ারম্যান। তবে ও সব ছেড়ে দেবে ব্র্যানিগানের হাতে। এই চারজন শুরু করবে। আরো কিছু লোক এসে বসবে পরে।'

ছবিতে ব্র্যানিগানের চরিত্র কিছুই ধরা পড়ে না, সাইলাস প্রথম দর্শনেই উপলব্ধি করলেন। শক্ত সমর্থ মসৃণ চেহারা, ওৎ পেতে আছে হিংস্র কোনো পশুর মতো। শিকারের গন্ধে শ্বাপদ যেমন মাংসপেশীর ক্ষিপ্রতাকে সংহত করে টান টান হয়ে থাকে তেমনি তৈরী হয়ে অনড় হয়ে আছে লোকটা। চওড়া কাঁধে ক্ষমতার ছাপ, শক্ত ঘাড়, বৃহৎ মুখ, চৌকো দৃঢ়বদ্ধ চিবুক, পাতলা হয়ে আসা চুল ভালো করে আঁচড়ানো, হাল্কা নীল চোখের চাহনি পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন—সে বিচ্ছিন্নতা তার প্রায় জান্তব পৌরুষের সাথে কেমন যেন বেমানান। সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত মিশ্রণ যা তাকে অসাধারণ করে তুলেছে। একটা সমাজবিরোধী গুণ্ডার আকৃতির মধ্যে যেন স্থান নিয়েছে একজন কল্পনাপ্রবণ অথবা উন্মাদ ব্যক্তি। তার উপস্থিতি গোটা কমিটিকে গ্রাস করেছে। সেই হয়ে দাঁড়িয়েছে কমিটির সবকিছু। অন্যান্য সেনেটররা স্পষ্টতই নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে পশ্চাদপটে। এফিংহ্যাম ছমার্সি যখন টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে কমিটির কাজ শুরু করলেন তখন সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ব্র্যানিগানের উপরেই। সাইলাস দর্শকদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ছেলেবুড়ো সকলেই দেখছে ব্র্যানিগান কি করে।

'প্রথম সাক্ষী কে হবেন, মিঃ কাউনসেল?' ছমার্সি ডেভ কানকে প্রশ্ন করলেন। উঠে দাঁড়িয়ে, বিচিত্র ভঙ্গীতে শরীর ঘুরিয়ে একবার সাতজন শিক্ষককে দেখে নিলেন ডেভ কান। তারপর বললেন,

'আইজাক আমস্টারডাম।'

ডেভ কানের গলা কর্কশ। তার ভাবভঙ্গীতে আত্মম্ভরিতা। আকর্ষণীয় কিছু নেই তার ব্যবহারে। কিন্তু বৃদ্ধ ছমার্সির ব্যবহার এবং কণ্ঠস্বর একই সাথে আকর্ষণীয় ও ভারিক্কি। গলার আওয়াজ দীর্ঘ রেওয়াজে বক্তৃতার সুরে বাঁধা।

মেহগনী কাঠের লম্বা টেবিলের একপ্রান্তে দাঁড়ালেন আমস্টারডাম আর ম্যাকঅ্যালিস্টার, অন্য প্রান্তে ডেভ কান এবং তাঁর স্টেনোগ্রাফার। ছমার্সি বললেন,

'মিঃ আমস্টারডাম ? তাহলে আপনার ডান হাত তুলুন। এই কমিটির সামনে বিচার্য বিষয় প্রসঙ্গে আপনি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছেন কি, যে আপনি সত্য বলবেন, সম্পূর্ণ সত্য বললেন এবং সত্য বই মিথ্যা বলবেন না ?'

'শপথ করছি', আমস্টারডাম মাথা নেড়ে বলেন।

'আপনার পুরো নাম বলুন,' ভেন্ত কান সওয়াল আরম্ভ করেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নের পরে মাথা ঘুরিয়ে সেনেটরদের প্রতিক্রিয়া দেখে নিতে থাকেন।

'আইস্নাক অ্যালভিংটন ভ্যান ডোবারম্যান আমস্টারডাম,' মুচকি হেসে বলেন আইক।

'আরেকবার বলবেন দয়া করে,' স্টেনোগ্রাফার অনুরোধ করে। নামটা আবার বলতে হয়, অনেকগুলো শব্দের বানানও বলে দিতে হয়।

'মিঃ আমস্টারডাম, আপনি কি এখন ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী করেন ?' ভেন্ত কান প্রশ্ন করেন।

'কয়েকদিন আগে করতাম। আপনি ভালো করেই জানেন, বর্তমানে আমি সাময়িক ভাবে বরখাস্ত হয়ে আছি।'

'যে ভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে সে ভাবে উত্তর করুন।'

'যে ভাবে আমার খুশী সে ভাবে আমি উত্তর দেবো,' হঠাৎই আইক চটে যান। 'প্রশ্ন করার করুন।'

টেলিভিসন ক্যামেরাগুলো আইকের দিকে মুখ ঘোরালো তাড়াতাড়ি। সভাপতির হাতুড়ি ঠকঠক করে উঠলো।

'প্রশ্নগুলোর সরাসরি উত্তর দিন দয়া করে,' বলেন সভাপতি।

'সাময়িক ভাবে বরখাস্ত হবার আগে, আপনি কোন পদে চাকরী করতো, মিঃ আমস্টারডাম ?'

'আমি অ্যাস্ট্রো-ফিজিকসের অধ্যাপক ছিলাম, মিঃ কান।'

'কতো দিন আপনি ওই পদে ছিলেন ?'

'গত বত্রিশ বছর কোনো না কোনো পদে আমি ক্লেমিংটনে কাজ করেছি। তার আগে তিন বছর অ্যান্টিওক এবং সাত বছর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছি। এতো বিশদ ভাবে কি করেছি বলছি এই জন্যে যে আপনাদের বোঝা দরকার, যারা জীবন বিজ্ঞানচর্চা এবং শিক্ষাদানে রত থাকার পরে গোটা জীবনের সবচ কাজ কড়গুলো দায়িত্বজ্ঞানহীন মূর্খের হাতে নষ্ট হওয়া কতোটা—'

সভাপতির হাতুড়ি সরব হয়ে উঠলো। ভেক কান মুখ লাল করে টেবিল চাপড়াতে শুরু করলো। এতক্ষনে ব্র্যানিগানের শান্ত, ভারী অথচ প্রখর গলা শোনা গেল,

'এটা ভাষণ দেবার জায়গা নয়, অধ্যাপক আমস্টারডাম। যদি এখানে কমিউনিস্ট বক্তৃতা দেবেন ভেবে এসে থাকেন তো ভুল করেছেন!'

'এখানে এসেছি আমার উপরে সমন জারি করা হয়েছে বলে।'

'তাহলে সাক্ষী দিন এবং এদেশের অনুগত নাগরিকের মতো ব্যবহার করুন। অবশ্য নিজেকে যদি অনুগত নাগরিক বলে মনে করেন।'

'আনুগত্যের ভড়ং যারা করে তাদের চেয়ে আমি ঢের বেশী অনুগত।'

'সেই জন্যে বুঝি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া আবশ্যক? অধ্যাপক আমস্টারডাম, আপনি কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য?'

'এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না। আমি কোনো পার্টির সদস্য কি না এই কমিটির বা সেনেটর ব্র্যানিগান আপনার তা জানতে চাওয়ার কোনো কারণ নেই।'

'ঈশ্বরের দোহাই, আইক, সংবিধানের উল্লেখ করো,' ম্যাকঅ্যালিস্টার ফিসফিস করে বলেন।

'হয় আপনি প্রশ্নটির উত্তর দেবেন নয় তো কংগ্রেসের অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হবেন,' ব্র্যানিগান বলে ওঠেন।

'আমি এ প্রশ্নের উত্তর দেবো না। সংবিধান আমাকে বিশেষ কিছু অধিকার দিয়েছে, সে অধিকার প্রথম ও পঞ্চম সংশোধণীর অন্তর্গত।'

'আপনি তাহলে নিজের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন সাক্ষ্য না দেবার অধিকার প্রয়োগ করছেন?'

'তাই করছি,' উত্তর দেন আমস্টারডাম। কথাগুলো তাঁর গলায় আটকে যায় যেন, রাগে তাঁর বলিরেখাঙ্কিত মুখ আরো শীর্ণ হয়ে ওঠে।

'সাক্ষী যেতে পারেন,' ব্র্যানিগানের গলায় নিস্পৃহতা। আমস্টারডাম সম্পর্কে তাঁর আর আগ্রহ নেই। কমিটির প্রতি তাঁর অবজ্ঞা লজ্জাকর ভাবে স্পষ্ট।

ব্র্যানিগানের ব্যবহারে ডমার্নি স্পষ্টতই একটু অবাক হলেও অন্য সেনেটররা সে ব্যবহারে অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যজনক কিছু পেলেন না। ভেক কান এবারে এড্‌না ক্রফোর্ডকে ডাকলেন। এড্‌নার শান্ত স্থির আচরণ দেখে স্যাইলাস আশ্চর্য হয়ে গেলেন। মহিলা আমস্টারডামের মতো রেগেও গেলেন না, ব্যস্তও হয়ে পড়লেন না।

ঠাণ্ডা গলায় অল্প কথায় প্রশ্নের দিলেন তিনি। প্রথম বার যখন তিনি পঞ্চম সংশোধনীর কথা উল্লেখ করলেন, হুমার্সি বলে উঠলেন,

'মিস ক্রফোর্ড, আপনার মতো একজন মহিলাকে এরকম একটা পরিস্থিতিতে দেখে আমার অবাক লাগছে।'

'এরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আপনাকে দেখে আমার কিন্তু আরো বেশী অবাক লাগছে, মিঃ হুমার্সি।'

দর্শকরা এই প্রথম হেসে উঠলো। হুমার্সির ঠোঁটেও একটা মৃদু হাসির ঝিলিক খেলে গেল। ব্র্যানিগান চুপ করেই রইলেন, কেবল যখন শান্তি আবেদনটির কথা উঠলো তখন বললেন,

'মিস ক্রফোর্ড, গত জুন মাসে আপনার কি একবারও মনে হয় নি যে এই তথাকথিত শান্তি আবেদনটি একটি কমিউনিস্ট চক্রান্তের হাতিয়ার?'

যখন তিনি উত্তর দিলেন যে, হ্যাঁ, সে কথা তাঁর মনে হয়েছিল, ব্রানিগান থমকে গেলেন।

'তবুও আপনি আবেদনটিতে সই করেছিলেন?'

'আমি একথা ভেবে লজ্জা পেয়েছিলাম যে আমাদের মতো অ-কমিউনিস্টদের এমন একটা আবেদন লেখার কথা মনে হয় নি।'

'তবুও আপনি নিজেকে সুকুমার মতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের যোগ্য বলে মনে করেন?'

'সেনেটর ব্র্যানিগান, নিজের যোগ্যতা নিজে বিচার করার অভ্যেস আমার নেই। আপনার হয়তো সে অভ্যেস আছে। আমার নেই। দীর্ঘদিন আগে, দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ শিক্ষক হিসেবে আমার যোগ্যতা বিচার করে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের বিচারের ভ্রান্তিহীনতা আমার শিক্ষকতা জীবন সপ্রমাণ করেছে।'

'সকলে আপনার সাথে একমত নাও হতে পারে। আপনি কি নিজেকে একজন দেশপ্রেমিক অ্যামেরিকান বলে মনে করেন?'

'হ্যাঁ, করি।'

'তবু আপনি স্বেচ্ছায় কমিউনিস্ট পার্টিকে মদত যোগান, সাহায্য করেন, যে পার্টির প্রধান উদ্দেশ্য হলো হিংসা এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা আমাদের সরকারের পতন ঘটানো?'

একটু থেমে মিস ক্রফোর্ড বললেন, 'এটা কি একটা প্রশ্ন?'

'হ্যাঁ।'

'প্রশ্নটা খুব গোলমেলে, না ?' এডনা ক্রফোর্ড হাসলেন।

'উত্তর দিন।'

একটু চিন্তা করে ম্যাকঅ্যালিস্টারকে বললেন এডনা, 'উত্তর দেওয়া উচিত হবে ?'

'সাবধান হওয়াই ভালো। অধিকারের দাবী করুন। পঞ্চম সংশোধণী উল্লেখ করুন।'

'এর উত্তর দেবো না,' বললেন মিস ক্রফোর্ড, 'আমি পঞ্চম সংশোধনী উদ্ধৃত করছি।'

'অর্থাৎ আপনি নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করছেন।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি বুঝতে পারছেন তো যে এই অস্বীকার করা প্রকারান্তরে নিজের অপরাধ মেনে নেওয়া ?'

ম্যাকঅ্যালিস্টারের রাগে লাল মুখের দিকে তাকালেন এডনা। তারপর শান্ত-ভাবে উত্তর দিলেন, 'আপনি কোনটা আমার অপরাধ বলে মনে করছেন তা আমি আদৌ বুঝতে পারছি না, সেনেটর।'

'মিস ক্রফোর্ড, আপনি কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ?'

'এ প্রশ্নের উত্তরও আমি দেবো না, সেনেটর। এ নিয়ে অনেক ভেবেই বলছি, পঞ্চম সংশোধনী প্রদত্ত অধিকার বলে এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না।'

'আপনাকে জোর করার ক্ষমতা আমার নেই।' অসহায়তার ভান করে হাত উল্টোলেন ব্রানিগান। এবারে কমিটির অন্য সদস্যদের দিকে একবার তাকালেন ব্রানিগান, কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন কি না দেখতে। তারপর বললেন, 'আর কিছু জিজ্ঞাসার নেই। তবে মনে রাখবেন, এখনো আপনার উপর থেকে সমন তোলা হয়নি।'

'কি বলতে চাইছে ?' বসতে বসতে জানতে চাইলেন এডনা।

'বলতে চাইছে, ইচ্ছে করলে কমিটি আপনাকে আবার প্রশ্ন করতে পারবে। ও কিছু নয়। কমিটি যতক্ষন না সভা মুলতুবী রাখছে অথবা আপনাকে যথাবিহিত মুক্তি না দিচ্ছে ততক্ষণ সমন বহালই থাকছে। খুব চমৎকার বলেছেন আপনি, খুবই চমৎকার।'

'বিশেষ তো কিছু জিজ্ঞাসা করে নি।'

'কিছু একটা ফন্দী আঁটছে ওরা। এবারে মনে হয় আসল খেলা শুরু হবে।'

তাই হলো। পরের সাক্ষী সাইলাস টিম্বারম্যান।

এডনা ক্রফোর্ডের মতো সাইলাসও অনেক ভেবেছিলেন কি করবেন তা নিয়ে। কিন্তু এডনার মতো কোনো স্থির সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছতে পারেন নি। তিনি নিজেকে খুঁজে পেতে চাইছিলেন, কি ঘটছে তা কেবল বুঝে নিয়ে, সন্তুষ্ট হতে চাইছিলেন না তিনি। জীবনের বিশ্বাসের ভিত্তি যতোই ভেঙে পড়ছিলো, ততোই তিনি নতুন এমন কোনো মূল্যবোধের সন্ধান করছিলেন যা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতেও অনড় থাকবে। মায়রার কথা, তাঁর সন্তানদের কথা, তাঁর সংসার, তাঁর কর্মজীবনের কথা যতোই তিনি চিন্তা করছিলেন ততোই তিনি দেখছিলেন কেবল এদের জন্যে, এদের স্বার্থে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। মনে মনে তিনি বুঝতে পারছিলেন, এই দুঃস্বপ্ন আরম্ভ হওয়ার আগে তাঁর আর মায়রার সম্পর্ক দৃঢ়তর বা ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠছিলো না, নতুন কোনো স্তরে উন্নীত হচ্ছিলো না। বরঞ্চ তাঁরা একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সংসারের তথাকথিত সুখ শান্তি একটা বাইরের খোলসের মতো অভ্যন্তরীণ ক্ষয়কে ঢেকে রেখেছিলো, যে খোলস ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে আসছিলো। আজ হঠাৎ তাঁরা নিজেদের সম্পর্কের মধ্যে অতি মূল্যবান কিছু খুঁজে পেয়েছেন। তা পেয়েছেন বিপদের আঘাতে নয়, তা পেয়েছেন নিজেদের আত্ম-পরিচয় সম্যক উপলব্ধি করার ফলে। কি করে এমন হলো তা তিনি নিজেও জানেন না। শুধু জানেন, নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে হবে, নিজের কাছে পরিপূর্ণ হতে হবে নিজেকে। সহজ মানুষ তিনি, ছোটো তাঁর জানার সীমানা। হয় তাঁকে সংহত মানুষ হতে হবে, নয়তো শেষ হয়ে যেতে হবে।

এই চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন হয়ে কখনো কখনো শুনানি কক্ষের পারিপার্শ্বিক থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিলো তাঁর মন। তাই তাঁর নাম ডাকা হলে সাড়া দিতে একটু সময়ই লাগলো তাঁর। ম্যাকঅ্যালিস্টার তাঁর হাতে মৃদু চাপ দিলেন। সাক্ষীর নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে যেতে তাঁর মনে হলো, এ সময় কি সকলেই ভয় পায়? জীবন কি দু' ভাগে বিভক্ত—এক ভাগে কেবল ভয়ের রাজত্ব, অন্য ভাগে নির্ভয় নিশ্চিন্ততা? হাতে পায়ে জোর নেই, ঠাণ্ডা হিম আঙুল। সেনেটরদের অর্ধগোলাকৃতি মঞ্চ যেন মাথার উপরে বিরাট পাহাড়ের মতো, যে আতঙ্কের হাত থেকে নিস্তার নেই আর। চারদিকে আলোগুলো জ্বলে উঠলো, টেলিভিশন ক্যামেরাগুলো সচল হলো। মনে হলো, মায়রা কি দেখছে তাঁকে এই মুহূর্তে?

শপথ নেওয়া শেষ হলো। কি নাম, কি করেন, এসব মামুলি প্রশ্নও সারা হলো। আস্তে আস্তে সাইলাসের বুকের ধুকপুকুনি কমে এলো। কণ্ঠস্বর দৃঢ়তর হলো। দেখলেন, ভেড কানের ছোট ছোট গোল গোল চোখ তাঁর চোখের দিকে চাইতে পারছে না।

ব্র্যানিগানের প্রথম প্রশ্ন সাইলাসের মন থেকে চিন্তা সরিয়ে দিলো। সাইলাসের মন ভরে গেল ঘৃণায় আর ঘৃণা মিটিয়ে দিলো অনেক সমস্যা। ম্যাকঅ্যালিস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে আত্মীয়তা অনুভব করলেন সাইলাস। লালমুখো, প্রায় হোঁৎকা ম্যাকঅ্যালিস্টার তাঁর বন্ধু। আর অন্যান্যরা? কতো উৎকণ্ঠা, কতো চিন্তা নিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন সকলে। তাঁদের প্রতি ভালোবাসায় মন ভরে উঠলো সাইলাসের। সমস্ত ভয় কোথায় উবে গেল মুহূর্তে।

'এই, কি যেন বলে, শান্তি আবেদন! হ্যাঁ, এই শান্তি আবেদনে আপনি সই করেছিলেন, অধ্যাপক টিমবারম্যান?' ব্র্যানিগানের প্রশ্ন।

'আপনি জানেন না, করেছিলাম কি না? এফ বি আই তো জানে—আপনিও জানেন।'

'নথিভুক্ত করার জন্যে আপনার উত্তরটা দরকার।'

'হ্যাঁ, করেছিলাম। সুযোগ হলে, দরকার হলে আবার করবো। সুতরাং সই করে অনুতপ্ত কিনা সে প্রশ্ন আর করবেন না আশা করি।'

'ধন্যবাদ, অধ্যাপক টিমবারম্যান। আমাদের এই মহান দেশ আজ যখন এক অমানুষিক বিবেকহীন শত্রুর সাথে আমরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত তখন আপনি কমিউনিস্টদের হাতের পুতুল হিসেবে শুধু কাজই করেন না, আবার গর্ব করে বলেন যে বারে বারে একই কাজ করবেন সুযোগ পেলে। আপনি কি মনে করেন যে এমন একজন লোক হয়ে আপনি এই দেশের যুবক যুবতীদের শিক্ষাদানের পক্ষে উপযুক্ত?'

সাইলাস বুঝতে পারছিলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। তিনি বুঝতে পারছিলেন একবার ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকালেই প্রশ্নের ধারাকে আটকে দেওয়া যাবে। বুদ্ধিমানের মতো, ঠাণ্ডা মাথায়, সতর্ক হয়ে উত্তরগুলো দেওয়া যাবে। সারা জীবন তিনি বুদ্ধিমানের মতো, ঠাণ্ডা মাথায়, সতর্ক হয়ে চলেছেন। তাই তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না কেন তিনি ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছেন না, কেন সতর্ক হওয়া, সুবিবেচক হওয়া এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়।

'আমি কোনোদিন কমিউনিস্টদের হাতের পুতুল ছিলাম না সেনেটর', সাইলাস বললেন, 'আর এ ধরনের খেলো বাকচাতুরিপূর্ণ প্রশ্ন ক্ষমতালোভী গুণ্ডার মুখেই মানায়, এ দেশের সর্বোচ্চ আইন সভার সদস্যের মুখে নয়।'

'এটা সভাকক্ষ নয় অধ্যাপক টিমবারম্যান,' ব্র্যানিগান তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'এটা ইউনিয়ন স্কোয়ার নয়। এটা আপনার ক্লাসঘরও নয় যে আপনি ইচ্ছে মতো

কমিউনিস্ট ভাষণ দিয়ে যাবেন। কমিউনিস্ট বক্তৃতা এখানে চলবে না। যা প্রশ্ন করা হবে সরাসরি তার উত্তর দিন, নয়তো আপনাকে কংগ্রেসকে অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করা হবে। বুঝেছেন কি, অধ্যাপক টিমবারম্যান ?'

সাইলাস ঘাড় গুঁজে চুপ করে বসে রইলেন। 'আমার প্রশ্নটা একবার পড়ে ওঁকে শোনাও তো,' ব্র্যানিগান স্টেনোগ্রাফারকে বললেন। তবু চুপ করে থাকলেন সাইলাস।

'অধ্যাপক টিমবারম্যান, যে ভাবে প্রশ্নটা রাখা হয়েছে তা আপনার পছন্দ না হলেও, প্রশ্নটা কিন্তু আইনত অসিদ্ধ নয়। উত্তর না দিলে অবমাননার দায়ে পড়বেন আপনি। একবার বরং আপনার উকিলের সাথে পরামর্শ করে নিন,' বললেন ডমার্সি। কণ্ঠস্বরে একটু সহানুভূতির রেশ। ঘাড় বাঁকালেন সাইলাস, উত্তর দিলেন না।

'বেশ।' ব্র্যানিগানের গলা আবার শান্ত। 'ওই আবেদন পত্রটা সই করলেন কোন পরিস্থিতিতে, অধ্যাপক টিমবারম্যান ?'

'আবেদনটা আমাকে দেখানো হয়েছিলো, সেটা পড়ে খানিকটা চিন্তা করে, সই করে দিয়েছিলাম।'

'কেন সই করেছিলেন আমাদের একটু বলুন তো, অধ্যাপক টিমবারম্যান ?' সেনেটর প্যাটারসনের প্রশ্নে নির্ভেজাল কৌতূহলের সুর। লম্বা, রোগা চেহারা প্যাটারসনের, ভাবভঙ্গীতে খানিকটা যেন নিরপেক্ষতা, ঠিক যেন একজন আগ্রহী দর্শক, বিশেষ আসনে বসে নাটক দেখছেন।

'হ্যাঁ, বলছি। আমার মনে হয়েছিলো, আণবিক যুদ্ধের ভীতিপ্রদ সম্ভাবনা এবং সেই যুদ্ধের ফলে মানব সভ্যতা ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়ার চিন্তায় আতঙ্কিত সব মানুষের সমবেত বক্তব্য সকলের সামনে তুলে ধরার এটি একটি প্রচেষ্টা। আমার নিজস্ব ক্ষুদ্র পরিসরে আমি মানব সভ্যতা ও মানুষের জীবন নিয়ে চিন্তা করি। তাই আমি সই করেছিলাম।'

'অথচ,' ব্র্যানিগান বলে উঠলেন, 'মানব সভ্যতা নিয়ে চিন্তা করতে করতে আপনার একবারও মনে হলো না যে এমন একদল লোককে আপনি মদত যোগাচ্ছেন যারা কিনা মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং এদেশের সরকারকে হিংসা ও বল প্রয়োগ দ্বারা উৎখাত করার কাজে আত্মনিয়োজিত। তাই না, অধ্যাপক টিমবারম্যান ?'

'"ডটারস অব অ্যামেরিকান রেভোল্যুশনে"র তরফ থেকে এই আবেদনটি প্রচারিত হলে আমি অবশ্যই অনেক বেশী সুখী হতাম,' সাইলাস মাথা নেড়ে বলেন।

'অধ্যাপক টিমবারম্যান, আপনি কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ?' প্রশ্ন করেন ব্র্যানিগান। সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটেন, 'অবশ্য অনেকে মনে করেন এ প্রশ্নের উত্তর দিলে পঞ্চম সংশোধনী প্রদত্ত নাগরিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে।'

'তা আমি জানি। গতকাল দীর্ঘ সময় ধরে আমি অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান পাঠ করেছি—'

'বক্তৃতা নয়, প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'আপনার প্রশ্নের উত্তরই দিচ্ছি,' সাইলাস নিরুত্তাপ। 'আমি জানি আপনারা নিছক "অধিকার" শব্দটা দিয়ে এখানে আসল উদ্দেশ্যের চেহারা ঢাকা দিতে চান। আমি মনে করি অত্যাচার ও ভীতি প্রদর্শনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার সহজাত অধিকারের প্রকাশ ঘটেছে পঞ্চম সংশোধনীতে। আমার সহকর্মীরা সেই অধিকার প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা ঠিকই করেছেন, কিছু ভুল করেন নি। কিন্তু আমি সেই অধিকার প্রয়োগ করবো না। করতে পারবো না। আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নই, সেনেটর। কখনো ছিলাম না, এখনো নই।'

'আপনার খেয়াল আছে তো যে আপনি মিথ্যা না বলার হলফ করে কথাটা বলছেন ? মনে আছে তো, অধ্যাপক টিমবারম্যান ?'

সাইলাস শুনতে পাচ্ছিলেন, ম্যাকঅ্যালিস্টারের নিশ্বাস দ্রুততর হয়েছে। বুঝতে পারছিলেন, নিঃশব্দে ম্যাকঅ্যালিস্টার তাঁকে অনুরোধ করছে সতর্ক হতে। তাঁর অবাক লাগছিলো, ম্যাকঅ্যালিস্টার তাঁর কে, কেন সে তাঁর জন্যে এতো চিন্তিত ? ভাবছিলেন তিনি, কোন গুণের জোরে, কোন বিশ্বাসের তাগিদে ম্যাকঅ্যালিস্টার তাঁর পক্ষে, আর কেন সে ওই ওদের দলে ভিড়ে যায় নি ? বাদী আর প্রতিবাদীর মধ্যে এখানে ফারাকটা কোথায় ? এ সব প্রশ্ন সাইলাসের কাছে খুবই জরুরী হয়ে দেখা দিচ্ছিলো। এই সবেমাত্র তিনি এসব নিয়ে ভাবছিলেন। অনেক সময় লাগবে উত্তরগুলো পরিষ্কার বুঝতে। তাছাড়া, এই মুহূর্তটা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয়। তবু বারে বারে মনে একটা কথা উঁকি দিচ্ছিলো তাঁর—সৎ ইচ্ছা, মানবিক সভ্যতাবোধ, সৌভ্রাতৃত্ব, এসব অনুভূতির টানে এই যে মানুষগুলো কাছে এসেছে, তাদের সহমর্মী তিনি কি ভাবে হয়ে পড়লেন, এই সৌহার্দ্য-বোধের কথা জীবনের চল্লিশটা বছর কেমন করেই বা তাঁর অজানা থেকে গেছিলো।

অথচ, ম্যাকঅ্যালিস্টারের আজকের অবস্থান থেকে নিজেকে পৃথক করার প্রয়োজন তিনি প্রবলভাবে অনুভব করছিলেন।

'হ্যাঁ, শপথের কথা মনে আছে আমার,' বললেন সাইলাস।

'আপনাকে আবেদনটা কে সই করতে দিয়েছিলো, অধ্যাপক টিমবারম্যান ?'

একটু ভেবে ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে এই প্রথম তাকালেন সাইলাস সওয়াল শুরু হওয়ার পরে। 'কেমন বুঝছো?' মৃদু কণ্ঠে বললেন।

'অধিকারটা প্রয়োগ করলে ভালো করতে।' ম্যাকঅ্যালিস্টারের কথায় রাগ নেই, বরং অদ্ভুত একটা শ্রদ্ধার সুর আছে। 'অন্য প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে গোলমাল তুমি এর মধ্যে করেই দিয়েছো, সাইলাস।' এই প্রথম তাঁর নাম ধরে ডাকলেন ম্যাক। 'তবে এখনো প্রথম সংশোধনী আছে। আর এ প্রশ্নটা এদের কাজের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না বলেই মনে হয় আমার। সেটা বলো ওদের।'

সাইলাস তাকালেন ব্র্যানিগানের দিকে। বৃষস্কন্ধ, ফাকাশে চোখ, অন্য মার্গে বিচরণকারী ব্র্যানিগান। ব্র্যানিগান স্বপ্ন দেখে। কি স্বপ্ন দেখে ব্র্যানিগান? ব্র্যানিগানের জগতটাকে দেখা যায় কি করে? তার সেই জগতে কোন জিনিসটা প্রাসঙ্গিক আর কোনটা নয়? মাথা নাড়লেন সাইলাস। তিনি এখন বলতেই পারেন, 'এসব আপনাদের এক্তিয়ারের বাইরে, এসব প্রাসঙ্গিক নয়।' তাতে কিছু আসবে যাবে না। অন্য আরো প্রশ্ন আসবে। ওরা বাগে পেয়ে গেছে তাঁকে।

'না, না,' তিনি বললেন, 'সোজা কথা সেনেটর, এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না। এ ধরনের কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেবো না। কোনো নাম বলবো না। কিছুতেই না।'

প্রমান তো হলো টিকটিকি তিনি নন। এবারে পরের ধাপ। অনেক পড়েছেন তিনি খবরের কাগজে, কেমন করে এধরনের কমিটিগুলোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ভীত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কে জর্জরিত সারি সারি লোক, কাঁপতে কাঁপতে একটার পর একটা নাম বলে চুকলি কেটেছে, নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করেছে। তখন তিনি নিরাসক্ত মনে ওইসব লোকের কথা ভেবেছেন। মনে হয়েছে, কোনো ভিনগ্রহের প্রানী ওরা। ওদের অবস্থায় পড়লে তিনি নিজে কি করবেন এ কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেন নি। কিন্তু আজ? আজ তো ওদের সেই জগতের সাথে তাঁর দুনিয়াটা একাকার হয়ে গেছে। তাঁকে বলা হয়েছে গুপ্তচর হতে। তিনি সে প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। পুরো ব্যাপারটা আশ্চর্য রকম অবাস্তব লাগছে, নিছক কোনো কেতাবী প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার মতো। আরো আশ্চর্যের কথা হলো, এর সাথে অ্যালেক ব্রেডি বা আইক আমস্টারডাম বা অন্য কারো কোনো সম্পর্কই নেই। এ কেবল তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। কেবল নিজেকে বাঁচাতেই তিনি সব করছেন। গোয়েন্দাগিরি করতে তিনি পারবেন না, এ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। মনে হলো, অবাক লাগলো ভেবে, এতো অল্প ক'দিনের মধ্যে এতো কিছু তাঁর সামনে এলো কোথা থেকে যা নাকি তাঁর পক্ষে করা অসম্ভব। এও তিনি বুঝতে পারছিলেন, তাঁকে ভেবে দেখতেই হবে কেন এই কাজগুলো তিনি করতে পারবেন না কোনো মতেই। এই "কেন"র

উত্তর তাঁকে উপলব্ধি করতেই হবে খুবই শীঘ্র। কিন্তু এই মুহূর্তে নয়, এখন নয়। এখন তো ক্যামেরাগুলো তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, জ্বলছে আলোগুলো দানব চোখের মতো। টেলিভিসনের পর্দায় তাঁকে বানানো হয়েছে নাটুকে চরিত্র যাকে দেখে মজা পাচ্ছে হাজার হাজার কোটি কোটি লোক, ঠোঁট চাটতে চাটতে দেখছে, কেমন নির্বিকারে কেমন ঠাণ্ডা মাথায়, কেমন পরিশীলিত ভঙ্গীতে একটা লোকের জীবন ধ্বংস করা হচ্ছে খাঁটি অ্যামেরিকান পদ্ধতিতে, কোনো পাশবিক কায়দা প্রয়োগ না করেই। এটা তো আর হিটলার বা মুসোলিনি বা ফ্র্যাংকোর দেশ নয়!

'অধ্যাপক টিমবারম্যান, কি প্রশ্ন করা হবে বা হবে না তা ঠিক করবো আমরা। যতো বার আপনি উত্তর দিতে অস্বীকার করবেন ততো বার আপনার নামে অবমাননার অভিযোগ আনা হবে। এটা একটা সেনেট কমিটি, এটা কোনো কমিউনিস্ট আলোচনা-চক্র নয়। এবারে উত্তর দিন, অধ্যাপক টিমবারম্যান, ক্লেমিংটনে কি একটি বিশেষ নাগরিক প্রতিরক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়েছিলো?'

'হয়েছিলো।'

'কর্মসূচীতে কি কি ছিলো?'

'যাঁরা কর্মসূচীটা তৈরী করেছিলেন তাঁরা হয়তো এর উত্তর দিতে পারবেন। আমি পারবো না। আমি শুধু শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা নাগরিক প্রতিরক্ষা কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছিলো।'

'কর্মসূচীটা নিশ্চয় স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে?'

'তা বলতে পারেন।'

'আপনাকে কি যোগ দিতে বলা হয়েছিলো, অধ্যাপক টিমবারম্যান?'

'হ্যাঁ, বলা হয়েছিলো।'

'আপনি কি যোগ দিয়েছিলেন?'

'না, যোগ দিই নি।'

'অন্যভাবে বলা যায় না কি যে যখন আপনার দেশ এক নিষ্ঠুর নিষ্করুণ শত্রুর সাথে মরণপণ সংগ্রামে রত, তখন যে সমাজে আপনি বাস করেন, যে দেশ আপনার মুখে অন্ন তুলে দেয়, তার জন্যে নাগরিক প্রতিরক্ষা কর্মসূচীতে যোগ দেবার মতো সামান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও আপনি নারাজ ছিলেন?'

'আপনি যে ভাবে বলছেন, সেনেটর—'

'প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'অবশ্যই দেবো। চার বছর আমি সৈন্যদলে ছিলাম, সেনেটর। ওসব গালভরা

কূট প্রশ্ন আমাকে করে লাভ হবে না। নাগরিক প্রতিরক্ষার এই পরিকল্পনাকে একটা জোচ্চুরি এবং রাজনৈতিক চাল ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি আমার। এর দ্বারা শান্তির আশা আরো ব্যাহতই হতো। এখনো আমি তাই মনে করি। অ্যাটম বোমা—'

ড্যমার্সি হাতুড়ি ঠকঠক করতে লাগলেন।

'এসব কমিউনিস্ট বক্তৃতা বন্ধ করুন,' ব্র্যানিগান চিৎকার করে উঠলেন। শুনানি শুরু হওয়ার পর এই প্রথম তাঁকে গলা তুলতে দেখা গেল।

'—লোক বেছে হত্যালীলা চালায় না, মাথা নুইয়ে ক্ষমাও চায় না। এই বোমার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হলো, সেনেটর, এর ব্যবহারে বিরত থাকা। যে ভাবে ভদ্র সভ্য অ্যামেরিকানরা একে অন্যের সাথে মিলেমিশে থাকে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর সাথে সেই ভাবে বাস করলে তবেই এই বোমার হাত থেকে বাঁচা যাবে। এর চাইতে জটিল কোনো রাজনীতির চিন্তা আমার মাথায় নেই। এ তো খুব সোজা কথা। তাই—'

'হয় প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন, নয়তো আপনাকে ঘর থেকে দূর করে দেবো!'

'—আমি মুখ-বাঁচানো ওই রাজনৈতিক ধান্দাবাজীর সাথে জড়িত হতে রাজি হইনি। শুনুন, সেনেটর, নাগরিক প্রতিরক্ষার আমি পক্ষে—আমি চাই বাঁচতে, সভ্যতাকে বাঁচাতে।'

'আপনি যে কিসের পক্ষে তা আমরা জানি, অধ্যাপক টিমবারম্যান। আপনি কিসের পক্ষে তা তো পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে। আপনি গোপন তো করেন নি কিসের আপনি সমর্থক। অধ্যাপক টিমবারম্যান, হিংসা ও বলপ্রয়োগ দ্বারা আমাদের সরকারের ধ্বংসসাধনের নীতি আপনি বিশ্বাস করেন, তাই না?'

'অবশ্যই না।'

'আপনি কি মনে করেন আপনার মতো জীব যুবকযুবতীদের শিক্ষাদানের যোগ্য?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি। সাথে সাথে এও বলে দিই এবার যে আপনার মতো অতীত যে জীবের, তার ওই আসনে বসার কোনো অধিকার নেই।'

'ওসব কথা "ডেইলী ওয়ার্কার"এ লেখার জন্যে তুলে রাখুন। ক্লেমিংটনে আপনি কমিউনিস্ট মিটিংএ হাজির থাকেন না, অধ্যাপক টিমবারম্যান?'

'আমি কোনোখানেই কমিউনিস্ট মিটিংএ হাজির থাকি না।'

'ক্লেমিংটনে কোনো মিটিংএ কি আপনি যান না?'

'যাই।'

'কি ধরনের মিটিং ?'

'ফ্যাকালটি মিটিং, পাঠ্যসূচী মিটিং, ইংরেজী ভাষা সমিতি মিটিং, বিভাগীয় মিটিং—'

'এই সব ?'

'কখনো কখনো অ্যামেরিকান ভেটেরান সমিতিতে যাই, নাগরিক স্বাধীনতা সংঘের মিটিংএও যাই।'

'এ দু'টো সংগঠনকে কমিউনিস্টদের গোপন সংস্থা বলে নির্দেশ করা হয়েছে এ কথা কি আপনি জানেন ?'

'না, জানি না এবং কথাটা বিশ্বাসও করি না।'

'আপনি কিসে বিশ্বাস করেন আর করেন না তাতে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই, অধ্যাপক টিমবারম্যান। অধ্যাপক আমস্টারডামের সাথে আপনার দেখা হয় না ?'

'প্রায়ই দেখা হয়। আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'মিটিংএ দেখা হয় ?'

'হয়। ফ্যাকালটি মিটিংএ।'

'অধ্যাপক আমস্টারডাম কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ?'

'আমি আদৌ জানি না।'

'মিস ক্রফোর্ড ?'

'কখনো জিজ্ঞাসা করার হেতু ঘটে নি।'

'অ্যালেক ব্রেডি, হার্টম্যান স্পেনসার, লিওন ফেডারম্যান এবং লরেনস ক্যাপলীন—এদের কাউকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বলে জানেন কি, অধ্যাপক টিমবারম্যান ?'

'আমার সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য কি না তা আমি বিন্দু বিসর্গ জানি না। তবে এও বলে দেওয়া ভালো, সেনেটর, যে জানলেও আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতাম না বলেই মনে হয়।'

'কেন জানতে পারি কি, অধ্যাপক টিমবারম্যান,' প্রশ্ন করেন সেনেটর কেম্পলসন।

'কারণ আমি চুকলিখোর গুপ্তচরদের ঘেন্না করি।'

'আচ্ছা, অধ্যাপক টিমবারম্যান, আপনার দেশের সরকারের হয়ে যারা

করেন তাঁদেরও কি আপনি ওই একই দলে ফেলবেন? আপনাকে প্রশ্নটা করছি কারণ আপনি আমি দু'জনেই প্রাক্তন সৈনিক,' বলেন কেমপলসন।

একটু ভাবলেন সাইলাস। তাকালেন ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে। 'ইচ্ছে করলে এ প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারো,' বললেন ম্যাকঅ্যালিস্টার।

'কি আর বেশী ক্ষতি হবে উত্তর দিলে।'

'তা ঠিক,' ম্যাকঅ্যালিস্টার সায় দেন। সাইলাস উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, একই দলে ফেলবো, যদি তারা নিজের দেশের সৎ মানুষের উপরে গোয়েন্দাগিরি চালায়, যদি ভীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করে, যদি মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে সাহায্য করে, যদি যুক্তি আর চিন্তাশীলতার জায়গায় স্থাপন করে আতঙ্কের রাজত্ব।'

'ধন্যবাদ,' কেমপলসনের উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত।

কথাটা ধরে নেন ব্র্যানিগান, 'আপনার কথার অর্থ তাহলে এই দাঁড়ায় তো, যে নাগরিক প্রতিরক্ষায় যোগ দিতে অস্বীকার করে আপনি বলতে চাইছেন সামরিক বাহিনীর যে কোনো শাখাতে যোগ দিতেই আপনি অনিচ্ছুক?'

'সে কথা আমি বলি নি। আমার মুখে কথা জুড়ে দেবেন না।'

'তার দরকার হচ্ছে না, অধ্যাপক। আপনি নিজে যা বলছেন তাই যথেষ্ট হচ্ছে। প্রশ্নটার উত্তর দিন।'

'প্রশ্ন কোথায় করলেন! ওটা তো একটা বক্তব্য রাখা হলো।'

'বেশ। অন্য ভাবে প্রশ্নটা করি। সোভিয়েত ইউনিয়ন আর অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আপনি অস্ত্র ধারণ করবেন, না করবেন না?'

'একটা যুদ্ধে আমি লড়াই করেছি। আরেকটা যুদ্ধে আমার যোগদান প্রয়োজন হলে আর পাঁচজন অ্যামেরিকানের মতো আমিও নিশ্চয় সাড়া দেবো। কোনো স্বাভাবিক মানুষ ঘর সংসার ছেড়ে সৈন্যদলে যোগ দিতে চায় না, সেনেটর। অভিজ্ঞতাটা সুখপ্রদ নয়। কিন্তু অতীতে একবার আমি তা করেছি, প্রয়োজন হলে আবার না করার কারণ দেখি না।'

'অধ্যাপক টিমবারম্যান, আমি চাইছি প্রশ্নটার সোজা উত্তর।'

'আপনি জানতে চাইছেন তো যে আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়তে রাজি কি না? এভাবে বললে কথাটা কেমন বিচিত্র শোনায়। আর আপনার প্রশ্নটা তো ধারেও কাটে ভারেও কাটে, তাই না?'

'বক্তৃতা নয়, প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'সেই চেষ্টাই করছি। কিন্তু না ভেবে উত্তর দিই কি করে! আপনি তো, সেনেটর, প্রশ্নগুলো বানানোতে অনেক চিন্তা ঢেলেছেন, উত্তর দিতে আমাকে একটু ভাবতে দেওয়া উচিত নয় কি আপনার?'

'বক্তৃতা দেওয়া চলবে না, অধ্যাপক টিমবারম্যান।'

'না—তা চলবে না।' কিন্তু কথার পর অনেক কথা সাইলাসের মনে ঘুরেফিরে উঠেনেমে ঢেউ তুলে চললো তো চললোই। কেন তাঁকে এখানে দাঁড়িয়ে হাজারটা উত্তরের খোঁজ করে চলতে হবে নিজের কাছে? কেন তাঁকে একটা পতঙ্গের মতো পিনে গাঁথা হয়ে ছটফট করতে করতে সারা দুনিয়ার দ্রষ্টব্য হতে হবে? হায় রে বেচারী দুনিয়া! নিজের জালে জড়িয়ে পড়া, ব্যস্তসমস্ত, বিকলাঙ্গ দুনিয়া, বিশ্বরহস্যের চাবিকাঠি নিয়ে খেলতে খেলতে আজ নিজেকে এক মহাবিস্ফোরণে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলতে উদ্যত দুনিয়া, সমস্ত সুখ দুঃখ হাসি কান্না পাপ পুন্য পাপী আর মহাত্মাদের নিয়ে শূন্যে বিলীণ হয়ে যেতে উদ্যত দুনিয়া। আর এই ব্যানিগান, বসে আছে যেন এক কোলাব্যাঙ, যে ব্যানিগান কখনো একটা বই পড়েনি, একটা কবিতা নিয়ে ভাবে নি, প্রথম সন্তানের জন্ম মুহূর্তে শিশুর কান্নায় সচকিত হয় নি, ভাবে নি ছেলেমেয়ের মুখে অন্ন যোগাতে পয়সা আসবে কোথা থেকে—সেই ব্যানিগান আজ ক্ষমতার শীর্ষে, আর সোভিয়েত দেশকে ঘৃণা করে মহান! পুন্য অর্জনের কি অপূর্ব অভিনব উপায়! আর, কি আশ্চর্য, সেই ব্যানিগান আর তিনি নিজে আজ এই উন্মাদ প্রহসনের রঙ্গমঞ্চের মধ্যমণি। তাঁকে ছোঁ মেরে তুলে আনা হয়েছে কোন এক গণ্ডগ্রাম থেকে এই এখানে ব্যানিগানের মুখোমুখি হতে। কি আশ্চর্য ভাবে কখন কোথায় কার সামনা সামনি হতে হয়! সাইলাসের মনে পড়ে গেল আমস্টারডামের একটা কথা। অ্যামেরিকার প্রত্যেক শহরে আর গ্রামে সাইলাস টিমবারম্যানের মতো একজন করে লোক আছে যে যুক্তিকে, চিন্তাশীলতাকে আঁকড়ে ধরে আছে, মরুভূমিতে একটা বিরল লতার মতো তাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বৃদ্ধের নৈরাশ্যবাদ তখন তাঁকে বিরক্ত করেছিলো। আর এখন? চটপট জবাব দাও। নয়তো, বলো, চুলোয় যাও সব, পরোয়া করি না! নয়তো, বলো পঞ্চম অথবা প্রথম অথবা অন্য কোনো একটা সংশোধনী আমাকে রক্ষা করবে। নাকি, সে সব গেছে, সংবিধানকে ত্যাগই করেছেন তিনি। বেচারী সংবিধান, হাসি পেলো সাইলাসের, কি অস্বস্তিকর ওই কাগুজে আশ্রয়। তোমার আশ্রয়েই তো বাস করতাম। আমার বাড়িটাও তো ছিল তাই। কাগুজে। পাণ্ডুলিপির কাগজ দিয়ে ঘেরা। আমার দিকে চেয়ে দেখুন, 'ভদ্রমহোদয়গণ! আমি একজন বিদ্যার্থী, একজন শিক্ষক।

আমি জানি, আপনাদের জগতে বিদ্যার কোনো স্থান নেই! আমি জানতে চেয়েছিলাম, লিখতে চেয়েছিলাম কেন মার্ক টোয়েন অমন মানুষ ছিলেন, আর কি করেই বা তিনি অমন হয়েছিলেন। কিন্তু কখনো ভেবেও দেখিনি সাইলাস টিমবারম্যান কেমন মানুষ, আর কেনই বা সে এমন—

প্রশ্নটা তাঁর সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে, উত্তরের মূল্য এক হাজার ডলার, অথবা এক বছর কারাদণ্ড। তবে মানতেই হবে, এদের ধৈর্য আছে। প্রাপ্য প্রশংসা না দেওয়াটা ভুল হবে। ধৈর্য আছে বটে।

'গতকাল কেউ প্রশ্নটা করলে,' বললেন সাইলাস, 'উত্তর দেওয়াটা সহজ হতো। সোভিয়েত ইউনিয়নকে কোনো দিনই আমি বড়ো একটা পছন্দ করি নি। যে দেশে মানুষের চিন্তার উপর বিধি নিষেধ জারি করা হয়, বলা হয় এই বই পড়বে না ওই বই লিখবে না, সে দেশকে ভালো লাগা সম্ভব নয়। বরাবর শুনে এসেছি সোভিয়েত ইউনিয়ন তেমনি একটা দেশ, আর, সত্যিই তো, যা রটে তার কিছু তো বটে—।'

'বক্তৃতা বন্ধ করুন, অধ্যাপক! কমিউনিস্ট বক্তৃতা চলবে না এখানে!'

সাইলাস বলেই চললেন। খট খট খট খট হাতুড়ি বেজেই চললো। 'তাই না? আর রটনা কিছু কম হয়নি। অবশ্য একথা ঠিক যে, আমি রটনার পিছনে সত্যতা কতোটা আছে তা কখনো অনুসন্ধান করে দেখিনি। তবে ওয়াশিংটনে কি ঘটনা ঘটছে নানা গুজবের অন্তরালে তাও কি আমি লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছি? কেন কে জানে? ঔদাসীন্য? অনাগ্রহ? হবে হয়তো। এই মনোভাব খুবই খারাপ। অজ্ঞতা অবশ্য আরো খারাপ—'

ব্র্যানিগান চেঁচাচ্ছে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে কি সব বলছে কেমপলসন। কথাগুলো সাইলাস শুনতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর কথাও কেউ শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হয় না। তবুও বলেই চললেন সাইলাস।

'—আর যতদূর বুঝি অজ্ঞতাকে আমি সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করি। ঘৃণা করি অজ্ঞতা আর সেই অজ্ঞতাকে যে সব শঠ বিবেকহীন লোকেরা ব্যবহার করে তাদের। এরা চিন্তাশীলতাকে ভয় পায়, যুক্তিকে এরা পরিত্যাগ করে, বিদ্বান আর বৈজ্ঞানিকদের এরা অভিশাপ দেয়, ব্যঙ্গ করে, বিদ্রূপের হাসি দিয়ে খাটো করতে চায় তাঁদের, সত্যবাক্য এদের কাছে শয়তানের চেয়েও ভীতিপ্রদ, এরা কমিউনিজম আর সোভিয়েত ইউনিয়নকে গাল পাড়ে—আর, কেউ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে কি না প্রশ্ন করে নিজেদের ভীষন বুদ্ধিমান ভাবতে থাকে। কিন্তু কথাটা তা নয়। কথা হলো, আমি বাঁচতে চাই, সেনেটর ব্র্যানিগান, আমি চাই আমার সন্তানসন্ততি যেন বাঁচতে

পারে, আর এমন সময় নিশ্চয় শীঘ্রই আসবে যখন আপনার মতো লোকেরা বর্বর প্রলাপ বকে, অর্থহীন চিৎকার করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মরণের মুখে ঠেলে দিতে পারবেন না। আপনি, সেনেটর ব্র্যানিগান যা কিছুর প্রতিভূ, তার জন্যে সেদিন আর কাউকে মরতে পাঠাতে পারবেন না আপনি। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে নয়—একই পৃথিবীতে রাশিয়ার পাশাপাশি বাঁচতে, পরস্পরকে বুঝতে, জানতে, শিখতে চাই। বাঁচার এই একটা রাস্তাই আমি জানি, সেনেটর ব্র্যানিগান, একটা রাস্তাই আছে—এই একটাই উত্তর হতে পারে—'

আর এগোতে পারলেন না সাইলাস। দু'জন মার্শাল তাঁর দু'হাত চেপে ধরে, মাটি থেকে প্রায় তুলে দরজার দিকে টেনে নিয়ে চললো। এরকম একটা অবস্থার জন্যে সাইলাস তৈরী ছিলেন না। তাঁর প্রথমেই মনে হলো, এ অপমান অসহ্য। ফলে, হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। চারদিকে প্রায় সকলেই তখন চিৎকার করছে। তিনি আবছা অনুভব করলেন, ম্যাকঅ্যালিস্টার মার্শালদের কাছে জোর গলায় প্রতিবাদ করছেন, ব্রেডি তাঁকে ছাড়াবার চেষ্টা করছেন, দূর থেকে ব্র্যানিগানের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—হৈ চৈ, ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি লেগে গেছে। হঠাৎ সব থেমে গেল। তিনি বাইরের দালানে, কোটের কলার ভাঁজ ভাঙা, সার্টের হাতা ছেঁড়া, চশমা ঝুলছে এক কানে, চারদিকে খবরের কাগজের লোকেদের ভীড়, বৃদ্ধ আইক আমস্টারডাম চেষ্টা করছেন তাঁকে সামলে রাখার, মুখে খুশীর সরব হাসি, আর বলি-রেখাঙ্কিত মুখাবয়বে ফুটে উঠেছে তাঁর প্রতি গভীর স্নেহ আর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার এমন অভিব্যক্তি যা সাইলাস আগে কখনো দেখেন নি।

আর, কি বিচিত্র ব্যাপার, সাইলাসের নিজেরও ভীষণ ভালো লাগছিলো।

* * *

মধ্যাহ্ন আহারে বসে সাথীরা শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় মিশ্রিত দৃষ্টিতে সাইলাসকে দেখছিলেন। সকলের মুখেই বেশ খানিকটা দুশ্চিন্তা। সেনেট অফিসের কাছেই এই ছোটো কাফেটা-রিয়াতে সস্তায় ভালো খাবার পাওয়া যায়। আলোচনা হচ্ছিলো সকালের ঘটনা নিয়ে। চেষ্টা হচ্ছিলো দ্বিতীয় দফা শুনানিতে কি ঘটবে তা আঁচ করার।

'আজ সকালে তুমিই ছিলে নায়ক,' ফেডারম্যান বলছিলেন, 'কোনো সন্দেহ নেই। দারুন!'

কেবল ম্যাকঅ্যালিস্টারের মুখে স্পষ্ট চিন্তার ছাপ। ভ্রুকুঞ্চনে বোঝা যাচ্ছিলো সে চিন্তা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ।

'আমি দিয়েছি বারোটা বাজিয়ে,' সাইলাস জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে, 'তাই না,

ম্যাক ?' শুনানি কক্ষে লড়াইএর উত্তেজনা অনেকটাই প্রশমিত।

'তা দিয়েছো।'

'অবস্থা কি খুবই খারাপ ?' ব্রেডি জানতে চান।

'যথেষ্ট খারাপ, তবে নির্ভর করবে অনেক কিছুর উপর।'

'কিসের উপর ?' সাইলাস জানতে চান। তাঁর একটু বোকা বোকা লাগতে শুরু করেছিলো। ভাবছিলেন, চেপে রাখা কথা বলে দিয়ে তো ভালোই লাগছে, কিন্তু মূল্যটা কি দিতে হবে কে জানে।

'বিকেলে কি হবে খানিকটা তার উপর। কংগ্রেসের অবমাননা নিয়ে আমি খুব চিন্তিত নই, সাইলাস। মনে হয়, আমস্টারডাম এবং মিস ক্রফোর্ড বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু তুমি অন্তত তিনবার এমন কথা বলেছো যা অবমাননাকর বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কথাগুলো বলার যথেষ্ট কারণ ছিল, দালালের কাজ করে নিজের কাছে জবাবদিহি করা যায় না, মাথা উঁচু করে বাঁচা যায় না আর। তুমি পঞ্চম সংশোধনী ব্যবহার করে ছাড় পেয়ে যেতেই পারতে। কিন্তু সেই অধিকারটা তুমি খোয়ালে যে মুহূর্তে তুমি বলে ফেললে তুমি কমিউনিস্ট নও।'

'আমার কোনো উপায় ছিল না,' সাইলাস বলে উঠলেন, 'আমি দুঃখিত, কিন্তু কি করবো, আমার সামনে অন্য কোনো পথ ছিল না।'

'তা হয়তো ঠিক। সেটা তোমার নৈতিক দায়িত্বের ব্যাপার। কিন্তু আমার দায়িত্বটা তো স্বতন্ত্র। আমি তোমার অ্যাটর্নি, আমার ভয় হলো মিথ্যা সাক্ষ্যের অভিযোগ নিয়ে। এর মতো বাজে অভিযোগ আর হয় না। সৎ বিচারালয়ে সাক্ষ্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু সাজানো মামলায় অসৎ বিচারক আর একপেশে জুরীদের সামনে মিথ্যা সাক্ষ্যের অভিযোগকে মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভবই নয়। পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, বুঝলে সাইলাস, পাঁচ পাঁচটা বছর!'

'সাইলাস আমার বন্ধু। সাইলাস মিথ্যা কথা বলার লোক নয়,' এডনা ক্রফোর্ড বলে ওঠেন।

ক্লান্ত ভঙ্গীতে মাথা নাড়েন ম্যাক। 'সে কথা আমাকে বলার দরকার নেই। আপনারা কি ধরনের মানুষ বুঝছি না, সবাই বয় স্কাউট না কি ? আমাকে বলার দরকার নেই সাইলাস নিরপরাধ। সাইলাস যদি কমিউনিস্ট হয়, তাহলে আমিও মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দা। আপনারা কি কিছুই বোঝেন না ? সারাটা সকাল তো ব্র্যানিগানের স্কুলে পাঠ নিলেন। শিখলেন না কিছু ? সাইলাস মিথ্যুক নয় সবাই জানে। কিন্তু কোথায়, আপনাদের সম্মানিত সহকর্মী বব অ্যালেন কোথায় ? সারাটা সকাল সে কোথায় ছিলো ? মিউজিয়মে

ঘুরে ছবি দেখছিলো? না কি, লিঙ্কন মেমোরিয়ালে গিয়ে পূজো করছিলো জাতির পিতার? কোথায় গেলো, বব অ্যালেন?'

* * *

শুনানি কক্ষে ফিরে এসে দেখলেন সকলে, সাক্ষীদের জন্যে সংরক্ষিত প্রথম সারির একেবারে শেষে বসে আছে বব অ্যালেন। মাথা তুলে ওদের দিকে চাইবার সাহস নেই, শক্ত সোজা হয়ে বসে, কোলে রাখা ব্রীফকেসের দিকে চোখ নিবদ্ধ করে বসে আছে সে।

কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কেউ কিছু বললেন না। তাঁর কথা সত্য প্রমানিত হওয়াতেও ম্যাকঅ্যালিস্টারের মুখে কোনো গর্বের ছায়া নেই। এডনা ক্রফোর্ড যখন বললেন, 'এটা কি হচ্ছে কি! আমি কথা বলে আসছি', বলে এগিয়ে গেলেন, কেউ তাকে বাধা দিলো না। তিনি অ্যালেনের কাছে পৌঁছতেই সে যেন জমাট বেঁধে গেল একেবারে। এডনা দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। কেউ কোনো কথা বললো না। স্পেনসার বললেন, 'এডনা যখন বাক্যহারা হয়, সারা পৃথিবী কেঁপে ওঠে।' ফেডারম্যান উত্তর দিলেন, 'ভুল বললে। তোমার পৃথিবী কাঁপতে পারে, হার্ট, সারা পৃথিবী বলো না।'

হার্টের পৃথিবীটাই তো তার পৃথিবী, ভাবলেন সাইলাস, তাঁর, এডনার, লিওনের। এতো সুন্দর ছিল সেই পৃথিবী, এতো সংস্কৃত, এতো মার্জিত, যে পৃথিবীতে জন্মেছেন এমারসন, থোরো, হুইটম্যান, ইঙ্গারসোল। অবশ্য বিচারপতি থেয়ারের মতো লোকও এই পৃথিবীরই অন্যতম ফসল। ততক্ষনে এডনা ফিরে এসেছেন, বসতে বসতে বলছেন, 'গাধার মতো লাগছে নিজেকে।' সকলের একই রকম লাগছে।

সেনেটররা ঢুকতেই টেলিভিসনের আলোগুলো জ্বলে উঠলো। সেনেটররা সংখ্যায় এবার একজন বেশী। সঙ্গে এসেছেন এবার ইণ্ডিয়ানার সদস্য মারডক। পরিবেশ উত্তেজনায় টানটান। সকালটা স্বাভাবিক ছিল, অবশ্য "স্বাভাবিক" শব্দটা যদি এখানে যা ঘটছে সে প্রসঙ্গে আদৌ প্রযোজ্য হয়। অপরাহ্নটা একেবারেই অন্যরকম। সবাই তৈরী দারুণ নাটকীয় ঘটনাস্রোতের জন্যে। দর্শকদের আসনে তিলধারনের জায়গা নেই।

হ্যমার্সি তাঁর সভাপতিত্ব শুরু করলেন ঘটা করে। 'এবারে কমিটির কাজ শুরু হবে। মিঃ কাউনসেল, কে হবে প্রথম সাক্ষী?'

প্রায় ঠোঁট চাটতে চাটতে উঠে দাঁড়ালেন ডেভ কান। আইনের ছত্রছায়ায় আত্মগোপন করে চোরা আঘাত হানতে পটু এই লোকটিকে, সাইলাস ভাবলেন, তুলনা করা যায় সেই সব অদৃশ্য রোগজীবাণুর সাথে যেগুলোর উপরে কোনো জীবনদায়ী ওষুধ আর কাজ করে না।

'রবার্ট অ্যালেন,' ডেভ কান বললেন। উত্তেজনায় তাঁর চোখ চকচক করে উঠলো।

অ্যালেন উঠে এলো। দাঁড়ালো টেবিলের উপর ব্রীফকেস রেখে। একাই দাঁড়ালো। সাথে কোনো উকিল নেই। ন্যায়পরায়ণ নির্ভীক ব্যক্তির উকিল লাগবে কেন? সে তো নিজের শক্তিতেই বলীয়ান! স্মার্শি বললেন, 'মিঃ অ্যালেন, আপনার ডান হাত তুলুন। শপথ করে বলুন যে কমিটির সামনে বিচার্য এই বিষয় প্রসঙ্গে আপনি কেবল সত্যকথা বলবেন, সম্পূর্ণ সত্য বলবেন এবং সত্য ছাড়া মিথ্যা বলবেন না।'

'শপথ করছি।'

'আপনার সম্পূর্ণ নাম বলুন,' বলেন ডেভ কান।

'রবার্ট ডি অ্যালেন।'

'আপনি বর্তমানে ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি একজন অধ্যাপক?'

'না, আমি শিক্ষক, একজন "ইনস্ট্রাকটর"।

'তার মানে, আপনাকে "প্রফেসর" বা "অধ্যাপক" বলে সম্বোধন করতে পারবো না।'

'না, এখনো অন্তত নয়,' অ্যালেন বিনীত কণ্ঠে জবাব দেয়। তার কণ্ঠে তারুণ্যের আন্তরিকতা ঝরে পড়ে।

'মিঃ অ্যালেন, একজন "ইনস্ট্রাকটর" আর একজন "প্রফেসরের" মধ্যে তফাৎটা ঠিক কোথায়?'

'বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিভিন্ন কলেজে ব্যাপারটা আলাদা আলাদা ভাবে দেখা হয়ে থাকে। নানা জায়গায় নানা রকম ব্যবস্থা। ক্লেমিংটনে সহকারী অধ্যাপক হতে গেলেও পি এইচ ডি অর্থাৎ ডকটর অব ফিলসফি ডিগ্রি অবশ্য প্রয়োজনীয়। অবশ্য ডকটরেট থাকলেই যে আবার আপনি প্রফেসর হতে পারবেন এমন নয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঠিক করবে আপনি সব দিক থেকে অধ্যাপক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন কি না।'

'বেতন বেশী হয় নিশ্চয়?'

'সে তো নিশ্চয়। বেশী বেতন, বেশী সম্মান,কাজের মেয়াদও বেশী। ক্লেমিংটনে শিক্ষক জীবন শুরু করতে হলে প্রথমে "স্টুডেন্ট ইনস্ট্রাকটর" হয়ে কাজ আরম্ভ করতে হয়। খানিকটা প্রাক স্নাতক পড়াশুনা, খানিকটা শিক্ষকতা এক সাথে। আমি এখন একজন পূর্ণ "ইনস্ট্রাকটর", অর্থাৎ আমি এখন "ফ্যাকালটি"র একজন সদস্য, একজন অধ্যাপকের অধীনে কাজ করি এবং তিনি আমার সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন।'

'কোন অধ্যাপকের অধীনে আপনি বর্তমানে কাজ করেন, মিঃ অ্যালেন?'

'অধ্যাপক টিমবারম্যান।'

'কতদিন হলো আপনি ক্লেমিংটনে "ফ্যাকালটি"র সদস্য হিসেবে কাজ করছেন,

মিঃ অ্যালেন ?'

'এটা আমার চতুর্থ বছর, সপ্তম সেমেস্টার। তবে তার আগে এক বছর আমি প্রাক স্নাতক পড়াশুনার সময় কিছু শিক্ষকতার কাজ করেছিলাম।'

'আপনি কি বিষয় পড়ান ?'

'অ্যামেরিকান সাহিত্য, প্রধানত আধুনিক সাহিত্য।'

'আপনি ক্লেসিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন, তাই না, মিঃ অ্যালেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি যখন ছাত্র ছিলেন, তখন অধ্যাপক টিমবারম্যানের কাছে কখনো পড়েছেন ?'

'পড়েছি।'

'অধ্যাপক আমস্টারডামের কাছে ?'

'আজ্ঞে না।'

'আরো কয়েকটা নাম বলি। লরেনস ক্যাপলীন, লিওন ফেডারম্যান, অ্যালেক ব্রেডি এবং হার্টম্যান স্পেনসার। এঁদের কাউকে কি আপনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন ?'

'একজনকে শুধু পেয়েছি, ক্যাপলীনকে।'

'তাহলে ছাত্র থাকাকালীন আপনি অধ্যাপক টিমবারম্যান এবং অধ্যাপক ক্যাপলীনকে জানতেন ?'

'জানতাম।'

'যখন আপনি অধ্যাপক টিমবারম্যানের ছাত্র ছিলেন তখন অধ্যাপক টিমবারম্যানকে তাঁর ছাত্রদের উপরে কোনো মতবাদ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতে দেখেছেন কি ?'

'আজ্ঞে, প্রশ্নটা ঠিক বুঝলাম না।'

'অন্যভাবে বলি। অধ্যাপক টিমবারম্যানের শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে আপনার কি ঠিক খাটি অ্যামেরিকান পদ্ধতি বলে মনে হয়েছে ?'

'আজ্ঞে, ওঁর কাছে আমি শেষ পড়েছি ১৯৪১ সালে। তখন উনি নাৎসীদের কঠোর সমালোচনা করতেন। সব সময়েই উনি বলতেন নাৎসীবাদ এবং সাহিত্য সব সময়েই পরস্পর বিরোধী।'

'উনি কমিউনিজম অথবা সোভিয়েত রাশিয়ার একই রকম সমালোচনা করতেন কি না আপনার মনে আছে ?'

'আজ্ঞে না। এই দু'টো বিষয়ে ওঁকে কখনো কোনো সমালোচনা করতে শুনি নি। বরং, আমার মনে পড়ে উনি বেশ কয়েকটা রাশিয়ান বইএর বিশেষ প্রশংসাই করতেন।'

'বইগুলোর নাম মনে আছে ?' ব্র্যানিগান হঠাৎ প্রশ্ন করে ওঠেন।

'আজ্ঞে না। তবে উনি বেশ কয়েকটা অ্যামেরিকান বইএর বারে বারে নাম ক ছাত্রদের পড়তে বলতেন। তখন বইগুলো খুব চালু ছিল, এখন আর সেগুলোকে খ ভালো বলে মনে করা হয় না। বইগুলো অ্যামেরিকান জীবনযাত্রা এবং অ্যামেরিকা মূল্যবোধগুলোর সমালোচনায় মুখর ছিল। অধ্যাপক টিমবারম্যানের দৃষ্টিভঙ্গীও বরাবর খুব সমালোচনাপ্রবণ। অ্যামেরিকান জীবনধারার মধ্যে যে কতো খারাপ দিক আছে ত নিয়ে কথা বলতে তিনি কখনো ক্লান্ত হতেন না।'

'বইগুলোর নাম বলতে পারেন?' ব্র্যানিগান জোর দিয়ে জানতে চান।

'কয়েকটার নাম বলতে পারি। থিওডোর ড্রাইসারের "অ্যান অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি" সিনক্লেয়ার লিউইসের "ব্যাবিট" এবং "এলমার গ্যানট্রি", জ্যাক লনডনের "মার্টিন ইডেন' এবং "দ্য আয়রন হীল"। আরো ছিল।'

এবারে ব্র্যানিগানই প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। 'থিওডোর ড্রাইসার তো যতোদূর মনে পড়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। এই তথ্যটা অধ্যাপক টিমবারম্যান কখনো ছাত্রদের কাছে বলেছেন কি?'

'আজ্ঞে না।'

'"ব্যাবিট" এবং "এলমার গ্যানট্রি" দু'টো বই-ই তো ব্যবসাদার এবং স্বাধীন ব্যবসায় নীতিকে ঘৃণা করতে শেখায়, তাই না, মিঃ অ্যালেন?'

'খানিকটা তাই। "ব্যাবিট" একজন বাড়ি জমি নিয়ে কারবারীকে ব্যঙ্গ করে লেখা এবং "এলমার গ্যানট্রি" লেখা চার্চকে আক্রমণ করে।'

'সিনক্লেয়ার লিউইস কমিউনিস্ট ছিলেন না?'

'আজ্ঞে, প্রকাশ্যে নয়, যতোদূর জানি। হয়তো গোপন সদস্য ছিলেন।'

'তবে জ্যাক লনডন কমিউনিস্ট অবশ্যই ছিলেন। তা গোপন করার কোনো চেষ্টাও উনি করেন নি। এখনকার লোকগুলোর মতো নয়। ওঁর যে বই দু'টোর নাম করলেন সে দু'টো হিংসা এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা সরকারের পতন ঘটানোর শিক্ষাই দেয়, তাই না?'

'"দ্য আয়রণ হীল" তাই, তবে "মার্টিন ইডেন"-এ বক্তব্যটা স্পষ্ট করে বলা নেই।'

'অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন, খোলাখুলি কথাটা বলার সৎসাহস লেখক দেখাতে পারেন নি।'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ, তাই।'

'আচ্ছা, এই যে বইগুলো অধ্যাপক টিমবারম্যান ছাত্রদের পড়তে বলছিলেন, এগুলোর প্রকৃতি আর উদ্দেশ্যের বিষয়ে তিনি কি ছাত্রদের সাবধান করে দিয়েছিলেন?'

'আমার তো, আজ্ঞে, মনে পড়ে না।'

'এই সময়ে, কখনো, আপনার কি মনে হয়েছিলো যে অধ্যাপক টিমবারম্যানের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রতীয়মান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছিলো।'

এতক্ষণ পর্যন্ত সাইলাস সব কথা শুনছিলেন নৈর্ব্যক্তিক মন নিয়ে। অত্যন্ত দ্রুত তাঁর মনকে খাপ খাওয়াতে হচ্ছিলো পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে, কিন্তু ওই যে সুদর্শন যুবকটি সাক্ষী দিচ্ছে তার সাথে নিজেকে একবারও জড়িয়ে দেখেন নি তিনি। একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোক কতগুলো কথা বলছে, মনে হচ্ছিলো তাঁর, সব কথা কানে ঢুকছিলো না। হাস্যকর, শিশুসুলভ, অর্থহীন কতগুলো কথা, মিথ্যা আর অর্ধসত্যের বিচিত্র বুনোট। কোনো দিন কোনো ক্লাসে তিনি "দ্য আয়রণ হীল" ব্যবহার করেন নি। বস্তুত সেই কিশোর বয়সের পরে বইটা তিনি পড়েন নি আদৌ। "মার্টিন ইডেন" কোনোদিনই তাঁর পছন্দসই বই নয়। লেখাটা বেশ অপরিণত মনে হয়েছে বরাবরই। থিওডোর ড্রাইসার পড়ার জন্যে প্রথমে তিনি দরকার হলে নাম করবেন "সিসটার ক্যারি"র, তারপরে "দ্য ফিনানসিয়ার", কখনোই "দ্য অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডী" নয়। বইটা অত্যন্ত কঠিন। অবশ্য, কয়েক সপ্তাহ আগে, সাইলাসের মনে পড়লো, বব অ্যালেনের কাছে তিনি বইটার প্রশংসা করছিলেন। যুক্তি বারে বারে সাইলাসকে বলছিলো, সাক্ষীর টেবিলের পাশে যা ঘটছে তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করো। এ জগতটা নতুন, একে চিনে নাও দূর থেকে। তাঁর সচেতন মন চেষ্টাও করছিলো নিজেকে খাপ খাওয়াতে, কিন্তু দীর্ঘ চল্লিশ বছর যে জগতে তাঁর অবস্থান তা থেকে এতো দ্রুত নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এই নতুন অবস্থাকে মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছিলো তাঁর পক্ষে। রাত্রে মায়রার সপ্রেম উপস্থিতিতে ঘুমিয়ে পড়ে সকালে যদি ঘুম ভাঙে অ্যারিজোনার মরুভূমির বুকে, তাহলে নিমেষে তিনি কি করে সে পরিবর্তন মেনে নেবেন! এখন তাঁর ঠিক সেইরকম লাগছিলো।

এই প্রশ্নটা আর তার উত্তর শুনে তিনি কিছুতেই স্থির থাকতে না পেরে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন নিজেরো অজ্ঞান্তে। ম্যাকঅ্যালিস্টার আর ব্রেডি তাঁকে টেনে বসিয়ে দিলেন। কানে এলো, এডনা ক্রফোর্ড ফিস ফিস করে বলছেন, 'আহা রে, বেচারী সাইলাস।' কথাটা তাঁর মনের মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। কিন্তু ব্র্যানিগান তাঁর কাজে ব্যস্ত, করুণার কোন অবকাশ তাঁর মনে নেই। পরের প্রশ্ন এলো তাঁর কাছ থেকে,

'কবে আপনি প্রথম অধ্যাপক টিমবারম্যানকে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন বলে সন্দেহ করেন?'

'যখন দেখলাম তাঁর শিক্ষাদানের ধরনটা কেমন যেন একই দিক ঘেঁষা। সব সময়ে বড়লোকদের বিরুদ্ধে। সব সময় পদস্থ লোকদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছেন। অবাস্তব

ভাবে সব সময় গরীব লোকদের উচ্চাসনে বসাচ্ছেন।'

'মিঃ অ্যালেন, ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে এই ভাবে পড়ানোটাই কি রীতি না কি?'

'আজ্ঞে না, আমার তা মনে হয় না। তবে হ্যাঁ, অধ্যাপক ক্যাপলীন ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতেন, অবশ্য তিনি পড়াতেন মধ্যযুগের সাহিত্য।'

'আপনি কি বলবেন যে তাঁর বিষয়টা মধ্যযুগীয় সাহিত্য বলে অধ্যাপক ক্যাপলীনের পক্ষে নিজের মনোভাব গোপন করা সুবিধে ছিল?'

'হতে পারে—'

সাইলাস তাকালেন লরেনস ক্যাপলীনের দিকে। ক্যাপলীনের মুখ ফ্যাকাশে, কয়েকটা স্নায়ু লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে গালে। এই প্রথম সাইলাস অনুভব করলেন, অন্য দু'জনের জীবনেও কি দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। তাঁর নিজের জীবনে এটা একটা বিরাট আঘাত, কিন্তু তা মারাত্মক হবে না। তাঁর জীবনের বহতা স্রোত দিক পরিবর্তন করবে বাধ্য হয়ে, শুরু হবে নতুন পথে নতুন যাত্রা, নতুন জীবনের সন্ধানে। সে সন্ধানে সাফল্য প্রসঙ্গে তাঁর কোনো সন্দেহই নেই। তাঁর বয়স কম, শরীর স্বাস্থ্য ভালো, পাশে আছেন মায়রা। তাঁর পূর্বপুরুষেরা কায়িক পরিশ্রম করেই জীবন কাটিয়েছেন। একথা ভেবে তাঁর একটুও দুঃখ হয় না যে তাঁকেও হয়তো এবার গায়ে গতরে খেটে খেতে হবে।

কিন্তু ক্যাপলীনের কি হবে, বৃদ্ধ সাইক আমস্টারডামের কি হবে, অন্যান্যদের? এই মুহূর্তে লরেনস ক্যাপলীনের বুকের ভিতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছে না?

'আপনি বলছেন অধ্যাপক টিমবারম্যান তাঁর ছাত্রদের এমন সব বই পড়তে বাধ্য করতেন যে সব বইএর প্রতিপাদ্য বিষয় হলো হিংসা আর বলপ্রয়োগ দ্বারা সরকারের পতন ঘটানো। অধ্যাপক টিমবারম্যানকে নিজে এই মতবাদ প্রচার করতে শুনেছেন কি কখনো?' ধীরে ধীরে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করেন সেনেটর ব্র্যানিগান।

একই রকম ধীরে ধীরে মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেয় বব অ্যালেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি।' তার গলায় যেন অপরাধ স্বীকারের একটা আবছা সুর। তোমার পেটে ছুরি বসাচ্ছি—আমাকে মার্জনা করো। খুনীর অন্তর্বেদনা বোঝার চেষ্টা করো।

'কখন শুনেছেন, বলবেন আমাদের?'

'১৯৬৭ সালে অধ্যাপক টিমবারম্যানের বাড়িতে। আমরা—'

'মাপ করবেন মিঃ অ্যালেন, কথার মাঝখানে বাধা দিলাম। সেখানে উপস্থিত সকলের নামগুলো বলবেন একটু?'

'হ্যাঁ। অধ্যাপক টিমবারম্যান, তাঁর স্ত্রী, অধ্যাপক আমস্টারডাম, অধ্যাপক ক্যাপলীন

এবং অধ্যাপক ফেডারম্যান। আমি তো ছিলামই।'

'এটা কি কোনো নেমন্তন্নের ব্যাপার ছিল, নাকি মিটিং ছিল?'

'আজ্ঞে এটা ঠিক আলাদা করে বলা মুশকিল। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে গোপনে কোনো মিটিং করতে গেলে সেটাকে একটা সামাজিক অনুষ্ঠানের চেহারা দেওয়াই সুবিধে। ধরুন, একটা ব্রীজ খেলার আসর—'

সাইলাস আর মায়রা যে ব্রীজ খেলেন না সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কথাটা নিয়ে সাইলাসের ক্রোধে ফুটন্ত মনও কিছু ভাবলো না।

'তাহলে সেটা একটা মিটিংই ছিল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা বলতে পারেন।' বব অ্যালেনের কণ্ঠস্বরে তখন অনুশোচনা আর বেদনার স্থায়ী সুর প্রবেশ করেছে। কারো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কথাগুলো বলতে তার কতোটা কষ্ট হচ্ছে, কতোটা যন্ত্রণা তাকে কাতর করছে। সাইলাস টিমবারম্যানের যন্ত্রণা অসীম, কিন্তু বব অ্যালেনের যন্ত্রণার জ্বালাও কম নয়।

'তা সেই মিটিংএ কি কথা হয়েছিলো?'

'অধ্যাপক টিমবারম্যান বলছিলেন ক্লেমিংটনে এমন একটা সংগঠন তৈরী করা দরকার যেটা নাকি সঠিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ভার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকবে—সারা দেশে একই ধরনের বৃহত্তর কর্মসূচীর সাথে তাল রেখে একই মুহূর্তে এই কাজ করা হবে। উনি আমাকে বলেছিলেন—'

সাইলাস লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললেন, 'মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! শুনুন আপনারা, আগাগোড়া মিথ্যা বলছে ও!'

মার্শালরা ওঁর কাছে পৌঁছবার আগেই বন্ধুরা ওঁকে টেনে বসালো। 'অবস্থাটা ভয়াবহ, সাইলাস, ভয়াবহ,' বলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার, 'কিন্তু এরকম করলে অবস্থার উন্নতি তো হবেই না, আরও খারাপ দিকে যাবে সব কিছু। শোনো, ও কি বলে মন দিয়ে শোনো। ওর কথার উপর তোমার জীবন নির্ভর করছে। তুমি ওর মুখ বন্ধ করতে পারবে না। শুনে যাও ও কি বলে।'

'মিঃ অ্যালেন, অধ্যাপক টিমবারম্যান কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য?'

'হ্যাঁ।'

(শোনো সাইলাস, শোনো। প্রত্যেকটা শব্দ শোনো। নতুন পাঠশালায় এসেছো, ব্যানিগানের পাঠশালা……)

'তাহলে আপনি বলছেন, মিঃ অ্যালেন, যে কলেজ কর্তৃপক্ষকে অপদস্থ করার জন্যে মার্ক টোয়েনকে ব্যবহার করার একটি চক্রান্ত করা হয়—বিশেষ করে অধ্যাপক এডওয়ার্ড

লাণ্ডফেস্টকে ফাঁদে ফেলাই ছিল উদ্দেশ্য, কারণ উনি ইতিমধ্যে টিমবারম্যান এবং ক্যাপলীনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।'

'ওরা ধরে নিয়েছিলেন যে অ্যামেরিকানদের হৃদয়ে মার্ক'টোয়েনের যে স্থান তা নড়চড় করানো কঠিন হবে। তাই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মার্ক টোয়েনকে ওঁরা একজন অজেয় মিত্র বলেই মনে করেছিলেন।'

(শোনো, ওর কথা শোনো। ও বব অ্যালেন, স্যু অ্যালেনের স্বামী। দু'টি চমৎকার প্রাণোচ্ছল ছেলেমেয়ে। ও কেন এমন করছে বোঝার চেষ্টা করো। আরো অন্যান্য যারা ঠিক এমনি করেছে, এমনি করবে তাদের কথা ভাবো। ম্যাকঅ্যালিস্টার যা বলেছে তা করো, শুনে যাও। সারা জীবন সাহিত্য পড়ে সময় নষ্ট করেছো। উচিত ছিল বৈজ্ঞানিক হয়ে রোগজীবাণু নিরীক্ষণ করা। আইক আমস্টারডাম তো বৈজ্ঞানিক। ওকে দেখো। ও তো একটুও আশ্চর্য হয় নি। কেমন শান্ত রয়েছে, মজাই পাচ্ছে একটু। বোঝাই যাচ্ছে বব অ্যালেন ওর অচেনা নয়……)

'সাধারনত অধ্যাপক ব্রেডিই আবেদনটার পক্ষে বলতেন। ওটার প্রচারে ওঁর ভূমিকাই বেশী ছিল।'

'তাহলে অধ্যাপক ব্রেডিই শান্তির আবেদনটা সকলের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন।'

'হ্যাঁ'।

'আপনার কি মনে হয়, মিঃ অ্যালেন, এই আবেদনটা প্রচারের সময় অধ্যাপক ব্রেডি বাস্তবিকই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করছিলেন?'

'আমার মতে না। তার ঠিক উল্টো। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, কমিউনিষ্ট বিভীষিকার আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার একমাত্র হাতিয়ার অ্যাটম বোমাকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া।'

'এই মতের সপক্ষে কোনো তথ্য আপনি আমাদের সামনে রাখতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, পারবো। আমার সাথে আলোচনা করার সময়ে অধ্যাপক টিমবারম্যান এবং অধ্যাপক ব্রেডি দু'জনেই জোর দিয়ে বলতেন যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আবেদনটা সই করলে অ্যাটম বোমা ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।'

(ব্রেডিকে দেখো। দেখে চুপ করে থাকো। ব্রেডিও চুপ করে আছে। ভাবছে। ব্রেডি তো ঐতিহাসিক। ওর চিন্তার জগতে সারি দিয়ে চলে সমগ্র মানবজাতি। তাই ও নীরব, চিন্তায় মগ্ন; আর কৌতূহলী—আর অনুসন্ধিৎসু, গভীর আগ্রহে দেখতে চাইছে ঘটনার গতি কোন দিকে যায়……)

'অন্যভাবে বলতে গেলে, অধ্যাপক টিমবারম্যান আপনাকে নাগরিক প্রতিরক্ষা

বাহিনীতে ঢুকতে মানা করেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, মানা করেছিলেন।'

'তখন কি সেখানে কেউ সাক্ষী উপস্থিত ছিল ?'

'অধ্যাপক ক্যাপলীন উপস্থিত ছিলেন।'

'তিনি কি অধ্যাপক টিমবারম্যানের সঙ্গে একমত হন ?'

'তিনি কৌশলগত কারণে দ্বিমত প্রদর্শন করেন। উনি মনে করেন প্রেসিডেন্ট ক্যাবটের বিরুদ্ধে যাওয়ার উপযুক্ত উপলক্ষ্য এটা নয়। ওঁর মনে হয়েছিলো যে যেহেতু বেশীর ভাগ অ্যামেরিকানই দেশের প্রতি অনুগত, সেহেতু তাদের নাগরিক প্রতিরক্ষা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে জমায়েত করানো কঠিন হবে।'

(ক্যাপলীনের কুড়ি বছর বয়স বেড়ে গেছে। ক্যাপলীন কোথায় যাবেন এখান থেকে ? খুব হিসেব করে চললে কিছুদিন সংসার চালানোর মতো সঞ্চিত অর্থ আছে কি ওঁর ? কি অদ্ভুত, না, সাইলাস ? এখন টাকার কথা ভাবছো ? তোমার ক'টাকা সঞ্চয় আছে ? তবু তো কপাল ভালো তুমি ইহুদী নও। তাই কি ? ফেডারম্যানের কথা ভাবো। সকলে বলে, যে ক'টা টাকা ওর বাঁচে, সেটা যায় ডাক্তারের প্রাপ্য মেটাতে। বব অ্যালেনকে বোঝার চেষ্টা করছো ? ফেডারম্যানকেও বোঝো ! ফেডার-ম্যান বৈজ্ঞানিক। মানবজাতিকে বুঝতে হলে আগে ব্যক্তি মানুষকে বুঝতে হবে। ফেডারম্যান আর ব্রেডি দু'জনেরই বর্তমান ঘটনা সম্পর্কে অসীম অনুসন্ধিৎসা। প্রত্যেকটা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। এমন কি হার্টম্যান স্পেনসারকেও দেখলে মনে হচ্ছে ও খুব কৌতূহলব্যঞ্জক একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষণ করছে পরম আগ্রহে। হার্টম্যানের মতো ভদ্রলোক হয় না। ভেবেছিলে সে অন্তত অধীর হয়ে উঠবে এই অশালীনতা দেখে, তাই না ? কতো জায়গায় হেডমাস্টার হতে ডাক এসেছে ওঁর। আর আসবে না সে সব ডাক……)

'আর এই যে মিটিংটা ক্যামপাসে হয়েছিলো, সেটা কি এই কমিউনিস্ট চক্রের কার-সাজি বলে মনে হয় ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এখানে সমন জারি করে ডেকে আনা পুরুষদের নাম আপনি করেছেন। মিস এডনা ক্রফোর্ডও কি এই চক্রের অন্তর্গত ?'

'হ্যাঁ, উনিও,' বব অ্যালেনের কণ্ঠে অনুশোচনার ছায়া গাঢ়তর হয়।

(এডনা ক্রফোর্ডও ? মিস এডনা ক্রফোর্ড, প্রায় কিংবদন্তীর চরিত্র, অবিবাহিতা বৃদ্ধা। গল্প প্রচলিত আছে কোনো যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছিলো তাঁর প্রেমিকের। নাহলে

অমন সুন্দরী মহিলা কেন বিয়ে করেন নি? একবার বলেছিলেন, তিনি সব সময়ে রিপাবলিকানদের ভোট দেন, কারণ ডেমোক্র্যাটদের লম্ফঝম্ফ তাঁর অসহ্য লাগে। কি বিচিত্র কথা। ওসব মৃত প্রেমিক ট্রেমিক মনে হয় বাজে গুজব! এরকম কোনো কারণে কোনো নারী কুমারী জীবন বেছে নেয় না। এখন যদি দাঁড়িয়ে বলো সাইলাস, "না, এডনা নয়! এডনাকে জড়িও না, আর যাকে খুশী জড়াও, ওঁকে না। যখন এডনার নামে অপবাদ দাও, তখন পৃথিবীতে আর কিছুই পবিত্র থাকে না, সব ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, আর কোনো কিছুকে নতুন করে গড়া যায় না। বুঝছো না? বুঝতে পারছো না?" কিন্তু সাইলাস, আর ক্ষমতা নেই চিৎকার করার। লাভও নেই। বরং, মিস এডনা ক্রফোর্ডকে দেখো। এডনা ক্রফোর্ড শেষ হয়ে যান নি। সোজা, ইস্পাতদৃঢ় মেরুদণ্ড নিয়ে বসে আছেন তিনি, নীল চোখে ক্রোধ আর ঘৃণার আগুন। এমন কাজ করলে পর কি হয়? কি হয় যখন এমন ব্যবহার করা হয় কোনো মানুষের সাথে? কি ঘটে তখন?)

সোমবার : ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫০

আঘাত

এই নিয়ে গুণে গুণে ঠিক ষোলোটা ফোন করা হলো। এবারে স্টীভ কাভানা। স্টীভ নিজেকে ইণ্ডিয়ানার মেনকেন বলে মনে করে। ওর লেখা "ইমেজেস্ : হাউ টু মেক দেম অ্যাণ্ড ব্রেক দেম" অপ্রত্যাশিত ভাবে সারা দেশে হু হু করে বিক্রী হয়েছে। কাভানাব নামের চারপাশে পেনসিলের গোল দাগ দিয়ে অপারেটরকে ওর নম্বরটা দিতে বললেন সাইলাস। ফোন তুললো কাভানা নিজেই।

'হেলো, কাভানা, আমি টিমবারম্যান বলছি, সাইলাস টিমবারম্যান।'

খানিক নীরবতা। এই অস্বস্তিকর নীরবতা ষোলোটা ফোন করার পর সাইলাসের খুব পরিচিত হয়ে গেছে। তারপর উত্তর এলো, 'হ্যাঁ, ইয়ে, মানে নেই তো! কি খবর, কেমন আছো?'

'ভালোই,' বলেন সাইলাস। 'কাভানা, আমি ফোন করছি আমাদের কলেজে যা ঘটছে সে ব্যাপারে। আমরা কয়েকজন এ নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। ব্রেডি, আমি, আমস্টারডাম, আমরা কয়েকজন ভাবছি শিক্ষকদের মধ্যে পঞ্চাশ ষাট জন যদি একত্রে বসে একটু চিন্তা ভাবনা করি তাহলে হয়তো কোনো সমাধান বার করা যাবে। অবশ্য যাবেই একথা বলছি না। চেষ্টা করে দেখতে তো ক্ষতি কিছু নেই'—সাইলাসের মনে হলো, কাভানা নিশ্চয় মনে মনে ভাবছে, হ্যাঁ, বেচারী সাইলাস, তোমার আর কি ক্ষতি হবে!

'তা তো বটেই। তাই হয়তো করা উচিত। কিন্তু সাইলাস, ভাবতে পারবে না কি ভীষণ ব্যস্ত আছি এই মুহূর্তে। এক গাদা খাতা দেখা বাকি, দু'দুটো বাড়তি সেমিনার করতে হবে, চোদ্দ পনেরো দিনের আগে কোনো কথা বলার সময়ই হবে না আমার। তুমি তো জানো, সাইলাস, এ ধরনের ব্যাপারে আমার মত কি! কখনো রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি নি, কিন্তু তাই বলে এসব কি হচ্ছে—'

'ঠিক আছে,' বলে ফোন রেখে দিলেন সাইলাস। তালিকায় পরের নাম হচ্ছে জোয়েল সীভার। ফোনটার দিকে বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন সাইলাস। ঘরে ঢুকলো জেরালডাইন। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তান্বিত মুখে জানতে চাইলো, শরীর খারাপ লাগছে কি না, মাথা ধরেছে কি না। হেসে ফেললেন সাইলাস। 'এদিকে এসো তো জেরি,' বললেন তিনি, 'একটা চুমু দাও দেখি, মা। এসো একটু আদর করি তোমায়। কেন বলো তো? খুব ভালোবাসি তো তোমাকে, তাই।'

কোলে বসিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন সাইলাস। জেরালডাইন বলে উঠলো,

'তোমাকে অন্য রকম লাগছে, বাবা।'

'কবে থেকে লাগছে, অন্য রকম ?'

'এই ঝামেলা শুরু হওয়ার পর থেকে।'

'ঝামেলা ? তেমন তো ঝামেলা কিছু হয়নি আমাদের !'

'তোমাকে আরো বেশী ভালো লাগছে,' জেন্নির গলায় একটু যেন বিষাদের সুর। ও বড়ো হচ্ছে, ভাবলেন সাইলাস, আমরা সকলেই আরো পরিণত হয়েছি এই ক'দিনে।

জোয়েল সীভার মাত্র কয়েকটা বাড়ি পরে থাকে। ওকে ফোন না করে সোজা ওর বাড়িই চলে গেলেন সাইলাস। বাইরে বরফ পড়ছিলো, শীতের প্রথম তুষারপাত। মায়রা বেরোতে বারণ করছিলেন, বলছিলেন, বরফের মধ্যে যাবে ? আসলে, উনি বলতে চাই-ছিলেন, কেন খামোখা আরেকবার আঘাত পেতে যাচ্ছো ! জোয়েল সীভারের সাথে অন্যদের তফাৎ কোথায় ?

বেরোতে বেরোতে কোটের কলারটা তুলে দিলেন সাইলাস। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বড়ো বড়ো নরম তুষারের ফলক ঝরছে নিঃশব্দে। শীতের প্রথমে এ ধরনের ক্ষণস্থায়ী তুষারপাত ভালো লাগে তাঁর। বিশেষ কোনো ঋতু যে সাইলাসের প্রিয়, তা নয়। তাঁর ভালো লাগে দু'টো ঋতুর মাঝখানের গোটাকতক দিন, যে দিনগুলোকে কোনো নাম দেওয়া যায় না, যে দিনগুলো না গ্রীষ্মের না শীতের না বসন্তের, যে দিনগুলোতে একই সাথে লেগে থাকে বিদায়ের সুর আর নতুনের আগমনী, যে দিনগুলোতে জীবন বয়ে চলে গভীর স্রোতস্বিনী নদীর মতো দ্রুত প্রবাহে। ভাবতে ভাবতেই দমে যাওয়া মনটা আবার সজীব হলো সাইলাসের। বলা যায় না, জোয়েল সীভার হয়তো সাড়া দেবে। ও তো শান্তি আবেদন-টাতে সইও করেছিলো। তাঁর মনে হলো, একটা কোথাও কেউ শুরু করলেই অনেকে আসতে থাকবে। আরম্ভ হওয়াটাই আসল কথা। যুক্তি আর চিন্তাশীলতারও তো একটা শক্তি আছে, আকর্ষণ আছে। শিক্ষকদের জীবনে যুক্তির ভূমিকাই কি সব চাইতে বড়ো নয় ?

এইসব ভাবতে ভাবতে সীভারের দরজায় পৌঁছে গেলেন সাইলাস। মনে হচ্ছিলো, তাঁর যুক্তিগুলো অকাট্য, সীভার নিশ্চয় তাঁর কথা মানবে। দরজা খুললেন রুথ সীভার। অনেক দিনের চেনা হলেও তাঁদের দুই পরিবারের মধ্যে তেমন ঘনিষ্ঠতা কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু অভদ্রতা করবে না কেউ। আর, তাছাড়া, কোনো ব্যক্তির আগমন খুব একটা অভিপ্রেত না হলে তার সাথে লোকে ভদ্রতা একটু বেশী করেই করে। রুথ সাইলাসকে দেখে অবাকই হলেন একটু। বললেন, 'কি খবর, সাইলাস ? জোয়েলকে খুঁজছেন ?' বলে ভিতরে নিয়ে গেলেন সাইলাসকে, কিন্তু অভ্যর্থনাটা যথেষ্টই শীতল। দরজার ঠিক ভিতরে সাইলাস বেশ অস্বস্তি নিয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন। জোয়েলকে ডাকতে গেলেন রুথ। এদিক ওদিক তাকিয়ে সাইলাসের মনে হলো, ক্লেমিংটনের বাড়িগুলো সব কি রকম একই ধরনের।

এক ধরনের ঘরদোর, এক ধরনের আসবাবপত্র। এটা যার বাড়ি সেই জোয়েল সীভারের একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, বাড়িটা দেখে তা বোঝার বড়ো একটা উপায় নেই।

দীর্ঘকায়, শাদা চুল, স্বাস্থ্যবান সুদর্শন চেহারার জোয়েল সীভার যখন এলেন, সাইলাস চেষ্টা করছিলেন যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক ব্যবহার করার। বেশ উষ্ণভাবেই তাঁকে দেখে হাসলেন সীভার। কে কেমন ব্যবহার করছে তাঁর সাথে এ নিয়ে বিশেষ চিন্তা করা বা তার জন্যে খুশী বা মনোক্ষুন্ন হওয়া কোনো দিনই সাইলাসের ধাতে নেই। কিন্তু এখন কে কি রকম ব্যবহার করছে সেটাই সম্পর্কের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'চলো, নিরিবিলিতে বসে একটু কথা বলা যাক,' বললেন সীভার। অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম না তো, জানতে চাইলেন সাইলাস। না, তেমন কিছু ব্যস্ত ছিলাম না, বরং হাতে ঘণ্টা খানেক সময় আছে। তুমি এসেছো ভালোই লাগছে। খুব ঝামেলা যাচ্ছে, তাই না, বললেন সীভার।

'তা বলতে পারো,' সায় দিলেন সাইলাস। 'তবে সব কিছুই সয়ে যায়। সেটাই অবশ্য বিপদ একদিক থেকে। মানিয়ে নেওয়াটাই সহজ তো! ওয়াশিংটনে শুনানি চলার সময়েই জানতাম সাময়িক বরখাস্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, সেটা মেনেই নিয়েছিলাম। ফলে যখন সত্যিই ফিরে এসে চিঠি পেলাম, তখন তা নিয়ে কোনো সোরগোলই তুললাম না। কি ভাবে এই মেনে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ে তা বেশ বুঝতে পারছি এখন। একমাস আগে যদি কেউ বলতো, আমার চাকরী যাবে, নাশকতামূলক কাজ করার অভিযোগে অসম্মানজনকভাবে বরখাস্ত হবো, সব আবার নতুন করে শুরু করতে হবে, তাহলে বলতাম, যতো সব বাজে কথা, পাগল নাকি।'

'সত্যিই তাই', সীভার মাথা নাড়েন। 'কিন্তু ওই বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার হয়ে যাবে বলে মনে হয় না? মানে, জিনিষটা ফ্যাকালটির বোর্ড অব রিভিউর সামনে যাবে নিশ্চয়।'

'যাবে, কিন্তু বোর্ডে থাকবে ক্যাবট, লাণ্ডকেস্ট আর পেপহ্যাম। আর ওরা না-ও যদি থাকতো, যদি তিনজন যে কোনো অন্য ডীন বোর্ডে থাকতো, তাতেই কি অবস্থা পাল্টাতো?'

'কিন্তু ওরা তোমাকে কমিউনিস্ট প্রমাণ করতে পারবে কি করে?'

'তাতে কি? কমিউনিস্ট বলে আমাকে বরখাস্ত করে নি ওরা। আমাদের কাউকেই না। বরখাস্তের আদেশে অভিযোগ করা হয়েছে যে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে শিক্ষকসুলভ আচরণ না করার অপরাধে আমরা অপরাধী। অভিযোগটা এমন যে সেটাকে ঠিক কায়দা করে ধরা বা তার সঠিক উত্তর দেওয়া খুব মুশকিল। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, কথাগুলো একটু একটু করে মানুষের মনে বিষ ঢুকিয়ে দেয়। এখানে জার্মানীর মতো কোনো ব্যাপার হচ্ছে না। ওখানে সব কিছু ছিল ভীষন স্থূল, মোটা দাগের। চেঁচামেচি গালিগালাজ, মস্তানী। রক্তের পবিত্রতা, জাতবেজাতের কথা, মহান নেতার প্রশংসা,

এরকম সব মূর্খামি। ওরা গোবর ভর্তি গাড়িতে গলায় দড়ি বেঁধে, বুকে বোর্ড ঝুলিয়ে অধ্যাপকদের টেনে নিয়ে বেড়াতো রাস্তায় রাস্তায়। দুনিয়ার লোক তাতে ক্ষেপে গিয়েছিলো। সকলেই বলতে শুরু করেছিলো, "কি জঘন্য কাণ্ড করছে দেখো অমানবিক নিষ্ঠুর জানোয়ারের দল!" এখানে কায়দাটা একদম আলাদা—গলায় দড়ি বাঁধা নেই, গোবরের গাড়ি নেই! অপমান শুধু একটাই। একজন ব্যক্তির জীবিকা, তার কর্মজীবনের সর্বস্ব, তার সমস্ত আশাআকাঙ্খা কেড়ে নেওয়া হবে। আর বলা হবে এসব করা হচ্ছে তারই ভালোর জন্যে। আর তুমি যদি সহযোগিতা করো, যদি "ভালো" অ্যামেরিকান হতে পারো—বব অ্যালেনের মতো—তাহলে সব কিছু ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তোমাকে সকলের সাথে সমপর্যায়ে বাঁচতে দেওয়া হবে, কিন্তু প্রথমে তোমাকে এমন একটা কাজ করতে হবে যা তোমাকে তোমার নিজের কাছে আর মাথা উঁচু করে বাঁচতে দেবে না। সব কিছু করা হচ্ছে আইন মোতাবেক—গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে। কিন্তু জার্মানীতে আর এখানে মোদ্দা ব্যাপারটায় কিচ্ছু ফারাক নেই। তুমি জানো কি, জোয়েল, এই ভাবে পাঁচশোর বেশী শিক্ষককে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাড়ানো হয়েছে? আমি জানতাম না—ক'দিন আগে শুনলে বিশ্বাসও করতাম না।'

'তুমি যে ভাবে বলছো তাতে বেশ ভয়াবহই মনে হচ্ছে ব্যাপারটা,' সীভার সায় দেন।

'অন্য কি ভাবে বলা যাবে বলো, জোয়েল?'

'কথা হচ্ছে, আমরা কি করতে পারি? সত্যি কথা বলতে গেলে, সাইলাস, আমাদের কিছুই করণীয় নেই।'

'এ কথা ঠিক নয়। ব্রেডি আর ফেডারম্যানের সাথে কথা হচ্ছিলো, ওরাও মনে করে কিছু না কিছু করা যাবেই।'

'ব্রেডির ওই হতচ্ছাড়া শান্তি আবেদনের ঠেলা এখন আমাদের সবাইকে সামলাতে হবে। যত্তোসব ছেলেমানুষি নির্বোধ—'

'জোয়েল,' সাইলাস ধৈর্য সহকারে বলেন, 'এই তর্কের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই। ওটা মোটেই ব্রেডির আবেদন ছিল না, তবে সে নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। কথা হচ্ছে, যে অবস্থা দেখা দিয়েছে, তার কি করা যায়। কিছু যে করতে পারি না আমরা তা নয়। তোমাকে ভাবতে হবে, কেন ওরা জিনিসটা সাত জন অধ্যাপকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলো। ওরা দশ জন বা কুড়ি জন বা তিরিশ জনকেও তো ধরতে পারতো! ধরেছে কেবল সাত জনকে। কেন! উত্তর খুব সোজা। সাত জনকে সামলানো সহজ। সাত সংখ্যাটা খুব কম নয়। আবার খুব বেশীও নয়। কুড়ি জন হলে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, আর তিরিশ জন একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত হলে সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। আর একশো বা পঞ্চাশ জন হলে উল্টো ফল হওয়ার আশঙ্কা আছে। আমরা জানি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষকদের মধ্যে অন্তত একশো জন সভ্য ভদ্র বিবেকবান মানুষ আছেন, যাঁরা বুঝতে পারছেন, অনুভব করছেন, কি ঘটছে। আমরা তাঁদের একত্র করতে চাই, তাঁদের সংখ্যা আরো বাড়াতে চাই, যাতে জনাকতক শিক্ষককে ওরা আর আমাদের সাত জনের মতো বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে না পারে—'

'এই একশো জনের ক'জন তোমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন ?'

'তা—আমি অবশ্য ব্রেডি, ফেডারম্যান আর অন্যান্যরা কার কার সাথে কথা বলেছে জানি না, তবে—'

'মানে তুমি যাদের সাথে কথা বলেছো তারা কেউ রাজি হয় নি, তাই তো ?'

'এখনো পর্যন্ত তাই,' সাইলাস স্বীকার করেন।

'আমাকে তুমি কি করতে বলো, সাইলাস ? আমি "হিরো" হতেই চাই। সবাই চায়, কিন্তু ছেলেমানুষি কাটলেই বাস্তবকে মানতেও হয় সকলকেই। আমার ছেলে মেয়ে আছে, স্ত্রী আছে। একটা বাড়িতে আমি থাকি যার জন্যে প্রতি মাসে মোটা টাকা গুণতে হয় আমায়। খাওয়া খরচের কথা ছেড়েই দিলাম। একদম কঠোর বাস্তবের কথা বলছি সাইলাস—'

'খুব বাস্তববাদী হচ্ছো কি তুমি, জোয়েল ? আর ক'দিনের জন্যে ? অ্যাটম বোমার ওই আবেদনে সাক্ষরকারীদের প্রত্যেকের নাম ক্যাবটের কাছে রয়েছে। আর ক'দিন ? প্রত্যেকটি সৎ মানুষকে এক এক করে টিট্ করা হবে আর সকলে তা নীরবে মেনে নেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে, এটাই কি ঠিক কাজ হবে ?'

'তোমার একথা আমি মানতে পারছি না।'

'আমিও মানতে পারতাম না এক সময়ে,' সাইলাসের কণ্ঠের তিক্ততা গোপন থাকে না। 'আমার নাম সাইলাস টিমবারম্যান। আমি ইহুদী নই, আমি নিগ্রো নই। আমি একজন শ্বেতাঙ্গ প্রোটেস্টান্ট অ্যামেরিকান। এমন কি "দ্য নেশন" পত্রিকারও গ্রাহক নই আমি।'

'কিন্তু তুমি নিজেই তো গণ্ডগোলটা পাকিয়েছো। তোমার প্রতি আমার সহানুভূতি নেই এমন নয়, সাইলাস, কিন্তু তোমার কাজকর্ম যে বুদ্ধিমানের মতো হয় নি সে কথা বলতে আমি বাধ্য। তোমার সাক্ষ্যের প্রতিলিপি পড়ে আমার মনে হয়েছে অতোটা আক্রমণাত্মক অবস্থান নেওয়ার কোনো দরকার ছিল না। আমরা একটা খুব মৌলিক জিনিস নিয়ে কথা বলছি। কংগ্রেস নিয়োজিত কমিটির যে তথ্য সংগ্রহের অধিকার আছে, সে কথা মানবে তো ?'

' "ইনকুইজিশন" হিসেবে ?'

'ওটা একটা কথার কথা। আমার সবাই এখন কথার খেলায় মে
উঠেছি। "ইনকুইজিশন", "গেস্টাপো", "স্টার চেমবার", অর্থহীন কতগুলো ছে
শব্দের খেলা।'

'ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ব্যাপারটাকে খেলা বলে আর মনে হয় না।'

'তা হতে পারে। কিন্তু তুমি যতোই বলো সবকিছু কি অতোই সরল সাদাসিধে
শুধু অ্যাটম বোমার আবেদন নয়, নাগরিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কে তোমার মনোভ
কি ছিল বলো? তারপর লাণ্ডফেস্টের সাথে তোমার গোলমালটা? কি বিচ্ছি
বেকায়দায় পড়েছিলো ও বলো!'

'তুমি কি ওর পক্ষসমর্থনে এসব বলছো?' সাইলাস শান্ত কণ্ঠে জান
চান।

'ওঃ হো, সাইলাস, সব কিছুতে এরকম করছো কেন? আমি মোটেই ওকে সমর্থ
করছি না, আমি শুধু ওর অসুবিধের কথা বলছি। সেটা তো অস্বীকার করতে পার
না। তাছাড়া, বব অ্যালেনের জবানবন্দিটা? কথাটা আমি তুলতে চাই নি, তু
আমাকে বাধ্য করলে।'

'বব অ্যালেনের জবানবন্দি কি?'

'কথাগুলো তো আমাদের সামনে রয়েছে, সেগুলো উড়িয়ে কি করে দেবো?'

'কথাগুলো তুমি বিশ্বাস করো?' বিস্ময়ে হতবাক সাইলাস কোনোরকমে প্র
করেন।

'আমি জানি না বিশ্বাস করি, না অবিশ্বাস করি। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথ
তোমাকে যারা আমার মতো ভালো করে চেনে না, তারা বিশ্বাস করে। আমি ক
কি করি না তাতে কিছু যায় আসে না।'

'তাহলে তোমার ধারনা, আমি কমিউনিস্ট? এতো বছর পরিচয়ের পরেও তু
মনে করছো আমি কমিউনিস্ট?'

'দেখো, সাইলাস, আমি বলতে পারছি না। সেভাবে দেখতে গেলে, কে
কমিউনিস্ট কি না তা বলবো কি করে? ওই নামে আদৌ কোনো জীব আছে কিন
তাও বলতে পারবো না। অনেক সময়ে মনে হয়েছে অ্যালেক ব্রেডি বা আইক আমস্টার
ডাম কমিউনিস্ট, হয়তো লিওন কেডারম্যানও। কে জানে? আমি এসব ভাল
বুঝি না। কিন্তু দেখো, বব অ্যালেনের কথা শুনে মনে হলো ও বোঝে, ও জানে
ওর সম্পর্কে যাই বলো না কেন, লোকটা কুৎসিত কাজ করেছে, চুকলিখোরদের কেউ পছন্দ
করে না, কিন্তু ওর কথাগুলো শুনলে মনে হয় ও অনেক কিছু এ ব্যাপারে জানে। লোক

ওর কথা বিশ্বাস করবে। আমার স্ত্রীর ছোটো ভাই এখন কোরিয়াতে সৈনিক। আমার স্ত্রীর মানসিক অবস্থাটা ভেবে দেখো—'

'ছেড়ে দাও,' সাইলাস মনে মনে ভাবলেন, 'আর লাভ নেই। ও যা ভেবে রেখেছে তা থেকে ওকে নড়ানো যাবে না। ভয়ের হাওয়া ওর সব বিচার বুদ্ধি নষ্ট করে দিয়েছে। ছেড়ে দাও, তর্ক করে আর নিজেকে ছোটো করো না।'

অথচ তর্ক না করেই বা উপায় কি? বোঝাবার চেষ্টা তো করতেই হবে। শান্ত ভাবে, মৃদু কণ্ঠে, রাগ না করে। তাঁকে ওরা মার্কা মেরেই দিয়েছে, তাঁর ক্ষত আর কোনোদিন শুকোবে না। কিন্তু এই ক'দিন আগেও তিনি নিজে কি ছিলেন, তা মনে রাখতে হবে। তাই সীভারকে বললেন সাইলাস,

'ঠিক আছে, জোয়েল, কে কি সে আলোচনা না হয় বাদই দিলাম, ক্লেমিংটনে কি ঘটছে সে বিষয়েও কি তোমার আমার মতের মিল হবে না? গোটা মধ্যপশ্চিম অঞ্চলে ক্লেমিংটন ছিল সবচেয়ে মুক্তমনা বিশ্ববিদ্যালয়। পাঁচ বছর দশ বছর আগে নয়, এই দু'দিন আগেও। দেশের প্রত্যেকটা সাংবাদিকতার স্কুল মুক্ত ও স্বাধীন সংবাদপত্রের নমুনা হিসেবে "ফালক্রাম"কে হিংসে করতো। ভাবাই যেতো না ক্লেমিংটনে কখনো ফতোয়া জারি হবে যে কতগুলো সত্য আছে যা এখানে উচ্চারণ করা নিষেধ, ভাবাই যেতো না, বিবেকের নির্দেশ মেনে চলছেন বলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বিতাড়িত হবেন। সব কিছুই যে ভালো ছিল এমন কথা বলবো না। ছোটোখাটো অনেক বাজে জিনিসই ছিল। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল, খুচরো লোভ আর হিংসে ছিল, অবিচারও ছিল কিছু কিছু—এতো বড়ো একটা প্রতিষ্ঠানে ওসব তো একটু আধটু থাকবেই। কিন্তু সার্বিক চেহারাটা অন্য ছিল। চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা আর সত্যানুসন্ধানের স্বাধীনতার এ ছিল পীঠস্থান। এখন কি অবস্থা? গোটা ক্যাম্পাস ঢেকে গেছে ভয়ের একটা অন্ধকার কালো ছায়ায়। টেলিফোন করছি, লোকের গলায় শুনতে পাচ্ছি ভয়ের কাঁপুনি। লোকে বলছে, তাদের ফোনে না কি আড়ি পাতা হচ্ছে। কথাটা বাজে, কিন্তু ক্লেমিংটনে এমন কথা ভাবা যাচ্ছে এটাই আশ্চর্য। শুনছি, গত পাঁচ সপ্তাহে ইংরেজী বিভাগে কেউ মার্ক টোয়েনের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। ব্রেডি ফরাসী বিপ্লব পড়াতো, ওকে সাময়িক বরখাস্ত করার পর বিষয়টাই পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। লিউইস এইচ মরগ্যানের গবেষণার উপর ভিত্তি করে অ্যামেরিকান ইণ্ডিয়ানদের উপরে একটা কোর্স একমাত্র এই ক্লেমিংটনেই চালু ছিল। সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে। কেন? না, এঙ্গেলস তাঁর "অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি" গ্রন্থে মরগ্যানের লেখা ব্যবহার

করেছিলেন। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের পুরো পাঠ্যসূচি নিয়ে বিচার চলছে। কেন? না, তাতে নাকি যৌনশিক্ষা এমন ভাবে দেওয়া হচ্ছে যা অ্যামেরিকান পরিবারগুলোকে ধ্বংস করে দেবে। কি জঘন্য কথা! আসল কারণ হলো, এডনা ক্রফোর্ডকে আমাদের সাথে ওয়াশিংটনে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো—'

'আমি জানি, সাইলাস', মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সীভার বললেন, 'এভাবে সব ক'টা ব্যাপার সাজিয়ে দেখলে খুবই ভীতিপ্রদ মনে হয় সব কিছু। কিন্তু এভাবে সাজানোটা কি ঠিক উচিত হবে? এতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে না সাইলাস, এমন কি ক্লেমিংটনের একটা ইঁটও খসে পড়বে না। এরকম অবস্থায় একমাত্র উপায় হলো চুপচাপ ক'দিন সয়ে যাওয়া। এ অবস্থা স্থায়ী হতে পারে না। ১৯১৯ সালে চার জন সাম্যবাদী অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিলো। পাগলামো কাটার পরে আবার ওঁদের ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

'এটা ১৯১৯ সাল নয়,' সাইলাস অসহায় ভাবে জবাব দেন।

'তা নয়। কিন্তু, সাইলাস, মাথা গরম করে সোরগোল তুলে কোনো সুরাহা হবে বলে আমার মনে হয় না।'

'সেই কথাই তো বলছি। উন্মাদনার বিরুদ্ধেই লড়াই করতে চাই, তাকে থামাতে চাই। সেই জন্যেই বলছি তুমি আমাদের সাথে এসো।'

'আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সাইলাস। কাজটা ঠিক হবে বলে আমার মনে হয় না। ব্রেডি আর আমস্টারডামের কথার চাপে তুমি বিভ্রান্ত হচ্ছো…'

*   *   *

জীবনের ধর্মই হলো স্বাভাবিকতাকে আঁকড়ে ধরা, অস্থির আর টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেও যতোটা সম্ভব সুস্থিরতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। তাই, সাতজন অধ্যাপক সেনেট কমিটির সওয়াল শেষ হওয়ার পর ক্লেমিংটনে ফিরে ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার চেষ্টাই করছিলেন নিজেদেরও অজান্তে। অবশ্য সমনগুলো আসার পূর্ববর্তী অবস্থায় আর তাঁরা কখনোই যে ফিরতে পারবেন না, একথা সকলেই জানতেন।

সাতজনকেই যথাবিহিত সাময়িক বরখাস্ত হতে হলো। সাতজনেই তাঁদের কর্ম জীবনের পরিসমাপ্তি যে ঘটতে চলেছে সে কথা মেনেই নিয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন ঘটনার অমোঘ গতির কথা। কিন্তু যা তাঁরা জানতেন না তা হলো, তাঁদের কথা কিন্তু কোনো একটি মহল একেবারেই ভোলে নি।

যা ঘটেছে সেখানেই ঘটনা শেষ নয়, এমন কথা কখনো কখনো মনে হয়েছে

সাইলাসের। কিন্তু আরো কিছু ঘটবেই এ তিনি ভাবেন নি। তিনি ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে তৈরী ছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তা তিনি জানতেন না স্বভাবতই।

সাইলাস আরো জানতেন না যে ওয়াশিংটনে একটি বিরাট সুবিন্যস্ত বাড়িতে একটি ফাইল সযত্নে রক্ষিত আছে যার উপরে বড়ো বড়ো হরফে লেখা আছে "টিমবারম্যান"। এই ফাইলটি ক্রমশ আকারে বাড়ছে এবং নানা রকম লোক এটি সম্পর্কে বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছে। সাইলাস জানলে খুবই অবাক হতেন যে তাঁর সম্পর্কে খবর নেবার জন্যে কতো লোককে পাঠানো হচ্ছে দেশের কতো অদ্ভুত অদ্ভুত প্রান্তে। এই সব লোকেরা যে সমস্ত সংবাদ এবং "তথ্য" তাঁর সম্পর্কে সংগ্রহ করে আনছিলো সেগুলো শুনলে তিনি হয়তো খানিকটা মজাই পেতেন! এই সমস্ত "সংগ্রহ" ক্রমশ "টিমবারম্যান" লেখা ফাইলটার আয়তন বৃদ্ধি করে চলেছিলো। অর্থহীন ও নির্বোধ "তথ্য" যে জমায়েত হতে পারে একথা সাইলাস তখনো বুঝতে শেখেন নি, যদিও গত কয়েক সপ্তাহে অনেক নতুন শিক্ষা তাঁর মনোজগতে প্রবেশ করেছে। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হতেন যদি জানতে পারতেন যে কতো বিশিষ্ট ব্যক্তি ইতিমধ্যে তাঁর নামাঙ্কিত ফাইলটা পাঠ করেছেন এবং তা নিয়ে কতো রকম আলোচনা হয়েছে।

অবশ্য ফাইল যে শুধু তাঁর নামেই ছিল তা নয়। ওই বিরাট এবং সুবিন্যস্ত বাড়িটির ভিতরে ১৯৫০ সালে অগুন্তি এই রকম ফাইল জমা করা হয়েছিলো। এগুলোর অধিকাংশই নাড়াচাড়া হবে না কখনো। কিন্তু বেশ কিছু ফাইল আলোচিত হবে বহুবার, নানাভাবে।

এ সময়টাই ছিল এমন। অ্যামেরিকার ইতিহাসে এমন সময় এই প্রথম। দেশটা অনেক লড়াই, অনেক ওলটপালোট দেখেছে, অনেক আশা আর স্বপ্নে পুলকিত হয়েছে। কিন্তু এমন সময়ের মুখোমুখি কখনো হয় নি। এদেশের মানুষ ভয় কাকে বলে জানতো না। তখন জানছিলো। মানুষের ভীতি আর অন্ধ সংস্কারকে কখনো জাগিয়ে তোলা হয় নি। তখন কিছু লোক সংস্কারকে খুঁচিয়ে তোলাতে, মানুষকে ভয় দেখাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। দেশের লোকের কাছে খবর আর প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করায় এতো ঘাটতি কখনো ছিলো না। সেই সময় যখন রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভীতির চোরা স্রোত ঢুকে পড়তে শুরু করেছে, তখন পত্রিকা সম্পাদক আর সাংবাদিক আর সমীক্ষকরা কি ছাপবেন, কি লিখবেন, কি বলবেন তা আর ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু কি লেখা বা বলা বা ছাপা চলবে না সেটা তাঁদের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো।

এ সময়ে সারা দেশ নিজেকে অনেকটা চিনতে পারছিলো। অন্ধকার ঘুপচি গহ্বর থেকে খল শঠতা আর নিষ্ঠুরতা বেরিয়ে আসছিলো বিষধর সাপের মতো। মিথ্যাবাদীরা হয়ে উঠছিলো বীর, গুপ্তচরদের করা হচ্ছিলো সম্মানিত। নতুন যে ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হচ্ছিলো তার নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়েছিলো দালালের দল—।'

* * *

এড লাওফেস্ট কোনো দিনই হুট করে কোনো কিছু করার লোক নন। কি হতে পারে বা না পারে, কি কি তাকে বলতে বা করতে হবে, গাড়ী চালাতে চালাতে তা তিনি বিশদ ভাবে ভাবছিলেন। তিনি ভালো করেই জানেন তাঁর চেহারা এবং ব্যবহার মানুষকে বেশ প্রীত করে। সাথে সাথে এও জানেন এর জন্যে তাকে যত্নবানও হতে হয়। তিনি ঠিক করেই বেরিয়েছিলেন রেভারেণ্ড এলবার্ট মাস্টারসনকে প্রভাবিত করবেন। ক্লেমিংটনে ঘটনার অগ্রগতি যে দ্রুততর হচ্ছে তা তিনি বুঝছিলেন। প্রশাসন যন্ত্রের উপরের দিকে তাঁর অবস্থানের ফলে এও তিনি বুঝছিলেন যে ঘটনা খাপ-ছাড়া ভাবে এগোচ্ছে এমন নয়। ক্লেমিংটনের ঘটনার দ্বারা যে সমস্ত সুদূরপ্রসারী ও জটিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার চেষ্টা চলছিলো সেগুলো বিস্তারিত না জানলেও, ক্রমশ প্রকাশমান ঘটনা বিন্যাসে ব্যক্তি হিসেবে নিজের স্থান সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ঘটনার গতি প্রকৃতি বুঝতেও তাঁর কোনো অসুবিধা হচ্ছিলো না। আনথনি সি ক্যাবট রাজ্যের গর্ভনর হবেন, না প্রেসিডেণ্ট বা ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদের জন্যে প্রার্থী হওয়ার অনুমোদন পাবেন, তা নিয়ে তিনি একটুও ভাবিত ছিলেন না। তিনি অনেক বেশী ব্যক্তিগত কথা ভাবছিলেন। অ্যানথনি সি ক্যাবটের পরে ক্লেমিংটনের প্রেসিডেণ্ট কে হবেন, সেটাই ছিল তাঁর চিন্তার বিষয়। সে পথে এগোতে হলে অনেকের সাথে সম্পর্কের সেতুবন্ধন যে গড়ে তুলতে হবে তা তিনি জানতেন। সেই সব সেতুর একটির নির্মাণ প্রকল্প আরম্ভ করার উদ্দেশ্যেই রেভারেণ্ড মাস্টারসনের সাথে দেখা করতে যাওয়া।

ক্লেমিংটনে প্রোটেস্টাণ্ট চার্চ এগারোটি, ক্যাথলিক একটি। এই বারোটি ছোট বড়ো চার্চের মধ্যে মাঝারি মাপের চার্চটি মেথডিষ্ট এবং তারই ভারপ্রাপ্ত পাত্রী হলেন রেভারেণ্ড এলবার্ট মাস্টারসন। ক্লেমিংটনের বারো জন পাত্রীর মধ্যে রেভারেণ্ড মাস্টারসনই সব চাইতে বেশী প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয় ব্যক্তি এবং বর্তমান কাজটির জন্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। একথা ভেবেই লাওফেস্ট আসছিলেন তাঁর কাছে।

রেভারেণ্ড আর একটু কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং একটু কম একরোখা হলে লাওফেস্ট খুশী হতেন। কিন্তু আজকাল কে যে কোন দিকে যাবে তা বলা কঠিন ... তিনি

জানতেন। কাজেই তাঁর প্রস্তাবে রেভারেণ্ড মাস্টারসন রাজি নাও হতে পারেন এ সম্ভাবনা মাথায় রেখে আরো কয়েক জন পাদ্রীর কথাও তিনি ভেবে রেখেছিলেন।

সেদিন বিকেলে চারটে নাগাদ যখন লাণ্ডফেস্ট মাস্টারসনের বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামলেন তখন সবে একটু তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে। গীর্জার লাগোয়া অর্ধেক পাথর আর অর্ধেক পুরোনো মজবুত কাঠের তৈরী আইভি লতায় ঢাকা সাধারণ কিন্তু মনোরম বাড়িটা দু'টো বিরাট এলম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। এলবার্ট মাস্টারসন প্রায় দেড় পুরুষ ধরে এখানে আছেন। তাঁর পুত্র কন্যা এখানেই বড়ো হয়েছে এবং তারপরে বিয়েথা করে সংসার পাততে অন্যত্র গেছে। বর্তমানে তাঁরা স্বামী স্ত্রী এখানে নিরুপদ্রব, নিরিবিলি জীবন যাপন করেন। দরজা খুললেন মিসেস মাস্টারসন। লাণ্ডফেস্টের সাথে তাঁর সামান্য পরিচয় ছিলই। সৌজন্য বিনিময়ের পরে লাণ্ডফেস্টকে তিনি রেভারেণ্ডের পড়ার ঘরে নিয়ে গেলেন। রেভারেণ্ড তখন সেখানে বসে গীর্জায় দেয় বক্তৃতা নিয়ে কাজ করছিলেন।

ঘরটা একটা গুহার মতো, বইএ ঠাসা। মাঝখানের টেবিলে একটা আলো জলছে। মাস্টারসন উঠে দাঁড়িয়ে লাণ্ডফেস্টকে স্বাগত জানালেন। তাঁর লম্বাটে, শান্ত ঘরোয়া মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠলো। দীর্ঘকায়, শক্ত সমর্থ এলবার্ট মাস্টারসনের বয়স পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি হবে।

'আসুন, লাণ্ডফেস্ট, আপনাকে আশা করি নি,' বললেন মাস্টারসন। 'খবর ভালো তো?'

'আজকাল অবিমিশ্র ভালো খবর আর পাচ্ছি কোথায়। যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, ভাবলাম দেখা করে যাই। অসময়ে এসে বিব্রত করলাম হয়তো।'

'একটুও না। বইএর পাহাড়ের তলায় বসতে অসুবিধা হবে না কি? ডেমোক্লেসের সেই তরবারির মতো বইগুলো ঘাড়ের উপরে। কি মনে হয় বলুন দেখি? একটা কথা মনে হলো, কথাটা খারাপ শোনাতে পারে। যারা বই নিয়ে পড়ে থাকবে তারা বইএর জন্যেই ধ্বংস হবে।'

'এ যুগে কথাটা খুব একটা খারাপ শোনাবে তা নয়,' বসতে বসতে লাণ্ডফেস্ট বললেন।

'তা নয়, তবে কথাটা খুব সুখকর নয়। বলে এখন লজ্জাই লাগছে। মাঝে মাঝে ভাবি, আমাদের ধর্মটা কি রকম বইকেন্দ্রিক। শুধু বাইবেল নয়, সব ধরণের বই। অনেকে বলে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ না দেখা দিলে ছাপাখানা আবিষ্কারই হতো না, আবার কেউ বলে ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলেই প্রোটেস্টান্টদের আবির্ভাব। আমি অবশ্য এ দু'টো মতের কোনোটাই মানি না। "এটার ফল ওটা" এরকম গণিত মেনে জীবন চলে

না। জীবন অনেকটা ঠাস বুনোট কাপড়ের মতো, সুতোগুলো একটা অন্যটার সাথে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ঠিক একই রকম ভাবে বইও আমাদের অভিজ্ঞতা আর স্মৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।'

কথাটা ওঠায় লাণ্ডফেস্টের সুবিধাই হলো। এই সুযোগে তিনি বলে উঠলেন, অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই যে রেভারেণ্ডের সাথে দেখা করতে আসার কারণটা বই সংক্রান্ত।

'তাই না কি। কি ব্যাপার বলুন তো, খুব আগ্রহ বোধ করছি।'

'এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাজে একটা ঘটনা ঘটেছে সে কথা কিছু শুনেছেন নিশ্চয়।'

'সামান্য কিছু শুনেছি। "কালক্রাম" খুব নিয়মিত পড়া হয়ে ওঠে না। আর আমার চার্চের সদস্যদের মধ্যে আপনাদের ছাত্র, দুঃখের কথা, খুব একটা বেশী নেই। থাকলে খুশী হতাম।'

'আমিও হতাম। সংখ্যা হয়তো বাড়বে এবার,' লাণ্ডফেস্ট মাথা নাড়েন। 'মোটের উপর, পর পর কয়েকটা অত্যন্ত বিশ্রী অভিজ্ঞতা হলো আমাদের। প্রথমে ওই, মার্ক টোয়েনকে নিয়ে ফালতু ঝামেলা—তারপরে ক্যামপাসের মধ্যে ধরা পড়লো কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কি বদনাম বলুন দেখি।'

'তাই নাকি ?

'এ ধরণের কুখ্যাতি কে চায় বলুন! বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খুবই বিরক্ত। ফলটা মোটেই স্বাস্থ্যকর হয় নি। ফলে ফ্যাকালটির যে সব সদস্য এতে জড়িত ছিল তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত না করে কোনো উপায় ছিল না।'

'সেটা শুনেছি, শুনে একটু হতাশই হয়েছি। আমার আশা ছিল আমাদের বিদ্যালয়ের মতো বিশাল মহীরুহ, বহুদূর প্রসারিত যার শিকড়, নিশ্চয় কয়েক জন কমিউনিস্টের খোঁচাখুঁচিকে উপেক্ষা করেই দাঁড়িয়ে থাকবে। কে জানে, ওদের হয়তো মনের পরিবর্তনও হতে পারতো—অবশ্য যদি ওরা সত্যিই কমিউনিস্ট হয়।'

'সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই।'

'যাই হোক, বলুন, কথার মধ্যে বাধা দিলাম, কিছু মনে করবেন না।'

'দেখুন, এর ফলে আমাদের সামনে কয়েকটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। পিপের মধ্যে একটা যদি পচা আপেল থাকে তাহলে বাকি আপেলগুলো কোনটা কতোটা ভালো তা নিয়ে সন্দেহ জাগে। ক্লেমিংটনে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে কেউ কখনো ভাবে নি। কিন্তু আজ সময়টাই অভূতপূর্ব। আমাদের মনে হচ্ছে, আমাদের দেখা উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো আগাগোড়া যেন খাঁটি অ্যামেরিকান মূল্যবোধে গড়া হয়। এ কাজ মোটেই সহজ নয়। প্রশ্নটা অত্যন্ত জটিল এবং বহুমুখি,

তার সব দিক দেখাও আমার দায়িত্ব নয়। কিন্তু সাহিত্য নিয়ে কাজ করি বলেই বই সংক্রান্ত দায়িত্বটা আমারই উপর বর্তাচ্ছে।'

'তা তো হবেই।'

'আর ধূর্তের মতো ব্যবহার করলে বই শয়তানের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। বই পোড়ানো বা তেমন কোনো কাজ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আপনার মতো আমার কাছেও বই অতি পবিত্র বস্তু। কিন্তু এও তো আমরা জানি যে কূটবুদ্ধি বিবেকহীন একদল লোক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কিছু বই আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। মার্ক টোয়েনকে নিয়ে সেদিনকার বিতর্কে যে আমাকে শিকার হতে হয়েছিলো সেটা বড়ো কথা নয়। অনেক বড়ো এবং অনেক বেশি চিন্তার কথা হলো "দ্য ম্যান হু করাপটেড হ্যাডলিবার্গ"এর মতো পাঠ্য বস্তুকে আমাদের তরুণ বয়সে সকলে ছেড়ে দিয়েছে, কোনো সমালোচনা করে নি। সেই বিকৃত বস্তুটির মুখোস খুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া এমন একটা কুৎসিত অবস্থার সৃষ্টি করলো যে সে আর বলার নয়। ঠিক এই রকম অবস্থাই আমরা এড়াতে চেয়েছিলাম। মনে হলো যেন আমরা সেই বই পোড়ানোর বাতাবরণ সৃষ্টি করছি।'

'"হ্যাডলিবার্গ"—হ্যাঁ, তাই তো', পাদ্রী বললেন, 'গত কুড়ি বছরে গল্পটা খুলে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু মনে আছে। আর যতোদূর মনে পড়ে সেই তখন পড়ে খুব ভালো লেগেছিলো।'

'সেই তো কথা। কিন্তু সময়ের সাথে-সাথে অর্থ পাল্টায়, চরিত্রও পাল্টায়।'

'তা হয়তো ঠিক।'

'তবু আমরা বই পোড়াতে চাই না। বইএর উপরে কোনো বিধি নিষেধ চাপাতে চাই না। আমরা শুধু ভাবছিলাম, ক্লেমিংটনের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে আপনার মতো কারো পরিচালনাধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে একটা লাইব্রেরী বোর্ড মতো করলে কেমন হয়', আড়চোখে রেভারেণ্ড মাস্টারসনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে করতে লাগুফেস্ট বলে চললেন, 'যে বোর্ড দেখেশুনে ঠিক করবে কোন কোন বই অ্যামেরিকান জীবনধারার সঠিক অভিব্যক্তি ঘটাতে পেরেছে আর কোনটাই বা সত্য, জ্ঞান আর আমাদের প্রিয় সকল বস্তুকে ধ্বংস করতে উদ্যত। এ রকম একটা বোর্ড তৈরী করলে আমাদের সমস্যার অনেকটা সমাধান পাওয়া যায়।'

পাদ্রী কথাগুলো নীরবে শুনলেন। মন যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন, অগোছালো টেবিলের উপরে কনুই আর হাতের তালুতে থুতনি রেখে বসে ছিলেন রেভারেণ্ড মাস্টারসন। লাগুফেস্ট বুঝতেই পারছিলেন না কি ভাবছেন রেভারেণ্ড। তাঁর মুখ ভাব-

লেশহীন, বোঝা যাচ্ছিলো না তিনি খুশী না অখুশী। অনেকটা সময় অস্বস্তিকর নীরবতার পর অনুত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রেভারেণ্ড মাস্টারসন,

'অন্যভাবে বলতে গেলে, আপনি আমাকে বলছেন সেনসরশিপের দায়িত্ব নিতে।'

'সেনসরশিপ? কথাটা আমার ভীষণ অপছন্দ। আমরা তো কমিউনিস্টদের সত্যকে সেনসর করার পদ্ধতিরই বিরোধিতা করি।'

'তাহলে অন্য কি শব্দ ব্যবহার করতে চান?'

'আমি বরং বলবো বিচার করা।'

'বিচার? বইএর বিচার। অধ্যাপক লাণ্ডফেস্ট, আপনার কথার গভীর তাৎপর্য আছে। আপনি কি জানেন যে প্রথম যে বইটির বিচারে আমাদের বসতে হবে সে বইটি প্রায় দু'হাজার বছর আগে চারজন ইহুদী লিখেছিলেন, জাগতিক শক্তির বিরুদ্ধে কি ভাবে দাঁড়াতে হয় এবং প্রয়োজনে তার অবাধ্য কি ভাবে হতে হয় সে বিষয়ে? বইটার সত্যতা নিয়ে পর্যন্ত বিতর্ক আছে, কারণ বর্নিত ঘটনার চারটি বিবরণে যথেষ্ট তফাৎ দেখা যায়।'

'আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন।'

'ঠাট্টা? ভালো বলেছেন। আমাদের এই ছোট্ট সামান্য বাড়িতে আপনি এসেছেন অধ্যাপক লাণ্ডফেস্ট—আমরা কখনো কাউকে ফিরিয়ে দিই না—এসে ক্ষুদ্র একটি শহরের ততধিক ক্ষুদ্র কোনের অতি অখ্যাত এক পাদ্রীর কাছে একটি প্রস্তাব করছেন, যে প্রস্তাব আপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিশ্চয় অতীব যুক্তিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য। তবু, আমি আশ্চর্য হচ্ছি, আপনার প্রস্তাব শুনে সসাগরা ধরিত্রী কেঁপে উঠলো না! আমার কথা বুঝতে পারছেন না, তাই না অধ্যাপক?'

'আজ্ঞে না।'

'আপনি আশা করেছিলেন আপনার সাথে আমি একমত হবো এবং আপনাকে আলিঙ্গন করবো?'

'না, ঠিক তা নয়। তবে আমরা যখন এক অশুভ ও নির্দয় শত্রুর সম্মুখীন—'

'এমন শত্রুর অভাব কোনো দিন হয়নি, অধ্যাপক লাণ্ডফেস্ট। মানুষের আত্মা চিরদিন বাধাবিপত্তি সরিয়ে, শৃংখল ভেঙে তবেই অগ্রসর হতে পেরেছে। আপনি কি জানেন, অধ্যাপক, আমি আপনার বইগুলোরও কোনো বিচার করবো না। আজকাল কিছু বলার আগে মুখবন্ধ স্বরূপ বলে নেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে যে আমি কমিউনিজমকে অন্য সবকিছুর চাইতে বেশী ঘৃণা করি। আমি সে কথা বলবো না। আমি কমিউনিজমকে

ঘৃণা করি কিনা জানি না, কারণ কমিউনিজম যে কি তাই তো আমার অজানা। কিন্তু ঈশ্বর তার ক্রোধের যেটুকু অংশ আমার মধ্যে ন্যস্ত করেছেন তার সমস্ত বিন্দু দিয়ে আমি তাদের ঘৃণা করি যারা মানবাত্মার শত্রু। নিকৃষ্ট, ছোট মন, লোভী মানুষ, যারা বই কে ভয় পায়, কেননা আলো দেখলে তারা সহ্য করতে পারে না, সেই অন্ধকারের জীবদের আমি ঘৃণা করি। সেই সব অধার্মিক লোকেদের আমি ঘৃণা করি যারা নিজেদের পছন্দ-সই বক্তব্য ছাড়া অন্য সব বক্তব্যের কণ্ঠরোধ করতে চায়।' একটু স্বর নরম করে যোগ করলেন রেভারেণ্ড এলবার্ট মাস্টারসন, 'বিশ্বাস করুন, অধ্যাপক, আমি আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু বলছি না।'

'তাই নাকি?' মনে মনে ভাবলেন লাণ্ডফেস্ট। মুখে বললেন, 'আপনার কথা শুনে কিন্তু ভীষণ অবাক হলাম, রেভারেণ্ড।'

'কথাগুলো বললাম বলে আমিও কি কমিউনিস্ট পদবাচ্য হয়ে গেলাম?'

'কি যে বলেন!' লাণ্ডফেস্ট হাসার চেষ্টা করলেন। 'আমাকে কি এতো নির্বোধ মনে হয়? তবে, একথা আমার মনে হচ্ছে ঠিকই যে আপনি আমাদের চতুর্দিকের বিপদ সম্পর্কে সচেতন নন।'

'হতে পারে। তবে সন্দেহ করি, আমাকে অচেতন হয়েই থাকতে হবে। কুড়ি বছর আগে, "হ্যাডলিবার্গ" পড়ে ভালো লেগেছিলো। এ চিন্তাও আমার কাছে অসহনীয় যে এমন একটা দেশে আমি বাস করি যেখানে গল্পটা আমাকে পড়তে দেওয়া হবে না। অধ্যাপক আপনি যাই বলুন না কেন, আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, বই পোড়াতে আপনি বদ্ধপরিকর, যতো ভালো ভালো কথা দিয়ে সে উদ্দেশ্যকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টাই করুন না কেন। তা যদি হয়, ঈশ্বর আপনাকে ও আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। উন্মাদরা নিজেদের ধ্বংস করার আগে শেষবারের মতো অগ্নিসংযোগ করে বইএর স্তূপে।'

'খুবই কঠিন কথা বললেন, রেভারেণ্ড। একটু চিন্তা করে কথাগুলো বললে ভালো করতেন মনে হয়।' লাণ্ডফেস্ট কিছুতেই গলা থেকে রাগ লুকিয়ে রাখতে পারলেন না।

'তা হবে হয়তো। কিন্তু যা আমি ভাবছি তা আমাকে বলতেই হবে।'

এড লাণ্ডফেস্টকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এলেন রেভারেণ্ড। শান্তকণ্ঠে জানালেন শুভরাত্রি।

* * *

এরকম খারাপ দিন মায়রা আগে বোধহয় কক্ষনো দেখেন নি।

সকালে একটা চিঠি এলো ফাউণ্ডেশনের বোর্ডের সভাপতির কাছ থেকে। খুব

ভেবেচিন্তে সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা চিঠি। মায়রাকে বোর্ড বুঝিয়ে বলছে যে ফাউণ্ডেশনের কাজের প্রধান ধারা থেকে পৃথক বেশ কিছু বিষয় নিয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালার জন্যে আর আর্থিক অনুদান দেওয়া অর্থাভাবে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে গভীর পরিতাপের সাথে ফাউণ্ডেশন মায়রা টিমবারম্যানের আগামী বক্তৃতাগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। আশা রাখা হচ্ছে অবশ্যই যে নিকট ভবিষ্যতে এমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে যাতে ধ্রুপদী সভ্যতা নিয়ে উচ্চতর বিদ্যাভ্যাস ক্লেমিংটনে আবার চালু করা যায়।

চিঠিটার বক্তব্যের সুরে এতো দুঃখ ছিল এবং সেই দুঃখপ্রকাশে অকৃত্রিমতা এতোই স্পষ্ট ছিল যে মায়রা বোর্ডের প্রতি সহানুভূতিই বোধ করছিলেন। আহা রে বেচারী ফাউণ্ডেশন, মাত্র বাইশ লক্ষ ডলার নিয়ে তাকে কাজ করতে হয়, তার মধ্যে ক'টা বিষয়কে আর সাহায্য করা যায়! বুঝতে মায়রার একটু দেরীই হলো যে এ ধরনের ফাউণ্ডেশন কংগ্রেসের কোনো কমিটির সামনে আহূত কোনো অধ্যাপকের স্ত্রী থেকে শত হস্ত দূরে থাকার প্রয়াসে সচেষ্ট হবেই। মায়রাকে কাঁদতে দেখে সাইলাস অবাক হলেন, কারন গোটা বিবাহিত জীবনে এ দৃশ্য বড়ো একটা চোখে পড়ে নি। সাইলাস বোঝার চেষ্টা করছিলেন, কেন মায়রা এতে ভেঙে পড়লেন, মায়রার কাছে বক্তৃতাগুলোর মূল্য কতোটা। মায়রা নিজেও সাইলাসকে সেই মুহূর্তে তাঁর অনুভূতির জটিলতা স্বচ্ছ করে বুঝিয়ে বলতে পারলেন না।

'ছেড়ে দাও। ও কোনো ব্যাপার নয়। আমি ঠিক আছি', বললেন মায়রা।

মায়রা জানতেন সাইলাস তাঁর উপরে কতোটা নির্ভর করেন। পরস্পরকে শক্তি দেবার সামর্থ্য দু'জনেই হারিয়ে ফেললে কি করে চলবে, ভাবলেন মায়রা। সেদিন, বিকেলে, যখন সাইলাস জোয়েল সীভারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলেন, সাইলাসের জন্যে মায়রার বুকটা যেন পুড়ে যাচ্ছিলো। জোয়েল সীভার কি বলবে জানা কথা, তাই, মায়রার মনে হচ্ছিলো সাইলাসকে বুকে আগলে, সব কিছু থেকে আড়াল করে, আরো আঘাত থেকে রক্ষা করেন।

যখন সাইলাস বেরিয়ে গেছেন, তখন টেলিফোনটা এলো। সুসান ফোনটা ধরেছিলো, ডেকে বললো, 'সাইলাসকে ডাকছে, মা।' মায়রা গিয়ে ফোনটা নিলেন। একটা পুরুষ কণ্ঠ জিজ্ঞাসা করলো, 'কে কথা বলছেন?'

'আমি মিসেস টিমবারম্যান। আপনি?'

'কে আমি তোর দরকার কি রে, কমিউনিস্ট মাগী। একটা কাজে ফোন করছি, তোদের পক্ষে সাংঘাতিক হবে কাজটা। তোর আর তোর স্বামীর পক্ষে।'

'কে কথা বলছেন? একি ধরনের কুৎসিত ইয়ার্কি?'

'ইয়ার্কি? ইয়ার্কি কি রে হারামজাদী? আমরা ইয়ার্কি করি না। তোদের দু'জনকে বলছি। কেটে পড়। ক্লেমিংটন থেকে দূর হ। ক্লেমিংটনে ঈশ্বর বিশ্বাসী ভদ্র অ্যামেরিকানদের বাস। তোদের এখানে কোনো জায়গা হবে না। ভালোয় ভালোয় ভাগ এখান থেকে।'

লাইনটা কেটে দেওয়া হলো। মায়রা ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে গেলেন। ভাব করার চেষ্টা করলেন যেন কিছুই হয় নি।

'কি হয়েছে?' সুসান প্রশ্ন করলো।

'কিছু হয়নি।'

কিন্তু কিছু যে হয়েছে তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো। সব গোলমাল হয়ে গেছে। সারা দুনিয়াটা বদলে গেছে, নিয়েছে একটা ভয়াবহ চেহারা।

সাইলাস ফেরা পর্যন্ত ভাবছিলেন মায়রা, সাইলাসকে ফোনের কথা বলবেন কিনা। পরে ঠিক করলেন, না বলে উপায় নেই। সব চুপ করে শুনলেন সাইলাস, কোনো তারতম্য দেখা গেল না হাবেভাবে। মায়রা ভাবলেন, ও লুকোচ্ছে ওর মনের কথা, আমাকে জানাতে চায় না কি ভাবছেও। আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে লুকোচ্ছি আমাদের ভাবনা চিন্তা।

* * *

সন্ধ্যা হয়েছে। আটটা বাজে। দরজায় কেউ ঘণ্টা বাজালো। দীর্ঘকায় সাদামাটা চেহারা একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। 'এভাবে বিরক্ত করতে এসেছি বলে দুঃখিত। আমার নাম এলবার্ট মাস্টারসন। আমি এ শহরের মেথডিস্ট পাদ্রী।'

দু'এক বার মায়রা ভদ্রলোককে দেখেছেন। আলাপও হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বার দুয়েক বক্তৃতা দিতেও এসেছেন উনি। 'আপনাকে আমার চেনা উচিত ছিল', বললেন মায়রা, 'কিছু মনে করবেন না।'

'ও কিছু না। প্রথমবার আপনাকে দেখে আপনার সৌন্দর্য আর আচরণের মাধুর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আপনাকে আমার মনে থাকা স্বাভাবিক। আপনি আমাকে কেন মনে রাখবেন? ভেতরে আসতে পারি?'

'আসুন, আসুন। আমার মাথার ঠিক নেই। কি বলবো, আজকের দিনটা খুব খারাপ কেটেছে আমাদের, আমাকে মাপ করবেন। দিন, আপনার কোটটা দিন, টাঙিয়ে রাখি। বরফ পড়া থেমে গেছে না?'

'থেমে গেছে। চাঁদও উঠেছে, চারদিক আলোয় আলো। প্রকৃতি সব সময়েই সুন্দর, আর প্রায় কখনোই নিরাশ করে না, তাই নয় কি, মিসেস টিমবারম্যান?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' মায়রা প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন মনকে সংহত করার। রেভারেণ্ডকে বসার ঘরে নিয়ে এলেন মায়রা। বসতে বলতে বলতে ভাবছিলেন, কেন এসেছেন উনি কে জানে। পাদ্রী জানতে চাইলেন, তাঁর স্বামী বাড়ি আছেন কি না?

'হ্যাঁ, আছেন। ওপরে বাচ্চারা শোওয়ার আগে ওদের সাথে গল্প করছেন।'

'আপনাদের তো তিনটি, দু'টি মেয়ে একটি ছেলে?'

'হ্যাঁ, তিনটি,' উত্তর দিয়ে মায়রা ভাবলেন, এই ভদ্রলোকও কি পথভ্রষ্ট সন্তানদের ধর্মের কোলে ফেরাতে এসেছেন!

'আপনার স্বামী রোজ ওদের গল্প পড়ে শোনান?'

'না, রোজ নয়, যখন সময় পান। বুঝতেই পারছেন আমাদের সকলেরই মন এখন খুব চঞ্চল, ফলে ছোটদের এখন বাবার সাথে গল্প করতে ভালো লাগছে। কখনো উনি গল্প পড়ে শোনান, কখনো বা গল্প বলেন মুখে মুখে, বানিয়ে বানিয়ে।'

'তাই? সত্যি, জানেন তো, মুখে বলা গল্প সব সময়েই পড়া গল্পের চাইতে ভালো। আর কিছু না হোক, বলতে বলতে গল্পের পাত্রপাত্রীদের কোনো বিচ্ছিরি অবস্থায় ফেলে দিলে, তাদের উদ্ধার করতে অন্তত খুব সুবিধে হয়।'

ভদ্রলোকের ব্যবহারের আন্তরিকতায় মায়রা ক্রমশ প্রসন্ন হচ্ছিলেন। এরকম সহজ খোলামেলা মানুষকে ভালো লাগাই স্বাভাবিক। ভদ্রলোকের ঘরোয়া মুখে একটা খুব সহজ সারল্য আছে। উনি চান সকলে ওকে পছন্দ করুক, আর সেই চাওয়া গোপন করার কোনো চেষ্টাই করেন না তিনি।

'এভাবে ঠিক ভাবি নি কখনো,' বললেন মায়রা।

'অথচ এই গল্প বলার ক্ষমতাটাই মানুষ ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে। খুবই পরিতাপের বিষয়। আমি আপনার স্বামীর জন্যে একটু অপেক্ষা করতে পারি কি? ওঁর সাথে কয়েকটা কথা বলার ছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসবেন বৈ কি! উনি এক্ষুনি নেমে আসবেন।'

মায়রার দেওয়া এক গ্লাস শেরীতে চুমুক দিতে দিতে হাল্কা গল্প করতে লাগলেন মাস্টারসন, হাত পা ছড়িয়ে বসে। সাইলাস আসতে, উঠে করমর্দন করে, সোজা আসল কথায় চলে এলেন রেভারেণ্ড।

'আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালো লাগছে, মিঃ টিমবারম্যান। এভাবে অসময়ে এসেছি, আমাকে মার্জনা করবেন। আসতেই হলো, কারণ আজ একটা বিচিত্র এবং খুব অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনে, আর সেটা নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করাটা উচিত বলে মনে হলো।' তারপর মোটামুটি সবিস্তারে তিনি এক

লাওফেস্টের আগমন ও তার সাথে কথোপকথনের বিবরণ মায়রা এবং সাইলাসকে শোনালেন। যা ঘটেছিলো তা বিবৃত করলেন কোনো মন্তব্য ছাড়াই, বিশেষ কোনো উত্তেজনাও দেখালেন না বা কোনো নৈতিক রায়ও দিলেন না। সব কথা বলে, চুপ করে অপেক্ষা করে রইলেন টিমবারম্যান দম্পতির প্রতিক্রিয়া শোনার জন্যে। সাইলাস লক্ষ্য করলেন, মায়রা ভীষণ ঘা খেয়েছে ঘটনাটা শুনে।

'আপনি কি এতে খুব অবাক হয়েছেন, রেভারেণ্ড?' সাইলাস প্রশ্ন করলেন।

'আপনি হয়েছেন, মিঃ টিমবারম্যান?'

'না, হই নি। এক মাস আগে হলে ভীষণ অবাক হতাম, উতলা হতাম। কিন্তু এখন আর তা হচ্ছি না।' নিজের মনেই যেন আবার বললেন, 'না, এখন আর হচ্ছি না। এর মধ্যে, এমন কি, একটা বিচিত্র যুক্তিও দেখতে পাচ্ছি।'

'এর মধ্যে যুক্তি?'

'যখন একটা গোটা সভ্যতা তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করছে মানুষকে ধ্বংস করার কাজে, তখন ক'টা বই নিয়ে চিন্তিত হওয়াটা কি ছেলেমানুষি নয়?'

'ছেলেমানুষি? কি জানি। এভাবে ভাবিনি এ বিষয়ে।'

'আমার আদৌ ছেলেমানুষি মনে হচ্ছে না,' মায়রা বলেন, 'এ একটা নোংরা পরিকল্পনা এবং এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার মধ্যে কোনো ছেলেমানুষি নেই। এড লাওফেস্টকে আমি দীর্ঘদিন চিনি। অন্য কেউ একথা বললে আমি বিশ্বাসই করতাম না।'

'আমি খালি ভাবছি ও আমার কাছে এলো কেন।'

'কোথাও থেকে শুরু তো করতে হবে,' কাঁধ ঝাঁকান সাইলাস।

'বুঝলাম না ঠিক।'

'বুঝলেন না?'

'অবশ্য আমি বুড়ো মানুষ, আর পাদ্রীদের সব ব্যাপারে কথা বলার স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে করতে স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায় আর সর্বত্র নাক গলানোর অভ্যাস হয়ে যায়। পাদ্রীর পোশাক পরলেই সব মানুষের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সুখ দুঃখের মধ্যেও হস্তক্ষেপ করাটা যেন অধিকারে দাঁড়িয়ে যায়। তাই বোধ হয় আমি আজকে আপনাদের কাছে এসেছি। কিন্তু কেন এসেছি সেটা অন্য কথা। এসেছি, কারণ আমি ভীত। অধ্যাপক টিমবারম্যান, আমি ভয় পেয়েছি। এমন ঘটনা এই প্রথম দেখছি। কেমন শান্তভাবে এমন ভয়ানক একটা জিনিস ঘটছে। একজন কলেজের ডীন—লাওফেস্ট ডীন না?'

'হ্যাঁ।'

'একজন কলেজের ডীন এসে নির্বিকারে প্রস্তাব করছে বই পোড়ানোর একটা কমিটির দায়িত্ব নিতে, মনে হলো যেন বলছে অনাথ শিশুদের জন্যে চাঁদা তোলার একটা কমিটির দায়িত্ব নিতে—একই রকম ভাবভঙ্গী, একই রকম কথার সুর। দেখুন, সারা জীবন অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই ইণ্ডিয়ানাতে বাস করেছি আমি, দেশটা আমার অতি প্রিয়। এমন ঘটনা এখানে ঘটতে পারে বিশ্বাস হয় না। সত্যি বলছি, আপনাদের কাছে হঠাৎ আসি নি আমি। সব কিছু ভেবে তবেই এসেছি। বলুন আমাকে, এরকম ঘটনা এখানে আরো ঘটেছে?'

'হ্যাঁ, ঘটেছে।'

'আমি জানতে পারি নি কেন?'

সাইলাস কাঁধ ঝাঁকালেন। মায়রা বললেন, 'কখনো কখনো জানা খুব দুরূহ হয়। কখনো বা বোঝা যায় না। কখনো জেনেও না জানাই ভালো মনে হয়। মানুষ ভয় পায়।'

'আপনি ভয় পাচ্ছেন?' নরম গলায় প্রশ্ন করেন রেভারেণ্ড মাস্টারসন।

'আমি?' মায়রা হাসেন। 'সম্ভবত পাচ্ছি। আমাদের দু'জনেরই চাকরি গেছে। আজকে একটা ফোন পেলাম তাতে হুমকি দেওয়া হলো আমাকে। আমার ছেলে-মেয়েরা স্কুলে নানারকম অত্যাচারের মুখোমুখি হচ্ছে। আজকে আমার বড়ো মেয়ে জেরালডাইনকে ঈশ্বরবিদ্বেষীদের কি হতে পারে তা নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে হয়েছে। একদল ছোটো ছোটো ছেলে ব্রায়ানকে ধরে মেরেছে। দেখা যাচ্ছে, সাইলাস দু'টো অপরাধ করেছে। এক, কংগ্রেসের অবমাননা করেছে, আর, দুই, সত্যি কথা বলেছে। বহু বছরের চেনা বন্ধুরা এ বাড়িতে আসতে ভয় পাচ্ছে। আমাদের কি ভীত হওয়ার যথেষ্ট কারণ নেই?'

'তা আছে। যদি বলি একজন লোক আপনাদের পাশে দাঁড়াতে চায় ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে, একটু কি স্বস্তি পাবেন?' জিজ্ঞাসা করলেন পাদ্রী। 'আমি আমার নিজের কথা বলছি। যদি একটুও সাহায্য করতে পারি, একটুও সান্ত্বনা দিতে পারি তো খুশী হবো।'

'আপনি কেন—'

'আমার দায়িত্ব আছে বলে। আমি নিশ্চয় দায়বদ্ধ। আমার মতো আরো অনেকে আছেন। তা জানেন না?'

টিমবারম্যানরা চুপ করে রইলেন।

'সত্যি, জানেন না সে কথা? আপনাদের জানা দরকার। অনেকে আছেন,

অনেকে। অন্তদের তুলনায় হয়তো আমি খোলাখুলি কথা বেশী বলছি। আর, অন্তদের তুলনায় আমার মতো বৃদ্ধের হারাবার বস্তুও হয়তো অনেক কম। কিন্তু আপনারা মোটেই একা নন।'

তারপরে আবার বললেন, 'আচ্ছা, বলুন তো, আপনারা কি কমিউনিস্ট ?'

'এই নিয়ে তৃতীয়বার প্রশ্নটা করা হলো আমাকে,' সাইলাস মৃদু হাসলেন। 'প্রথমে করেছিলো অ্যানথনি ক্যাবট, তারপরে ব্র্যানিগান, এখন আপনি।'

'এ ব্যাপারে আমার সঙ্গীদের সম্পর্কে বিশেষ গর্বিত হওয়া যাচ্ছে না, তাই না ?'

'না, আমরা কমিউনিস্ট নই,' সাইলাস বললেন, 'আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে অন্যদের কে যে কমিউনিস্ট আর কে যে নয় সে বিষয়েও আমরা নিশ্চিত নই।'

'খানিকটা আশা ছিল যে আপনারা বলবেন আপনারা কমিউনিস্ট,' পাদ্রী বললেন। গলায় একটু নৈরাশ্যের সুর। 'ভাবছিলাম এ নিয়ে কিছু জানতে পারবো আপনার কাছ থেকে। আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে এ সম্পর্কে। মনে হচ্ছে মিঃ লাগুফেল্ট আমাকেও কমিউনিস্ট মনে করছেন। তাতে উৎফুল্ল হবো না রাগ করবো, বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, মিঃ টিমবারম্যান, কখনো কখনো মনে হয় না, যে আমরা জানি না এমন কতো কিছু আছে ?'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন সাইলাস।

'তাহলে এই সুযোগে অনেক নতুন কিছু শিখে নিতে পারা যাবে। আর অল্পদিনের মধ্যে ছুটির আর উৎসবের দিনগুলো এসে পড়বে। আপনাদের বলছি, আনন্দে থাকুন। আমি জানি, আনন্দে থাকা খুব কঠিন হবে। তবুও বলছি।'

বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বৃদ্ধ চলে গেলেন।

* * *

ঠিক করলেন দু'জনে, ক্লান্ত লাগছে, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বেন। কিন্তু তা হলো না, বিশ্রামও হলো না সে রাত্রে। রেভারেণ্ড মাস্টারসন চলে যাবার কয়েক মিনিট পরেই ব্রেডি ফোন করে বললেন, তিনি তক্ষুনি আসছেন। আসবেন কি না জানতে চাইলেন না, সোজা বললেন, আসছেন। যখন এলেন তখন সঙ্গে নিয়ে এলেন স্পেনসার, জেরোম লেনক্স আর অন্য একজন ছাত্রকে। স্বাস্থ্যবান, চওড়া কাঁধ যুবক, নাম উইলি ট্যালবট, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দলের সদস্য। সাইলাসের সাথে এই প্রথম পরিচয়। কোনো ভণিতা না করে, মায়রা আর সাইলাসের শারীরিক ক্লান্তির দিকে একটুও ভ্রূক্ষেপ না করে ব্রেডি সোজা কাজের কথায় এলেন।

'কিছু একটা ঘটতে চলেছে, সাইলাস। কথাটা ফাঁস হয়ে গেছে হঠাৎ। সামলাতে না পারার মতো কিছু নয়, তবে এসব বাড়তে দেওয়া চলবে না। আজ রাত্রে এখানে বিশ্রী কিছু একটা ঘটবে বলে মনে হচ্ছে।'

'কি বলছো কি তুমি?' মায়রা জানতে চাইলেন।

'কিছু ছোটোলোকের নোংরা মনের পরিচয় আর কি। তোমার আর সাইলাসের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার মতলব ভাঁজা হয়েছে। কি করবে বলা মুশকিল, চিৎকার চেঁচামেচি হতে পারে, গুণ্ডামি হতে পারে, আবার সরাসরি আক্রমণও হতে পারে।'

'কি বাজে কথা বলছো, অ্যালেক! এ অসম্ভব।'

'অসম্ভব বলছো? তুমি কিছুই জানো না। লেনক্স, তুমি একটু বলো তো অধ্যাপক টিমবারম্যানকে, কি হতে চলেছে।'

'আমি সবটা জানি না। তবে মনে হচ্ছে একদল রকবাজ আর মস্তান আর কিছু বুদ্ধিহীন ছেলেকে একজোট করা হচ্ছে আপনার এখানে এসে হামলা করার জন্যে। ক'জন আসবে, কখন আসবে, কি করবে জানি না, তবে আজ রাত্রে এসে আপনাকে ভয় দেখিয়ে ক্লেমিংটন-ছাড়া করার চেষ্টা হবে এটুকু জানি। হয়তো খানিক হট্টগোল করবে অথবা আপনার সামনের বাগানে একটা ক্রস পুড়িয়ে ইতরামি করবে। ওদের একজন উইলিকে দলে টানতে এসেছিলো। তাতেই আমরা জানতে পেরেছি।'

'কিন্তু এর মানে কি?' মায়রা বলে ওঠেন। 'আমরা কি দুঃস্বপ্নের জগতে বাস করি? কে আসবে এখানে? কেন আসবে? আমাদের ক্লেমিংটন-ছাড়া করে কার কি লাভ?'

'অসুস্থ মানসিকতা আর ঘৃণায় উন্মাদ লোকেরা কোন কাজ কেন করে কে বলতে পারে? এ তো তুমিও বোঝো, মায়রা।'

'না, আমি বুঝি না, বুঝি না, বুঝি না! আজকে কে একজন আমাকে ফোন করেছিলো—' কি বলেছিলো বললেন মায়রা। 'কিন্তু কেন? কে ওরা?'

'কে ওরা তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। কি করা যায় এখন সেটা ভাবা দরকার।'

শান্ত হয়ে, চেয়ারে বসে সিগারেট খেতে খেতে ব্রেজিয়ার দিকে তাকিয়েছিলেন সাইলাস। আজ ব্রায়ান মার খেয়েছে। অনেকদিন আগে, যখন তিনি ব্রায়ানের বয়সী, তাঁকে একবার রাস্তায় মার খেতে হয়েছিলো। তিনি জানতেন, রাস্তায় একদল ছেলে তাঁকে মারবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি একা, ওরা অনেক। আত্মসম্মানবোধ

থেকে আসা সাহস, ছোটবেলা থেকেই মানুষের মনে থাকে। তাই তিনি এগিয়েছিলেন। সেদিনের মারের ব্যথা বেশী দিন থাকেনি, কিন্তু অপমান কমেনি। আজ যা ঘটতে চলেছে সেটাও অপমান। অসম্মান মৃত্যুর চাইতেও অসহনীয় হতে পারে। গোটা দেশটা আজ অসুস্থ, গভীর ভাবে, ভীষণ ভাবে অসুস্থ। তাই যখন মায়রাকে ছটফট করতে বারণ করলেন সাইলাস, তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধের ছায়া পড়লো।

'এরকম করে কি থামানো যাবে ওদের?' তারপর ব্রেডিকে বললেন, 'কোথায় আমাদের সাবধান করার জন্যে তোমাদের ধন্যবাদ দেবো, তা নয় আমরা বাজে বকছি। আমরা এখনো এসবে অভ্যস্ত হতে পারিনি। মনে হয় সব সয়ে গেছে, কিন্তু আসলে যায় নি। হয়ে যাবে অভ্যেস এক সময়। এখন বলো, অ্যালেক, আমাদের কি করা উচিত? বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে। ওদের জাগাবো?'

'না, ওদের ঘুমোতে দাও। কিছুই হয়তো ঘটবে না, বা ঘটলেও, ওদের হয়তো ঘুমও ভাঙবে না। এসব ঘটনা খুব একটা সুসংগঠিত হয় না। ওরা একে ওকে নেড়ে চেড়ে দেখছে এখনো। ট্যালবটের সাথে ওদের কথা বলা দেখেই তা বোঝা যায়। কে যে ওদের দলে, আর কে যে নয়, তা ওরা এখনো ঠিক জানে না। ট্যালবট ওদের গাল দিয়ে হাঁকিয়ে দেওয়াতে ওরা চমকে গেছে। সাইলাস, এর পিছনে কি আছে বুঝে দেখো। এসব জিনিস আপনা থেকে ঘটে না। কেউ ঠিক করেছে গোলমাল বাঁধাবে, তারপর ভেবেচিন্তে বদমাশদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। উদ্দেশ্য হলো আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং রুখে দাঁড়াবার সব ইচ্ছা নষ্ট করে দেওয়া। এই ভাবেই এরা নিজেদের ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টা চালায়। আমাদের পক্ষে পদ্ধতিটা হৃদয়ঙ্গম করা মুশকিল, কারণ আমাদের মাথা তো ঠিক ওভাবে কাজ করে না।'

'কিন্তু কে এর পিছনে আছে?' মায়রা প্রশ্ন করেন।

'বলা কঠিন। তুমিও যতোটা জানো, আমিও ততোটাই জানি। শহরের ওই "লিজিয়ন" দলের লোকগুলো হতে পারে, এখানকার মস্তানরা হতে পারে। কে জানে! তবে কলেজের কেউ, বা ফ্যাকালটির কেউ বলে মনে হয় না। তবে, বলাও যায় না।'

'পুলিশ ডাকবো না আমরা?'

'ডাকতে পারো। সেটা তুমি আর সাইলাস ঠিক করো। তবে পুলিশ কি করবে আমি জানি। হয় ওরা কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবে, নয়তো বলবে কিছু হলে খবর দিতে। খুব বেশী হলে একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেবে, সেটা বার কতক টহল দিয়ে কিছু সন্দেহজনক না দেখতে পেয়ে ফিরে চলে যাবে। যারা এ ব্যাপারটা সংগঠিত করছে তারা পুলিশ

সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাছাড়া, এই মুহূর্তে কিছুই যখন তেমন দানা বাঁধেনি, তখন পুলিশের মনোভাব কি বা কি করবে পুলিশ, তাও তেমন নিশ্চিত নয়। ওরা তোমাকে আর সাইলাসকে বেছেছে, আমার বা আইক বা হার্টম্যান বা লরেনসের বদলে, কারণ তোমাদের আক্রমণ করাটা নিশ্চয় সহজতর। হ্যাঁ, পুলিশ ডাকতেই পারো, তবে সেখানেই থামলে চলবে না আমাদের। ক্ষিপ্ত, মাতাল একদল লোক একত্র হলে কি যে করবে না করবে তার কোনো ঠিক নেই। আমার মতে এমন ব্যবস্থা দরকার যাতে আজ রাতে কিচ্ছু না ঘটতে পারে, আর কালকে এই ব্যাপারটা নিয়ে এমন হৈ চৈ করতে হবে যাতে ওরাই বেকায়দায় পড়ে যায়। তোমরা এমন একটা বাড়িতে বাস করো যার পিছন দিকটা গাছগাছালিতে ভরা একটা টিলা। বাড়িটাও বেশ খানিকটা একানে। ঝুঁকি নেবার দরকার কি?'

'ঠিকই বলেছো,' সাইলাস বলেন। 'কি করতে চাও বলো।'

'সারারাত পাহারা দিতে হবে। লেনক্স বলছে এখানে কিছু ছাত্রকে ডাকলেই পাওয়া যাবে। আমি ভাবছি ইনডিয়ানা পোলিসে ফোন করে মাইক লেসলীকে বলবো ওর ইউনিয়নের কিছু লোক নিয়ে আসতে। ও তো সেদিন দেখে গেছে আমাদের, ও আসতে আপত্তি করবে না। সে অবস্থায় আমরা সারা রাতের জন্যে নিশ্চিন্ত হতে পারবো। ফ্যাকালটির কেউ কেউ সাহায্য করবে। এ ধরনের গোলমাল ঠেকাতে এটুকুই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়।'

'ঠিক আছে। তাই করো। এমনিতে হয়তো হেসে উড়িয়ে দিতাম, নাহলে খুব ভয় পেয়ে যেতাম। চুপচাপ বসে না থেকে কিছু করতে পারলে ভালোই হয়।'

কিন্তু মায়রা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। সারা পৃথিবী যেন পাগল হয়ে গেছে। এতো দিন তাও ভদ্রতাসভ্যতা বজায় ছিল, এখন দাঁত নখ বেরোতে শুরু করেছে। কি হবে কে জানে!

* * *

ত্রাস, আতঙ্ক, মস্তিষ্কবিকৃতি, খুন, এগুলো এমন কতগুলো শব্দ যা স্বাভাবিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্করহিত, ভাবছিলেন সাইলাস। নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে বসে গল্পের বই পড়ার সময় এ সমস্ত শব্দের দেখা মেলে, তারা গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারে না, উত্তেজনা যোগায় আর মন আশ্বস্ত থাকে এই ভেবে যে এসব শব্দের সাথে জড়িত ভয়াবহতা আমাদের মতো মানুষের জীবন থেকে সর্বদা দূরেই থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই শব্দগুলো আজ তাঁর জগতে প্রবলভাবে ঢুকে পড়েছে, প্রাত্যহিকতার অঙ্গ হয়ে পড়েছে।

রাত সাড়ে বারোটার সময় রান্নাঘরের আরামপ্রদ উষ্ণতায় বসে মাইক লেসলীর সাথে কফি খেতে খেতে সাইলাস দেখছিলেন, মায়রা উনুনে আবার টাটকা কফির কেটলী চাপাচ্ছেন। বাইরে মাটির উপরে তুষারের পাতলা আস্তরণ চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল। ঘণ্টাখানেক সাইলাস অন্যান্যদের সাথে বাইরে টহল দিয়ে ফিরেছেন একটু আগে। কেমন যেন বোকা বোকা লাগছিলো, কিন্তু নিশ্চিন্তও হওয়া গেছে বেশ খানিকটা। মায়রা নিশ্চিন্ত হওয়ার সে সুযোগ পাননি।

লেসলী বলছিলেন, 'আপনার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া উচিত, মিসেস টিমবারম্যান। দরকার হলে আরো কফি নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারবো। আপনার তো আবার ছেলেমেয়ে সামলাতে সকালে উঠতে হবে।'

'ঘুম আসবে না।'

সাইলাসের শরীর থেকে হিম কাটতে অনেক সময় লাগছিলো। বাইরে যে ভীষণ ঠাণ্ডা এমন নয়। যুদ্ধের সময় এর চাইতে অনেক শীতে খোলা মাঠে রাত কাটাতে হয়েছে। কিন্তু সে পাঁচ ছ'বছর আগে, এখন বয়স বেড়েছে। চিরদিনই তিনি রোগা, একটু শীতকাতুরে।

'কফি একটা অদ্ভুত জিনিস,' লেসলী বলেন। 'যখনই কোনো লড়াই করেছি, দেখেছি, কফির কাপ হাতে নিয়ে বসার সময়ের কখনো অভাব হয় না। কালো কফির আস্বাদ সব সময় সে সব স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। "বাল্‌জ"এর যুদ্ধে ছিলাম আমি, সেখানেও, সেই গোলাবর্ষণের মধ্যে একবার কালো কফির মগ পৌঁছেছিলো আমাদের হাতে। সেখানে কফি খেতে খেতে মনে পড়েছিলো ধর্মঘটের সময় কারখানার দরজা অবরোধের কথা। আবার যখনি ফের কোনো অবরোধে দাঁড়াই আন্দোলনের সময়, কফি হাতে নিলেই মনে পড়ে যায় সেই "বাল্‌জ"এর কথা।'

'কফি আমাকে ছাত্র জীবনে পরীক্ষার আগে রাত জাগার চেষ্টার কথা মনে করিয়ে দেয়,' বললেন মায়রা।

'অথচ দেখুন, প্রাতরাশের সময় কিন্তু আমরা কালো কফি খাই না, তখন কিন্তু দুধ চিনি মেশাই। সবটাই অভ্যেসের ব্যাপার।'

অ্যালেক ব্রেভির সাথে বাড়ির চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে কি ভাবছিলেন সে কথা মনে পড়ছিলো সাইলাসের। ভাবছিলেন কারো সাথে দেখা হয়ে গেলে কি করবেন। হাতের লাঠিটার দিকে তাকিয়ে হাসিই পাচ্ছিলো। অদ্ভুত মানুষ এই ব্রেভি। এতো বড়ো পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু কতো কিছু দেখেছেন, আশ্চর্য তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি। পুলিশ সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা হুবহু মিলে গেছে। পুলিশ এসে সত্যিই এদিক

ওদিক দেখে ফিরে চলে গেছে। রেভি সাইলাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কখনো ভেবেছো পুলিশী ব্যবস্থার ধারণাটা কতোটা সাম্প্রতিক? সামাজিক সংগঠন একটা বিশেষ স্তরে পৌছনোর আগে পুলিশ বলে কোথাও কিছু ছিল না। তার আগে সকলে নিজেদের সম্পত্তি নিজেরাই রক্ষা করতো।'

সাইলাসের মনে হলো, সম্পত্তি? কার সম্পত্তি? এই বাড়িটা তো তাঁর নিজের নয়। যে দিন তিনি ত্রৈমাসিক কিস্তির টাকা দেওয়া বন্ধ করবেন, সে দিনই ব্যাংক বাড়িটা নিয়ে নেবে। কোথায় যাবে তখন টিমবারম্যান পরিবার? অবাক হয়ে ভাবলেন, ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা প্রায় কিছুই করা হয় নি এখনো। কি চিন্তাই বা করবেন, ভবিষ্যত তো একেবারেই অনিশ্চিত। কি করবেন তিনি তার কিছুই ঠিক নেই। শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কোনো কাজেই তাঁর পারদর্শিতা নেই। এই উন্মাদ মুর্খামি থেকে মুক্ত কোনো কলেজ আছে কি দেশে? আজ না হোক কাল তাঁদের ক্লেমিংটন ছেড়ে যেতে হবেই। তাহলে যে বাড়িটা ক'দিন পরেই তাঁদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে সেখানে থাকার অধিকার সপ্রমাণ করার জন্যে এতো বীরপণা দেখানোর প্রয়োজনটা কোথায়?

'আপনি যদি খুব জোরাজুরি করেন,' মাইক লেসলী বলছিলেন, 'আমি একটা স্যাণ্ডউইচ খেতে রাজী হয়ে যাবো।'

'হ্যাম আর চীজ?'

'হ্যাম আর চীজ চমৎকার হবে। জানেন, মিসেস টিমবারম্যান, বাইরে ঘুরছে যে কলেজের ছেলেগুলো, ওদের আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ভারী ভালো ছেলের দল।' মাইকের গলার স্বরে মনে হয় এই ছেলেদের ভালো লাগবে এমন কখনো ভাবেন নি তিনি।

'কলেজে পড়েছো কখনো, মাইক?'

'নাঃ। পড়তে ভালোই লাগতো মনে হয়, তবে পড়লে আবার জীবনটা হয়তো অন্য রকম হতো। একটাই জীবন আমাদের, সে জীবনটা কি ভাবে কাটবে সেটা আমরা নিজেরা ঠিক করতে পারি না। জীবন খানিকটা নিজের তালেই চলে আর আমাদের চালায়—'

'তাই দেখছি,' সায় দেন মায়রা।

সাইলাস দেখছিলেন মায়রাকে। কেমন সুন্দর অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন, কতো সহজে মিশতে পারেন লোকের সাথে! কোনো ঝামেলায় পড়লে এমন ভাবে তাকে ধাতস্থ করে নেন যে ঝামেলাটা আর তাঁকে পীড়ন করতে

পারে না। সাইলাসের প্রতিক্রিয়া হয় অন্য রকম। সমস্যায় পড়লে তাঁর বিভ্রান্ত ভাব কাটতে চায় না, এক জিনিস নিয়ে চর্বিত চর্বণ করেই চলেন তিনি। মায়রা এসেছেন ধনী পরিবার থেকে। সাইলাসের বাবা মা কেউ বেঁচে নেই। তাঁদের সারা জীবন কেটেছিলো দারিদ্র্যে। সারা জীবন একটা স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে ছিলেন তাঁরা—তাঁদের পরম গর্বের বস্তু একমাত্র সন্তানকে শিক্ষিত করে তুলবেন। সাইলাসের মনে পড়লো তাঁর নাম নিয়ে ক্যাবটের খেজুরে আলাপ। এখন টিম্বার-ম্যান গৃহ শত্রু পরিবেষ্টিত। দৃশ্যটা কল্পনা করতেই ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো তাঁর। পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে মায়রা, দারিদ্র্যকে ভয় করেন না। সাইলাস ভয় পান, কারণ দারিদ্র্য কি তা জানেন তিনি। গোটা ভবিষ্যতটার সাথেই জড়িয়ে আছে ভয়।

কফি শেষ করে উঠে পড়লেন সাইলাস। মায়রা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাচ্ছো, সাইলাস?'

'বাচ্চাদের দেখে আসি একবার।'

'এই তো এক্ষুনি দেখে এলে!'

'হ্যাঁ—তা—আরেকবার দেখি। আমার স্বভাব তো জানো।'

উপরে উঠে এলেন সাইলাস। সন্তানদের দেখে তাঁর যেমন লাগে মায়রার কি ঠিক তেমনি লাগে? ভাবলেন, প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব অনুভূতির জগতে কতো জটিল। আবার সেই জটিলতাই কতো সহজ, কতো স্বাভাবিক। দুই মেয়ে ঘুমোয় একটা ঘরে, আর একটা ছোট্ট খুপরিতে শোয় ব্রায়ান। চাঁদের আলোর প্রতিফলনে ঘরের ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যথারীতি ব্রায়ান গা থেকে কম্বল ফেলে দিয়েছে। সাইলাস আবার ঢেকে দিলেন তাকে। মুদান চোখ মেলে তাঁকে দেখে হাসলো, হেসেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

এরকম বিপদের সময়ে শিশু হওয়া কতো সুখের, ভাবলেন সাইলাস।

*　　　*　　　*

রাত দেড়টার সময় স্পেনসার, ট্যালবট এবং অন্য ছয়েক ছাত্র দেখতে পেলো চার পাঁচ জন লোক বাড়ির পিছনের টিলার গা বেয়ে উঠছে। লোকগুলো কে তা বোঝা গেল না, তবে ওদের দেখেই তারা দৌড়ে পালালো। একই ভাবে বাড়ির সামনের রাস্তার ধার থেকে গুটি কতক লোককে পালিয়ে যেতে দেখা গেল। তার পরে ঘন্টা খানেক সব নিঝুম রইলো, কোথাও কাউকে দেখা গেল না। ইনডিয়া-

নাপোলিসের শ্রমিকরা টিলার গায়ে ঘন ঝোপঝাড় বেশ করে তল্লাসী করে দেখলো। টিম্বারম্যানদের বাড়ির ছ'পাশের পোড়ো জমিগুলিও তারা তন্ন তন্ন করে দেখলো। কোথাও কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না।

সকাল পৌনে তিনটের সময়, ব্রেডি এসে বাড়ি ঢুকলেন। বললেন, 'ছাত্রদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম একটু বিশ্রাম করতে। আমি, হার্ট, লেসলী আর ওর লোকজন রইলাম। তুমি তো আছোই। মনে হচ্ছে আর কিছু হবে না। সততার সাস্ত্রী বীরপুঙ্গবেরা আমাদের সতর্ক পাহারা দেখে চম্পট দিয়েছেন মতলব পাল্টে। তবে কিছু বলা যায় না। আমরা রাতটা এখানেই কাটাবো। আলোগুলো জ্বালা থাক। তুমি আর মায়রা ঘুমোতে যাও।'

'আমরা ঠিক আছি। ভাবছি সবার বিছানার ব্যবস্থা যদি থাকতো তাহলে ভালো হতো।'

'ও ঠিক আছে। আমরা সোফাগুলোয় শুয়ে পড়বো, মেঝেতে বালিশগুলো দিয়ে নেবোখন। দেখো, ক'টা কম্বল দিতে পারো কিনা।'

মায়রা ছ'টো ক্যাম্প খাট আর একটা রবারের হাওয়া-তোশক বার করলেন খুঁজেপেতে। বাড়িতে যতো বালিশ আর কম্বল আছে টেনে নিয়ে এলেন। খুব আরামদায়ক শয্যা হবে না, তবে বসে থাকার চাইতে তো ভালো। স্বামী স্ত্রী যখন শেষ পর্যন্ত শুতে গেলেন, তখন তিনটে বেজে গেছে।

'কি একটা দিন—আর রাত—গেল,' মায়রা নিশ্বাস ফেলেন। 'মাথা খারাপ হওয়ার দাখিল। খুব ভাবতাম বিপদ জিনিসটা কি রোমাঞ্চকর—ওই যে সব মহিলাদের গল্প পড়ি আমরা, সিংহ শিকার করছে, পাহাড়ে চড়ছে, ওসব বাবা আমার দ্বারা হবে না। আমি দেখলাম বিপদ আমার একেবারেই সয় না, একটুও না।'

'না, না, ওসব কি সকলের পোষায়……,' সাইলাস জড়িত কণ্ঠে বলেন। বিছানা ছুঁতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, মায়রার হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে, ছ'টো পা ভাঁজ করে।

'ওঃ, কি শক্ত হাড় রে বাবা! সাইলাস? শুনছো? এই! কি অদ্ভুত দেখো, এতদিন তোমাকে চিনি নি—কি হলো, ঘুমোলে নাকি? আমার একদম ঘুম আসছে না, সাই—' সাইলাস ঘুমিয়ে পড়েছেন। মায়রা কথা বলেই চললেন। ঘুমিয়েছেন কি ঘুমোন নি, হঠাৎ সাইলাস জেগে উঠলেন। উঠে বসলেন তিনি। একদম সজাগ। পাশে মায়রা অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। চাঁদ ডুবে গেছে নিশ্চয়, ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘুমটা হঠাৎ ভাঙলো কেন বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন সাইলাস। তখন কানে

এলো, কারা যেন চেঁচাচ্ছে। কোনো রকমে পড়ি কি মরি করে পাজামার উপরেই প্যান্ট পরে নিয়ে, খালি পায়ে জুতো গলিয়ে ছুটে জানলার ধারে গেলেন সাইলাস। মায়রা তখন ঘুম ভেঙে উঠে কাঁদছেন।

'কি হয়েছে, সাই? কি হলো?'

দেখতে দেখতে জানলা দিয়ে আচমকা আলোর ঝলকে সারা ঘর আলোকিত হয়ে উঠলো। সাইলাস এক টানে পর্দা সরিয়ে দেখেন, সামনের উঠোনে, মায়রার টিউলিপ বাগানের নরম মাটিতে পোঁতা, কেরোসীনে ভেজা ন্যাকড়া জড়ানো, একটা ত্যাড়াব্যাঁকা ক্রস দাউ দাউ করে জ্বলছে। সাইলাস অনুভব করলেন, তাঁর পিছনে গায়ে ভর দিয়ে মায়রা দাঁড়িয়ে, হাঁপাচ্ছেন। আরো চিৎকার শোনা গেল। তিন জন লোক উঠোনটা পেরিয়ে গেল ছুটে।

সাইলাস দৌড়ে সিঁড়ির সামনে এসে চেঁচিয়ে ব্রেডিকে ডাকলেন। ব্রেডিও চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন, 'সব ঠিক আছে, সাইলাস। ওরা পালিয়েছে। ক্রসটা জ্বালিয়েই ভেগেছে ওরা—'

হঠাৎ বাড়ির দেওয়ালে ধড়াম করে কি যেন এসে পড়লো। প্রায় সাথে সাথে আবার কিছু পড়লো জোর শব্দে। তারপরেই ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার আওয়াজ আর বাচ্চাদের আর্তনাদ শোনা গেল উপর থেকে। আর শোনা গেল মায়রার ব্যাকুল কণ্ঠ, 'সাইলাস! সাইলাস!'

ছুটে শোওয়ার ঘর পেরিয়ে মেয়েদের ঘরে এলেন সাইলাস। দরজায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে সুসান আর আতঙ্কে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে সমানে চিৎকার করে চলেছে, 'না—না, না, না!'

'তোমার লাগে নি তো, মা?'

বলতে বলতেই ব্রায়ানের ঘর থেকে ভয়াবহ এক আর্ত চিৎকার শোনা গেল। ছুটে গেলেন সাইলাস। ঘরে আলো জ্বলছে। এক পাশে জেরালডাইন দাঁড়িয়ে, ভয়ে কাঠ, ত্রাসে বিকৃত মুখ। মায়রার কোলে শুয়ে ব্রায়ান, তার যন্ত্রনাকাতর চিৎকার আর ব্যথিত কান্নার রোলে ঘরের বাতাস ককিয়ে উঠছে। 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কিছু দেখতে পাচ্ছি না!' সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তার পাজামায় রক্ত, হাতে রক্ত। মায়রার রাত্রিবাস রক্তে মাখামাখি। মায়রা চেষ্টা করছেন ওকে একটু শান্ত করার, মুখ থেকে রক্ত মুছে নেবার। খুব আস্তে আস্তে মুছতে হচ্ছে, কারণ সারাটা মুখ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে, গোটা মুখটা কেটে কেটে গেছে।

'কি হলো? হে ভগবান, এ কি হয়েছে?'

কাঁদতে কাঁদতে কোনো রকমে মায়রা বলতে চেষ্টা করলেন, ব্রায়ান নিশ্চয় জানালার কাচে মুখ লাগিয়ে বাইরে দেখছিলো, নিশ্চয় ঠিক তখনি ঢিলটা লেগে কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সাইলাস ছুটে বাথরুম থেকে তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে এলেন। জেরালডাইন তখন কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'বাবা, বাবা, ব্রায়ান মরে গেছে।' মায়রার মুখ আশঙ্কায় ছাইএর মতো ফ্যাকাশে, কোলে ব্রায়ান নেতিয়ে পড়েছে। কম্পিত হাতে ছেলের নাড়ী দেখলেন সাইলাস—ঠিকই আছে। প্রায় রাগত স্বরে বলে উঠলেন, 'কি হচ্ছে কি? চুপ করো। ব্রায়ান বেঁচে আছে। ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ব্যথায়, ভয়ে শুধু অজ্ঞান হয়ে গেছে।' তখনি স্পেনসার সাইলাসকে ঠেলে ছোট ঘরটায় মধ্যে ঢুকলেন। বললেন, 'বিছানার উপরে নিয়ে এসো ওকে, মায়রা। দাও, ধরছি আমি।'

বিছানায় ছোট্ট শরীরটা শুইয়ে দিয়ে স্পেনসার কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন ওকে ভালো করে। সাইলাস আলতো করে রক্ত মোছাতে লাগলেন আর কয়েকটা তোয়ালে দিয়ে চেপে রক্তপাত অনেকটা বন্ধ করলেন। মুখটা ভীষণ ভাবে কেটে গেছে, বিশেষ করে চোখের চারপাশে আর কপালটা।

'মুখটা তুলো দিয়ে ঢেকে দাও,' স্পেনসার নরম গলায় বললেন। 'অ্যাবসরবেন্ট তুলো আছে বাড়ীতে? নিশ্বাস নেবার মতো জায়গা রাখতে হবে।'

সাইলাস তুলো এনে চাপ চাপ ছিঁড়ে নিয়ে স্পেনসারকে দিতে লাগলেন। স্পেনসার আলতো করে ব্রায়ানের মুখ ঢেকে দিতে লাগলেন। রক্ত পড়া কমলো। তারপর ব্যাণ্ডেজ দিয়ে তুলোটা বেঁধে দেওয়া গেল।

'গাড়ি চালাতে পারবে?' সাইলাসকে জিজ্ঞাসা করলেন স্পেনসার। সাইলাস মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতে, স্পেনসার বললেন, 'ভালো। ওকে এক্ষুনি শহরে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। মায়রা, ডাঃ বার্নসাইডকে ডেকে হাসপাতালে চলে আসতে বলো। ব্রায়ানকে কোলে করে নিচ্ছি।'

কোনো বাক্যব্যয় না করে স্পেনসারের কথামতো কাজ করলেন ওঁরা। ঘরের বাইরে ব্রেডি আর লেসলী নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেয়ে দু'টির কাঁধে হাত দিয়ে রেখেছিলেন ব্রেডি।

'তুমি ওদের দেখবে?' সাইলাস ভালো করে কথা বলতে পারছিলেন না।

ব্রেডি মাথা নেড়ে বললেন, দেখবেন বাচ্চাদের। স্পেনসার সন্তর্পণে, স্নেহভরে, কম্বলে জড়ানো ব্রায়ানকে নিয়ে চললেন। কেবল শার্ট পরে আছেন দেখে ওঁর কাঁধে একটা কোট

চাপিয়ে দিলেন সাইলাস। তারপরে বাইরে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে ব্রায়ানকে পিছনের আসনে শোওয়াতে সাহায্য করলেন।

'তুমি একটা কোট গায়ে দিয়ে নাও,' বললেন স্পেনসার।

কার কোট কে জানে, সাইলাস সেটা গায়ে গলিয়ে গাড়িতে উঠলেন এসে। মায়রা এসে বসেছেন ততক্ষনে।

'পেয়েছো বার্নসাইডকে?'

মায়রা বললেন পেয়েছেন। সাইলাস চললেন গাড়ি চালিয়ে ক্রেমিংটনে হাসপাতালের দিকে। মন থেকে সব চিন্তা জোর করে সরিয়ে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করলেন গাড়ি চালানোতে। সাবধানে, ঝাঁকানি না লাগিয়ে, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পৌঁছনো দরকার।

* * *

সবে ভোর হয়েছে। ক্রেমিংটনের ক্ষুদ্র হাসপাতালটির সদর দালান তথা বসার ঘরের আঁধার কোণগুলো ধীরে ধীরে যখন ভরে উঠছে ধূসর আলোয়, তখন ডাঃ বার্নসাইড কাজ সেরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন বাইরে অপেক্ষমান সাইলাস, মায়রা আর হার্টম্যান স্পেনসারের কাছে। মায়রা আর সাইলাস একটা বেঞ্চের উপরে বসে। সাইলাসের কাঁধে মাথা রেখে বসে আছেন মায়রা, প্রায় এক ঘণ্টার বেশী হয়ে গেল একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি। তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না তাঁর মনের মধ্যে কি রকম আলোড়ন চলেছে। স্পেনসার একটা ডাক্তারী পত্রিকার পাতা উল্টে যাচ্ছেন যন্ত্রের মতো, একটা শব্দও তাঁর মনে ঢুকছে না। বার্নসাইড ঢুকতে সকলে মুখ তুলে তাকালেন। চুপ করে বসে রইলেন উনি কি বলেন শোনার জন্যে। বার্নসাইড ক্লান্ত মধ্যবয়সী চোখ দুটো বুলিয়ে নিলেন তাঁর বহু পরিচিত এই দৃশ্যের উপরে। কালো ফিতেয় বাঁধা চশমাটা এ হাত ও হাত করছিলেন ডাঃ বার্নসাইড। চোখের কোণায় নাকের দু'পাশে চশমার চাপে শাদা ছোটো ছোটো দু'টো দাগ।

'আপনাদের ছেলে ভালো হয়ে যাবে,' বললেন বার্নসাইড। 'ঠিক ভালো হয়ে যাবে। সেটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। অনেকটা রক্তপাত হয়েছে, মানসিক আঘাতটাও খুব গুরুতর। কিন্তু মনে হয় না কোথাও কিছু ভেঙেছে, মস্তিষ্কেও কোনো চোট লাগেনি। এই তো জানতে চান আপনারা, কি বলেন?'

মায়রা কাঁদতে শুরু করলেন। সাইলাসের গলাও ধরা ধরা। অতি কষ্টে কান্না আটকে রেখেছেন তিনি, মায়রা যাতে আরো ভেঙে না পড়েন।

'ওকে একবার দেখতে পারি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। নয় কেন? তবে দেখতে বিশেষ কিছু পাবেন না, গোটা মুখটাই প্রায় ব্যাণ্ডেজে ঢাকা।' বার্নসাইডের মুখে ম্লান হাসি। 'মনে রাখবেন, ব্যাণ্ডেজ দেখলেই ভয় লাগে, কিন্তু তার মানেই এই নয়, যে সারা মুখে কাটা দাগ থেকে যাবে। কিছু কিছু দাগ থাকবে—অতো কেটেছে—তবে তেমন বেশী কিছু নয়। আস্তে আস্তে মিলিয়েও যাবে। কম বয়েস তো, খুব দ্রুত নতুন চামড়া তৈরী হয়। ভাগ্য ভালো, আরো বেশী কিছু হয় নি। বিকৃতি কিছু হবে না। কাঁচ আমি সব বার করে দিয়েছি—হ্যাঁ, সবই মনে হয় বেরিয়ে গেছে। কাঁচের টুকরো বড়ো সাংঘাতিক জিনিস, বিশ্রী—' নিজের মানসিক উদ্বেগ ঢাকতে, বেদনায় বিহ্বল বার্নসাইড অহেতুক কথায় নিজেকে যেন ব্যস্ত রাখছিলেন। যা বলতে চাইছিলেন তা উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। অন্যরাও প্রশ্ন করতে পারছিলেন না মুখ ফুটে। শেষ পর্যন্ত স্পেনসার কথাটা বললেন।

'ওর চোখ দু'টো কেমন আছে, ডাঃ বার্নসাইড ?'

'চোখ দু'টোতে আঘাত লেগেছে,' অতি কষ্টে বলেন ডাক্তার।

'আঘাতটা কি মারাত্মক ?'

'মুশকিল হলো, আমি জানি না। আমার যা করার করেছি, যতোটা সম্ভব পরীক্ষা করেছি। আপনাদের কাছে কিছু গোপন করতে চাই না, আবার খামোখা ভয়ও দেখাতে চাই না। চোখ দু'টো আহত, একথা বলতে পারি। কর্ণিয়ার ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু কতোটা তা বলতে পারবো না। সে কথা বলতে পারবে দক্ষ কোনো চোখের সার্জন। এ ধরনের অস্ত্রোপচার আমি করতে জানি না, করার সাহস নেই আমার। কোহেনকে ডাকবো ভেবেছিলাম, কিন্তু ও চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ, সার্জন নয়। আমার চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারবে না। ক্লেমিংটনে আর কেউ নেই যে বলতে পারবে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কাউকে দেখানো দরকার। ইনডিয়ানাপোলিস থেকে স্যাপারম্যানকে আনা যেতে পারে।'

'কিন্তু,' সাইলাসের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন, 'ও দেখতে পাবে তো ?'

'সেই তো সমস্যা। আমি বলতে পারছি না। যদি জোর দিয়ে বলতে পারতাম ওর দৃষ্টিশক্তি অটুট থাকবে তাহলে খুশী হতাম, কিন্তু বলতে পারছি না। আমি শুধু বলতে পারি, ওর অন্য আঘাতগুলো সম্পূর্ণ সেরে যাবে।'

'কিন্তু কিছু একটা মতামত আপনার আছে তো ?' সাইলাস আকুল হয়ে জানতে চান।

'যা জানি না তা নিয়ে কি মতামত দেবো বলুন? কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন, যিনি বলতে সক্ষম তিনি এসে পড়বেন। আমাকে জোর করবেন না, সাইলাস, অনুরোধ করছি।'

মায়রা নিচু গলায় বল্লেন, 'বুঝতে পারছি কি বলছেন আপনি।'

'নিন, এবারে ওকে একবার দেখে আসুন, তারপর বাড়ি যান, খানিকটা বিশ্রাম করুন।'

'আমি ওর কাছে থাকি?'

'একটু বিশ্রাম করুন মিসেস টিমবারম্যান, নাহলে আপনিও অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আপনার জামাকাপড়ও পাল্টানো দরকার।' মায়রা নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তখনো তিনি রাত্রিবাসটাই পরে আছেন, শুকনো রক্ত লেগে আছে সারা পোশাকটায়। 'যান, এখন ওকে দেখে আসুন। কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরে এসে ওর কাছে থাকবেন। একজন নার্স থাকবে এখন ওর কাছে। ও ভালোই থাকবে। আসুন আমার সাথে।' ওদের সাথে নিয়ে এগোলেন ডাঃ বার্নসাইড। মায়রা ফিস ফিস করে সাইলাসকে বললেন, 'আমার একটুও ঘুম দরকার নেই গো, জামাটা পাল্টেই আমি চলে আসবো। আমাকে ঘুমোতে বলো না, লক্ষ্মীটি।'

'ঠিক আছে। বলবো না,' সাইলাস বল্লেন।

সারা মুখ ব্যাণ্ডেজে ঢাকা, ছোট্ট করুণ শরীরটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দু'জনে। সাইলাস মায়রার কাঁধ জড়িয়ে ধরে রাখলেন। জীবনে এই প্রথম সাইলাস বিভীষিকা কথাটার পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলেন। মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, ছোট্ট মুখটা কাঁচে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক শিশু জলন্ত ক্রসটা দেখতে, আর অন্ধকার থেকে ছুটে আসছে একটা পাথর, চুরমার করে ভেঙে দিচ্ছে কাঁচ। তারপর, তারপর তাঁর সামনে প্রতীয়মান হলো আকারহীন, হৃদয়হীন, বিবেকহীন সেই পাশবিক অস্তিত্ব যার হাত থেকে ছুটে এসেছে সেই প্রস্তরখণ্ড। তাঁর মনের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়লো ঘৃণা, অগ্নি স্রোতের মতো। সে আগুন কখনো নিভে যাবে না।

কে জানে কোন রসায়নে, বিভীষিকা, ভালোবাসা আর ঘৃণা নিঃশেষে মুছে নিলো তাঁর মন, শান্ত করলো তার অন্তঃকরণকে, এক সামগ্রিক পরিবর্তন আনলো তাঁর সত্বায়। স্বাভাবিক, ধীর কণ্ঠে মায়রাকে বল্লেন সাইলাস, 'এখন তোমার পক্ষে বাড়ি যাওয়া অসম্ভব, তাই না, মায়রা?'

'হ্যাঁ, অসম্ভব, কিছুতেই পারবো না বাড়ি যেতে।'

'বেশ। এখানে থাকো তুমি। তোমার জন্তে জামা কাপড় আমিই নিয়ে আসবো। আমি পোশাক পরে, দাড়িটা কামিয়েই চলে আসছি।'

'মেয়েরা?'

'ওরা ঠিক থাকবে। অ্যালেক ওদের কাছে আছে। অ্যালেক ওদের ছেড়ে যাবে না।'

'ঠিক আছে—তাই করো, সাইলাস।'

বিছানার পাশে মায়রাকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে এলেন সাইলাস। ওঁর দিকে তাকিয়ে, অবাক হলেন স্পেনসার। ভাবলেন, কি আশ্চর্য রকম অন্য মানুষ বলে মনে হচ্ছে সাইলাসকে!

মঙ্গলবার : ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫০

গ্রেপ্তার

যেদিন ব্রায়ানের চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলা হয়েছিলো, তার পরদিনই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সাইলাস। দু'টো ঘটনার যোগাযোগের কথা পরে সাইলাস প্রায়ই মনে করতেন। আরো মনে করতেন, দিনটা ছিল ক্রিসমাসের ঠিক সাত দিন আগে। দিন হিসেব করার এই প্রক্রিয়া মানুষের চলতি দিন ক্ষণ গোনার পদ্ধতি থেকে আলাদা হলেও নতুন কিছু নয়। সাইলাসের মনে পড়ে, তাঁর বাবা মা দিন সপ্তাহ মাস গণনার প্রচলিত গতানুগতিক হিসেবের আওতায় জীবন কাটাতেন না। তাঁদের জীবনের দিনগুলো আসতো যেতো প্রাণবন্ত নানা ঘটনার দূরত্ব বা নৈকট্যের হিসেব অনুসারে। কবে এই সন্তান জন্মেছিলো, কখন ওই বোনের মৃত্যু ঘটেছিলো, কোন সময়টা ভালো কেটেছে, কোন সময়টা কেটেছে দুর্দশায়, কোন দিনগুলোতে কাজ ছিল, কোনগুলো কাজহীন অর্থাভাবে কাতর ছিল, কোন শীতটা বড় বেশী ঠাণ্ডা আর কোনটা তা নয়, কবে সাইলাসের ভাই মারা গিয়েছিলো ডিপথেরিয়ায়—এই রকম সব ঘটনা ছেদ আর যতি চিহ্ন হিসেবে তাঁদের জীবনলিপিকে ঋতুচক্রের চিরন্তন আবর্তনের সাথে গ্রন্থিত করে রাখতো। কবে বজ্রপাত হয়েছিলো অথবা ঝড় পৃথিবীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো অথবা সূর্য মৃত্তিকাকে উষ্ণ করে তুলেছিলো ক্ষনিকের তরে—এই সবই তো সময় গণনার প্রকৃত পরিসংখ্যান। আজ সাইলাসের জীবনের হিসেবও চলে চলেছে তেমনি ভাবে।

যে সব মানুষ বিপদকে চেনেন, বিপদ যাঁদের চলার পথে নিত্যসঙ্গী তাঁরা এমন হিসেবে অভ্যস্ত। ক'দিন আগে সাইলাস লেসলীকেও এমনি করে বিগত দিনের কথা মনে করতে দেখেছেন। ইনডিয়ানাপোলিস থেকে ব্রায়ানকে দেখতে এসেছিলেন মাইক। কথায় কথায় পনেরো বছরের পুরোনো একটি ঘটনাকে স্মরণ করে মাইক বলেছিলেন, 'কবে যেন? পঁয়ত্রিশ না ছত্রিশ সালে, ওই যে, যে বছর সেই বিরাট ধর্মঘটে নেমেছিলাম আমরা!'

যাই হোক, মাইক লেসলী ব্রায়ানকে দেখতে এসে বন্ধুত্ব আর ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্রায়ানের জন্যে উপহার এনেছিলেন মানুষ আর পোষা জন্তুজানোয়ারের খুদে খুদে প্রতিমূর্তিতে ভরা গোটা একটা খেলনা খামার। জিনিসটার দাম যে কতো

হতে পারে তা সাইলাস বেশ বুঝতে পারছিলেন। ব্রায়ানের বিছানার শাদা চাদরের উপরে পুতুলগুলোকে সাজিয়ে তার হাতের আঙুলগুলো ধরে ধরে সেগুলোর উপরে বুলিয়ে দিচ্ছিলেন মাইক পরম ধৈর্য আর স্নেহ সহকারে।

'তুমি কে?' ব্রায়ান বারে বারে জিজ্ঞাসা করছিলো।

'আমি মাইক লেসলী।'

'তোমাকে আগে দেখেছি?'

'এই বার দেখবে। আমাকে খুব অদ্ভুত দেখতে, জানো? ইয়া লম্বা একটা নাক!'

'সত্যি?'

'আমি তোমার খুব বন্ধু কিন্তু। তুমি একবার সেরে ওঠো, দেখবে আমরা কি রকম দোস্তি করি। আমার একটা ছেলে আছে, তার সাত বছর বয়স, তারো নাম মাইক।'

'বড়ো মাইক আর ছোটো মাইক,' ব্রায়ান খিলখিল করে হাসতে থাকে। 'গুলিয়ে যায় না মাঝে মাঝে?'

'যায় তো। অনেক সময় যায়।'

পরে, লেসলী সাইলাসের কাছে জানতে চাইলেন, 'কি হবে ওর চোখের?'

'আমরা তো আশা করছি ভালোই হবে। কয়েক দিন পরেই জানা যাবে—ব্যাণ্ডেজগুলো খুললেই।'

'ভালোই হবে, ভালোই হবে। আমারো তাই আশা।'

কিন্তু সময় যতো এগিয়ে আসতে লাগলো, মনের কষ্ট বাড়তেই থাকলো। মায়রার কষ্টটা সাইলাসের চেয়েও বেশী। তাঁর চোখ থেকে ঘুম উধাও হলো। রাত্রে শুয়ে নির্নিমেষ চোখে শূন্যে তাকিয়ে থাকেন মায়রা। কখনো কখনো মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে মায়রার অবস্থা দেখে সাইলাস তাঁকে অনুনয় করেন একটু শান্ত হতে, একটু ঘুমোতে।

'আমি ঠিক আছি, সাই। আমাকে নিয়ে ভেবো না।'

'এমনি করে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছো কেন? ভিতরটা শুকিয়ে গেলে চলবে কি করে বলো?'

কোনো উত্তর পান না সাইলাস। যতো দিন যায় স্নায়ুগুলো ততো টান টান হয়ে ওঠে উৎকণ্ঠায়। যে দিন ব্রায়ানের চোখ খুলে দেওয়ার দিন এলো, সাইলাস স্বস্তি পেলেন কেবল ছেলের মুক্তির জন্যেই নয়, মায়রার কথা ভেবেও।

যা হোক একটা এসপার বা ওসপার হবেই এবার। যা ঘটবে তার মুখোমুখি হতেই হবে—তাঁদেরও, ব্রায়ানকেও। যাই ঘটুক তার মোকাবিলা যে তাঁরা করতে পারবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁরা সবাই বদলে গেছেন, তিনি নিজে, মায়রা, দুই মেয়ে, ব্রায়ান, সকলেই। সকলেই একসাথে পরিণত হয়েছেন, কিছুই এখন আর তাঁদের কাছে অসহনীয় নেই। ব্রায়ানের সাথে কথা বলতে বলতে, তাকে কিছু পড়ে শোনাতে শোনাতে, বা, দৃষ্টিশক্তিহীন শিশুর জন্যে উদ্ভাবিত নানান খেলা ব্রায়ানের সাথে খেলার সময়ে, সাইলাস অবাক হয়েছেন বারে বারে ওইটুকু ছেলের গভীর বোধশক্তি দেখে। কখনো কোনো অভিযোগ করে না ব্রায়ান। তার নীরব সহনশীলতা দেখে সাইলাসের বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠেছে। ঠিক কোন ব্যক্তি পাথরটা ছুঁড়েছিলো সেটা জানতে পারেন নি বলে সাইলাস অনেকটা স্বস্তিই পেয়েছেন এই সব সময়ে। কারণ ব্যক্তিটিকে যদি চিনতেন, আততায়ীর পরিচয় যদি তিনি জানতেন, তাহলে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে, সামান্যতম অনুতাপ ব্যতিরেকে সেই লোককে সাইলাস খুন করতেন। সম্ভবত, তাকে খুন না করা পর্যন্ত সাইলাস শান্ত হতে পারতেন না।

অনিশ্চয়তার মধ্যে দীর্ঘদিন থাকা যায় না। জানতেই হবে। তাই নির্ধারিত দিনটি যেদিন এলো সেদিন সকলেই খুশী হলেন। ডাঃ স্যাপারম্যানকে তাঁরা দুপুরের আগেই আসতে বলেছিলেন। মেয়েরা তখনো স্কুলে থাকবে। সুখবর হলে তা একটু দেরীতে জানলে কিছু ক্ষতি হবে না। আর যদি খারাপ কিছু হয়, তাহলে তাঁদের স্বামী স্ত্রীর একটু চিন্তা করার অবসর প্রয়োজন হবে।

স্যাপারম্যান স্পষ্টতই জানেন এসব ক্ষেত্রে কি পরিস্থিতি থাকে। সম্ভাষণ সারার পরেই বললেন ডাঃ স্যাপারম্যান, 'দু'জনে স্থির থাকুন। ঘাবড়াবেন না। ঘাবড়ে গিয়ে লাভ নেই। বাচ্চা ছেলেটার কথা ভাবুন, যন্ত্রণা কম সহ্য করেছে নাকি ও! চোখে আঘাতে কি রকম ব্যথা হয় তা ভাবতেই পারবেন না। অপটিক নার্ভের চারপাশে যা জটিলতা আছে তা এই সবে বুঝতে শুরু করেছি আমরা। তবে ওর ব্যথা এখন আর নেই। সেটা কি কম কথা নাকি? সবাই খালি চায় এক নিমেষে সব ঠিক হয়ে যাক। আমি কি ম্যাজিক জানি নাকি? ফুস মন্তরে চোখ সারিয়ে দেওয়া যায় কখনো? যতোটা পারি করি আমি। তারপর—'

মায়রা অধীর হয়ে ভাবছিলেন, লোকটা চুপ করছে না কেন? বাজে কথা বন্ধ করে যা করার তা করছে না কেন?

রান্নাঘরে ঢুকে মায়রার কাছে ক'টা পাত্র চাইলেন স্যাপারম্যান। খুঁত খুঁত করতে করতে যন্ত্রপাতি নিজেই তৈরী করতে লেগে গেলেন। আর সারাক্ষণ অসংলগ্ন মন্তব্য

করে যেতে লাগলেন। ছোটখাটো বর্তুলাকার ভদ্রলোক, নারীসুলভ হাতে লম্বা লম্বা আঙুল। সাইলাসকে বললেন ব্রায়ানের ঘরে গিয়ে পর্দা টেনে ঘরটা যতোটা সম্ভব অন্ধকার করে ফেলতে। 'বেশী আলো আমরা চাই না। উঁহুঁ, বেশী আলো চলবে না। দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু অন্ধকার অন্ধকার থাকবে। আলো কিন্তু নিজেই একটা শক্তি, যদি স্নায়ুটা ঠিক থাকে, ভয়ানক ব্যথা দেবে বাচ্চাটাকে। তবে কি জানেন? ব্যথাই দরকার। ব্যথা পাওয়াই ভালো। জীবনটাই তো যন্ত্রণা—।'

'চুপ করুন, থামুন, দয়া করে থামুন!' মায়রা নীরবে প্রার্থনা করছিলেন।

সাইলাস ব্রায়ানের ঘরে গেলেন উপরে, বললেন, 'এই যে হনুমান, ডাক্তার এসেছেন, ওঁর সাথে দুষ্টুমি করবে না কিন্তু।'

'আবার ডাক্তার?'

'হ্যাঁ।' নড়াচড়ার শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করলো ব্রায়ান, কি করছেন তিনি। 'পর্দাগুলো টেনে দিচ্ছি। তোমার চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলা হবে এখন।' কথাটা ব্রায়ানের দিকে পিছন ফিরে বলেছিলেন সাইলাস। ব্রায়ানের সম্পূর্ণ নীরবতায় অস্থির বোধ করে ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। কিন্তু বলার মতো কিছু না ভেবে পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'দেখতে পাবো আমি?' বেশ খানিকক্ষণ পরে ব্রায়ান প্রশ্ন করলো।

'আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে না, সোনা ছেলে?'

'পারবো।' ওর অসীম ধৈর্য চোখের জল বা বিলাপের চাইতে অনেক বেশী বেদনাদায়ক। সাইলাস বুঝতে চাইলেন, ব্রায়ানের মনের মধ্যে কি উথাল পাথাল হচ্ছে। ততক্ষণে ডাক্তার এসে পড়েছেন, মায়রার সাথে। ব্যাণ্ডেজ খুলতে শুরু করেছেন। চোখ বন্ধ করে, শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সাইলাস, যতক্ষণ না ব্রায়ানের ব্যথাভরা কান্না কানে এলো তাঁর। ওর ব্যথাক্লিষ্ট মুখের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন এবার। মায়রা ব্রায়ানের হাত দুটো চোখ থেকে টেনে সরিয়ে ধরে আছেন। শাদা মুখের উপরে লাল শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত চিহ্ন, এলোমেলো সেলাইএর দাগ।

'কি দেখতে পাচ্ছো?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন ব্রায়ানকে। 'বলো, ব্রায়ান, কি দেখতে পাচ্ছো?'

'আলোতে চোখে ব্যথা লাগছে।'

সাইলাসের দিকে ফিরে একগাল হাসলেন ডাক্তার স্যাপারম্যান। মহা খুশিতে হাতে হাত ঘষছেন, এলোমেলো কথা এক্কেবারে বন্ধ। 'বুঝলেন, আলোতে লাগছে, মানে স্নায়ুটা আছে। এই শুরু হলো। এইবার ভালোর দিকে চলা যাবে।' ভদ্রলোক আবারও

যেন নাচতে শুরু করবেন মনে হচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নাচের ভঙ্গী করছেন তিনি। সাইলাস মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, তু'চোখে জল উপচে পড়ছে।

* * *

স্পারম্যান ওঁদের পরে বললেন ব্রায়ানের দৃষ্টিশক্তি কখনোই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে না। এমন কি, কতোটা ভালো সে ভবিষ্যতে দেখতে পাবে তাও এখনো বলা যাবে না। কিন্তু এসব কথাও টিম্বারম্যান পরিবারের খুশিকে ম্লান করতে পারলো না। তাঁদের আশঙ্কা ছিল ব্রায়ান অন্ধ হয়ে যাবে। সে সম্ভাবনা অপনীত হওয়ায় তাঁরা এতো আনন্দিত হলেন যে কিছুই আর তাঁদের দমাতে পারছিলো না। ফলে, ঠিক পরের দিন সাইলাসের গ্রেপ্তারও ততোটা বড়ো আঘাত বলে তাঁদের মনে হলো না। শুনানি শেষ হওয়ার পর থেকেই তাঁরা জানতেন যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য মনে মনে আশা করছিলেন সকলেই যে এতদূর ব্যাপারটা হয়তো গড়াবে না। শেষ পর্যন্ত, অনিশ্চিত ভবিষ্যতে সব কিছুই ঘটতে পারে ভেবে, এ নিয়ে চিন্তা তাঁরা বড়ো একটা আর করেন নি। কিন্তু ব্রায়ান আহত হওয়ার পরে তাঁরা অতীত ভবিষ্যত সব ভুলে কেবল বর্তমান অন্ধত্বের কথা নিয়েই দুশ্চিন্তা করছিলেন।

বাবা মায়ের আনন্দের ছোঁওয়া জেরালডাইন আর সুসানের মনেও লেগেছিলো। "অন্ধ". শব্দটা তাদের কাছে "মৃত্যু" কথাটার মতোই সমান অপরিচিত। কাজেই চোখ খুলে দেওয়ার পরে ব্রায়ান কতোটা কি দেখতে পাচ্ছে সেটা আবিষ্কার করাটা তাদের কাছে একটা খেলা হয়ে দাঁড়ালো। সাইলাস যখন বললেন যে ওদের এই খেলার মধ্যে কোথাও যেন একটা হৃদয়হীনতা লুকিয়ে আছে, মায়রা তাঁকে বললেন, 'কি করবে ওরা বলো। ওদেরও তো নিজেদের মানসিক ক্ষত সারিয়ে তুলতে হবে। ছেলেমানুষি খেলায় ওরা বাস্তবের নিষ্ঠুরতাকেই সহনীয় করে তোলার চেষ্টা করছে।'

এবারে ভবিষ্যত আবার তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে শুরু করলো। সাইলাসের এখন কোনো উপার্জন নেই। এডনা ক্রফোর্ড ম্যাসাচুসেটস ফিরে গেছেন। লিওন ফেডারম্যান প্রচণ্ড উৎসাহে একটি বিশাল বই লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অন্যান্যরা কি করবেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না। ভাবছেন, আদালতে আপীল করে দেখবেন সুবিচার পাওয়া যায় কিনা, যদিও সেখানে কি হবে তা সবাই জানে। আইক আমস্টারডাম মেনে নিয়েছেন, বাকি জীবনটা তাঁর সামান্য জমানো ক'টা টাকাতে চালাতে হবে। ব্রায়ান আহত হওয়ার পরে প্রত্যেক দিন একবার করে এসেছেন আইক।

অক্টুরান গল্প বলে গেছেন ব্রায়ানের বিছানার পাশে বসে। অন্যান্য বরখাস্ত শিক্ষকদের সাথে কখনো কখনো কিছু কিছু অন্য শিক্ষকরাও এসেছেন সহানুভূতি জানাতে। তাঁরা এ ধরনের আক্রমণের নিন্দা করেছেন, একটি শিশুর উপর এরকম বর্বর আঘাতের নিন্দা করেছেন। কিন্তু এটা স্পষ্টই বোঝা গেছে যে তাঁদের নিন্দা শিশুর উপর আক্রমণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, সাইলাসের দিকে যে সব অপযশের পাথর ছোঁড়া হচ্ছে সে বিষয়ে তাঁদের কোনো মতামত নেই। তাঁর প্রতি তেমন কোনো সহানুভূতিও নেই।

ক্যামপাসে সকলের চাঞ্চল্য ভাষায় প্রকাশ করে "ফালক্রাম" লিখলো, 'কয়েকটি উন্মাদ ব্যক্তির কুৎসিত আচরণের প্রকাশ এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের আমরা নিন্দা করি। এই ধরনের কার্যকলাপ অধিকতর নিন্দনীয় এই কারণে যে এর দ্বারা কমিউনিস্টদের হাতই শক্ত করা হয়, কমিউনিজমের সফল বিরোধিতা এর দ্বারা সম্ভব নয়।' অ্যানথনি সি ক্যাবটের সেক্রেটারির কাছ থেকে একটি চিঠি এলো সাইলাসের কাছে। তাতে বলা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ক্যাবটও 'একটি শিশুর বিরুদ্ধে এই পাশবিক আক্রমণের নিন্দা করছেন।' এসব কথা সাইলাসের ঘৃণাকে আরো দৃঢ়তর করলো। কোন বিকারগ্রস্ত গুণ্ডা পাথরটা ছুঁড়েছিলো, তার পরিচয় জানার ইচ্ছা সাইলাসের মন থেকে মুছে গেল। তিনি বুঝলেন সেই গুণ্ডাটি কেবল নিমিত্তমাত্র। তার পিছনে যে মনোভাব কাজ করেছে তার অস্তিত্ব কোনো ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়, তা হলো এক বৃহত্তর অসুস্থ মানসিকতা আর অমানবিক স্বার্থবোধের প্রতিভূ। সেই মানসিকতার প্রতি তাঁর ঘৃণা কালক্রমে অন্য রূপ নেবে তা তিনি বুঝতে পারছিলেন। সেই দিনের জন্যে তিনি অপেক্ষা করে ছিলেন স্থির হয়ে। অনেক মূল্য দিয়ে অনেক কিছু তিনি ইতিমধ্যেই জেনেছেন, বুঝেছেন। সময় আসুক, সময় আসবেই, সাইলাস বলছিলেন নিজেকে……

ব্রায়ানের চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলার জন্যে দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। তারই মধ্যে একদিন ব্রেডি সাইলাসকে বলেছিলেন, 'আমার স্ত্রী, সারা, একজন মেথডিস্ট, তা জানো, সাইলাস?'

তাতে কি, সাইলাস বুঝলেন না, অবশ্য একথা তিনি জানতেন যে ব্রেডি জন্মেছিলেন রোমান ক্যাথলিক পরিবারে।

'ও মাস্টারসনের চার্চে যায়। গত রবিবার ব্রায়ানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধ ধর্মোপদেশ বক্তৃতা দিয়েছেন। কাউকে রেয়াৎ করেন নি। আগুন ছুটিয়ে সোজা ক্যাবট আর ব্র্যানিগানের নামে যথাযোগ্য দোষারোপ করেছেন। সাথে সাথে বই সেনসর করার ঘটনাটাও ফাঁস করে দিয়েছেন। ওঃ, কি অসাধারণ লোক!'

'শ্রোতারা কি করলো ?'

'সকলের পছন্দ হয় নি বুঝতেই পারো। সারার খুব ভালো লেগেছে। ওর ধারণা অনেকেই মাস্টারসনের কথা বিশ্বাস করে নি। ইতিমধ্যেই মাস্টারসনকে অবসর নেওয়ানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। চার্চের কর্মকর্তারা সভা করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে চলেছে। তাছাড়া, ক্যাবট তো আর ছেড়ে দেবে না। আমাদের প্রেসিডেন্ট দাদাটি একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ হারামজাদা, জানোই তো !'

ব্রেডিও অনেক বদলে গেছেন। নিছক অধ্যাপক তিনি আর নেই, হয়ে উঠেছেন আরো অন্য কিছু। সাইলাস যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এর শেষ কোথায়, তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন,

'সেটা খানিকটা আমাদের উপর নির্ভর করে, সাইলাস। কোথায় কখন এর শেষ আমরা করবো সেটা আমাদেরই ঠিক করতে হবে।'

'আমাদের ? তোমার আমার ?'

'তোমার, আমার, আমাদের মতো আরো কোটি কোটি লোকের। এই সবে শুরু, কোনো কিছুই একই সাথে শুরু এবং শেষ হয় না। আরম্ভটা আমরা খুঁটিয়ে দেখতে পারি এবং তা থেকে সিদ্ধান্ত টানতে পারি — কিন্তু শেষটা ? সে পরিণতি এখনো কোনো রূপই পায় নি। চমকে যাবে অনেকেই...... ।'

কিন্তু লরেনস ক্যাপলীনের মতো লোকেরা এমন কোনো ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছিলেন না, যা অতীতের চেয়ে পৃথক। তাঁদের অতীত ভয়ানকভাবেই অপরিবর্তনীয়। ব্রায়ানের আঘাত দেখে ক্যাপলীন কি রকম কষ্ট পাচ্ছিলেন তা বুঝতে সাইলাসের কোনো অসুবিধাই হচ্ছিলো না। সেলমা যতো রকম ভাবে পারেন মায়রাকে সাহায্য করছিলেন। সেলমা কিন্তু লরেনসের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে নিয়েছিলেন ঘটনাকে। সাইলাস অবাক হয়ে চিন্তা করছিলেন, শক্তির কোন গোপন উৎস নারীকে পুরুষের চেয়ে সহিষ্ণু করে তোলে। মাত্র কয়েক সপ্তাহে ক্যাপলীন বুড়িয়ে গেছেন। ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করতে করতে তিনি সাইলাসকে বললেন, সেলমা আর তিনি আজকাল বাড়িতে বসে প্রুফ দেখার কাজ করছেন। কাজটা খুব ভালো কিছু নয়, চোখে বড্ড চাপ পড়ে, কিন্তু বর্তমান যোগাযোগগুলো বজায় রাখতে পারলে, বাড়িতে বসে সপ্তাহে গড়ে তিরিশ চল্লিশ ডলার রোজগার করা যাবে দু'জনে মিলে। ইংরেজী ভাষা ভাষী দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক ও অধ্যাপক এই যৎসামান্য টাকা, যা একটা কারখানায় একজন নবনিযুক্ত শিক্ষানবিস আয় করে, তা দু'জনে উপার্জন করায়

কথা বলছেন এতো উৎসাহ সহকারে—শুনতে শুনতে সাইলাস যেন অসুস্থ বোধ করছিলেন।

'তাহলে অন্য কোনো কলেজে আর কাজের চেষ্টা করবে না?' সাইলাস প্রশ্ন করেন।

'তুমি করবে?'

'জানি না। তিনটে ছেলেমেয়ে রয়েছে আমার, তোমার ছেলেমেয়েরা তো মানুষ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমাকে হয়তো চেষ্টা করতেই হবে। বাড়িটাও বেচে দিতে হবে।'

'তোমার বয়েস কম। নতুন করে শুরু করার উদ্যম তোমার আছে। আমার আর সে ক্ষমতা নেই,' বলেন ক্যাপলীন। 'দেশের অর্ধেক কলেজ আমাকে বোঝাবে কোনো পদ খালি নেই অথবা ধার্য টাকায় কুলোবে না অথবা এই নেই তাই নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোদ্দা কথা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে, কি সুপারিশ আছে দেখাও, এর আগে কোথায় কাজ করতে, আর, কাজটা ছেড়ে কেন এলে? এ আমি আর সহ্য করতে পারবো না। তাছাড়া, ফল কি হবে তা তো জানাই আছে।'

'তা ঠিক,' সায় দেন সাইলাস।

'লাওফেস্ট এসেছিলো আমার সাথে দেখা করতে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমাকে চাকরিতে আবার বহাল করতে চায় বলার জন্যে। বললো, কলেজ নাকি আমার মতো বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতকে হারাতে চায় না। ক্যাবটের সাথেও কথা হয়ে গেছে। একটা কাজ শুধু করতে হবে আমাকে—রব অ্যালেনের এজাহারের সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করে একটা হলফনামায় সই করতে হবে—ক্যাপলীন থেমে গেলেন, কিন্তু মর্যাদাবোধের যে সুর তাঁর কণ্ঠস্বরে লেগে ছিল তার রেশ বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগলো। তাঁর দিকে তাকিয়ে সাইলাসের গলা বন্ধ হয়ে এলো, চোখ ফেটে জল এলো। অন্য দেশে দেশে যে সব কুৎসিত ঘটনা ঘটেছে সে সব নাকি পৃথিবীতে আর ঘটবে না? বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় ক্যাপলীনের মতো মানুষরা আবর্জনা সাফ করছেন, এ ছবি পত্রিকায় দেখে অ্যামেরিকার মানুষ শিউরে উঠেছিলো না এক সময়? ক্যাপলীন গর্বিত বোধ করছেন। করারই কথা। তার প্রস্তাবে ক্যাপলীন সম্মত নন জেনে লাওফেস্ট কি করেছিলো? প্রচণ্ড রেগে গিয়ে গালি গালাজ করেছিলো? ভয় দেখিয়েছিলো? তাতে তো লাভ নেই। ক্যাপলীনকে ভয় দেখাবার কোনো অস্ত্র তো আর লাওফেস্টের হাতে নেই! লাওফেস্টের প্রতি করুণাই হচ্ছিলো সাইলাসের। ডাকো

খলনায়কও বলা যাবে না। সে কেবল গল্পে নাটকেই পাওয়া যায়। বাস্তবে কেবল দেখা যায় কিছু প্রাক্তন মানুষ, যাদের মনুষ্যত্ব লোপ পেয়েছে, যাদের মন থেকে মুছে গেছে মানুষের যুগসঞ্চিত সংস্কৃতি আর সৌভ্রাতৃত্বের স্মৃতি, যে সংস্কৃতি আর স্মৃতি ক্যাপলীনের এতো যত্নের ধন। যতদূর মনে হয়, লাণ্ডফেস্ট কিছুই অনুভব করেনি। কেবল ভেবেছে, বুড়ো ইহুদীটা কি নির্বোধ......

সব মিলিয়ে, ব্রায়ানের চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলার পরের দিন যখন সাইলাস গ্রেপ্তার হলেন তখন তিনি খুব কিছু একটা সন্ত্রস্ত বোধ করলেন না। বস্তুত, যেদিন তাঁর উপরে সমন জারি করা হয়েছিলো সেদিন তিনি অনেক বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

* * *

গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনাটাও অবশ্য খুবই সাদামাটা ভাবেই ঘটেছিলো, কোনো রকম নাটকীয়তা তার মধ্যে ছিল না। বিকেল চারটে বাজে। ব্রায়ানের ঘরে মেয়েরা ওর দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করার খেলায় ব্যস্ত। মায়রা রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরী করছেন। সারা রেভি এসেছেন ব্রায়ানকে দেখতে। মহিলা খুব ভালো, বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম, ব্রায়ানের সেরে ওঠা দেখে তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করছেন নানা ভাবে।

সাইলাস নিজে বসেছিলেন পড়ার ঘরে। এলোমেলো তাঁর ভাবনা মার্ক টোয়েন থেকে বাড়ি বেচা আবার বাড়ি থেকে মার্ক টোয়েনে ঘোরাঘুরি করছিলো। শুনানি থেকে ফিরে অবধি অনেকবার বসেছেন অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে, কিন্তু লিখতে আর মন চায়নি। লেখার আসল উদ্দেশ্যটাই গেছে হারিয়ে। শুধু যে প্রকাশক পাওয়ার সম্ভাবনা কমে গেছে, তাই নয়। অন্য এক ব্যক্তির জীবনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে জড়ানো, তার চিন্তায় অংশ নেওয়া, সাইলাসের আর ভালোই লাগছে না। অ্যামেরিকান সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর এরকম একটা বই লেখা এখন নিরর্থক হয়ে গেছে, কারণ, তিনি আর অ্যামেরিকান সাহিত্যের অধ্যাপকই নেই। যে ধরণের সম্মান তিনি আর কখনো পাবেন না তার জন্যে খেটেখুটে একটা বই লিখে কি হবে? যে বই লিখতে ইচ্ছাই করছে না, সে বই জোর করে লিখতেই হবে? কিছুই কি আর তিনি লিখতে চান? কি করতে চান তিনি? কি করা সম্ভব তাঁর পক্ষে? বাড়ি বিক্রি করাটা কোনো সমাধান নয়। এ তো তাঁর বাসস্থান, তাঁর শেষ আশ্রয়স্থল। যাবেন কোথায় তাঁরা?

এই ভাবেই ঘুরছিলো তার চিন্তার আবর্ত, যখন দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো। হাবিজাবি চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার আশায় খুশী হয়ে সাইলাস মায়রাকে ডেকে বললেন দরজাটা তিনিই খুলছেন। দরজা খুলে দেখেন একজন বড়োসড়ো জোয়ান

চেহারার লোক, চুলে পাক ধরেছে, মুখটা লাল, টুপিটা হাতে, দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখে জানতে চাইলো এটাই কি মিঃ সাইলাস টিমবারম্যানের বাড়ি? চক্ষের পলকে সাইলাস বুঝলেন লোকটি কে। একবার মাইক জেসপী তাকে বলেছিলেন, যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থায় তিনি পুলিশের লোক দেখলেই চিনতে পারবেন, তা সে সাদা পোশাকেই থাক আর উর্দি পরিহিতই হোক। সাইলাস তখন কথাটা বিশ্বাস করেন নি। এই মুহূর্তে, পরিষ্কার তিনি বুঝলেন মাইক কথাটা ঠিকই বলেছিলো। লোকটিকে সাইলাস ভেতরে আসতে বললেন এবং জানালেন তিনি নিজেই সাইলাস টিমবারম্যান।

লোকটি খুব অস্বস্তি সহকারে ভিতরে ঢুকলো। সাইলাস দরজাটা বন্ধ করতেই সোজা কাজের কথায় চলে এলো। 'ব্যাপার হচ্ছে, মিঃ টিমবারম্যান, আপনার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে। আমার নাম সুইনী, এই আমার ব্যাজ আর এই পরিচয় পত্র। আমি এই এলাকার একজন মার্শাল। আপনি পরোয়ানা আর অভিযোগ পত্রটা পড়তে পারেন। আপনার অধিকার আছে পড়ার। এই নিন।'

কতগুলো কাগজ সে সাইলাসের হাতে ধরিয়ে দিলো। সেগুলো পড়তে পড়তেই সাইলাস বেশ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন তিনি শান্তই আছেন। এই তাহলে শেষ পর্যন্ত ঘটলো! তাহলে তিনি স্পষ্ট ভাবে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হলেন এবং এই বেচারী বেচারী মুখ ভদ্রস্বভাব পুলিশটি, যার নাম সুইনী, তাঁকে গ্রেপ্তার করছে। পরোয়ানায় লেখা আছে, অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৬২১ ধারার ১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তার অভিযোগপত্র গৃহীত হয়েছে এবং দুই দফা মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার অপরাধে তিনি অপরাধী। কথাগুলো পড়েও সাইলাস একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি মিথ্যা সাক্ষী দেননি। ব্যাপারটা মিটে যাবে। ব্রায়ানের চোখ ঠিক হয়ে গেছে। তাঁর সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। ঘটনা যেমন ঘটবে, তার সাথে তাল রেখে চলতে হবে। এ কিছু নয়।

'আমার স্ত্রীর সাথে একটু কথা বলতে চাই,' সাইলাস বললেন। 'বলতে পারি তো?'

'হ্যাঁ, মানে—'

'আমার স্ত্রী রান্নাঘরে আছেন। আপনি চান তো আমার সাথে আসতে পারেন।'

'আচ্ছা,' সুইনী রাজী হয়। 'কিন্তু আপনাকে আমার সাথেই যেতে হবে। কিছু মনে করবেন না, মিঃ টিমবারম্যান, পরোয়ানা আমি বানাই নি। আমি কেবল একজন পুলিশ। আমায় আপনাকে ধরে নিয়ে যেতেই হবে।'

'তা আমি জানি,' সাইলাস বলেন। 'আমার ছেলে অসুস্থ। আমার পুরো সংসার উল্টো পাল্টা হয়ে আছে। হট বললেই সব ছেড়ে চলে যাই কি করে।'

'না, তা কি করে যাবেন।'

'আমাকে গ্রেপ্তার করে কোথায় নিয়ে যাবেন?'

'ইনডিয়ানাপোলিসে ফেডেরাল কমিশনারের সামনে। আপনার উকিল জানবেন কি করতে হবে। আপনার স্ত্রীকে বলুন তার সাথে যোগাযোগ করতে।'

রান্নাঘরে ঢুকলেন তাঁরা। মায়রাকে সব বলতে বলতে সাইলাসের ভীষণ বোকা বোকা লাগছিলো। সারা বেডি বললেন 'হা ঈশ্বর।' মুখটা তাঁর একেবারে ছাইএর মতো শাদা হয়ে গেল। কিন্তু মায়রা সাইলাসের মতোই সহজভাবে নিলেন অবস্থাটা, কোনো ব্যস্ততা দেখলেন না, শুধু জানতে চাইলেন মেয়েদের ডাকবেন কিনা।

'না, থাক। মিঃ সুইনী, ওরা এসব ক্ষেত্রে জামিন দেয় না?'

'বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেয়, তবে দেবে কিনা ঠিক করবেন কমিশনার। অবশ্য ওঁকে এখন আর পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। পাঁচটার সময় উনি আদালত থেকে চলে যান, দেখুন যদি আপনার উকিল ওঁকে আটকাতে পারেন।'

'তাহলে আমি আজ রাতে বা কাল সকালে ফিরেই আসবো। মায়রা, তুমি ম্যাকঅ্যালিস্টারকে ফোনে ধর, আর বলো ইনডিয়ানাপোলিসে ফেডেরাল আদালত ভবনে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে। কমিশনার ওখানেই বসেন না?' সুইনীকে প্রশ্ন করলেন সাইলাস। এসব ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানেন না বলে একটু তাঁর লজ্জাই করছিলো।

'হ্যাঁ, তাই। মিসেস টিমবারম্যান, আপনাদের উকিলকে ফোন করুন। তারপর দেখুন কি হয়। আপনার আর কিছু করণীয় নেই। এবার আমাদের যেতে হবে, মিঃ টিমবারম্যান।'

সাইলাস মায়রা আর সারা বেডিকে চুম্বন করলেন। তারপর টুপি আর কোট পরে নিয়ে সুইনীর সাথে বাড়ির সামনে দাঁড় করানো গাড়িতে উঠতে গেলেন। দেখে মনে হচ্ছিলো তিনি কোনো একটা ছোটোখাটো কাজ সারতে যাচ্ছেন। ইদানিংকালে ঘটা অন্য আরো অনেক কিছুর মতোই এই ঘটনাটাও প্রায় অর্থহীন! মায়রা এ নিয়ে ভাবার বা তাঁর কোনোরকম প্রতিক্রিয়া হওয়ার আগেই চলে যেতে পেরে সাইলাস স্বস্তিই বোধ করছিলেন।

মার্শালের গাড়িটা একটা চার দরজার বড়ো বুইক। সামনে একজন লোক চালকের আসনে বসে। সুইনী সাইলাসের সাথে পিছনে বসলো। গাড়ি চলতে শুরু করতে

খানিকটা বিব্রত হাসি হেসে পকেট থেকে একজোড়া হাতকড়া বার করলো।

'এগুলো পরতে হবে, মিঃ টিমবারম্যান। আমি জানি একজন কলেজ অধ্যাপকের ক্ষেত্রে এ খুব বাজে ব্যাপার, কিন্তু এটাই নিয়ম। নানা রকম লোক হয় তো! আপনি কোনো ঝামেলা করবেন না, জানি, কিন্তু কি করবো, এটাই নিয়ম।'

মাথা নেড়ে, সাইলাস হাত বাড়িয়ে দিলেন।

* * *

অন্ধকার হয়ে আসছে। গাড়িটা আদালতের সামনে দাঁড়ালো। সাইলাস আশ্বস্ত হয়ে দেখলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার এদিক ওদিক পায়চারি করছেন তাঁদের অপেক্ষায়। সাইলাস নিশ্চিন্ত হয়ে অনুভব করলেন ম্যাকঅ্যালিস্টারের উপরে তিনি কতোটা নির্ভরশীল, ম্যাক না থাকলে কি রকম অসহায় লাগতো তার, কতোটা ভীত হতেন তিনি।

গাড়িটা দেখে ম্যাকঅ্যালিস্টার এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন। সাইলাস আর সুইনী বেরোতেই তাঁর নজর পড়লো হাতকড়াগুলোর উপরে।

'এ কি রকম ব্যবহার, সুইনী? অধ্যাপক টিমবারম্যানকে তুমি জানো না? এ কি চোর ডাকাত ধরা নাকি?'

'কি করবো, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার, নিয়ম মানতেই হবে। হাতকড়া লাগিয়ে না আনলে ওরা আমাকে ঝামেলায় ফেলে দিতো। নিয়ম আমি বানাই নি, মিঃ ম্যাক-অ্যালিস্টার—'

'চুলোয় যাক নিয়ম! ভেবো না, সাইলাস, এক্ষুনি সব মিটে যাবে। হাতকড়া শুধু মানুষের আত্মাকেই কষ্ট দেয়, তা তোমার আত্মা এটুকু কষ্ট সয়ে নিতে পারবে বলেই মনে হয়। তুমি ঠিক আছো তো?'

'বিলকুল,' সাইলাস হাসলেন।

'ভালো। শুনলাম ছেলের চোখ সেরে গেছে। শুনে সত্যি মনে জোর পেয়েছি। একদিন ভেবেছিলাম ক্লেমিংটনে যাবো—যাবো ঠিকই একদিন। এখন শোনো, সাইলাস, ওরা তোমাকে এবার ভিতরে নিয়ে গিয়ে খাতায় নাম তুলবে, ওই সব আঙুলের ছাপ নেওয়া, কাগজপত্র লেখা, এরকম সব কাজ আর কি! তারপরে তোমাকে কমিশনারের অফিসে নিয়ে যাবে। কমিশনার হচ্ছে ফ্রেডি জনসন, লোকটা খুব একটা খারাপ নয়। অন্য সকলের মতো ফ্রেডিও ভয় পেয়ে আছে। তবে বলেকয়ে ওকে আটকে রেখেছি। বাড়ি যেতে দেরী হচ্ছে আর খিদে পেয়েছে বলে একটু খিট খিট করতে পারে, ও নিজে

ভেবো না। যা জিজ্ঞেস করবে জবাব দেবে, কিন্তু দোহাই তোমার, নিজে থেকে কিছু বলতে যেয়ো না। সব ঠিকঠাক চললে, আজ রাতেই জামিনে খালাস পাওয়া যাবে। একটুও ঘাবড়িও না, কয়েক মিনিট পরেই আবার আমার দেখা পাবে।'

সিঁড়ি বেয়ে আদালতের ভিতরে ঢুকে গেলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। বাড়িটার পিছনে একটা দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে অন্ধকার অপরিসর একটা দালান পার করে সরু লম্বা ঘরটাতে এনে বসানো হল সাইলাসকে। লম্বা দু'টো বেনচি মুখোমুখি পাতা। উল্টো দিকে দু'জন হতাশ চোখ, বিস্রস্তবাস, মধ্যবয়সী মেয়েমানুষ আর একজন হতবুদ্ধি-মুখ অল্পবয়সী নিগ্রো ছেলে বসে আছে। সাইলাসের দিকে তারা কেউ তাকিয়েও দেখলো না। একটা সিগারেট ধরিয়ে মিনিট পাঁচেক সময় কাটলো। হাতকড়া বাঁধা হাতে অসুবিধাই হচ্ছিলো। হাতকড়াগুলো দেখে বোকা বোকা লাগছিলো, নিজেকে মনে হচ্ছিলো একটা নাটকে চরিত্র। কিছুতেই সাইলাস ভাবতে পারছিলেন না যে তাঁকে অপরাধী হিসেবে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। ভাবছিলেন, মায়রা আর ছেলেমেয়েরা কি করছে এখন। আবার ক্লেমিংটনে ফিরতে পারবেন তো! বারে বারে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন নিজেকে, এই হাস্যকর পরিস্থিতি বেশীদূর গড়াতে পারে না, এ পাগলামি যথেষ্ট এগিয়েছে। এবারে শেষ হবে। শুভবুদ্ধির উদয় এবার হবে। একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে শুধু।

একটু পরেই সুইনী ফিরে এসে হাতকড়া খুলে দিয়ে ইঙ্গিতে তার সাথে আসতে বললো। পাশের ঘরে একজন একটা কার্ডে টাইপ করে "টিমবারম্যান, সাইলাস" সম্পর্কে সব জ্ঞাতব্য তথ্য বসিয়ে নিলো। আরেকজন কালি লাগানো একটা কাঁচে তাঁর আঙুলগুলো চেপে চেপে নিয়ে টাইপ করা কার্ডটার উপরে ছাপ তুলে নিলো। সব কিছু করা হলো খুব একটা নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গীতে, মোটামুটি সহৃদয় ভাবেই। লোক দু'জন না দেখালো কোনো কৌতুহল, না কোনো অপছন্দ।

কাজ সারা হতে তাঁকে একটা সাবান আর তোয়ালে দেওয়া হলো পাশের কলে হাত ধুয়ে নেবার জন্যে। তারপরে সুইনী তাঁকে আরেকটা দরজা দিয়ে বার করে, আর একটা দালান ধরে, কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নিয়ে এলো কমিশনারের ঘরে। ঘরটার এক পাশে মেঝেতে ক'টা ডেসক, একটা উঁচু পাটাতনের উপরে কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা কমিশনারের টেবিল, অন্যপাশে চার সারি বসার আসন। ঘরে কেউ নেই।

প্রথম সারির আসনে তাঁকে বসতে বলে সুইনী চলে গেল কমিশনারকে ডেকে আনতে। সাইলাস বসে রইলেন। হাতকড়াও নেই, পাহারাও নেই। নিয়ম মানা হচ্ছে না কেন কে জানে।

ওদিকে ম্যাকঅ্যালিস্টার সোজা চলে গিয়েছিলেন সাংবাদিকদের ঘরে, যেখানে পেশাদারী জামিনদারেরা সবসময় বসে থাকে। জিমি স্নেল নামে একজন মাত্র জামিনদার তখনো বসে "ডেইলি ঈগল" পত্রিকার একজন সাংবাদিকের সাথে তাস খেলছিলো। শুকনো চেহারার বয়স্ক একজন লোক জিমি স্নেল। এক দান খেলা শেষ হতে ম্যাক-অ্যালিস্টার তাকে বললেন, 'একটা কথা শুনবে, জিমি?'

'কি বলবে বলো,' ঘরের এক পাশে তাঁকে নিয়ে এসে জিমি তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

'টিম্বারম্যান নামে এক ভদ্রলোকের জন্যে এসেছি। আজ রাত্রে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাই।'

'কতো টাকা? শুনানি হয়ে গেছে?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জনসন জামিন দিয়ে দেবে মনে হয়। পাঁচ হাজার ডলারের বেশী হবে না।'

স্নেল শিস দিয়ে উঠলো। 'পাঁচ হাজার! বলো কি! অতো টাকা কি পারবো দিতে! ধরেছে কিসের জন্যে?'

'মিথ্যা সাক্ষী।'

'কি ব্যাপারে, ম্যাক? খুনটুনের মামলা নাকি? মিথ্যা সাক্ষীর জন্যে পাঁচহাজার ডলার তো মারাত্মক বেশী টাকা। কি রকম সাক্ষী ছিল লোকটা?'

'না, এ একটা সেনেট কমিটি শুনানির সাক্ষ্য। শোনো, জিমি, কতো জামিন লাগবে তা আন্দাজে বললাম, বেশীটাই ধরলাম আর কি! সারা রাত আটকে থাকবে লোকটা তা চাইছি না আমি।'

'দাঁড়াও, ম্যাক, দাঁড়াও,' স্নেল পিছিয়ে যায়। 'এ কি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক একজন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমার দ্বারা হবে না।'

'হবে না মানে? একি কোনো ফালতু মেয়েছেলের দালালের কথা বলছি নাকি? তোমার টাকা মার যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

'তা হতে পারে, কিন্তু এ একজন রাজনৈতিক বন্দী। বলে রাখা হয়েছে রাজনৈতিক বন্দীদের জামিনদার হওয়া চলবে না। হলেই লাইসেন্স যাবে। আমার তো পেট চালাতে হবে।'

'খেপেছো নাকি?' ম্যাকঅ্যালিস্টার ধমকে উঠেন। 'রাজনৈতিক বন্দী ফন্দী কি সব বকছো? এদেশে আবার রাজনৈতিক বন্দী হয় নাকি? আমার কাছে বাজে

বোকো না। সেনেট কমিটি আজ একশো বছর ধরেই লোকজনকে ধরছে। তুমি জানো না নাকি?'

'খুব জানি। আমি কচি খোকা নই। ওসব ছাড়ো, ম্যাক তুমিও কিছু বাচ্চা নও। এ লোকটা নিশ্চয় রাজনৈতিক বন্দী, "কমি" একটা, কড়ে আঙুল দিয়েও ওকে ছোঁবো না আমি। এসব মামলায় জড়ালেই ঝামেলা। ম্যাক, আমার লাইসেন্স আমার খুব প্রিয় বস্তু। আমি এতে নেই।'

খুব ধৈর্য্য সহকারে ম্যাকঅ্যালিস্টার বললেন, 'দেখো, জিমি, টিমবারম্যান আদৌ "কমিউনিস্ট" নয়।'

'কে জানে বাবা! আমি নিজেই কমিউনিস্ট কিনা কে জানে! সে যে কি বস্তু তা আমি চিনিই না। তবে আমাকে এর মধ্যে হাত দিতে না করা হয়েছে, আমি এতে থাকবো না, ব্যস।'

'কে না করেছে?'

'থাযো, ম্যাক, ঝামেলা কোরো না। তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু আমার কোনো উপায় নেই।'

জিমি ফের তাস খেলতে লেগে গেল। ম্যাকঅ্যালিস্টার একটা ফোন খুঁজে বার করে মায়রাকে ফোন করলেন।

'শুনুন, মিসেস টিমবারম্যান, সব ঠিক আছে। শুনানি এখুনি শুরু হবে। তবে আপনাকে জামিনের টাকা যোগাড় করতে হবে। ভেবেছিলাম জামিনদার কাউকে পেয়ে যাবো, কিন্তু তা হলো না। আপনাকেই জোগাড় করতে হবে। ততক্ষণ সাইলাসকে আটক থাকতেই হবে।'

'কতো টাকা?' মায়রা জানতে চাইলেন।

'এখনো ঠিক নেই, তবে খুব বেশী হলে পাঁচ হাজার ডলার। কমতে পারে, কপাল ভালো থাকলে। টাকাটা হয় নগদ নয়তো ব্যাংকের অনুমোদিত চেক নয়তো সরকারী বণ্ডে দিতে হবে। এক্ষুণি কতো টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন মনে হয়?'

'ব্যাংকে হাজার দুয়েক আছে, তবে সে তো কালকের আগে পাওয়া যাবে না। সরকারী বণ্ডে আরো বেশী আছে, কিন্তু সে তো খুচরো বণ্ড নয়। ওগুলো বেচা যাবে, তবে তাও তো কালকে। কি করবো এখন?'

'বলছি। নিজেদের জমানো টাকা ছোঁবেন না। অভিযোগটা নাকচ না হলে বিচার হবে, তখন আপনার দু'হাজার ডলার খুড়ি পয়সার মতো একফুঁয়ে উড়ে যাবে দেখবেন। হোক কালকে, কিন্তু টাকাটা অন্য ভাবে জোগাড়ের চেষ্টা করুন। ধার

করুন। জামিন ব্যাপারটা ধারেরই মতো। আপনি সাহায্য চাইছেন না, ধার নিচ্ছেন। মামলা মিটে গেলে, ফিরিয়ে দেবেন—'

'বেশ,' মারা বললেন, 'তাই করবো।'

'জামিন ঠিক হলেই জানাবো আপনাকে।'

দেরী হয়ে গেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে প্রায় ছুটলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার কমিশনারের অফিসের দিকে। ততক্ষণে কমিশনার, তাঁর কেরাণী, সরকারী উকিল, সাইলাস, স্তুইনী, সবাই তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন।

'ক্ষমা করবেন,' ম্যাকঅ্যালিস্টার দম নিতে নিতে বললেন। কমিশনার খিঁচিয়ে উঠলেন, 'শুরু করো কথা। সারা রাত কাটাবো নাকি এখানে? বাড়ি গিয়ে খেতে হবে আমায়।' কেরাণী অভিযোগ পাঠ করে সাইলাসকে জিজ্ঞাসা করলো,

'নালিশ সম্পর্কে আপনার মত কি?'

'আমি নিরপরাধ।'

কমিশনার ভদ্রলোকের গালদু'টো লাল। পাকা চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। চেহারায় এখনো যুবকসুলভ শক্তি আর স্বাস্থ্যের ছাপ। সাইলাসের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

*　　　*　　　*

সরকারী উকিলের বয়স একত্রিশ বত্রিশ। ভীষণ একাগ্র যুবক, প্রত্যেকটা শব্দ ভয়ানক জোর দিয়ে উচ্চারণ করে সব কথা শ্রোতার কানে গুঁজে দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তৃতায় কমিশনার ক্রমশ বিরক্ত হচ্ছিলেন।

'যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন, মিঃ হ্যারিস। এখানে বিচার হচ্ছে না।'

'তা জানি, কমিশনার। জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রচলিত প্রথা এবং অ্যাংলোস্যাক্সন নীতিগুলোর কথাও আমার স্মরণে আছে। কিন্তু বর্তমান সময়টা যে ইতিহাসের এক বিশেষ যুগ, সেকথা আমি বিস্তারিত ভাবেই ব্যাখ্যা করে বলেছি। যে সব লোকের বিরুদ্ধে আনুগত্যের অভাবের অভিযোগ আছে, ঈশ্বরবিরোধী, নিষ্ঠুর, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের পথে বাধাসৃষ্টি করার আপ্রাণ চেষ্টা যে সব লোক করে চলেছে, যে সব লোক হিংসা ও বলপ্রয়োগ দ্বারা সরকারের পতন ঘটাতে চায়, তাদের জামিন দিতে অস্বীকার করার কথা বলে আমি প্রথাবহির্ভূত কিছু করতে বলছি বলে মনে করি না—'

'অবজেকশন !' ম্যাকঅ্যালিস্টার লাফিয়ে ওঠেন। 'আশ্চর্য কথা, কমিশনার, কি এখানে দেখা হচ্ছে ? উনি কাকে বোঝাচ্ছেন ? এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে হিংসা আর বলপ্রয়োগ দ্বারা সরকারের পতন ঘটানো বা যুদ্ধের জন্যে দেশের প্রস্তুতিতে বাধা দানের কোনো অভিযোগ নেই।'

'কথাটা ঠিক, ম্যাকঅ্যালিস্টার। দেখুন মিঃ হ্যারিস, কি বলতে চাইছেন আপনি ? এ লোকটিকে জামিন না দিতে বলছেন ?'

'তাই বলছি।'

'কেন ?'

'সরকার যে ভাবে দেখছেন সেই কারণগুলো বলেছি আমি।'

'সে কথা অভিযোগ পত্রে বলা নেই।' জনসন বললেন। 'অভিযোগে দুইদফা মিথ্যা সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে, ১৬২০ ধারার ১৮নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী। এ লোকটি কি মনে মনে ভাবে অথবা ওর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাস কি তা আমার দেখার কথা নয়।'

'জাতীয় নিরাপত্তা কিসে জড়িত, কমিশনার, তাও কি আপনার দেখার বিষয়ের আওতায় পড়ে না ?'

'মিঃ হ্যারিস, জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনি অভিযোগ আনতে চাইলে স্বচ্ছন্দে আনতে পারেন। এখানে এই মুহূর্তে আমার হাতে যা আছে তার বাইরে কিছু দেখতে পারবো না আমি। জামিন কতো টাকা ধরবো তার একটা অঙ্ক উল্লেখ করতে বলা ছাড়া আর আমার কিছু করার নেই। জামিন না দেওয়ার কোনো কারণ আমি দেখছি না।'

'বেশ,' তিরস্কারটা যেন দয়া করে মেনে নিলেন হ্যারিস, 'সরকার চাইছেন পনেরো হাজার ডলার জামিন ধরা হোক।'

'পনেরো হাজার ডলার ? আপনার মনে হচ্ছে না যে অঙ্কটা অত্যন্ত বেশী ?'

'সরকার তা মনে করেন না।'

'তোমার কি মত, ম্যাকঅ্যালিস্টার ?'

ম্যাকঅ্যালিস্টার এবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। সাইলাসের মনে হলো, ম্যাকঅ্যালিস্টারের হাবভাবে, কথার ধরণে সূক্ষ্ম কি একটা যেন পরিবর্তন এসেছে। ফ্রেডি জনসন লোক খুব খারাপ না হতে পারে, কিন্তু কথা বলার সময় সে বলছে "মিঃ" হ্যারিস আর ম্যাকঅ্যালিস্টারকে ডাকছে শ্রেফ নাম ধরে। জামিনের ক্ষেত্রে সে যে অপক্ষপাত দেখাচ্ছে তার মধ্যে সরকারী উকিলকে সত্যি চটানোর মতো কিছু থাকলে তার দৃষ্টিভঙ্গী

সম্ভবত অন্যরকম হতো। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, গভীর দেশাত্মবোধে উদ্বেল সরকারী উকিল মহাশয়কে চটালে সরকার নিয়োজিত ফেডেরাল কমিশনার ফ্রেডি জনসনের কি অধ্যাপক টিম্বারম্যানের মতোই হাল হবে না? এসব ভাবতে ভাবতে সাইলাস শুনলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার বলছেন,

'কি বলবো বুঝতে পারছি না, কমিশনার, হতবাক হয়ে গেছি আমি। আমার মক্কেল একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি, বিবাহিত সংসারী মানুষ, স্ত্রী পুত্র কন্যার সাথে ক্লেমিংটনে নিজস্ব বাসগৃহে বাস করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলের প্রাক্তন সৈনিক তিনি। যুদ্ধের সময়টা বাদ দিলে তিনি প্রায় এক যুগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য থেকেছেন। সেনাদলে যথেষ্ট সুনামের সাথে লড়াই করার পরে তাঁকে সসম্মানে বিদায় জানিয়েছে সামরিক কর্তৃপক্ষ। এ ধরনের মানুষ জামিন ভেঙে পালায় না, গ্রেপ্তার এড়াবার চেষ্টা করে না এবং কোনো কাজ করলে তার ফল ভোগ করতে প্রস্তুত থাকে। উনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইছেন। সন্দেহাতীত ভাবে অপরাধ প্রমাণ করার প্রশ্ন মিথ্যা সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে যেমন জড়িত থাকে তেমন আর কোথাও থাকে না। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মিঃ হ্যারিসের কথায় আমি অসম্ভব বিস্মিত হয়েছি, হতভম্ব হয়ে গেছি। এরকম অসম্ভব চড়া জামিনের অঙ্ক দাবী করার পিছনে সরকারের যে কি যুক্তি আছে তা বুঝতে পারছি না। এই জনপদে আমি দীর্ঘদিন আইন ব্যবসায়ে জড়িত। আমার কিছু সুনামও আছে। সুতরাং আপনার কাছে আমার অনুরোধ, কমিশনার, ওঁকে আমার ব্যক্তিগত জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হোক।'

জনসন বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়লেন। 'তা বললে হবে না, ম্যাকঅ্যালিস্টার। তুমিও মিঃ হ্যারিসের মতোই করছো। একটা অঙ্ক বলো দয়া করে।'

'বেশ। আমি বলছি এক হাজার ডলার জামিন ধার্য হোক। মিথ্যা সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে এই অঙ্কটা অস্বাভাবিক নয়।'

'কিন্তু একথা তো স্বীকার করবে যে এই মামলাটি ঠিক আর পাঁচটা মামলার মতো নয়?'

'একেবারেই নয়,' হ্যারিস ফোড়ন কাটেন।

'আমি মানতে পারছি না। একজন লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে সে হলফ করা সত্বেও মিথ্যা বলেছে। সে লোকটি বলছে সে মিথ্যা বলে নি, এর মধ্যে বিশেষত্ব কি আছে?'

এই ভাবে কথা চালাচালি চলতেই থাকলো। প্রথম দিকে আগ্রহভরে শুনছিলেন সাইলাস। খানিক পর থেকেই তাঁর মনোযোগ ব্যাহত হতে থাকলো। দেখলেন, চোখ

বুজে আসছে। আবার খানিক বাদে শুনতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত যখন পাঁচ হাজার ডলার জামিন ঠিক হলো, তখন সাইলাস আশ্বস্ত হওয়ার বদলে দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তিনি বা মায়রা কোথায় পাবেন পাঁচ হাজার ডলার?

* * *

কোথায় পাবেন টাকাটা মায়রা ভেবে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু জোগাড় করতেই হবে—ভিক্ষে করে হোক, ধার করে হোক, চুরি করে হোক, চেয়েচিন্তে হোক, জোগাড় করতেই হবে। যেমন করেই হোক। একজন লোকের সাথে এতো দীর্ঘ বিবাহিত জীবন কাটাবার পরে আজ তার মূল্য ধরা হচ্ছে—এই তো লোকটি, চাও তাকে, নাকি চাও না? কতো টাকা দিতে পারবে তার জন্যে? "জামিন" কথাটা এতদিন একটা শব্দ মাত্র ছিল। সাইলাসের মতোই তাঁর জীবনও কেটেছে এমন অনেক শব্দের সাথে যে সমস্ত শব্দের কোনো অর্থ ছিল না তাঁর অস্তিত্বের অভ্যন্তরে। বইতে শব্দগুলো পাঠ করে কখনো তিনি রোমাঞ্চিত হয়েছেন, কখনো মজা পেয়েছেন—জামিন, গ্রেপ্তার, জেল, দারিদ্র্য, বিচারকের রায়, অপরাধ, নির্দোষ, মিথ্যা সাক্ষ্য, একদফা, দু'দফা, তিন দফা। সিনেমা বা টেলিভিশনে দেখা গেছে জেল ভেঙে পলায়ন, জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কয়েদীদের বিদ্রোহ, মেশিন গান, পিস্তল। কিন্তু তাঁদের জীবনে এসব কখনো অনধিকার প্রবেশ করে নি। 'জামিন মানে হলো,' জেরালডাইনকে বোঝাচ্ছিলেন মায়রা, না বুঝিয়ে উপায় নেই, 'গ্রেপ্তার করা লোকটার পালানোর বিরুদ্ধে এক ধরণের বীমা।' 'বাবার কথা বলছো?' 'হ্যাঁ, বাবার কথাই ধরো। তোমার বাবাকে তো ওরা গ্রেপ্তার করেছে। ওর বিরুদ্ধে এমন একটা অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে যা ও আদৌ করে নি। তাই আমাদের জামিন সংগ্রহ করতে হবে—ওকে ফিরে পাওয়ার জন্যে।' 'তার মানে আমরা ওদের পাঁচ হাজার ডলার দিলেই বাবাকে ওরা ছেড়ে দেবে?' 'না, মানিক। এতো সহজ হলে তো হতোই। জামিনের টাকা দেওয়ার অর্থ হলো আমরা কথা দিচ্ছি ওকে পরে ধরতে এলে ওকে এখানেই পাবে।' 'ওরা জানে না, সাইলাস এখানেই থাকবে, কোথাও যাবে না? এটা তো আমাদের বাড়ি!' 'না, মামনি, ওরা জানে না। ওরা আমাদের মতো নয় যে!' 'ওরা কি খারাপ লোক?' 'ওরা যে সব কাজগুলো করে সেগুলো খারাপ, আর, খারাপ কাজ বেশী দিন করতে থাকলে ওরাও খারাপ হয়ে যাবে।' 'আচ্ছা মা, যদি তুমি, আমি, সুসি, আমরা সবাই ওদের কাছে যাই, গিয়ে সাইলাসের কথা সব বলি, ওরা নিশ্চয় বুঝবে সাইলাস মিথ্যা কথা বলে না।' কি দেবেন এ কথার উত্তর? জেরালডাইন, সুসান, ব্রায়ান তাঁর বা সাইলাসের মতো

করে বড়ো হবে না। শব্দগুলো নিছক কতগুলো অর্থহীন ধ্বনি হয়ে থাকবে না ওদের কাছে।

প্রথম চোটে, মায়রা বোকার মতো কাজ করলেন। না ভেবেচিন্তে। প্রথম যখন তাঁরা পরস্পরের বাকদত্ত হন সাইলাস তাঁকে একটা ছোট হীরের আংটি দিয়েছিলেন। মায়রা শুনেছিলেন, ইতিমধ্যে হীরের দাম অনেক বেড়ে গেছে। ম্যাকঅ্যালিস্টার টাকা ছুঁতে বারণ করেছিলেন, গয়নার কথা বলেন নি। মায়রা প্রাণপণে গাড়ি ছোটালেন শহরের একমাত্র বন্ধকী কারবারের দোকান বন্ধ হওয়ার আগে পৌঁছবেন বলে। দোকানদার আংটি বাঁধা রেখে তাঁকে মাত্র একশো সত্তর ডলার দিয়ে খানিকটা বাস্তবের দিকে মায়রার দৃষ্টি ফেরালো। বাড়ি ফিরে, অ্যালেক ব্রেডিকে ফোন করে আসতে বলে মায়রা ফোন করলেন তাঁর মাকে।

মা বাবার সাথে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করেন নি মায়রা। মায়রা সব সময় নিজেকে বুঝিয়েছেন, বাবা মা যা করেছেন সেটাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক, অন্য কোনো রকম ব্যবহার তাঁরা জানেনই না। এও মায়রা বুঝতেন, যে তাঁদের ভাবনাচিন্তার দিক থেকে দেখলে তাঁদের মেয়ে সব সময়েই তাঁদের দুঃখ দিয়েছে। কপর্দকশূন্য এক কলেজ শিক্ষকের সাথে বিয়েটাই যথেষ্ট হতাশাজনক, তার উপরে তিন ছেলেমেয়ে নিয়েও মায়রা নিজে মাস্টারি করেন, নিজের গৃহকর্ম নিজেই করেন। এ তাঁদের মনকষ্ট আরো বাড়িয়েছে। তাঁরা সব সময়েই মনে করেছেন যে সাইলাস নিজে ধনী না হয়ে উঠে মায়রার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাঁদের সংকীর্ণ দৃষ্টি কোণ থেকে তাঁরা ভেবে এসেছেন বরাবর যে সাইলাস তাঁদের মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে তার মন বিষিয়ে তুলে তাঁদের পর করে দিয়েছে। ওঁদের কাছ থেকে মায়রা কখনো কিছু চান নি বলেই বোধহয় সম্পর্ক একেবারে ভেঙে যায় নি। ক্রিসমাস আর ইস্টার, বছরে দু'বার সাইলাস, মায়রা আর তিন নাতি নাতনীকে তাঁরা নিমন্ত্রণ করেন এক সপ্তাহ তাঁদের সাথে কাটাতে। সেই সাত দিন তিনটি শিশুকে প্রভূত উপহার দেন তাঁরা এবং সপ্তাহটা মায়রার কাছে দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। নানা রকম বিপরীত অনুভূতি মায়রাকে বিব্রত করে তোলে। দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধার প্রতি করুণাও হয়, আবার অসহ্যও লাগে।

এ বছর ক্রিসমাসে বাড়িতেই থাকবেন ঠিক করে মায়রা ব্রায়ানের অসুস্থতার কথা লিখে মাকে জানিয়েছিলেন, এ বছর তাঁরা যেতে পারবেন না। উত্তরে মা লিখলেন যে স্থানীয় পত্রিকায় ব্রায়ানের অসুস্থতার কথা পড়ে তাঁর মনে হয়েছে যে সাইলাস ও মায়রা নিজেদের কমিউনিস্ট ধ্যানধারণাকে কাজে প্রয়োগ করতে গিয়ে নিজের ছেলের

জীবন বিপন্ন করে তুলছেন। চিঠির শেষে এই আশা প্রকাশ করা ছিল যে চিরদিন যেন বাপমায়ের পাপের ফল ছেলেমেয়েদের ভোগ করতে না হয়।

এ চিঠির উত্তর দেননি মায়রা। কিন্তু তখনো বাবা মায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার কথা ভাবেন নি। আর সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাইলে অতীতের মতো আবার সাইলাস তাঁকে বোঝাতেন যে ওঁরা দু'জনে একটা সামাজিক প্রক্রিয়ার ফল, নিজেরা সেই প্রক্রিয়ার জন্যে দায়ী নন। কিন্তু চিঠিটার কোনো উত্তর মায়রা দিতে পারেন নি। ক্যালিফোরনিয়াতে এক মহিলার কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি আছে সন্দেহে তার কাছ থেকে তার সন্তানকে জোর করে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিলো এইকথা বলে যে সে সন্তানপালনের অযোগ্য। এই ঘটনার কথা মায়রা কাগজে পড়েছিলেন এবং মায়ের চিঠির নিহিতার্থ হৃদয়ঙ্গম করে এক অজানা ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন।

এই মুহূর্তে সে সব কিছুই মন থেকে মুছে গিয়েছিলো। যতোই যা হোক, মা বাবার চেয়ে আপন আর কে আছে! অর্থহীন মর্যাদাবোধের বশে মা বাবার কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকা বোকামি হবে। তাই, ফোনে সন্ধ্যাবেলা মায়ের গলার আওয়াজ পেয়ে মায়রার মন উষ্ণতা, আশ্বাস আর প্রসন্নতায় ভরে গেল। মায়ের কণ্ঠেও আনন্দের সুর শোনা গেল। একটু অবাকও হয়েছেন মনে হলো। ব্রায়ানের খবর নিতে ফোন করা হয়নি বলে দুঃখপ্রকাশ করলেন।

'ব্রায়ান এখন ভালোই আছে,' মায়রা বললেন। 'খুব চিন্তায় পড়েছিলাম ওকে নিয়ে, কিন্তু এখন ও ভালো হয়ে গেছে।'

'কতো দিন যে বাচ্চাগুলোকে দেখি নি,' মায়রার মা বললেন।

'জানি, মা। খুব খারাপ লাগে। খালি মনে হয় বিপদ না হলে তোমার সাথে যোগাযোগই হয় না।'

'তাতে কি হয়েছে! বিপদের সময়ই তো মাকে বেশী দরকার।'

'তা ঠিক। শোনো, মা, কথাটা শুনে খুবই হকচকিয়ে যাবে, কিন্তু সোজা বলে দেওয়াই ভালো। সোজা কথা বলাই ভালো। ওই সেনেট শুনানির ফলে সাইলাসকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। ও গ্রেপ্তার হয়ে এখন জেলে আছে। জামিন লাগবে ওকে ছাড়িয়ে আনতে। তাছাড়া উপায় নেই। আমাদের পাঁচ হাজার ডলার জামিনের টাকা লাগবে, আর টাকাটা তোমাদের কাছে ধার চাইছি।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললেন মায়রা।

যে দীর্ঘ নীরবতা এ কথার উত্তরে ফোন থেকে বেরিয়ে এলো তার জন্যে মায়রা প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি নিজে বেশ শান্তই রইলেন। মনে হচ্ছিলো মা বোধহয় অন্য কোনো

গ্রহের বাসিন্দা। এক থেকে দশ—খুব ধীরে ধীরে গুণলেন মায়রা। তারপর, যখন প্রায় নিশ্চিত হয়েছেন যে লাইনটা কেটে গেছে, তখন মায়ের গলা পাওয়া গেল,

'রসিকতাটা অত্যন্ত বাজে হয়ে গেল কিন্তু, মায়রা।'

'এটা রসিকতা নয়। সাইলাস জেলে, আর আজ রাত্রেই আমাদের পাঁচহাজার ডলার দরকার।

'কিন্তু কেন? কিসের জন্যে?'

'জামিনের জন্যে, মা! বুঝতে পারছো না?'

'মায়রা, চেঁচাচ্ছো কেন! এমনি আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, মাথার ঠিক নেই। শরীরটাও ভালো নেই, আর বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপিও না। ওকে জেলে ধরে নিয়ে গেছে কেন?'

'ওরা বলছে সাইলাস নাকি সেনেটরদের কাছে মিথ্যা কথা বলেছে, মিথ্যা সাক্ষ্যের অভিযোগ আনা হয়েছে।'

'মিথ্যা কথা সাইলাস বলেছে?'

'না, বলে নি। মা, টেলিফোনে এভাবে সব কি করে বুঝিয়ে বলবো! টাকাটা আমার দরকার। তুমি ধার দেবে টাকাটা?'

'আমার মনে হয় টেলিফোনে হোক আর যে করেই হোক, আমাকে সব তোমার বুঝিয়ে বলা উচিত। ব্যাপারটা বোঝানোর দরকার তো আছেই। আমি কখনো তোমার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাই নি, কিন্তু একটা কমিউনিস্টকে বিয়ে করবে, আর—'

'মা, সাইলাস মোটেই কমিউনিস্ট নয়। মাথার ঠিক আমারো নেই। দেখা হলে না হয় এ নিয়ে তোমার সাথে কথা বলবো। আমার টাকাটা দরকার।'

'কিন্তু এক্ষুনি হ্যাঁ বা না কি করে বলবো! পাঁচ হাজার ডলার কি একটা দু'টো টাকা?'

'আমি তো শুধু ধার চাইছি, মা! সাইলাসকে বিয়ে করার পর থেকে তোমার আর বাবার কাছ থেকে কোনোদিন কিছু আমি চাই নি—'

'চাওয়া তোমার উচিত ছিল। তুমি যা চেয়েছো তা আমরা বরাবর তোমাকে দিয়েছি।'

'আমি জানি। তুমি এই টাকাটা দাও আমাকে।'

'কিন্তু মায়রা, লক্ষীটি, টাকা আমার কাছে কোথায়! টাকাটা দিতে পারে তোমার বাবা, আর, তুমি তো জানো ও সাইলাসকে কি চোখে দেখে।'

'কিন্তু মা, এ তো আমার জন্যে, তোমাদের নাতি নাতনীদের জন্যে—'

'কথা কি জানো, মায়রা, আগুন না জ্বললে কি ধোঁয়া দেখা যায়? একথা বললে তো হবে না যে ইচ্ছে হলেই কেউ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে। ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। খবরটা নিশ্চয় কাগজে বেরোবে?'

'তাতে কি হবে?'

'এমন কথা বলতে পারলে? আমাদের জন্যে একটু ভাবলে না? কি করে বলছো, তাতে কি? এই মার্ক টোয়েন নিয়ে ঝামেলা, ওয়াশিংটনে শুনানি, আমাদের কি অশান্তি গেছে তুমি জানো না। লোকে এসে তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করছে কমিউনিস্ট পার্টিতে কতো চাঁদা দেন। ঠাট্টা করেই কথা বলছিলো, কিন্তু এসবের জন্যে ওর ব্যবসার কতো ক্ষতি হয়েছে জানো? কতো লোক আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখছে না জানো? কি যে হবে বাবা কে জানে! আর এখন এই কাণ্ড! যে লোককে সমাজবিরোধী বলে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে তার জন্যে পাঁচ হাজার ডলার খরচ করতে তোমার বাবাকে বলি কি করে?'

'সাইলাস সমাজবিরোধী নয়, আর টাকাটা ফেরত পাবে। ঈশ্বরের দোহাই, মা, টাকাটা ধার দেবে, না দেবে না?'

'মায়রা, আমার সাথে এভাবে কথা বলা তোমার উচিত হচ্ছে না।'

'আমি দুঃখিত, মা। কিন্তু আমার কথার জবাব দাও। টাকাটা যে আমাদের চাই-ই চাই।'

'বলছি তো, তোমার বাবাকে কি করে টাকাটার কথা বলবো বলো, মায়রা? আমার নিজের টাকা থাকলে এক্ষুনি দিয়ে দিতাম, কিন্তু বললেই তোমার বাবা কি বলবে তা আমি জানি। বিশেষ করে যখন কাগজে খবরটা ও পড়বে। দু'এক সপ্তাহ পরে, গোলমালটা একটু থিতোলে, ওর মনটা পাল্টাবে। কিন্তু, মায়রা, এখন—'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো, টাকা তোমরা দেবে না।'

'আমাদের যদি একটুও ভালোবাসতে, তুমি এরকম করে কথা বলতে না। কেন দিতে পারছি না তা তো বুঝিয়ে বললাম তোমাকে। একটু ধৈর্য্য ধরো—'

মায়রা ফোনটা নামিয়ে রাখলেন। ঘুরে দেখলেন জেরালডাইন দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলো, 'কে, মা? দিদিমা?'

'হ্যাঁ।'

'ও'। আর কিছু বললো না জেরালডাইন। মায়রা ওকে পাঠালেন ব্রায়ানের কাছে গিয়ে বসতে। মায়রা কাঁদতে চাইছিলেন, কিন্তু কারো সামনে নয়, বন্ধ দরজার পিছনে।

কিন্তু যখন শাইলাসের পড়ার ঘরে এসে বসলেন, তখন কান্না কোথায় মিলিয়ে গেল। চুপচাপ বসে রইলেন মায়রা, বইগুলোর দিকে তাকিয়ে। চিন্তা করতে করতে এক সময় রাগও কোথায় চলে গেল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, ক্রোধ কেবল মনে জ্বালাই ধরায়। ওতে কাজ কিছু হয় না।

দোতলায় উঠে ব্রায়ানের শোবার ঘরে এলেন মায়রা। আজ ব্রায়ান প্রথম সারা বাড়ি একবার পায়ে হেঁটে ঘুরেছে। জেরালডাইন গল্প পড়ে শোনাচ্ছিলো ব্রায়ানকে। তাকে একটু থামিয়ে ব্রায়ানকে চুমু খেয়ে শুভরাত্রি জানালেন মায়রা। ভাবছিলেন, জেরি আর সুসি এই বিপদের মধ্যে কি লক্ষ্মী হয়ে থেকেছে, ওদের ছাড়া এক মুহূর্ত টিকতে পারতেন না তিনি। শোবার ঘরে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে নিজের দিকে তাকালেন মায়রা। মহিলারা নিজেদের দিকে নানা রকম মন নিয়ে তাকান। মায়রা নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন দেখতে পেলেন অপরিচিত এক নারীকে। কয়েক সপ্তাহ নিজের দিকে তাকাবার কোনো অবকাশই হয়নি। তাকালেন খানিকটা কৌতূহল আর বিরক্তি নিয়ে। মায়রা ভাগ্যবতী, ছেলেবেলা থেকেই জানেন তিনি সুন্দরী। কোনোদিন তাঁকে ভাবতে হয়নি দুনিয়া তাঁকে দেখে কি মনে করছে। আজ মুখের চারপাশে বলি রেখা, চোখের কোলে আর গালে কালিমা, শাদা শাদা চুলের গোড়া দেখে একটু বেশীই বিস্মিত হলেন তিনি। মনে ঔদাসীন্য আনার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। মনে করতে পারলেন না শেষ কবে দোকানে গিয়ে কেশচর্চা করিয়েছেন। চুলটা আঁচড়ে, মুখে পাউডার দিয়ে, ঠোঁটে লিপষ্টিক লাগালেন মায়রা। তারপর নিচে এলেন দরজা খুলতে। কেউ এসেছে।

আইক আমস্টারডাম আর অ্যালেক ব্রেডি হাসতে হাসতে গল্প করতে করতেই ঢুকলেন। সময় নষ্ট না করে ব্রেডি মায়রার হাতে সংগৃহীত বাইশ শো ডলার তুলে দিলেন। খাবার ঘরে টেবিলে নগদ টাকা আর বণ্ডগুলো ছড়িয়ে বসে বলতে লাগলেন, 'আমার আর আইকের কাছ থেকে দু'টো বণ্ড, পাঁচশো পাঁচশো। দরকার হলে আরো পাঁচশো ডলার নগদ আমি দিতে পারবো। এই তিনশো ডলারের বণ্ডটা দিয়েছে ফিজিক্স বিভাগের হেনরী মিলার, ওকে চেনো না বোধহয়। ও লোস আলামোসে ছ'মাসের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলো। মো হেনডারসন দিয়েছে দু'শো ডলার। জোয়েল সীভার একশো। বিবেককে স্তোক দিচ্ছে আর কি। ফেডারম্যান তিনশো। "ফালক্রামে"র কর্মীরা একশো ডলার তুলে দিলো। আশ্চর্য হচ্ছো? ল্যারী ক্যাপলান আর ওর বউ একটু পরে আসবে যতোটা পারে টাকা নিয়ে। স্পেনসার সকালে ব্যাঙ্কে

যাবে, লেনক্স আর অ্যাস মর্ একটা কমিটি বানিয়ে ছাত্রদের মধ্যে ঘুরছে। যাদ্রেই আজ এক হাজার ডলার নিয়ে আসবে আশা করছে ওরা। সাইলাসকে আজ রাতে যদি ওখানে ঘুমোতে হয়ও, কাল সকালে ওকে ফেরত আনবোই। কি, এখন ভালো লাগছে তো?'

'ভালো লাগছে কি না জিজ্ঞাসা করছো?' মায়রা বললেন। 'ভালো লাগছে কি না? হে ভগবান—' এতক্ষণে মায়রার চোখ ভেঙে জল এলো। টেবিলে বসে, দু'হাতে মুখ ঢেকে, মায়রা অঝোরে কাঁদতে লাগলেন, সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো কান্নার দমকে। মনে হচ্ছিলো তাঁর বুকটা ফেটে যাবে। সব চিন্তা সব ভাবনা ধুয়ে মুছে দিয়ে তিনি কাঁদছিলেন অশ্রুজল সম্বরণের কোনো চেষ্টা না করে। চোখের জলে ধুয়ে ফেলতে চাইছিলেন সব দুর্ভাবনা, সব দুঃখ আর বেদনা……

*   *

ডিনার খেতে এলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। তাঁর বানানো মাথা-নাড়া কাগজের পাখি দেখে ব্রায়ান মুগ্ধ। বারো বছর বয়সে ক্যানসাসের এমপোরিয়া শহরে তাঁর প্রথম প্রেমের গল্প শুনে হেসে খুন হলো জেরালডাইন আর সুসান। দীর্ঘ, বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের নানান টুকরো টাকরা কাহিনী ম্যাকঅ্যালিস্টার জমিয়ে শোনালেন গোটা টিমবারম্যান পরিবারকে। মায়রাকে বললেন, 'জেলের নাম শুনলে ভয় হয় জেলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত। ভিতরটা তেমন কিছু মারাত্মক না, কি বলো, সাই?'

কাউন্টি জেলের শক্ত খাটে রাত্রিবাস তেমন একটা গভীর দাগ কাটে নি সাইলাসের মনে। কিন্তু বাচ্চাদের সামনে এ নিয়ে কথা বলতে চাইছিলেন না তিনি। ম্যাক-অ্যালিস্টার তাঁকে বোঝালেন, 'এ ছাড়া উপায় নেই। বাচ্চাদের কাছ থেকে কিছু লুকোতে পারবে না তুমি। সবকিছু খোলাখুলি আলোচনা করো, দেখবে জিনিসটা আর ভয়াবহ লাগছে না।'

তাই ঠিক বোধহয়। ম্যাকঅ্যালিস্টার ওদের বলছিলেন, যখন তিনি বিচারক ছিলেন, কোনো লোককে জেলে পাঠাতে তাঁর মন উঠতো না। মাতাল ড্রাইভারদের জোর করে ব্ল্যাকবোর্ডে দশ হাজার বার লেখাতেন, "আমি আর মদ খেয়ে গাড়ি চালাবো না।" রাত জেগে জেগে চিন্তা করতেন, কি করে শাস্তি আর শিক্ষা একই সাথে দেওয়া যায়। 'কেন যে এতো চিন্তা করতাম কে জানে,' বললেন ম্যাক।

'অন্যায় জিনিসটা কেবল একজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। আগাপাশতলা সবাই তার শিকার হয়। কোথায় শুরু করবে তুমি? ধরো ফ্রেডি জনসনের কথা, ওই যে কমিশনার। লোকটা এমনিতে ভদ্র, ভালো। মন আছে, এখনো মায়াদয়া হারায় নি। কিন্তু ভয় আছে চাকরি খোয়াবার, ফলে ওই চ্যাংড়া ছোঁড়া ওকে আইন শেখাতে সাহস পায়।'

বাচ্চারা শুয়ে পড়ার পরে মায়রা আর সাইলাসের সাথে বসে কয়েক ঢোঁক হুইস্কী পান করতে করতে ম্যাকঅ্যালিস্টার মামলাটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। 'প্রথমে ঠিক করতে হবে,' তিনি বললেন, 'আমাকেই উকিল রাখবে কি না তোমরা।'

'সেটা ঠিক হয়ে যায়নি?' মায়রা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি যা করেছো তার পরে আর—'

'আমি কিছুই করি নি,' মায়রাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। 'বিন্দুমাত্র অসুবিধে ওদের হয়নি এখনো। সামনে অনেক ঝামেলা, ফেডেরাল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে বিচার, আপীল করা, তারপর, সবকিছু ব্যর্থ হলে সুপ্রীম কোর্টে যাওয়ার চেষ্টা করা। হয়তো শুরুতেই আমরা ওদের হারিয়ে দিতে পারবো, অবশ্য, সে সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। সাইলাসের উপরে বিরাট খাঁড়া ঝুলছে। যদি ওকে ওরা সর্বাধিক সাজা দেবে ঠিক করে থাকে তাহলে ওর জীবনের দশটা বছর যাবে। এসব খেলার কথা নয়।'

'আমি এখনো বুঝছি না ওরা বেছে বেছে সাইলাসকেই ধরলো কেন?'

'এতে না বোঝার কি আছে। ঠিক ওরই মতো আরো একশোটা লোক এমন মামলায় ফেঁসে আছে সারা দেশে। ওরা সবচেয়ে ভয় পায় মানুষের চিন্তাকে। চিন্তা খুব বিপদজনক জিনিস হয়ে উঠতে পারে, আর চিন্তার জন্ম আর লালন পালনের শ্রেষ্ঠ স্থান হলো দেশের বিদ্যায়তনগুলো। কাজেই বিদ্যায়তনগুলোকে হাতের মুঠোয় রাখতে হবে, আর তা রাখতে গেলে শিক্ষকদের বাগে রাখতে হবে, তারা কি পড়াবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এমনিতে একটা হুমকী দিলেই শিক্ষকরা হুকুম তামিল করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বেশ কিছু তোমাদের মতো লোক তো আছে সর্বত্রই, যারা শিক্ষার পবিত্র কর্মকাণ্ডে বাগড়া দেবে, আর, ওরা ঝামেলা একদম চায় না। এখনো ওরা বাড়াবাড়ি করতে চায় না—বুদ্ধিজীবীদের গারদে পুরবে, বা মস্তান বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়ি ঘোরাবে, এসব ওরা এখনো করতে চায় না। এসব করলে অন্য অন্য

জায়গায় সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটেছে তা লোকের মনে পড়ে যাবে। এখনো ওরা সব কিছু ভদ্রতার মুখোশের আড়াল থেকে, সোরগোল না তুলে, আইনশৃঙ্খলা আর নিয়ম-তন্ত্রের আড়াল রেখেই করতে চায়, পরে যাতে লোককে বলা যায়, দেখো, এই সব সাংঘাতিক বিপদজনক লোক, যারা দেশকে ধ্বংস করতে চায়, তাদের হাত থেকে কি ভাবে তোমাদের রক্ষা করছি। তাহলে সাইলাস টিম্বারম্যান নয় কেন? ও ক্যাবটের নাগরিক প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাকে পাত্তা দেয়নি, আর তার ফলে আমরা রাশিয়ানদের হাতে মারা পড়ছিলাম না আরেকটু হলে? ও কমিউনিস্ট নীতি শেখাচ্ছিলো না ছেলেমেয়েদের? ও মিথ্যা কথা বলেছিলো না?'

'না, বলে নি।' মায়রা বললেন।

'প্রমাণ করো।'

'আমরা জুরিদের সামনে প্রমাণ করবো। জুরিরা তো বারো জন সাধারণ নারী আর পুরুষ, তারা কেন সাইকে বিশ্বাস করবে না?'

'কারণ তারা বারোজন সাধারণ নারী পুরুষ নয়। কারণ, এটাই অ্যামেরিকায় প্রথম রাজনৈতিক মামলা নয়। এরকম মামলা অনেক হয়েছে এদেশে এবং তার মধ্যে একটা মাত্র ক্ষেত্রেই জুরিরা দ্বিমত প্রকাশ করে আসামিকে নিরপরাধ বলে রায় দিতে সাহস করেছিলো। সে বেচারীদের এমন ভয় দেখানো হলো, এমন বিপদে ফেলা হলো, এমন হেনস্থা করা হলো যে তাদের "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" অবস্থা। তোমরা যদি ঠিক করো যে আমাকেই উকিল দাঁড় করাবে, তাহলে আমি জেতার জন্যেই লড়াই করবো। কিন্তু মনে কোনো মোহ রেখো না। সৎ জুরি হতে গেলে আজকাল প্রচণ্ড সাহস দরকার, সাধারণ একজন জুরির অতো সাহস নেই। কে এফ বি আইএর তাড়া খেতে চাইবে, কে চাইবে সমস্ত হুকুমের ভীতি প্রদর্শনের মুখোমুখি দাঁড়াতে?'

'আমার উকিল তুমি থাকবে,' সাইলাস বললেন, 'সে আমার ঠিক করাই আছে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে। তোমার চেয়ে ভালো আইনজীবী কাউকে আমার জানা নেই।'

'আমার আছে, তবে তাদের প্রচুর পয়সা দিতে হবে। বেশী কিছু ভেবে নিও না, সাই। তোমার সামনে বসে আছি আমি একজন লজ্ঝর মার্কা রাজনীতিবিদ যে সততার আলেয়ার পিছনে ছুটে ছুটে নিজের কর্মজীবনের বারোটা বাজিয়েছে, যে অত্যধিক বেশী মাল খায়, যাকে যে কোনো মুহূর্তে বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে

তাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। তুমি অবশ্যই আরো ভালো উকিল রাখতে পারো, যদি চাও।'

'তাতে কি ফল কিছু অন্য হবে?' মায়রা জানতে চাইলেন।

'হবে কি? হতেও পারে—সে কথা বলতে আপত্তি নেই। আবার নাও হতে পারে। প্রচুর পয়সা খরচ হবে, শেষ পর্যন্ত হয়তো একই ফল হবে। আবার, আরো খারাপ কিছুও হতে পারে। মাঝে মাঝে নিজের উপর ভীষণ রাগ হয়, তবে উকিল আমি খুব খারাপ নই। মোটেই না। আমি শুধু সব সম্ভাবনার কথা বলে রাখতে চাইছি। নিউ ইয়র্কে এক উকিলকে চিনতাম, শ্রমিক আইন বিশেষজ্ঞ, দারুণ ভালো লোক। এরকম মামলা যে কতো লড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ও তিনজন শ্রমিক নেতার গল্প বলতো। ওদের বিচার হচ্ছিলো রাজদ্রোহিতার অপরাধে। একজন দাঁড় করিয়েছিলো একজন বিখ্যাত উকিল, বড়ো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হয়ে মামলা লড়েন তিনি, নামজাদা আইনবিদ। সে লোকটি দোষী সাব্যস্ত হলো আর সাজা হলো পাঁচ বছরের জেল। দ্বিতীয় জন দাঁড় করিয়েছিলো আমার বন্ধুকে। সেও দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেলে গেলো পাঁচ বছরের জন্যে। তৃতীয় জন বললো, ধ্যাত্তেরি, আমি নিজের মামলা নিজেই লড়বো। তারও হলো পাঁচ বছরের জেল। কাজেই, বুঝে দেখো।'

'আমি তোমার উপরেই নির্ভর করবো।'

'বেশ। দেখা যাক কি হয়। আচ্ছা, এবার, সাফ সাফ কথা হোক। দু'টো একটা জিনিস পরিষ্কার করে নিই। তুমি কি কমিউনিস্ট?'

'না।'

'কখনো ছিলে?'

'না।'

'কখনো ভেবেছো, হলে কেমন হয়? তরুণ কমিউনিস্ট সংঘের সদস্য ছিলে? ওদের কোনো সংগঠনে কখনো যোগ দিয়েছো?'

'হবো কি না ভাবি নি এমন নয়। তিরিশের দশকে একথা ভাবেনি এমন কেউ আছে নাকি? স্পেনে যুদ্ধের সময় চাঁদাটাদা দিয়েছি, তবে বলার মতো কিছু নয়। টাকা বিশেষ ছিলই না। এখানে দু'ডলার, ওখানে এক ডলার। তখন যে সব কমিউনিস্টদের চিনতাম, তারা সব কোথায় কোথায় চলে গেছে কে জানে। কখনো কখনো আবেদনপত্রে সই করেছি, কবে, ক'টা, কিছু মনে নেই। সৈন্যদলে একজন কমিউনিস্টকে জানতাম। খুব ভালো ছিল লোকটা। মিনেসোটাতে বাবা কিছু

কমিউনিস্টকে জানতেন—সবাই কাঠের কলের শ্রমিক ছিল। সবাই আবার ছিল ফিনল্যাণ্ডের লোক। বাবা তাদের পছন্দই করতেন। বলতেন, সব ক'জন কমিউনিস্ট তো এখানে, তাই ফিনল্যাণ্ডের অবস্থা এতো খারাপ। কিন্তু বাবা নিজে কখনো কমিউনিস্ট হন নি। কেন জানি না। ওর জায়গায় হলে আমি হয়তো হয়ে যেতাম। এখানে—এখন—কি জানি, বলতে পারবো না কোনটা উচিত। কে কমিউনিস্ট, আর কে কমিউনিস্ট নয়, এ নিয়ে কচকচি করাটা নোংরা খেলা বলে মনে হয়েছে আমার। বোধহয় কয়েকজনকে আমি জানি, যারা কমিউনিস্ট। কিন্তু তাতে কি আসে যায় জানি না। আর আমি যে নিশ্চিত তারা কমিউনিস্ট, এমনও নয়।'

'ভালো কথা। তাহলে পরের কথায় আসা যাক—'

এই ভাবে চললো মাঝরাত পর্যন্ত। তারপর একগোছা কাগজে অনেক কথা লিখে নিয়ে ম্যাকঅ্যালিস্টার উঠলেন বিদায় নিতে। ততক্ষণে সাইলাস তাঁকে উকিল দাঁড় করানোর সিদ্ধান্তে আরো দৃঢ় হয়েছেন। যতোটা ভাবতেন, সাইলাস দেখলেন, ম্যাকঅ্যালিস্টারকে তিনি তার চাইতে অনেক বেশী পছন্দ করেন।

সোমবার : ২৯শে জানুয়ারি, ১৯৫০

বিচার

খাটে বসে ম্যাকঅ্যালিস্টার দেখছিলেন ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ ছটফট করতে করতে পায়চারি করছিলেন সাইলাস। 'এ সময়টাই সবচেয়ে কষ্টকর', ভাবছিলেন ম্যাক, 'এতোটা কষ্ট এর পরে আর ওর হবে না।' ওদিকে অস্থির হয়ে সাইলাস ভাবছিলেন, 'ও কেন ওরকম স্থাণুর মতো বসে আছে? শুয়ে পড়তে বলছে না কেন আমাকে? বলতে পারছে না, যাও, বাইরে যাও, একটা সিনেমা দেখে এসো গিয়ে!'

ঘরটার প্রতিটা ইঞ্চি সাইলাসের মুখস্ত হয়ে গেছে। তাঁর মতো আরো কতো লোকই না এমন ঘরে ঠিক এমনই রাত কাটিয়েছে। এলা রঙের দেওয়াল ঘরটাতে, দু'টো খাট, দু'টো আয়না লাগানো দেরাজওয়ালা আলমারি, একটা আরাম-কেদারা, দু'টো শক্ত চেয়ার আর সুটকেস রাখার কাঠের দু'টো নিচু তাক। সাফসুতরো বাথরুম পায়খানা, দাড়ি কামানোর ব্লেডের বাক্স, মায় জুতো পরিষ্কার করার জন্যে নরম ন্যাপকিনের বন্দোবস্ত আছে। ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই।

'আবার একবার কথাগুলো বলে নিই এসো', সাইলাস বলেন।

'না, আর নয়। পরীক্ষার একঘণ্টা আগে পড়া নিয়ে বসতে নেই। সব গুলিয়ে যায়। যা যা আলোচনা করার সব হয়ে গেছে। বেশীই হয়েছে বরং। তাস খেলি এসো তার চেয়ে। খেলতে পারো তো?'

'সেই ভালো', বলেন সাইলাস। যুদ্ধের পর থেকে তাসে হাত দেন নি তিনি। তাস খেলার কথায় এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে।

'এসো, দু'চার পয়সা বাজি রাখা যাক, জমবে তাহলে,' বলতে বলতে ভাবলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার, 'যাক, একটু হাসলো তবু যা হোক।'

'ঠিক আছে,' সাইলাস রাজী হন।

আধ ঘণ্টা খেলার পরে সাইলাস দেখলেন আর মন দিতে পারছেন না তাসের দিকে, সরলতম এই খেলাতেও মনোনিবেশ করতে পারছেন না। হাতের তাস ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মামলা চলবে কতক্ষণ। ম্যাকঅ্যালিস্টার সাইলাসকে মনে করিয়ে দিলেন না যে প্রশ্নটা এই নিয়ে অন্তত কুড়িবার জিজ্ঞাসা করেছেন তিনি। বলে উঠলেন, 'সে কথা বলা অসম্ভব, সাইলাস। দিন সাতেক ধরে রাখো, দু'এক দিন এদিক ওদিক।

কাল আমরা বক্তব্য শেষ করে জুরি বাছাই শুরু করবো। সেটা শেষ হবে ধরো সোম, মঙ্গলবার—তবে বলা যায় না। যদ্দুর জানি, ওদের সাক্ষী বলতে গেলে একজনই, সে হলো বব অ্যালেন। ওরা অ্যালেনের কথার ভূমিকা তৈরী করতে যদি ডেভ কানকেও ডাকে, ত'ও সময় বেশী লাগার কথা নয়। থাকগে, ছাড়ো তো ওসব! চলো একটু হেঁটে আসি। একটু কফি খেলে হয় না?'

হোটেলের ঘরে বসে থাকার চেয়ে তো ভালো! টুপি কোট পরে নিয়ে জানুয়ারির হাড়কাঁপানো শীতের রাতে বেরিয়ে এলেন দু'জনে। কোটের কলার তুলে দিয়ে আধো অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললেন তাঁরা। সাড়ে এগারোটা বাজে। ইতিমধ্যেই প্রশস্ত রাজপথ জনহীন। শাদা বহুতল সরকারী ভবনগুলো ভৌতিক চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি।

'এ শহরটা নিঃসঙ্গ নিঝুম হয়ে পড়ে রাত্রিবেলা', বললেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। 'মনে হয় অফিসগুলো বন্ধ হয়ে গেলে শহরটা যেন মরে যায়। অথচ জনসংখ্যার অনুপাতে সারা দেশের মধ্যে এখানে অপরাধের হার সবচেয়ে বেশী। শহরটা একেবারে যা-তা। আমার কেমন যেন ভালো লাগে না এখানে।'

'অথচ এখানে সুন্দর জিনিসের অভাব নেই।'

'কে জানে! ভীতি সৌন্দর্যকে সংকুচিত করে ফেলে, এখানে ভয়েরই তো রাজত্ব। আমার মনে হতো এব লিনকনের স্মৃতি সৌধের মতো অপূর্ব মাহাত্ম্য পৃথিবীর অন্য কোনো সৌধের নেই। কিন্তু এখন কেমন যেন সন্দেহ হয়। বোধহয় গান্ধীজিই একবার বলেছিলেন তাজমহল তৈরী হয়েছিলো ভারতীয় জনগণের অশ্রু দিয়ে—তারপর থেকে তাজমহলের ছবি দেখলেই কথাটা মনে পড়ে যায় আর তার মধ্যে সৌন্দর্য কিছু খুঁজে পাই না আমি। প্রায় সব শহরেই তুমি সে শহরের একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব করতে পারবে, অনুভব করবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এখানে কি অনুভব করো তুমি?'

'জানি না', বলেন সাইলাস।

'আমিও জানি না। হয়তো আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে দু'জনেই আমরা প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবো। সাইলাস, একটা কথা বলি। শুনতে অদ্ভুত লাগবে, তবু বলি। তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে। এ ব্যাপারটাতে জড়িত হয়ে সত্যিই আমি সুখী। তোমার সাথে আলাপ হয়েছিলো বলে আমি আনন্দিত। আমার অনেক উপকার হয়েছে তোমাকে জেনে। যেমন ধরো, যে ক'দিন মামলা চলবে আমি ঠিক করেছি আমি মদ ছোঁবো না। পরে—কে জানে কি করবো, তবে এর ফলে আবার একটা অবলম্বন পেয়েছি। কবে থেকে তোমাকে আমার ভালো লাগতে শুরু করেছে জানো সাইলাস?'

অপর একটি পুরুষ তাঁকে পছন্দ করে, একথা খোলাখুলি বলায় সাইলাস লজ্জিত বোধ করছিলেন। তিনি সারা জীবন এমন একটা পরিবেশে বাস করেছেন যেখানে দু'জন পুরুষের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কের কথা কেউ কখনো প্রকাশ করে না। কি বলবেন ভেবে না পেয়ে কেবল মাথা নাড়লেন তিনি।

'যখন তুমি সেদিন যা বলার সোজাসুজি বলতে আরম্ভ করলে,' ম্যাকঅ্যালিস্টার বলে চললেন। 'কিছুতেই আমার দিকে তাকাচ্ছিলে না—তোমার মনের কথা যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম আমি, হারামজাদাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবো—মরতে হলে মরবো, কিন্তু বেজন্মার দলকে ছাড়বো না। আমার যেন চোখ খুলে গেল! নাকি বলা যায়, মনটা সাফ হয়ে গেল। এতদিন ধরে দেখে আসছিলাম সারি দিয়ে লোকে জঘন্য এই কমিটিগুলোর সামনে নতজানু হয়ে বসে কাঁদুনি গাইছে, তারা লালদের কিরকম ঘেন্না করে, কোনোদিন তারা লাল নয়, ছিল না কখনো, অথবা থাকলেও এখন সেজন্যে তারা কতো দুঃখিত, কারণ তখন তারা ছেলেমানুষ ছিল আর বোকা ছিল. এবারকার মতো মাপ করে দেওয়া হোক তাদের, আর কক্ষনো তারা চিন্তা করবে না বা দম ফেলবে না বা স্বপ্ন দেখবে না, কক্ষনো ভালো কথা বলবে না, কক্ষনো ভালো কোনো কাজ করবে না বা সংচিন্তায় মাথা দেবে না, আর, "কমি"দের তারা কি রকম ঘেন্না করে, সকলের চেয়ে বেশী ঘেন্না করে। শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে বমি এসে যেতো আমার। এবারে দেখলাম, একজন কলেজের অধ্যাপক, রোগাপাতলা, লম্বাটে মাথা, ইয়া লম্বা সরু নাকের ডগায় চশমা, যাকে দেখে মনে হয়, কুকুরের ডাক শুনলেও ছুটে পালাবে, সে ওদের কথার পিঠে কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে, সোজা কথা সাফ সাফ বাত, কাউকে পরোয়া নেই, কি করবি কর! দিব্যি করে বলছি, দারুণ লেগেছিলো। হাজারটা কাপুরুষ আর বদমাশের পাল্টা হিসেবে যদি আমরা মাত্র একজনও সাহসী আর সৎ মানুষের জন্ম দিয়ে থাকি, তাহলে ঈশ্বর আমাদের দৈন্যকে ক্ষমা করবেন। অন্য কে কি বলবে জানি না, আমার এই মনে হয়েছিলো।'

সাইলাস কোনোক্রমে বললেন, 'ধন্যবাদ'। তাঁর হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। মনের অবস্থা ব্যক্ত করার মতো কোনো শব্দ তাঁর মুখে আসছিলো না।

'ওই যে, সামনে', ম্যাকঅ্যালিস্টার হাত তুলে দেখালেন রাস্তার উল্টো দিকে। নিচু একটা বাড়ি, অন্ধকারে আবছা আর অবয়বহীন দেখাচ্ছে। ওয়াশিংটনে বেশীর ভাগ সরকারী ভবনের মতোই এর সামনেও চওড়া পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গেছে।

'এটাই কোর্টের বাড়ি?'

'ফেডেরাল ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট,' সাইলাস। আগে বাড়িটা দেখো নি, না?'

'বোধহয় না।'

জনহীন রাতের রাজপথে দাঁড়িয়ে অন্ধকার, ছায়ায় আবৃত বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন দু'জনে।

* * *

সাইলাস ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিলেন, ঘটনার বিবরণের সাথে ঘটনা কখনোই পুরোপুরি মেলে না। আরো অনেক চিন্তাশীল মানুষের মতো তিনিও আগামী সব অভিজ্ঞতাকে কল্পনায় আগে থেকেই রূপ দিয়ে নিতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু বিচার চলার সময়ে দেখা গেল পূর্বকল্পিত ধারণার সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতা একেবারেই মিললো না। তাঁর ধারণা ছিল যে আদালতকক্ষ অনাড়ম্বর মর্যাদার শান্ত সমাহিত পীঠস্থান, যেখানে বিচারের তুলাদণ্ডের সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষিত হয় পক্ষপাতশূন্য সত্যসন্ধানী নিরীক্ষণের দ্বারা। কিন্তু দেখা গেল বাস্তবের চেহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফেডেরাল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বাড়িটাকে মনে হলো ওয়াশিংটনের সব চাইতে কর্মব্যস্ত ভবন, প্রয়োজনের পক্ষে নিতান্ত ক্ষুদ্র, কর্মকাণ্ডে সদাচঞ্চল। দালানগুলোতে ভীড় করে আছে কৌতূহলী দর্শক, অনুসন্ধিৎসু পর্যটক, এফ বি আইএর গোয়েন্দা, সাদা পোশাক ও উর্দি পরিহিত পুলিশ বাহিনী, উকিল মোক্তার ও তাদের মক্কেল, জামিনদার প্রভৃতি। সেই হৈ হট্টগোল আর হাজারটা গোলমালের মধ্যে ক্লেমিংটনের এক অকিঞ্চিৎকর শিক্ষককে কেউ লক্ষ্যই করলো না।

বিচারক অ্যালভিন ক্যালেন্টের বিচারকক্ষে বসে সাইলাস দেখছিলেন কেমন করে জুরি নির্বাচন হয়। যা ভেবেছিলেন, যা কল্পনা করেছিলেন তার সাথে বাস্তবের তখনো কোনো মিল খুঁজে পাননি তিনি। গত কুড়ি বছরে নানা রকম গল্পের বই পড়া আর হলিউডের চলচ্চিত্রে দেখা অর্ধ বিস্মৃত ঘটনাবলী দ্বারা সৃষ্ট তাঁর ধারণাগুলো ক্রমাগতই ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিলো। বিচার কক্ষটির দেওয়ালে সম্প্রতি হাল্কা সবুজ রঙ করা হয়েছে। জানলার ভেনেশিয়ান ব্লাইণ্ডের খড়খড়ি দিয়ে রোদের ফালি এসে পড়ছিলো মেঝেতে। টেবিলের পিছনে মস্ত ঘোরানো চেয়ারটা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে বসে মাঝে মাঝে হাই তুলছিলেন বিচারক। অ্যালভিন ক্যালেন্ট দক্ষিণাঞ্চলের লোক। পৃথুলাঙ্গ ভদ্রলোকের মাংসল গোল মুখে ছোটো একটি নাক এবং শান্ত নৈর্ব্যক্তিক পাদ্রীসুলভ অভিব্যক্তি। দু'একজন সাংবাদিক উঁকি মেরে গেল, কিন্তু মামলার এই পর্যায়ে আগ্রহের অভাবে দাঁড়িয়ে কিছু দেখলো না। একঘেয়েমিতে বিরক্ত মুখ দু'জন গাট্টাগোট্টা মার্শাল

বিচারকক্ষের দুটি দরজার পাশে গা এলিয়ে বসে আছে। কেরানিটি লুকিয়ে লুকিয়ে নাক খুঁটছে এবং ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। স্টেনোগ্রাফার পেনসিল বাগিয়ে শীর্ণ ক্ষুধার্ত শিকারী কুকুরের মতো তৈরী হয়ে আছে। ম্যাকআলিস্টার সরকারী উকিল হোরেস ওয়ার্ডের সাথে নিচু গলায় কিছু একটা আলোচনা করছেন। হোরেস ওয়ার্ডের কদমছাঁট চুল দেখলে তাঁকে অল্পদিন আগে কসরত ছেড়ে দেওয়া ফুটবল খেলোয়াড় বলে মনে হয়। ম্যাকঅ্যালিস্টার আর হোরেস ওয়ার্ড এবার বিচারকের সাথে ফিস ফিস করে কথা শুরু করলেন।

একমাত্র আশা তো এই বারো জন জুরি, বারোজন সাধারণ মানুষ যারা প্রমাণ আর সাক্ষ্য বিচার করে রায় দেবে সাইলাস দোষী না নির্দোষ। কিন্তু তাদের মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছিলো না বা ধরা যাচ্ছিলো না। তাদের দেখে মনে হচ্ছিলো তারা যেন কোনো পূর্ব চুক্তি অনুসারে হাবে ভাবে কোনো রকমেই মনের কথা প্রকাশ করবে না ঠিক করে বসে আছে। সকলেই ধোপদুরস্ত পোশাক পরিহিত, সকলেই বুঝিয়ে দিতে ব্যগ্র যে তারা নিজেদের চরকাতেই কেবল তেল দিতে অভ্যস্ত। তাদের কেউই খুব একটা অল্প বয়েসী বা খুব একটা বয়স্ক নয়—তিরিশ থেকে ষাটের মধ্যেই সকলের বয়স তাদের প্রতি পাঁচজনের একজন হচ্ছে কালো চামড়া। সকলকেই যেন সাইলাসের চোখে চোখ না রাখার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, শেখানো হয়েছে কি করলে আসামির সামনে আশা, স্বপ্ন, কল্পনা অথবা ন্যায়বিচারের প্রতি গভীর আনুগত্যের কোনো চিহ্ন না প্রকাশ করে থাকা যাবে। এ সবই হয়তো সাইলাসের মনের ভুল, কারণ, ম্যাক-অ্যালিস্টারকে জিজ্ঞাসা করায় ঘাড় ঝাঁকিয়ে সে বললো,

'বলা মুশকিল। একমাত্র যা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তা হলো এই যে চারজন ছাড়া বাকি সকলেই সরকারী কর্মচারী এবং ওই চারজনও হয়তো কোনো না কোনো সরকারী কর্মচারীর আত্মীয়।'

'কিন্তু সরকারই তো বাদী, তাহলে—'

'সাইলাস দাদা, সরকার বাহাদুরই বিচারক, সরকার বাহাদুরই দরজায় উপবিষ্ট ওই দু'জন মার্শাল। মনে রেখো এ শহরটা একটা কোম্পানি শাসিত শহর যে কোম্পানির একজনই মালিক—তিনি হলেন মহামহিম সরকার। তাই অবশ্য স্বাভাবিক। তবে সরকারটা চালাচ্ছে কে এবং তোমার অবস্থানটা কি তার উপরে নির্ভর করছে ফল অবশেষে কি হবে। সে যাই হোক, এখন এসে এই টেবিলে বসো আমার পাশে। মনুষ্য চরিত্র নিয়ে নিরীক্ষাকার্য চালানো যাক দু'জনে মিলে।'

সাইলাসের মাথায় একটা ছড়ার লাইন বারে বারে ঘুরতে লাগলো। সেটার মানে করলে কথাগুলো দাঁড়ায়—শিব ঠাকুরের আপন দেশে……শিবঠাকুরের আপন দেশে …… শিবঠাকুরের আপন দেশে……

* * *

'আপনি কি কাজ করেন ?' প্রশ্ন করলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার।

'আমি সরকারী ছাপাখানায় একজন কম্পোজিটর।'

'কতদিন আপনি ওখানে চাকরি করছেন ?'

'আঠারো বছর।'

'আপনি কি বিবাহিত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনার স্ত্রী চাকরি করেন ?'

'হ্যাঁ, করেন।'

'কোথায় চাকরি করেন ও কি কাজ করেন একটু বলুন তো।'

'ব্যবসায় সংগঠন বিভাগে তিনি নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষনে নিযুক্ত একজন কেরানি।'

'আপনার অন্য কোনো আত্মীয় কি সরকারী চাকরি করেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার এক মেয়ে ব্যবসায় সংগঠন বিভাগে, অন্যজন স্টেট ডিপার্ট-মেন্টে কাজ করে। সরকারী ছাপাখানার বাঁধাই বিভাগে আমার বোন কাজ করে। আরো দূরের আত্মীয়দের কথা বলতে হবে কি ?'

'না, তার দরকার নেই।' ম্যাকঅ্যালিস্টার নিশ্বাস ফেলে সাইলাসের কাছে ফিরে এসে বলেন, 'আর চারবার মাত্র এদের ব্যাপারে আপত্তি তোলার সুযোগ পাবো। অবশ্য লাভ কিছু নেই।'

'এ লোকটি যে শুধু সরকারী চাকরি করে তাই নয়, ভাবখানা দেখলে মনে হয় ও নিজেই যেন সরকার.' সাইলাস ক্ষোভের হাসি হাসেন।

'আবার চেপে ধরবো নাকি ?'

'ছাড়ো। ওই নিগ্রো লোকটির দিকে দেখো. ওর সাথে কথা বলে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'দেখি একবার জজের সাথে কথা বলে। খানিকটা সময় তো কাটবে।'

ম্যাকঅ্যালিস্টার যেতেই সরকারী উকিলও এসে দাঁড়ালেন বিচারকের টেবিলের সামনে।

'আবার কি হলো, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার?' জজ বলে উঠলেন। ভদ্রলোকের ব্যবহার যেমন বিনম্র, ধৈর্যও তেমনি অসীম। এতো ভদ্র জজ ম্যাকঅ্যালিস্টার কখনো দেখেন নি।

'ধর্মাবতার, এই সরকারী চাকুরেদের কথা বলছি। সব ক'জন জুরিই দেখা যাচ্ছে সরকারী কর্মচারী।'

'সব ক'জন বললে ভুল হবে, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার।'

'এখনো ব্যতিক্রম একটাও চোখে পড়ে নি! যাঁরা বাদীপক্ষের অধীনে চাকরি করেন তাঁরা কি করে পক্ষপাতহীন হয়ে বাদীপক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিতে পারবেন?'

'মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার, আপনার কথাটা কিন্তু ন্যায়সংগত হলো না। এঁরা কেউই মিঃ ওয়ার্ডের অধীনে চাকরি করেন না। এঁরা চাকরি করেন অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের অধীনে। এঁরা সকলেই কায়মনোবাক্যে চান সব মানুষ যেন সুবিচার পায়। চাকরি করেন কোথায়, সরকারী দপ্তরে না মুদিখানায়, সেটা কথা নয়। আপনি কি বলতে চান যে আমার এজলাসে ন্যায় বিচার হবে না?'

'আদৌ না ধর্মাবতার।'

'মিঃ ওয়ার্ড কি বলতে চান?'

'আমি ধর্মাবতার, এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করছি। কোনো সরকারী দপ্তরে কর্মরত ব্যক্তি নিরপেক্ষ রায় দিতে অক্ষম এ কথা অত্যন্ত আপত্তিকর। মিঃ ম্যাক-অ্যালিস্টার কি করে এ কথা ভুলে যাচ্ছেন জানি না, যে সরকারী চাকরি করতে হলে অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ হতে হয় এবং সে ধরনের চাকরি করা যথেষ্ট সম্মানের ব্যাপার।'

'এখানে সরকারী চাকরি করতে হলে তো কলাম্বিয়া ডিস্ট্রিক্টের বাসিন্দাও হতে হয়।'

'তার মানে?'

'তার মানে এই, ধর্মাবতার, যে ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া না হওয়াটা কোনো কথা নয়। কথা হচ্ছে এই যে সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যেককেই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে সরকারের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতেই হয়।'

'অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন যে নির্দোষ বলে রায় দেওয়া হলে জুরিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার, আপনার এই ইঙ্গিত খুবই অশোভন। কি করে এমন ইঙ্গিত আপনি করছেন তা ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

আপনার মক্কেল এই ডিস্ট্রিক্টে একটি অপরাধ করেছেন বলে অভিযুক্ত, এই ডিস্ট্রিক্টেই তাঁর বিচার হবে, এবং, সেই বিচার করবেন এই ডিস্ট্রিক্টে বসবাসকারী তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত জুরি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মাবতার।'

জুরিদের সওয়াল চললো, সাইলাস যে নিগ্রোটির কথা বলেছিলেন, তাঁকে ডাকা হলো। সরকারী উকিল তাঁকে প্রশ্ন করলেন,

'আপনি কোথায় চাকরি করেন?'

'আমার নিজস্ব ব্যবসা আছে।'

'কিসের ব্যবসা?'

নিগ্রো ভদ্রলোক মিঃ ওয়ার্ডকে একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন শান্ত দৃষ্টিতে। তারপর বললেন,

'আমার পেশা মৃতদেহ সৎকার করা।'

'ধর্মাবতার, এই ব্যক্তি জুরি হতে পারবেন না,' বললেন মিঃ ওয়ার্ড, 'কারণ ইনি ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা চিন্তা করতে পারেন।'

'আপনার আপত্তি মেনে নেওয়া হচ্ছে,' বললেন বিচারক।

* * *

'আসামি মিঃ সাইলাস টিমবারম্যানের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়েছে?' সরকারী উকিল তাঁর বক্তব্য বলতে আরম্ভ করলেন জুরিদের সামনে প্রশ্নটি রেখে। জুরিদের আসনের সামনে ঋজু ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন হোরেস ওয়ার্ড, বিচার্য সমস্যার গুরুভার বহন করে তাঁর ললাট যেন কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। 'তাঁর বিরুদ্ধে আনীত হয়েছে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ, বলা হয়েছে হলফ করার পরেও তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা বলেছেন। ঘটনার পশ্চাদপট আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এবং অভিযোগপত্রের বিশদ বিবরণ রাখবো আপনাদের অনুধাবনের জন্যে। গত বছর, ১৪ই নভেম্বর, ওয়াশিংটনে সেনেট অফিস ভবনে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংক্রান্ত সেনেট কমিটির এক শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আপনারা অবশ্যই জানেন, অনুসন্ধান চালানোর অধিকার একটি সুপ্রাচীন অধিকার, যা বহুদিন আগে থেকেই আমাদের সরকারের আইনসভার উপরে ন্যস্ত আছে। কংগ্রেসের প্রতিটি সভা কতগুলো কমিটিতে বিভক্ত। আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করে এই কমিটিগুলো, যাতে নতুন নতুন আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে সঠিক তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়। আমাদের আইন সভার কর্মকাণ্ডের সাথে কমিটিগুলোর এই অনুসন্ধানী

ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই কাজ এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা বলতে পারি, একে বাদ দিলে সরকার বলতে আমরা যা বুঝি তার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

'ব্যক্তিগত অর্থানুকূল্যে পরিচালিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কি ভাবে সরকারী অনুদানের অর্থ ব্যয় করছে তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এই শুনানি বসেছিলো। এই অনুসন্ধানের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল তথ্য সংগ্রহ, যে সমস্ত তথ্য পরীক্ষা করে বর্তমান আইন ও ধার্য অর্থের পরিমাণের যাথার্থ্য বিচার করা সম্ভব হতে পারে অথবা প্রয়োজনে তার পরিবর্তন করাও যেতে পারে। এই অনুসন্ধান চলার সময়ে আসামি মিঃ সাইলাস টিমবারম্যানকে সাক্ষী হিসেবে সেনেট কমিটির সামনে হাজির হতে বলা হয় এবং কিছু বিষয়ে তাঁকে কতগুলো প্রশ্ন করা হয়।

'অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, সাক্ষী মিঃ টিমবারম্যান পূর্ববর্তী একজন সাক্ষী প্রদত্ত সাক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত উত্তর দেন। এই ঘটনা একটি গ্র্যাণ্ড জুরির সামনে উপস্থাপিত হলে এই সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হন যে বর্তমান আসামি মিঃ সাইলাস টিমবারম্যানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যের অভিযোগ আনয়ন যুক্তিযুক্ত হবে।

'যে দু'বার মিথ্যা সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ শুনলে এই মামলার পরবর্তী সাক্ষীদের বক্তব্য বুঝতে আপনাদের সুবিধা হবে। প্রথমবার, সেনেটর ব্র্যানিগান একটি প্রশ্ন করেন। আমি নথিপত্র থেকে পড়ছি শুনুন। প্রশ্ন করা হয়, "আপনি কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, অধ্যাপক টিমবারম্যান?" যার উত্তরে আসামি বলেন "আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নই, সেনেটর। কখনো ছিলাম না, এখনো নই।"

'এই কথাকে মিথ্যা বলে ধরে নিয়ে প্রথম দফা অভিযোগটি আনা হয়েছে। শুনানি চলার সময়ে খানিক পরে সেনেটর ব্র্যানিগান আবার প্রশ্ন করেন—আমি আবার নথিপত্র থেকে পাঠ করছি—"ক্লেমিংটনে আপনি কমিউনিস্ট মিটিঙে হাজির থাকেন না, অধ্যাপক টিমবারম্যান?" এবং এর উত্তরে, শপথ নেওয়া সত্ত্বেও আসামী বলেন, "আমি কোনোখানেই কমিউনিস্ট মিটিঙে হাজির থাকি না।"

'অভিযোগপত্র এই দুই দফা মিথ্যা সাক্ষ্যের অভিযোগ দায়ের করেছে। অবশ্য, অভিযোগ করলেই অপরাধ প্রমাণ হয় না। প্রমাণ করার দায়িত্ব সরকারের। আমরা দু'দফা অভিযোগই প্রমাণ করে দেবো। সেটা আমাদের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব যথাযোগ্য ভাবে পালিত হবে। কিন্তু আমার বক্তব্য শেষ করার আগে মিথ্যাসাক্ষ্যের অপরাধ প্রসঙ্গে কিছু বলার প্রয়োজন আছে।

'মিথ্যা সাক্ষ্যের মামলায়,' বলে চললেন মিঃ হোরেস ওয়ার্ড, 'কেবল কে মিথ্যা কথা

বলেছে তা বিচার্য নয়। মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধীর জন্যে আইন যে কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে তা সেক্ষেত্রে কেবল প্রতিহিংসাপরায়ণতার নামান্তর হয়ে পড়তো। প্রতিহিংসা আমাদের শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেক শাসিত ব্যক্তির ঐক্যমতের ভিত্তিতেই আমাদের সরকারের শাসন স্থাপিত। বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ অনুসন্ধানের উপর নির্ভরশীল আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি এবং আইনশাস্ত্রসম্মত আইনী ক্রিয়াকলাপের উপরেই আমাদের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্যেই মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রশ্নটি এতো গুরুত্বপূর্ণ।

'একটি সরকারী কমিটি কোনো ঘটনার সাথে জড়িত বিভিন্ন তথ্যের সম্যক বিচার করতে পারবে না যদি কোনো ব্যক্তির ঔদ্ধত্য বা ইচ্ছাকৃত মিথ্যাভাষণ তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করে। কোনো আদালত সঠিক বিচার করতে পারবে না যদি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে তার হাতে কঠোর কোনো অস্ত্র না থাকে। স্বাধীন দুনিয়ার স্বাধীন মানুষের সরকারের অস্তিত্বের ভিত্তিপ্রস্তর হলো সত্য। সত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাকে রক্ষা করার জন্যে আন্তরিক আগ্রহ না থাকলে কোনো সরকার নিজের অস্তিত্ব সুরক্ষিত করতে পারে না।

'আমাদের উদ্দেশ্য হলো এ কথা প্রমাণ করা যে এই মামলার আসামি স্বেচ্ছায় এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধ করেছে। আমরা প্রমাণ করে দেবো, যে তার অপরাধের কি ফল হতে পারে তা জেনে বুঝেও সে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে। আমরা দেখিয়ে দেবো যে অসৎউদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই মিথ্যা সাক্ষ্য সরকারের একটি মূল্যবান ও অতি প্রয়োজনীয় কার্যপ্রণালীকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছিলো। আর প্রদত্ত হয়েছিলো এমন একটি সংগঠনকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার জন্যে যে সংগঠন এই দেশের বিচারালয়ে বারে বারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে হিংসা ও বলপ্রয়োগ দ্বারা দেশের সরকারের পতন ঘটানোর অভিযোগে। আমরা দেখাবো কি ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের একটি অনুসন্ধানকারী কমিটির আইনসঙ্গত কাজে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই মিথ্যা সাক্ষ্য উচ্চারিত হয়েছিলো।'

এভাবে বলার ওর অধিকার আছে? সাইলাস জানতে চাইলেন। এভাবে ও কথা সাজাতে পারে? শুনানিতে সত্যি যা ঘটেছিলো তার সাথে এমন একটা বক্তৃতার কি সম্পর্ক আছে?

'প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখার সময়ে প্রায় যা ইচ্ছে বলা চলে,' ম্যাকঅ্যালিস্টার বলেন। 'আমি আপত্তি তুলতে পারি, কিন্তু তাতে লাভ হবে না। ওকে হারাতে হবে সওয়ালের সময়, এখন নয়। যা বলে বলুক এখন।'

কথাগুলোর উপস্থাপনায় যে কোনো মুনশিয়ানা আছে তাও নয়, ভাবলেন সাইলাস, ও কেবল ঘটনাগুলোকে সাজাচ্ছে পরিচিত একটি পটভূমিকার সম্মুখে। যা বলছে তা খবরের কাগজওয়ালারা বিগত কয়েক বছর ধরেই বলে চলেছে। সত্যি কথা বলতে কি, কাগজে এসব কথা পড়লে ছ'মাস আগেও সাইলাস নিজেই হয়তো এর অনেক কিছুর সাথে নিষ্ক্রিয় ঐক্যমতই পোষণ করতেন। সূত্র সাজাতে পারলে সিদ্ধান্তে আসা সহজ হয়। আর সূত্রটা যদি আপাত সত্যের খোলসে আবৃত থাকে, তাহলে পরবর্তী সবই সঠিক, যুক্তিগ্রাহ্য আর বাস্তব বলে মনে হতে থাকে—

মায়রাকে একটা চিঠি লিখতে শুরু করেছেন সাইলাস। আদালতে বসে, যখন যতটুকু পারেন, ঘটনাস্রোতের তাঁর নিজস্ব বিবরণী। 'এরকম একটা ঘটনা যে সত্যি ঘটছে,' লিখছিলেন তিনি, 'সে কথা মেনে নেওয়াই সব থেকে কঠিন। মেনে নেওয়া কঠিন যে অ্যামেরিকার একটি ফৌজদারি আদালতে তোমার বিচার হচ্ছে। সে কথা একবার মেনে নিতে পারলে—এতদিনে বোধহয় তা আমি পেরেছি—জটিল, বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি মোহমুগ্ধ হয়ে লক্ষ্য করতে হয়। ঠিক যেন একটা ধর্মীয় আচার, রীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বহুযুগ আগে প্রচলিত এইসব রীতিতে শিক্ষিত হয়ে এসেছে আইনজীবীরা, আর পৌরহিত্য করছে এই অনুষ্ঠানে। কিন্তু এই ভাবে সব কিছু নিরীক্ষণ করতে করতে আমাকে নিজের মনের আর্ত চিৎকারকে স্তব্ধ করে রাখতে হচ্ছে। আমার চিৎকার বলতে ইচ্ছে করছে যে এখানে আমার উপস্থিতি সম্পূর্ণ অর্থহীন, আমি কোনো অপরাধ করি নি, এদেশের মানুষের সময় আর অর্থ আমরা এখানে বসে নষ্ট করছি। আবার সেই বালকসুলভ চিন্তা। মনে হচ্ছে, যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে, বারে বারে, কথাগুলো বলতে থাকলে ওরা আমার সব কথা মেনে নেবে। এইভাবে চিন্তাগুলো মনের মধ্যে যাচ্ছে আসছে। আমাদের মনের বয়স বাড়ার প্রক্রিয়া এতো যন্ত্রণাদায়ক হয় কেন? সারা জীবন নিরাপদ আশ্রয়ে স্নেহের প্রশ্রয়ে লালিত হয়েছি বলেই কি? কতো কিছু যে শিখছি তার ইয়ত্তা নেই!'

আরেক জায়গায় লিখলেন, 'শিক্ষার প্রক্রিয়া থামছে না। ম্যাকঅ্যালিস্টারের কথাই ধরো। এই ক্ষুদে, মোটা, থপথপে লোকটা, যাকে দেখলে ছেলেমানুষী সারল্যে পরিপূর্ণ বলে মনে হয়, আসলে সে কিন্তু অদ্ভুত শক্তিশালী মনের অধিকারী। অথচ ওকে আমি খাটো করে দেখেছিলাম। মানুষকে খাটো করে দেখা আমার একটা মস্ত দোষ দেখছি। বিচার কক্ষে ঢুকলেই লোকটা একদম বদলে যায়। মনে হয় যেন সে তার পরিচিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলো, এটা তার এলাকা। ওকে দেখলে তখন একজন দক্ষ নর্তক বলে মনে হতে থাকে। শারীরিক গতির কথা বলছি না কিন্তু। নাকি বলবো,

মনে হয় একজন মুষ্টিযোদ্ধা, ঘুরছে ফিরছে, নেচে নেচে এগোচ্ছে পিছোচ্ছে, আঘাত আটকাচ্ছে—আর, আঘাত হানছে অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে। মানুষটাকে ক্রমশ চিনছি। মানুষ কতো কম চিনতাম আমি।'

খুব সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক বক্তব্য দিয়ে শুরু করলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। 'বিচারে মিথ্যা সাক্ষ্যের অভিযোগ সপ্রমাণ করা খুবই কঠিন। সাধারণত, এই প্রমাণ নির্ভর করে দুটি ব্যক্তির মধ্যে কাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেওয়া হবে তার উপরে। আমার মক্কেল মিথ্যা সাক্ষ্য দেননি। সেনেটের কমিটির সামনে জবানবন্দীতে মিথ্যা কথা বলার তাঁর কোনো কারণ ছিল না। সরাসরি তিনি সহজ সত্য কথা বলেছেন। প্রশ্নটা এখানেই। আমরা এখন যে প্রশ্নের মুখোমুখি তা হলো আজকের অ্যামেরিকায় কোনো ব্যক্তি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সত্যি কথা বলতে পারবেন কি যে তিনি এমন একটা সমাজে বাস করেন যেখানে সত্যভাষণ একটি সমাদৃত গুণ, সত্যবাদী ব্যক্তি সেখানে সম্মানিত এবং সত্যের স্বার্থ সেখানে সুরক্ষিত? নাকি, সাহস এবং সত্যবাদিতার জন্যে তাঁকে শাস্তি পেতে হবে? সেটাই আজকে বিচার্য। কে সত্য বলেছে, কে মিথ্যা বলেছে, তা বড়ো কথা নয়।

'আমরা এখানে কেবল সাইলাস টিমবারম্যানের মামলার নিষ্পত্তি করতে আসি নি। আমরা এসেছি অ্যামেরিকার গণতন্ত্রের গভীরতম ভিত্তিপ্রস্তরের শক্তি পরীক্ষা করতে। আমরা পরীক্ষা করে দেখতে এসেছি সেই ভিত কতোটা দৃঢ়, কতোটা মজবুত। একদিক থেকে এটি একটি অত্যন্ত সহজ সরল মামলা। অন্যদিক থেকে দেখলে এর চাইতে জটিল মামলা খুব কমই দেখা যায়। একজন ব্যক্তির এখানে বিচার হতে চলেছে, সাইলাস টিমবারম্যান, একটি মানুষ, যিনি কতগুলো প্রশ্নের সরাসরি সত্যি উত্তর দিয়েছিলেন। বিশেষ কোনো একটি ব্যক্তির বিচারের প্রশ্নে জটিলতা নেই। কিন্তু এর সাথে সম্পৃক্ত আছে যে গভীর অর্থ তার বিচারের প্রশ্নটি খুবই জটিল। সুতরাং ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দ, আমাকে দেখাতে হবে যে এ কেবল সত্যভাষণ অথবা মিথ্যাভাষণের প্রশ্ন নয়—এর সাথে জড়িত রয়েছে এই প্রশ্ন যে আমাদের মহামূল্যবান প্রাচীন অধিকারগুলো আমরা আজও ভোগ করতে পারছি কিনা, ভবিষ্যতেও পারবো কি না; চিন্তার স্বাধীনতা, অনুসন্ধানের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, সংগঠিত হওয়ার ও জমায়েত হওয়ার স্বাধীনতা এদেশে বলবৎ থাকবে কিনা। আমার মক্কেল যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন নি, তিনি যে একজন সম্মানার্হ এবং সত্যবাদী ব্যক্তি, একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেবো আমি আর সেই সূত্রে এই সব প্রশ্নেরও সমাধান খোঁজা যাবে—'

* * *

মামলার দ্বিতীয় দিন থেকে, ম্যাকঅ্যালিস্টার যেমন বলেছিলেন তেমনি ভাবেই, সরকার পক্ষের বক্তব্য পেশ করা শুরু হলো। অভিযোগগুলো খারিজ করা হোক, এই প্রার্থনা নাকচ হওয়ার পরে এক এক করে সাক্ষীদের ডাকা হতে লাগলো। সেনেট কমিটির শুনানির জন্যে সমন জারি করেছিলো যে মার্শাল তাঁকে ডাকা হলো হলফ করে বলার জন্যে যে সমন পত্রটি সেই জারি করেছিলো। তারপর শুনানির বিভিন্ন ঘটনার সত্যতা প্রতিষ্ঠা করানোর জন্যে ডাকা হলো ডেভ কানকে। সেনেট শুনানির ছাপানো নথিপত্র ডেভ কান সংযুক্ত করার পরে মিঃ ওয়ার্ড আদালতের সামনে সেই নথিপত্র পাঠ করে শোনাবার আবেদন রাখলেন। জজ ক্যালেন্ট ম্যাকঅ্যালিস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর কোনো আপত্তি আছে কিনা। আপত্তি নেই শুনে জজ নির্দেশ দিলেন নথিপত্র পাঠ করা হোক। সাইলাসকে প্রথম ডাকার মুহূর্ত থেকে শুরু করে তাঁর বহিষ্কার পর্যন্ত যা যা ঘটেছিলো তার বিবরণ পাঠ করা হলো।

তারপর ম্যাকঅ্যালিস্টারকে বলা হলো ডেভ কানকে জেরা করতে। জুরি বক্সের একপাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার।

'মিঃ কান, অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংক্রান্ত সেনেট কমিটিতে আপনার অন্যান্য কাজের মধ্যে একটা হলো সমনগুলো তৈরী করা, তাই না?'

'কোনো কোনো ক্ষেত্রে।'

'অধ্যাপক টিমবারম্যানের ক্ষেত্রে কি হয়েছিলো?'

'আমিই সমন তৈরী করেছিলাম।'

'ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটির সদস্যদের উপরে জারি করা কয়েকটা সমনের মধ্যে এটা অন্যতম ছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'ক্লেমিংটনে ফ্যাকালটির সদস্যদের ক'জনের উপরে সমন জারি করা হয়েছিলো?'

এই প্রশ্নে মিঃ ওয়ার্ড অবজেকশন জানানোতে জজ তাঁকে তাঁর অবজেকশনের কারণ বলতে বললেন।

'এই প্রশ্ন জেরা করার নিয়ম বহির্ভূত। সাক্ষীর জবানবন্দীর সূত্রে অন্যান্য সমনগুলোর কথা আসেনি।'

'আমার বক্তব্য হচ্ছে,' ম্যাকঅ্যালিস্টার বললেন, 'একই ব্যাপারে এই সমনগুলো একত্রে জারি করা হয়েছিলো, শুনানিতে সাক্ষী হিসেবে কয়েকজন ব্যক্তি একত্রে হাজির ছিলেন। সাক্ষী যেহেতু শুনানিতে তাঁর এজাহার দিয়েছিলেন, সেহেতু সেনেট শুনানিতে উপস্থিত অন্যান্য সাক্ষীদের কথা জেরার মধ্যে উল্লেখিত হতেই পারে।'

'এ প্রশ্নটি আ'ইন সঙ্গত', বললেন জজ।

'আমাকে আপত্তি তুলতেই হবে, ধর্মাবতার। আমার মনে হয় প্রশ্নটি আইনবিরুদ্ধ। মিঃ কানের দেয় সাক্ষ্যের সাথে অন্যান্য সমনগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই।'

'আপনার আপত্তি মেনে নিচ্ছি। মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার,' জজ নরম গলায় বলেন, 'জেরা করার নিয়মাবলি জানেন না? বিচার পদ্ধতির সাথে কি আপনার এটুকু পরিচিতিও নেই?'

ম্যাকঅ্যালিস্টার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জজের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আধ মিনিটের মধ্যেই লোকটা একই অবজেকশন একবার নাকচ করে আবার মেনে নিলো! সরকারী উকিলের চাপের সামনে এমন নির্লজ্জ নতিস্বীকার! শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্যাকঅ্যালিষ্টার বললেন, 'আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।'

নিজের যায়গায় ফিরে এসে কোলিও ব্যাগ খুলে অতি ধীরে ধীরে হতাশভাবে কাগজ পত্র গুছিয়ে রাখতে লাগলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। সাইলাস প্রশ্ন করলেন,

'এটাই কি রীতি নাকি?'

'কোনটা?'

'সরকারের চাপের সামনে জজের মাথা নোয়ানো?'

'এখানে তো তাই দেখছি।'

'ফলে তোমার মনে হচ্ছে কানকে আর প্রশ্ন করার চেষ্টা করে লাভ নেই?'

'কিছু লাভ নেই', ম্যাকঅ্যালিস্টার কাঁধ ঝাঁকান। 'বব অ্যালেনের কথা তুলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা আর করবো না। একটা শোচনীয় অবস্থায় পড়ে লাভ নেই, বিক্ষুব্ধ হয়েও লাভ নেই। ধীরে ধীরে এগোনো যাক, সাইলাস, সোজা পথে, খোলাখুলি এগিয়ে দেখা যাক কি হয়। এখনো ওরা আসল চালটা চালে নি। তবে হাতে ওদের তেমন বড়ো কোনো তাস আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

কিন্তু পরবর্তী সাক্ষীকে দেখে ম্যাকঅ্যালিস্টার আর সাইলাস দুজনেই অবাক হলেন। সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালেন এড লাওফেস্ট। গম্ভীর মনোজ্ঞ চেহারা নিয়ে লাও-ফেস্ট নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন একজন মানুষের মতো ধীরগতিতে আদালত কক্ষে ঢুকলেন। বাদামী শার্কস্কিনের স্যুট, শাদা সার্ট, নীল টাই পরিহিত লাওফেস্টকে অত্যন্ত সুদর্শন দেখাচ্ছে। সাইলাস লক্ষ্য করলেন লাওফেস্ট কালো ফিতের গলায় ঝুলিয়ে রেখেছেন একটা ডাঁটিবিহীন চশমা যেটা আগে কোনোদিন সাইলাস তাঁকে ব্যবহার করতে দেখেন নি। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিলো অত্যন্ত অনিচ্ছায় তিনি কাঠগড়ায় উঠছেন। হলফ করার পরে ওয়ার্ডের প্রাথমিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে লাগলেন লাও-

ফেস্ট। কে, কোথায়, কি, কেন এসব প্রশ্নের পরে ক্লেমিংটনে নাগরিক প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলো। লাণ্ডফেস্টের আপাত-অনিচ্ছুক সহযোগিতায় সরকারী উকিল একটি নিটোল রাজদ্রোহিতার চিত্র খাড়া করতে লাগলেন। বিচার্য বিষয়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই বলে অবজেকশন দিলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। ওয়ার্ড বললেন, আমি যোগসূত্র স্থাপন করে দেখাবো, সাথে সাথে জজ আপত্তি নাকচ করে দিলেন। ওয়ার্ড আবার কথা শুরু করলেন, ম্যাকঅ্যালিস্টার আবার অবজেকশন দিলেন, তা আবার নাকচ হলো। এইভাবে ম্যাকঅ্যালিস্টারের প্রতিটি অবজেকশন নাকচ হতে লাগল। সাইলাস নিজের অজান্তে ম্যাকঅ্যালিস্টারের হাত চেপে ধরলেন। ম্যাক বলে উঠলেন, 'শান্ত হও, সাইলাস, শান্ত হও। আমরা ঠিক আমাদের কথা বলবো।' কিন্তু যখন ওয়ার্ড প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি মনে করেন যে অধ্যাপক টিমবারম্যান একজন কমিউনিস্ট?' ম্যাকঅ্যালিস্টার লাফিয়ে উঠে রুদ্ধকণ্ঠে প্রায় চিৎকার বলে উঠলেন,

'অবজেকশন! ধর্মাবতার, সাক্ষী কি মনে করেন তা প্রমাণের অংশ হতে পারে না! এ তো শোনা কথাও নয়!'

জজ সায় দিয়ে মিঃ ওয়ার্ডকে বললেন এই অবজেকশনটি অনুমোদন না করে উপায় নেই। মিঃ ওয়ার্ড প্রশ্নটা একটু অন্যভাবে করুন না!

'ধর্মাবতার, আমি দেখাতে চাই যে ঘটনার মধ্যে এই বিশ্বাসের বাস্তব ভিত্তি আছে।'

'উপায় নেই, মিঃ ওয়ার্ড, ঘটনাগুলো আগে দেখিয়ে নিতে হবে', বললেন জজ।

'বেশ। অধ্যাপক লাণ্ডফেস্ট, আপনি কি অধ্যাপক টিমবারম্যানকে কমিউনিস্ট বলে জানেন?'

'হ্যাঁ, জানি।' লাণ্ডফেস্টের গলায় দুঃখ একেবারে ঝরে পড়ে।

'কি করে জানেন?'

'জেনেছি কিছু কথা শুনে এবং সরাসরি কতগুলো ঘটনা সচক্ষে দেখে।'

ম্যাকঅ্যালিস্টার আবার আপত্তি করেন। 'আবার আমরা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন জন-শ্রুতির কথা শুনছি।' জজ আবার দু'জন উকিলকেই তাঁর টেবিলে ডাকলেন, মাথা নাড়তে নাড়তে। এ কি নতুন ধরণের অবিশ্বাস্য একটা সার্কাস নাকি, ভাবলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। ওয়ার্ড কি কোনোদিন কোনো মামলা লড়েছে, আইন পড়েছে, বা প্রমাণ দাখিলের নিয়মকানুন বোঝার চেষ্টা করেছে? জজ সাহেবের নরম গলায় অঢেল সহানুভূতি। 'আমি দুঃখিত, মিঃ ওয়ার্ড', ফিস ফিস করে বলেন তিনি। সকলেই ফিস ফিস করে কথা বলছে। 'আমি আমার সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিস্থাপনের চেষ্টা করছি',

ওয়ার্ড বললেন, 'সত্যি ধর্মাবতার, বারে বারে "অবজেকশন" তুলে এই মামলাকে একটা তামাশায় পর্যবসিত করা হচ্ছে।' 'কথাটা একটু বেশি কঠোর হয়ে গেল, মিঃ ওয়ার্ড। কারো ব্যক্তিগত মতামতের উপর ভিত্তিস্থাপন করা চলে না। আপনার প্রশ্নগুলোকে বাস্তব তথ্যের সাথে মেলাতে হবে। আর দেখুন, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার, বারে বারে অবজেকশন দিলে মামলা কি আর আপনার পক্ষে যাবে? আগে মিঃ ওয়ার্ডকে ওঁর বক্তব্য পেশ করতে দিন, তারপরে আপনি তো জেরা করতেই পারবেন।' 'যা ভাবছি তা উচ্চারণ করলে', ভাবলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার, 'আমাকে এখান থেকে দূর করে দেবে। হতচ্ছাড়া লোকটা এই মূর্খটাকে শেখাতে চেষ্টা করছে কি করে মামলা চালাতে হয়! 'বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার?' জজ প্রশ্ন করেন। ম্যাক-অ্যালিস্টার উত্তর দেন, 'হুজুর, আমি একজন মক্কেলের হয়ে মামলা লড়ছি। যে ধরণের প্রশ্ন আইনানুগ নয় তার বিরুদ্ধে অবজেকশন আমাকে দিতেই হবে।' 'কোনটা আইনানুগ আর কোনটা নয় তার বিচার আমি করবো, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার। আপনি জেনে রাখুন, এখানে আপনি ন্যায় বিচারই পাবেন!'

সকলে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। মিঃ ওয়ার্ড বললেন, 'আমার শেষ প্রশ্নটা অন্য ভাষায় জিজ্ঞাসা করছি, অধ্যাপক লাগুফেস্ট। আপনি বলেছেন অধ্যাপক টিমবারম্যান একজন কমিউনিস্ট। এর কোনো সঠিক প্রমাণ আপনার কাছে আছে?'

'কতগুলো জিনিস, কতগুলো ঘটনা, কয়েকটা কাজ এর প্রমাণ। উনি কোরিয়ার যুদ্ধের বিরোধী, একথা আমাকে উনি নিজের মুখে বলেছেন। কমিউনিস্টরা তো তাই বলে—' ম্যাকঅ্যালিস্টারের অবজেকশন আবার নাকচ হলো। 'উনি নাগরিক প্রতিরক্ষার বিরোধী। এ তো কমিউনিস্ট অবস্থান। কয়েকটা বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে উনি আমাকে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করানোর চেষ্টা করেছেন।'

'শুধু তাই?' ওয়ার্ড প্রশ্ন করেন।

'আজ্ঞে না। অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ এবং নৈতিক অবনতির অপরাধে সাময়িকভাবে বরখাস্ত একজন অধ্যাপকের সমর্থনে ক্লেমিংটনের ক্যামপাসে একটি সভা হয়—কমিউনিস্ট সভা। অধ্যাপক টিমবারম্যান সেই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।'

'সভাটা কবে হয়েছিলো?'

'২রা নভেম্বর, ১৯৫০।'

'সভাটি কি গোপন সভা ছিল?'

'না। ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যেই সভাটি হয়েছিলো। তবে এর সংগঠকরা সকলেই ছিল কমিউনিস্ট।'

'এটা যে কমিউনিস্টদের দ্বারা সংগঠিত ছিল তা আপনি কি করে জানলেন?'

'সভাটির সংগঠকদের মধ্যে ফ্যাকালটির কয়েকজন সদস্য ছিলেন, তাঁরাই আমাকে বলে দিয়েছিলেন।'

ম্যাকঅ্যালিস্টারের অবজেকশন আবার নাকচ হলো। 'এ প্রমাণ কি গ্রাহ্য হতে পারে?' সাইলাস জানতে চান। 'এতো প্রমাণই নয়।' ম্যাকঅ্যালিস্টার উত্তর দিলেন না। স্তব্ধ, নিস্পন্দ হয়ে বসেছিলেন তিনি, কাঁধদু'টো নুয়ে পড়েছে। ওয়ার্ড যখন অমায়িক ভঙ্গীতে মাথা হেলিয়ে জানালেন, তাঁর প্রশ্ন করা শেষ, ম্যাকঅ্যালিস্টার প্রথমটায় যেন দেখতেই পেলেন না। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় স্বগতোক্তি করলেন, 'আমার সাক্ষী না হাতি!' হেলতে দুলতে জুরি বক্সের কোণায় এসে দাঁড়ালেন তিনি, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। জুরিরা অবশ্য একটুও হাসলো না। ভাবলেশহীন মুখে তারা সব শুনে যাচ্ছে। সাইলাসও সব শুনতে শুনতে লাণ্ডফেস্টকে লক্ষ্য করছিলেন। লাণ্ডফেস্ট কিছুতেই তাঁর চোখে চোখ রাখতে পারছিলো না। অবাক হয়ে ভাবছিলেন সাইলাস, লাণ্ডফেস্ট তো বিশেষ কিছুই বললো না, আর ওয়ার্ডও তো বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করলো না ওকে। এবারে ম্যাকঅ্যালিস্টারের পালা।

'আপনি অধ্যাপক টিমবারম্যানকে কবে থেকে চেনেন?'

'যদ্দুর মনে পড়ে ১৯৩৩ সাল থেকে।'

'অর্থাৎ গত আঠারো বছর?'

'হ্যাঁ। প্রায় আঠারো বছর।'

'এই আঠারো বছর ধরে ওঁর সাথে আপনার আলাপ বেশ ঘনিষ্ঠ, তাই না? কেবল চাকুরি জীবনে নয়, আপনাদের তো পারিবারিক সম্পর্কও ছিল?

'তা ছিল।'

'আপনি এবং আপনার স্ত্রী ওঁদের বাড়িতেও তো প্রায়ই যেতেন, তাই না?'

'তা, মানে, "প্রায়ই" বলবো কিনা '

'ওঁদের বাড়ি যেতেন তো?'

'হ্যাঁ, যেতাম।'

'কতবার করে যেতেন?'

'তা কি করে বলবো? হিসেব রেখেছি নাকি!'

'আন্দাজে একটা বলুন—সপ্তাহে একবার? মাসে একবার?'

'তা মাসে একবার হবে।'

'আপনাদের শুধু সহকর্মী না বলে, বন্ধুই বলা যায়, কি বলেন ?'

'খানিকটা বলা যায়। তবে যে দিন বুঝলাম অধ্যাপক টিমব্যারম্যানের মতলব কি, সেদিনই আমি বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলি।'

'সেটা কবে ?'

'এই, মাস তিনেক আগে।'

'অথচ ১৯৫০ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে আপনি অধ্যাপক টিমবারম্যানের বাড়িতে একটা ককটেল পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন।'

'তারিখ ঠিক মনে নেই। বললাম যে, এই মাস তিনেক হবে।'

'কিন্তু এর আগে দীর্ঘ আঠারো বছরে, অধ্যাপক টিমবারম্যানের হাবেভাবে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো চিহ্ন আপনার চোখে পড়েনি ?'

'পড়েনি আবার! কিন্তু সেগুলো খুব ধূর্তভাবে লুকোনো থাকতো।'

'এতো ধূর্তভাবে লুকোনো থাকতো যে আপনার চোখেই পড়তো না ?'

'হ্যাঁও বলতে পারেন, নাও বলতে পারেন।'

'হ্যাঁ আর না দু'টোই বললে চলবে না। হয় বলুন হ্যাঁ, নয় বলুন না।'

'উদারপন্থার ভঙ্গীর আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখা একজন কমিউনিস্টের পক্ষে কঠিন নয়।'

'আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি, এই তিন মাসের আগে গত আঠারো বছরে অধ্যাপক টিমবারম্যানের মধ্যে যে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আপনি বলছেন তার কোনো চিহ্ন আপনার চোখে পড়েছিলো কি না।'

'হ্যাঁ, পড়েছিলো।'

'অথচ তখন এ বিষয়ে আপনি কিছুই করেন নি ?'

'আমি প্রেসিডেন্ট ক্যাবটকে জানিয়েছিলাম—ক্যাবট আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট।'

'প্রেসিডেন্ট ক্যাবটকে কবে জানিয়েছিলেন ?'

এখানে মিঃ ওয়ার্ড অবজেকশন দিলেন। আবার জজ দু'জন উকিলকে ডাকলেন। নিচু স্বরে তাঁদের আলোচনা দেখতে দেখতে সাইলাস, ভাবলেন, এই মামলা পরিচালনার মধ্যে মনে হচ্ছে অর্থ বা যুক্তির কোনো স্থান নেই। আলোচনার শেষে আবার প্রশ্ন শুরু করে ম্যাকঅ্যালিস্টার দেখাবার চেষ্টা করতে লাগলেন সাইলাসের সাথে পরিচিতির আঠারো বছরের মধ্যে লাণ্ডফেস্ট কোনোদিন কমিউনিস্ট ভাবধারার

কোনো চিহ্ন দেখেন নি। কিন্তু যে ভাবেই প্রশ্ন করা হোক না কেন, অবজেকশন দিয়ে দিয়ে তাঁকে বাধা দেওয়া হতে থাকলো। বারে বারে পথ পাল্টাতে থাকলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার।

'আচ্ছা, অধ্যাপক লাওফেস্ট, অধ্যাপক টিমবারম্যান একজন পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক তো?'

'হ্যাঁ।'

'ওঁর বয়সে পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক হওয়া কি খুব স্বাভাবিক?'

'কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা অস্বাভাবিক হবে। কিন্তু যুদ্ধের পর থেকে ক্লেমিংটনের অনেক দ্রুত প্রসার ঘটেছে।'

'এই পদে উন্নীত হওয়ার আগে অধ্যাপক টিমবারম্যানের নিশ্চয় বেশ কয়েকবার পদোন্নতি হয়েছে?'

'তা হয়েছে।'

'এই পদোন্নতিগুলো হয়েছে তো আপনার জন্যেই।'

'খানিকটা তাই।'

'যে বিভাগে অধ্যাপক টিমবারম্যান পড়ান তার প্রধান হিসেবে তাঁর পদোন্নতির ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তই তো চূড়ান্ত?'

'তা নয়। আমি কেবল সুপারিশ করেছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অন্য লোক।'

'কিন্তু এ কি খুব অদ্ভুত নয় যে এমন লোককে উচ্চতর পদের জন্যে আপনি বারে বারে মনোনীত করেছেন যাকে আপনি আজ গোপন কমিউনিস্ট হিসেবে অভিযুক্ত করছেন?'

উত্তর দেবার আগেই অবজেকশন দেওয়া হলো। সাথে সাথেই জজ তা মেনেও নিলেন। মার্ক টোয়েনকে নিয়ে বিতর্কের কথা তুলতে গিয়েও একই রকম বাধা পেলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। যখন গণপ্রতিবাদের কথা তুলতে গেলেন তখনো একই ঘটনা ঘটলো। নাগরিক প্রতিরক্ষার কথা সামনে আনতে এবং লাওফেস্টের তৎকালীন ভূমিকার কথা ম্যাকঅ্যালিস্টার যখন ওঠাতে গেলেন তখন জজ আবার উকিলদের ডাকলেন আলোচনায়। তারপরেই মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি ঘোষিত হলো।

* * *

খেতে বসে প্লেটের খাবার না খেয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সাইগানের দিকে বিমর্ষ চোখে তাকিয়ে রইলেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। বললেন, একটু হুইস্কী টানতে পারলে বাঁচা

যেতো। শেষ পর্যন্ত সাইলাসকেই বলতে হলো যে মামলা এই সবে শুরু হয়েছে, এখনি উতলা হলে চলবে কেন ?

'ব্যাপারটা একই—এটা কি একটা বিচার হচ্ছে ! বলবো না ভেবেছিলাম, কিন্তু তুমি তো বুঝতেই পারছো।'

'তা পারছি। তবুও এটা একটা বিচার তো বটেই।'

'না, বিচার নয়। কে জানে কোত্থেকে ওরা এই হোরেস ওয়ার্ডকে জোগাড় করেছে। লোকটাকে দেখলে ভয় হচ্ছে। ভয় হচ্ছে ও কেবল একটা অসহ্য, অশিক্ষিত বাজে উকিল বলে নয়, ভয় হচ্ছে এই দেখে যে, ও যে খারাপ উকিল, কাজ জানে না, তা ঢাকার কোনো চেষ্টাই ও করছে না। ব্যাপার হচ্ছে, ও ভালো উকিল না খারাপ উকিল তাতে কিছু যায় আসে না। জজ হিসেবে আর উকিল হিসেবে সারা জীবনে মামলা চালাতে এতো অনুপযুক্ত কোনো লোক আমি দেখিনি। লাণ্ডফেস্টের মতো এত খারাপ তালিম দেওয়া সাক্ষীও দেখি নি, সাক্ষীকে এতো ফালতু প্রশ্ন করতেও দেখিনি। এমন অনেক প্রশ্ন ও বাদ দিলো যা অনেক বেশী কার্যকরী হতে পারতো। ওর প্রশ্নগুলো আদৌ লাগসই হলো না। মূর্খের মতো কি প্রশ্ন করবে হাতড়াচ্ছিলো লোকটা। প্রশ্নগুলো থেকে কোনো প্রমাণ তৈরী হয়নি— তবে তা নিয়ে ও বিন্দুমাত্র ভাবিত নয়। প্রমাণগুলো ভুল বা নির্ভুল তাতে ওর কিছু যায় আসে না। এদিকে জজসাহেব ওকে আইন ব্যবসা শেখাচ্ছেন আর আমার সব ক'টা এগোবার পথ বন্ধ করে দিচ্ছেন। আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হতে চাই না আমি, ভয়ে নয়, তাতে কোনো লাভ হবে না বলে।'

'এমন হতে পারে তো যে লাণ্ডফেস্টকে ওরা শেষ মুহূর্তে পাকড়াও করেছে।'

'হতে পারে, সবই হতে পারে। ওদের হাতে আর আছে বব অ্যালেন, আজ বিকেলে ওকে দাঁড় করাবে ওরা। ব্যস, তারপর চট করে কাজ হাসিল হয়ে যাবে ওদের।'

তাঁরা আদালত ভবনে ফিরতেই একদল সাংবাদিক সাইলাসকে ঘিরে ধরে মামলা সম্পর্কে এবং সে বিষয়ে তাঁর নিজস্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করলো। 'আমার মনোভাব খুব পরিষ্কার,' সাইলাস বললেন। 'আমি সত্যি কথা বলেছি। পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য এবং মনগড়া।' 'আমরা শুনেছি আজ সকালে লাণ্ডফেস্ট সাক্ষী দিয়েছেন। মার্ক টোয়েন নিয়ে গোলমালে উনিই জড়িত ছিলেন না ?' হ্যা ছিলেন, উনিই সেই ব্যক্তি, সাইলাস সায় দেন। 'আপনি কি মনে করেন আপনি বেকসুর খালাস পাবেন ?' 'অপরাধ যখন করিনি তখন খালাস পাওয়াই তো উচিত।' আর যদি খালাস না পাই, ভাবলেন সাইলাস। সে কথাই কি ম্যাকঅ্যালিস্টার তাঁকে

বলার চেষ্টা করছিলেন ? তিনি যে দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন এ কথা তিনি মনের গভীরে কখনো বিশ্বাস করেন নি। কোন অপরাধে দোষী ? কি করেছেন তিনি, আর তাঁকে নিয়ে এরা করতে চাইছেটা কী ?

'জানি না', কৌতূহলী দৃষ্টিতে সাংবাদিকদের দেখতে দেখতে তিনি ধীরে ধীরে বললেন। চটপটে, ভদ্রস্বভাব, বাস্তবমুখী কিছু ব্যক্তি, যাদের কোন শত্রু নেই, এই ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ভবনে যতো কিছু মনোহারী ঘটনা ঘটে থাকে তার সব কিছুতেই এদের অসীম আগ্রহ। এদের যদি বলা যায়, তাঁর স্ত্রী আর তিন সন্তানের কথা, যদি বলা যায় তাঁর পরিবার নিয়ে শান্তিতে ভদ্র জীবন কাটানোর অতি সাধারণ স্বপ্নের কথা, তিন ছেলেমেয়ের বড়ো হওয়া দেখতে দেখতে নির্বিবাদে মধ্যবয়স পার করে দেওয়ার ইচ্ছার কথা, কি বলবে এরা। ভদ্রভাবে শুনে যাবে। লিখবে কি, সাইলাস টিমবারম্যানকে কে বা কারা মিথ্যা সাজানো মামলায় জড়িয়ে দিয়েছে ? কোরিয়াতে একটা যুদ্ধ চলছে। তাতে এদের কিছু যায় আসে না, আর এরা বুঝতেই পারবে না তিনি কেন তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন। কামানের গোলার টুকরো যখন একজন কোরিয়াবাসীর শরীর বিদীর্ণ করে তখন কি তাঁর শরীরে ব্যথা লাগে ? কোরিয়াতে শিশুর কান্নার শব্দে তার সন্তানদের ঘুম ভেঙে যায় কি ? অ্যাটম বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি একটা আবেদনে সই করেছিলেন। কিন্তু হত্যাকাণ্ড যদি চালাতে হয়ই তাহলে হত্যা করার পদ্ধতিগুলোকে যতদূর সম্ভব নিপুণ করে তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি ? এসব হাবিজাবি ভাবপ্রবণতা নিয়ে চিন্তা করা এদের পেশা নয়।

সাইলাস দেখলেন তাঁকে নিয়ে এরা কি লিখবে না লিখবে সে ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই তার। পিছন ফিরে আদালত কক্ষে ঢুকে গেলেন সাইলাস।

* * *

সেদিন বিকেলে সাক্ষী দিলো বব অ্যালেন। ব্র্যানিগানের সাজানো প্রশ্নগুলো ওয়ার্ড ব্যবহার করলো বলেই বোধহয় বব অ্যালেনকে এন্ড লাণ্ডফেস্টের চাইতে বেশী কার্যকরী সাক্ষী বলে মনে হলো। ম্যাকঅ্যালিস্টার অনেকবার অবজেকশন দেওয়া সত্বেও সেই বইগুলোর নাম করা হলো আবার। এই প্রথম সাইলাস বুঝতে পারলেন, বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কায়দায় সাজালে যে কোন বইকেই অশুভ অর্থবহ করে তোলা যায়। "ব্যাবিট" আর "এলমার গ্যানট্রি"-কে মনে হলো দু'টো ভয়ানক রাক্ষস অ্যামেরিকান জীবনধারাকে গ্রাস করতে আসছে হাঁ করে। এ সমস্ত বই শাসকের বিরোধিতা করতে শেখায়, হিংসা আর বলপ্রয়োগ দ্বারা সরকারের পতন ঘটানোর কথা বলে, "ভালো" "ভালো" গুণগুলিকে ব্যঙ্গ করে, ছোট করে।

বব অ্যালেন যখন "ড্রাইসার" নামটা উচ্চারণ করে তখন শব্দটা কেমন যেন বিদেশী বলে মনে হয়। বলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ড্রাইসার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন আর তা নিয়ে আবার গর্বও করতেন। সবাই জানে—'

দু'টো একটা কথাতেই জুরিরা বুঝে যায় "অ্যান অ্যামেরিকান ট্রাজেডী"র মতো বই দিয়েই কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে। ম্যাকআলিস্টার দাঁড়িয়েই থাকেন। জজ বড়ো ধৈর্যশীল। বলেন, 'আবার কি হলো মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার?' বোঝাই যাচ্ছে, আসামির উকিল বইগুলোকে ভয় পান। আরে, ভয় পাচ্ছো কেন, নাম বলো, খোলাখুলি সব কথা হোক। কই, মিঃ ওয়ার্ড তো ভয় পান না। মিঃ ওয়ার্ডকে ঠিক টাইরোন পাওয়ারের মতো দেখতে। আমাদের চেনা লোক। মধ্যাহ্ন আহারের সময় জুরিরা সকলেই মিঃ ওয়ার্ড আর টাইরোন পাওয়ারের চেহারার সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর ওই ম্যাকঅ্যালিস্টারকে দেখো, ফুলো ফুলো মুখ, লাল নাক। মিঃ ওয়ার্ডের ঝকঝকে সততায় পরিপূর্ণ চেহারার পাশে? আরে ছিঃ! সততাই তো আসল কথা। আইনটাইন দিয়ে কি হবে। বিচারালয়ের কাজই হলো সত্যস্থাপন। আর হচ্ছেটা কি? ম্যাকঅ্যালিস্টার কি ভাবছে যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবজেকশন অবজেকশন বলে ঘ্যান ঘ্যান করে কোনো কাজ হবে? মিঃ ওয়ার্ড "সিসটার ক্যারি" সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন সাক্ষীর কাছে, আর জুরিরা বুঝে গেলেন বইটা ধড়িবাজ একটা নষ্ট মেয়েছেলেকে নিয়ে লেখা। দেখো, ম্যাকঅ্যালিস্টার আবার অবজেকশন দিচ্ছে।

১৯৪৭ সালে অধ্যাপক টিমবারম্যানের বাড়িতে মিটিঙের কাহিনী আবার বললো বব অ্যালেন। এই সাক্ষীকেও দেখো, কি সুন্দর চেহারার যুবক, কেমন ঋজুস্বভাবের ছেলে। অনেকটা মিঃ ওয়ার্ডের মতোই। মাস্টার যদি রাখতেই হয়, তাহলে তার চেহারা এরকমই হওয়া বাঞ্ছনীয়। মিঃ অ্যালেনের চেহারাও বেশ চেনা চেনা। টাইরোন পাওয়ারের মতো দেখতে না হলেও আদর্শ যুবক অ্যামেরিকানদের মতোই দেখতে তিনি। আদর্শ যুবক অ্যামেরিকান তাদেরই বলা হয় যাদের চেহারায় বেশ একটা আদর্শ-আদর্শ ছাপ থাকে। মিঃ অ্যালেনকে আরো পরিচিত লাগছে কারণ তিনি হলেন সেই সব নতুন বীরপুঙ্গবদের অন্যতম যাঁরা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বল্লম হাতে যুদ্ধে নেমেছেন। প্রথম প্রথম এঁদের নামে এমন সব কুৎসা রটানো হচ্ছিলো যে সে আর বলার নয়—এরা নাকি সব টিকটিকি গোয়েন্দা, যারা চুকলি কাটা আর লাগানি ভাঙানির ব্যবসায় নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেশব্যাপী প্রচার দ্বারা জনমানসে এই সংবাদ প্রোথিত করে দেওয়া গেছে যে আজকের যুগের অ্যামেরিকায় গোয়েন্দাই হচ্ছে অগ্রনায়ক মাতব্বর। এই

মাতব্বরেরা আবার খুব বিনয়ী, ঠিক মিঃ অ্যালেনের মতো। ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনভার সহিংসশক্তির দ্বারা দখল করার জন্যে সাইলাস টিমবারম্যান আহূত সভায় ক্যাপলীন আর ফেডারম্যানের উপস্থিতির কথা বলার সময়ে মিঃ অ্যালেনের কথায় আলাদা কোনো তাৎপর্যের ছোঁওয়া ছিল না। ফলে জুরিদের বুঝতে কোনো অসুবিধাই হয়নি যে মিঃ অ্যালেন একটুও ইহুদি বিদ্বেষী নন, তিনি কেবল মানেন যে এই ধরনের গোলমেলে ব্যাপারে ইহুদিরা সব সময়েই জড়িত থাকে।

একটার পর একটা নাম করে চললেন মিঃ অ্যালেন। অধ্যাপক টিমবারম্যানের নাম করে বললেন উনি কমিউনিস্ট—যে ভাবে বললেন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকে না। অ্যালেক ব্রেডি কমিউনিস্ট, ফেডারম্যান কমিউনিস্ট, ক্যাপলীন কমিউনিস্ট, এডনা ক্রফোর্ড কমিউনিস্ট। অনেক ছাত্রের নাম করা হলো। তারাও সব কমিউনিস্ট। শান্ত ভাবে ওয়াকিবহাল বোদ্ধা ব্যক্তির মতো কথা বলছিলেন মিঃ অ্যালেন। তাঁর কণ্ঠে অংশু একটু বিষাদের ছোঁওয়াও ছিল—, তবে কর্তব্য তো করতেই হবে, যতোই তা অরুচিকর হোক না কেন। তাঁর কথা থেকে যে চিত্রটি পরিস্ফুট হলো তা রীতিমতো ভয়াবহ। মনে হলো ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয় একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গোলক ধাঁধা যার প্রতিটি কোণই কমিউনিস্ট অধ্যুষিত, যারা তাদের অধার্মিক আর কুটিল মন নিয়ে ছাত্রদের বিকৃতমনস্ক করে তোলার নব নব পন্থা আবিষ্কারে ব্যস্ত, অমঙ্গলময় যে সব পথের কথা মানুষের চিন্তারও অতীত। সত্য অনেক সময় ভয়াবহ হয় তো বটেই। প্রমাণ তো সামনেই রয়েছে। দেখলে না সাইলাস টিমবারম্যান কি ভাবে আমাদের পরম প্রিয় লেখক মার্ক টোয়েনকে নিজের ধান্দায় ব্যবহার করার চেষ্টা করছিলো।

এই মারাত্মক কথাটা বলে সরকার পক্ষ থামলো। গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে মিঃ ওয়ার্ড জজকে জানালেন তাঁর বক্তব্য রাখা হয়ে গেছে। প্রমাণও হয়ে গেছে। ভাবখানা এইরকম যে, আমার বাবা অতো ধানাই পানাই নেই, সোজা কথা সোজাসুজি বললাম, এবারে আপনারা দেখুন সত্যি বলেছি কিনা।

মিথ্যা আর অর্ধসত্য, বিকৃত তথ্য আর আপাত সত্য, আষাঢ়ে কল্পনা আর ভিত্তিহীন গুজব দিয়ে বোনা দানবীয়, আজগুবি মিথ্যা আর উদ্ভট কপটাচারের জালে সাইলাস যতোই জড়িয়ে পড়ছিলেন ততোই তাঁর মন থেকে বিরাগ আর জ্বালার ভাবটা কেটে যাচ্ছিলো। তিনি উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন এবং বিচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে মেনে নেওয়ার দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে, তিনি দোষী সাব্যস্ত হতে চলেছেন। ম্যাকঅ্যালিস্টার যাই করুক না কেন, এই অমোঘ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। বারে বারেই মনে হচ্ছিলো এক্ষুনি বুঝি জুরিরা হর্ষধ্বনি করে হাততালি দিয়ে উঠবে।

তিনি ভাববার চেষ্টা করছিলেন, তাঁর অনেকদিনের চেনা বব অ্যালেনের মধ্যে কোনোদিন কি এমন কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি দেখেছেন, যা তার আজকের এই ব্যবহারের পূর্বসূত্র হতে পারে? কিন্তু তেমন কিছুই তাঁর মনে পড়লো না, কিছুই তেমন ধরতে পারলেন না তিনি। বব অ্যালেন এখন সহকারী অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত, ইতিমধ্যে সাময়িক পত্রে নিবন্ধ রচনা করে, ইনডিয়ানাপোলিস এবং শিকাগোতে অ্যামেরিকান লিজিয়নের সামনে বক্তৃতা দিয়ে মোটা টাকার পারিশ্রমিক জুটেছে তার, এসবই সত্যি। কিন্তু এ দিয়ে কি তার ব্যবহারকে বাস্তবিকই ব্যাখ্যা করা যায়? মানুষ কি এতো হৃদয়হীন হয়ে মানুষের সাথে বেইমানী করতে পারে, এতো নির্মম হয়ে মানুষের সর্বনাশ করতে পারে! তাহলে তো মানব সমাজের এই বিশাল ইমারত ধ্বসে পড়বে! সাথে সাথেই মনে হলো, ধ্বসে পড়েনি তো! নাকি সে ইমারত ধ্বংসের পথে? না কি এ দুঃস্বপ্ন শুধু তিনিই দেখছেন? বাকি সব ঠিক আছে?

জোর করে আবার ম্যাকঅ্যালিস্টারের কথায় মনসংযোগ করলেন সাইলাস। ছোটোখাটো মানুষটি বারে বারে আশ্চর্য সাহস আর তেজের সাথে পরাজয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছিলেন। কিন্তু এক দিনে তিনিও বদলে গেছেন। বব অ্যালেনকে গোয়েন্দা নামে অভিহিত করার সময়ে তাঁর কণ্ঠে চাবুকের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছিলো। জজ ক্যালেন্ট তাঁকে সাবধান করে দিলেন। বব অ্যালেন নিজের পরিচয়ে বললো, 'আমি একজন অ্যামেরিকান, আমার প্রিয় জন্মভূমির প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত প্রাণ।' ম্যাক-অ্যালিস্টারের তীব্র ভৎর্সনা আবার শোনা গেলো, 'গোয়েন্দা! গুপ্তচর!' জজ আবার দুই উকিলকে ডাকলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর মোলায়েম, কিন্তু ভীতি প্রদর্শন যথেষ্ট কঠোর। 'এমন করলে, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার, আমি কিন্তু আপনাকে আদালত অবমাননায় দায়ে ফেলতে বাধ্য হবো।'

ম্যাকঅ্যালিস্টার বব অ্যালেনকে প্রশ্ন করলেন, 'মিঃ অ্যালেন, ইংরেজী বিভাগে আপনি কি ভাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন?'

'দরখাস্ত করেছিলাম, বোর্ডের সামনে মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে নিয়োগপত্র পেয়েছিলাম।'

'অধ্যাপক টিমবারম্যানের সুপারিশে আপনাকে নিয়োগ করা হয়েছিলো না?'

'আদৌ না,' বব অ্যালেন মুচকি হেসে তাকালো একবার সাইলাসের দিকে—কি হাস্যকর ধারণা! কতো কিছুই না আজ হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে!

'১৯৪৭ সালের কোনো এক সময়ে অধ্যাপক টিমবারম্যানের বাড়িতে একটা মিটিংয়ের কথা আপনি বলেছিলেন। মিটিংটা কবে হয়েছিলো, সঠিক তারিখটা কি ছিল বলতে পারেন, মিঃ অ্যালেন?'

'সঠিক তারিখটা আমার মনে নেই।'

'অথচ মিটিঙে কি কি কথা হয়েছিলো তা আপনার পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে আছে?'

'কথাগুলো আমার মনে গভীর ছায়াপাত করেছিলো, কারণ তখনি কথাগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভীতিপ্রদ বলে মনে হয়েছিলো আমার। এখনো তাই মনে হয়। কিন্তু তারিখটা মনে রাখার কোনো চেষ্টা আমি করি নি।'

'সপ্তাহটা? সপ্তাহটা মনে আছে?'

'মনে পড়ছে না।'

'মাসটা? মাসটা নিশ্চয় মনে আছে আপনার?'

'যতদূর মনে হয় মার্চের প্রথম দিকে—হ্যাঁ, মার্চের প্রথম সপ্তাহেই হয়েছিলো মিটিংটা।'

'তখন টিমবারম্যানদের বাড়িতে অস্বাভাবিক কোনো পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন কি?'

'আমার জবানবন্দীতে সবই বলেছি।'

'আচ্ছা, যদি আপনাকে বলি যে মার্চের প্রথম দু'সপ্তাহ জুড়েই টিমবারম্যান পরিবারে কেউ ভীষণ অসুস্থ ছিলেন, তাহলে আপনার কিছু মনে পড়বে?'

'মার্চের শেষের দিকেও হতে পারে। বললাম না যে তারিখ সম্পর্কে আমি ঠিক নিশ্চিত নই।'

'কিন্তু সেই মিটিংএ কে কে উপস্থিত ছিলেন তা আপনার নিশ্চিতভাবে মনে আছে। যতদূর মনে পড়ছে, আপনি অধ্যাপক আমস্টারডাম, অধ্যাপক ক্যাপলান, আর অধ্যাপক ফেডারম্যানের নাম করেছেন। আপনি আর টিমবারম্যান দম্পতি তো ছিলেনই।'

'হ্যাঁ, তাই।'

'অথচ দেখুন, আমার হাতে রয়েছে একটি হাসপাতালের রসিদ যা থেকে দেখা যাচ্ছে অধ্যাপক ফেডারম্যান ১৯৪৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় টানা দু'মাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আপনি রসিদটা দেখবেন, মিঃ অ্যালেন?'

রসিদটা দেখলো বব অ্যালেন। তারপর সেটাকে প্রমান হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হলো। কাঁধ ঝাঁকালো বব অ্যালেন। চার বছর আগের ব্যাপার। অধ্যাপক টিমবারম্যানের বাড়িতে মিটিঙে অধ্যাপক ফেডারম্যানকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। এই বিশেষ একবার তিনি হয়তো ছিলেন না। ভুল তো হতেই পারে।

'কিন্তু এই তথাকথিত মিটিঙে কি কি ঘটেছিলো তা আপনার স্পষ্ট মনে আছে? কোনো ভুল হচ্ছে না সে বিষয়ে?'

'মনে আছে। কোনো ভুল হচ্ছে না।'

'আপনি সাক্ষ্যতে এও বলেছেন যে মিটিংটা একটা ব্রিজ খেলার নেমন্তন্নের অজুহাতের আড়ালে সংগঠিত হয়েছিলো? বলেছিলেন তো?'

'বলেছিলাম।'

'মিঃ অ্যালেন, অধ্যাপক ও মিসেস টিম্বারম্যান দু'জনেই ব্রিজ খেলেন?'

'হ্যাঁ, খেলেন।'

ম্যাকঅ্যালিস্টার এবার টেবিলে ফিরে এসে আরেকটা কাগজ নিয়ে জজের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, 'ধর্মাবতার, দয়া করে এটা একবার পাঠ করে বলুন প্রমাণ হিসেবে এটা গণ্য হতে পারে কি না।' মিঃ ওয়ার্ড তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বললেন কাগজটা তিনিও পড়তে চান। কাগজটা "ফালক্রামে"র একটা পুরোনো সংখ্যা, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অবসর বিনোদন সম্পর্কে একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই রচনার লেখক বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে অধ্যাপক টিম্বারম্যান কখনো ব্রিজ খেলতে শেখেন নি। জজ কাগজটি পড়ে ওয়ার্ডকে দিলেন। ওয়ার্ডও কাগজটা পড়লেন। 'এই চুটকি রচনাটার আবার কোনো অর্থ হয় নাকি,' মিঃ ওয়ার্ড বললেন। 'এ তো স্রেফ গালগল্প।' 'অবশ্যই অর্থ আছে। এ রচনা প্রমাণ করছে যে অধ্যাপক টিম্বারম্যান ব্রিজ খেলেন না। এই রচনা আপনার সাক্ষীর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ জাগাবে।' 'সেটাই তো কথা, মিঃ ম্যাক-অ্যালিস্টার, এখানে আমরা বিশ্বস্ততা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেবো না।' জজ খুব নরম গলায় বলে চলেন, 'মিঃ টিম্বারম্যান ব্রিজ খেলতে জানতেও পারেন, নাও জানতে পারেন। কিন্তু সে কথা কলেজ পত্রিকায় একটা ছোট্ট লেখা থেকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়। মিঃ টিম্বারম্যান হয়তো ইচ্ছে করেই কথাটা ছাপিয়ে ছিলেন বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে।' ম্যাকঅ্যালিস্টার প্রতিবাদ করে বলেন, 'কিন্তু লেখাটা তো দু'বছর আগে ছাপা হয়েছিলো।' জজ আবার একই সুরে বললেন, 'মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার, আপনি সাক্ষ্যপ্রমাণের ব্যাপারে সহজ সরল নিয়মগুলো নিশ্চয় জানেন। খুব বেশী হলে বলা যায় এটা একটা হলফনামা, তাও বেশ নড়বড়ে।' 'সংবাদপত্রে প্রকাশিত রচনাকে হলফনামা বলা যায় না, ধর্মাবতার একথা আপনাকে মানতেই হবে।' 'বেশ তো, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার, আপনি জানেনই তো কি করে তথ্যটা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যাবে। ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু বা পরিবারের কোনো

সদস্যকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করুন, যে আমাদের বলবে মিঃ টিমবারম্যান 'ব্রিজ' খেলেন না।' 'ধর্মাবতার, আপনি কি জানেন ক্লেমিংটন থেকে ওয়াশিংটনে একজন সাক্ষীকে নিয়ে আসতে খরচ কতো হতে পারে?' অত্যন্ত শীতল কণ্ঠে জজ উত্তর দিলেন, 'এ রকম সাধারণ কথা জানবো না, এতো নির্বোধ আমি নই।'

জজের টেবিলে নিচু গলায় তর্ক চলতেই থাকলো। সাইলাস বেশ বুঝছিলেন, আর কোনো আশা নেই। ম্যাকঅ্যালিস্টার আবার জেরা শুরু করলেন। কিন্তু বব অ্যালেন বড়ো বিপদটা অতিক্রম করে এসে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। শান্ত চেহারা, মুখে মৃদু হাসি। এই গালফুলো লোকটা তাকে মিথ্যার ফাঁদে ফেলার কি চেষ্টাই না করছে! একবার যখন ম্যাকঅ্যালিস্টার তাকে 'গোয়েন্দা' বলে উঠলেন, বব অ্যালেন গভীর আন্তরিকতা ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো,

'আপনি আমাকে বারে বারে ওই অপবাদ দিচ্ছেন, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার, শুনতে আমার ভালো লাগছে না। কিন্তু আমার দেশের স্বার্থে যদি এই অপবাদের বোঝা আমাকে বহন করতে হয় তা আমি মাথা পেতে নেবো।'

আবার সাইলাসের মনে হলো জুরিরা এক্ষুনি হাততালি দিয়ে উঠবে। তাঁর পিছনে উপবিষ্ট দর্শকদের মধ্যেও একটা সপ্রশংস গুঞ্জন উঠলো। জজ সাথে সাথেই গাম্ভীর্য সহকারে সে গুঞ্জন থামিয়ে দিলেন। বেশ ধমকের সুরে বব অ্যালেনকে বললেন, 'প্রশ্নের উত্তরের বাইরে কিছু বলার দরকার নেই।'

জেরা শেষ হতেই সেদিনের মতো বিচার স্থগিত রইলো। সরকার পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করা শেষ হলো।

*　　*　　*

ছ'টার সময় প্লেনটা পৌঁছবে। সাইলাস আর ম্যাকঅ্যালিস্টার একটা ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে এলেন রেভারেণ্ড মাস্টারসন আর অ্যালেক ব্রেভিকে অভ্যর্থনা করতে। পথে সাইলাস ম্যাকঅ্যালিস্টারকে প্রশ্ন করলেন, ব্রিজ খেলার ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে মায়রাকে ওয়াশিংটনে আনলে বেশী ভালো হতো কিনা। ম্যাকঅ্যালিস্টার বললেন, তা হতো না। মায়রাকে ওরা বিশ্বাস করতো না। সাক্ষী হিসেবে আসামির স্ত্রী খুব নির্ভরযোগ্য হয় না। 'তাছাড়া, সাইলাস, ক্লেমিংটন থেকে দু'জনের বেশী সাক্ষী নিয়ে আসার টাকা কোথায় আমাদের? আর, এনে লাভই বা কি? ব্রেভি এ ব্যাপারে সাক্ষী,

দিতে পারবে।' সাইলাসের মনে পড়লো না ব্রেডির সাথে ত্রিজ নিয়ে কখনো তাঁর কোনো কথা হয়েছে কিনা।

সে যাই হোক না কেন, ওদের দু'জনের সাথে দেখা হয়ে মনটা খুশী হয়ে উঠলো। মাস্টারসন খুব আন্তরিকভাবে সাইলাসের করমর্দন করলেন। সাইলাস ধন্যবাদ দিতে গেলে বললেন, বেড়াতে যাওয়া তো হয় না, এতো একটা দারুন সুযোগ। প্রতি পাঁচ বছরে অন্তত একবার প্রত্যেকের ওয়াশিংটনে লিনকন মেমোরিয়াল দেখতে আর পটোম্যাক নদীর ধারে বেড়াতে আসা উচিত। ব্রেডি বললেন, ধন্যবাদটাদ পরে হবে আগে দেখা যাক লাভ কতোটা কি হয়। 'সত্যি বলছি, সাইলাস আমাকে আসতে বলেছে বলে আমি ভীষণ খুশী হয়েছি,' ব্রেডি বললেন। মাস্টারসন এই প্রথম প্লেনে চড়েছেন, খুব ভালো লাগছে তাঁর। সারাটা পথ ব্রেডির সাথে ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করতে করতে এসেছেন রেভারেণ্ড। এ বিষয়ে ব্রেডির গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ। বললেন, 'লোকে এতো বাজে কথা কেন যে বলে বুঝি না। ধর্ম নিয়ে মানুষ আলোচনা করে না? মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় অন্য সমস্ত কিছুর মতো ধর্মেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে আলোচনার মাধ্যমে। ধর্মশাস্ত্র নিয়ে এমন চমৎকার তর্ক করলাম বহুদিন পরে।'

ডিনার খেতে খেতে, ম্যাকঅ্যালিস্টার আর সাইলাস মামলার বিবরণ শোনালেন ব্রেডি আর মাস্টারসনকে। শেষে ম্যাকঅ্যালিস্টার বললেন,

'এই হচ্ছে ঘটনা। অবস্থা মোটেই ভালো নয়। জুরিরা সবাই সরকারী কর্মচারী, গলা পর্যন্ত ডুবে আছে অনুগত থাকার আদেশের চোরাবালিতে আর সিঁটিয়ে আছে ছ্যাঁচড়া ভীতিপ্রদর্শনের ফলে। আর এই কুত্তার বাচ্চা জজ, রেভারেণ্ড কিছু মনে করবেন না, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সত্যি কথা প্রকাশের সব রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে আর ওৎ পেতে বসে আছে কখন সময় হলে নিজমূর্তি ধরে শাস্তি দেবে। অ্যালেক, একথা তোমার আর সাইলাসের বুঝে নেওয়া ভালো। আমরা জানি, তোমার সাক্ষ্য আমাদের মোকদ্দমা জেতাতে পারবে না, তবে একটু আশার আলো দেখাতে পারবে। তুমি এখনো রাজি তো সাক্ষী দিতে?'

'অবশ্যই,' ব্রেডি মৃদু হাসলেন।

'সব কিছু নিশ্চয় ভেবে দেখেছো?'

'যতোটা ভাবা সম্ভব এসব ক্ষেত্রে ততোটা ভেবেছি।'

'তোমার স্ত্রীর এ ব্যাপারে কি মত?'

'আমার সাথে সেও একমত। ও আমার সব বিশ্বাসের অংশীদার নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে ও মনে করে আমি যা করছি তা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

গ্রেভারেণ্ডের কাছে ক্ষমা চেয়ে সাইলাস জানতে চাইলেন তাঁরা যা বলছেন সে বিষয়ে গ্রেভারেণ্ড সব জানেন তো?

'প্লেনে আসতে আসতে অধ্যাপক ব্রেডি সব বলেছেন আমাকে। আমি ওঁর সিদ্ধান্তের প্রশংসা করি—বলেছি ওঁকে।'

ম্যাকঅ্যালিস্টারের খুব ভালো লাগছিলো। সাইলাসকে বললেন, 'তবুও জানো, একপাত্র মদ্যপান করতে পারলে আরো ভালো লাগতো। তবে এই কেচ্ছা শুরু হওয়ার পর থেকে এই প্রথম মনটা ভালো লাগছে।'

'আমার খুব আনন্দ হচ্ছে,' সাইলাস বললেন, ব্রেডির দিকে তাকিয়ে। সত্যিই খুব ভালো লাগছিলো তাঁর। মনটা ভরে গেছে এমন একটা অনুভূতিতে, যা কখনো মুছে যাবার নয়।

* * *

পরদিন সকালে ম্যাকঅ্যালিস্টার আবার বললেন সরকার কিছুই প্রমাণ করতে পারেন নি, কাজেই মামলা খারিজ করে দেওয়া হোক। বলাই বাহুল্য, তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হলো। তখন সাক্ষী দাঁড়ালেন সাইলাস নিজে। নাতিদীর্ঘ তাঁর সাক্ষ্য কেবলমাত্র তথ্যকেন্দ্রিক থাকলো। ম্যাকঅ্যালিস্টার সরকার পক্ষের দুই সাক্ষীর বক্তব্য খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে সব প্রশ্ন করলেন। তাঁর মনে হলো, সাইলাসের স্পষ্ট ঐকান্তিক সততা হয়তো জুরিদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে।

'অধ্যাপক টিমবারম্যান, আপনি কি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য?'

'না, সভ্য নই।'

'কোনোদিন ছিলেন?'

'কোনোদিনই আমি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলাম না।'

সোজা সহজ সরল একটা কথা। সাইলাস মনে মনে ভাবলেন, কথাটা কি ওই বারোজন বিচিত্র নীরব ভাবলেশহীন নারী ও পুরুষের মনে কোনো দাগ কাটতে পারলো? বারোজন অ্যামেরিকানের সামনে তিনি কিছু বলবেন এবং তাদের কেউ তাঁকে একটুও বিশ্বাস করবে না, এক সময় সাইলাস এমন কথা ভাবতে পারতেন না, ভাবতে চাইতেনও না। 'অধ্যাপক টিমবারম্যান, আপনি শুনেছেন মিঃ অ্যালেন তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন ১৯৪৭ সালে আপনার বাড়িতে একটা মিটিং হয় এবং সেই মিটিঙে রেমিংটন বিশ-

বিদ্যালয়ের পরিচালনসভার দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা চলে। এরকম কোনো মিটিং আপনার বাড়িতে হয়েছে কখনো?'

'না, হয় নি।'

'আপনি তাঁর সাক্ষ্যে মিঃ অ্যালেনকে আরো বলতে শুনেছেন যে এই মিটিং ব্রিজ খেলার আসরের ছদ্মবেশে বসানো হয়েছিলো। আপনি কোনোদিন মিঃ অ্যালেনকে আপনার বাড়িতে ব্রিজ খেলার জন্যে ডেকেছেন?'

'না, ডাকি নি।'

'আপনি ব্রিজ খেলেন?'

'না, খেলি না।'

'আপনি ব্রিজ খেলা জানেন?'

'না, জানি না।'

'আপনার স্ত্রী ব্রিজ খেলেন?'

'যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে আর খেলেন নি।'

কিন্তু যখনি ম্যাকঅ্যালিস্টার এই সোজা তথ্যভিত্তিক প্রশ্নের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তখনি ওয়ার্ডের অবজেকশন তাঁর সামনে দেওয়াল তুলে দাঁড়াচ্ছিলো। যখন সাইলাসকে প্রশ্ন করলেন তাঁর তাস খেলার অনভ্যাসের কথা অন্যান্য অধ্যাপকরা জানতেন কিনা, ওয়ার্ড অবজেকশন দিয়ে বললেন জনশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন চলবে না। সৈন্যদলে তাঁর কার্যাবলী প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ ছেড়ে যখনি ম্যাকঅ্যালিস্টার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে সাইলাসকে প্রশ্ন করতে গেলেন, তখনি অবজেকশন দিয়ে বলা হলো এ সমস্ত কথা মামলার সাথে সম্পর্ক রহিত। ওয়ার্ডের অবজেকশন আর জজের পক্ষপাতিত্বের চোরাবালিতে আটকা পড়া সত্ত্বেও ম্যাকঅ্যালিস্টারের প্রাণপণ লড়াই দেখতে দেখতে সাইলাসের বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছিলো আর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো তাঁর, 'থামো, ম্যাক, মরুক এরা!' কিন্তু ম্যাকঅ্যালিস্টার হাল ছাড়তে চান না, তাঁর অসীম ধৈর্য।

'অধ্যাপক টিমবারম্যান, সেনেট কমিটির শুনানির সময় আপনার উকিল হিসেবে যে দু'টি প্রশ্নের উত্তর না দিতে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম সেই দু'টি প্রশ্নই তো আপনার বিরুদ্ধে বর্তমান অভিযোগের ভিত্তি, তাই না?'

ওয়ার্ড আবার অবজেকশন দিলেন। 'এ প্রশ্ন যে করতে দিতেই হবে, মিঃ ওয়ার্ড, তাছাড়া উপায় নেই,' জজ সরকারী উকিলকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'প্রশ্নটা দিয়ে

সাক্ষ্যের অভিযোগের সাথে সরাসরি যুক্ত যে! আপনার অবজেকশনের পিছনে যুক্তি কি?'

'জনশ্রুতি এবং সাক্ষীর মুখে কথা যোগানোর চেষ্টা আছে এই প্রশ্নে।'

'জনশ্রুতি? না মিঃ ওয়ার্ড, এ প্রশ্ন সাক্ষীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাথেই জড়িত। যাই হোক, আপনার প্রশ্নের ভাষাটা পাল্টান, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার।'

পুরো মামলায় তাঁর এই প্রথম জয়। ম্যাকঅ্যালিস্টার সাইলাসকে আবার প্রশ্ন করলেন তাঁর পরামর্শ সম্পর্কে। সাইলাস বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার পরামর্শই দেওয়া হয়েছিলো।

'তাহলে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন কেন, অধ্যাপক টিমবারম্যান?'

'কারণ উত্তর না দিয়ে আমার উপায় ছিল না। নিজের কাছে নিজের সম্মান রাখতে, বাঁচতে শেখার নতুন পথের সন্ধানের প্রথম পদক্ষেপ ছিল এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া। উত্তর দেওয়ার আর একটা কারণ হলো—প্রশ্নগুলো করে সেনেটর ব্র্যানিগান আমার বিশ্বাসের গোটা জগতটাকেই আক্রমণ করেছিলেন।'

লাফিয়ে উঠে অবজেকশন দিলেন ওয়ার্ড। আবার দুই উকিলে বাদানুবাদ শুরু হলো। এবার জজ দৃশ্যতই বিরক্ত, ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে তাকিয়ে রইলেন উষ্মা-মিশ্রিত কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে। আবার প্রশ্ন, আবার অবজেকশন। জজ মিঃ ওয়ার্ডকেই সমর্থন করলেন। ম্যাকঅ্যালিস্টারকে আবার প্রশ্ন করতে বলার সময়ে জজের গলায় অসন্তুষ্টি ঝরে পড়লো।

'অধ্যাপক লাণ্ডফেস্ট তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন আপনি ক্যামপাসে একটা মিটিঙে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই মিটিং সংগঠিত করার কাজে আপনি কি জড়িত ছিলেন?'

'না, ছিলাম না।'

'এই মিটিং কেন করা হয়েছিলো?'

এ প্রশ্নেও অবজেকশন উঠলো। সাইলাস জুরিদের দিকে তাকালেন। এই মুহূর্তে, বোঝাই যাচ্ছে, সবই তাদের একঘেয়ে, ক্লান্তিকর লাগছে, মনোযোগ আর নেই তাদের। একজন কড়িকাঠ গুণছে। একজন মহিলা যত্ন করে নখ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। একজন লোক লুকিয়ে কোলে রাখা একটা ম্যাগাজিনের পাতায় উঁকি মারছে। এক বৃদ্ধ মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে ঢুলে পড়ছে। এই বৈচিত্র্যহীন অবজেকশন আর পাল্টা অবজেকশনের জটিলতা বুঝে দেখতে হচ্ছে বলে অন্যান্যরা বেশ বিরক্ত।

অনেক চেষ্টা করেও সাইলাস আশা বজায় রাখতে পারছিলেন না, একরোখা মনোভাব বজায় রাখতে পারছিলেন না। প্রশ্ন চলতে লাগলো, উত্তর দিয়ে যেতে

থাকলেন। কিন্তু তাঁর উত্তরগুলোতে আত্মবিশ্বাসের সুর আর ফুটছিলো না। যখন ম্যাকঅ্যালিস্টার ওয়ার্ডকে বললেন, 'এবার আপনি প্রশ্ন করতে পারেন,' তখন সাইলাস যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

মিঃ ওয়ার্ড চেয়ার ছেড়ে উঠেও দাঁড়ালেন না। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে, হাত নেড়ে, অবজ্ঞাভরে বললেন, 'কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন দেখি না।' সারা মামলায় এই প্রথম বুদ্ধিমানের মতো একটা চাল চাললেন মিঃ ওয়ার্ড, অবহেলাভরে প্রশ্ন করতে অস্বীকার করে অঙ্গুলিহেলনে সাইলাস টিমবারম্যান আর তার সাক্ষ্যকে উড়িয়ে দিলেন মিঃ ওয়ার্ড।

সপ্রশংস হাসি মুখে জজ ক্যালেন্ট পনেরো মিনিটের বিরতি ঘোষণা করলেন।

* * *

বিরতির পর ম্যাকঅ্যালিস্টার সাক্ষী ডাকলেন অ্যালেক ব্রেডিকে। ব্রেডিকে দেখে জুরিদের মধ্যে একটু আবার আগ্রহ দেখা গেল। সকলে নড়েচড়ে বসলো। তাঁর বিশিষ্ট চেহারা, গাম্ভীর্যপূর্ণ মুখ, প্রশস্ত ললাট দেখে সকলেই তাঁর সম্পর্কে ঔৎসুক্য বোধ করলো। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে এমন একটা কর্তৃত্বের ছাপ ছিল যে সকলেই বেশ প্রভাবিত হলো। একঘেয়ে ঘটনাস্রোত এবার পাল্টাবে এই আশায় জুরিরা সকলে আবার উৎকর্ণ হলো। শপথ নিয়ে তিনি সহজ মনোরম কণ্ঠে প্রাথমিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন।

'আপনি কতদিন হলো অধ্যাপক টিমবারম্যানকে চেনেন,' ম্যাকঅ্যালিস্টার জানতে চাইলেন।

'সহকর্মী হিসেবে মৌখিক আলাপ ছিল ১৯৩৮ সাল থেকেই। ওই বছরই আমি ক্লেমিংটন ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিই। তারপর প্রথমে বন্ধু হিসেবে, পরে অত্যন্ত নিকট পারিবারিক বন্ধু হিসেবে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছি যুদ্ধের পরে, ১৯৪৬ সালের প্রথম থেকে।'

'আপনি তাহলে ১৯৩৮ সাল থেকেই ক্লেমিংটনে শিক্ষকতা করছেন?'

'না, একটানা নয়। ১৯৪১ সালের জুন মাসে আমি সৈন্যদলে যোগ দিই এবং ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে আবার ক্লেমিংটনে ফিরে আসি।'

'সৈন্যদলে আপনার পদ কি ছিল?'

ওয়ার্ড অবজেকশন দিতে গিয়েও থেমে গেলেন। সাইলাস বুঝলেন, ওয়ার্ড

নিশ্চিত নন কি ঘটতে চলেছে এবং কি করা উচিত। অপেক্ষা করাই ভালো ভেবে চুপ করে থাকছেন।

'আমি পদাতিক বাহিনীতে অফিসার প্রশিক্ষণের জন্যে যোগ দিই। যখন সৈন্যদল ছেড়ে আসি তখন আমি কম্প্যানি অধিনায়ক পদে ছিলাম।'

'আপনি সৈন্যদল সসম্মানে ছেড়েছিলেন তো?'

'নিশ্চয়। এখনো আমি রিজার্ভ বাহিনীতে আছি। যুদ্ধ বাধলে সৈন্যদলে ফিরে যাবো।'

'অধ্যাপক ব্রেডি. আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে কি কি সম্মান অর্জন করেছিলেন একটু বলবেন?'

'পাঁচটা স্টার, একটা পারপল হার্ট এবং ডিসটিংগুইশড সার্ভিস ক্রস।'

জুরিরা আরো বেশী মনোযোগী হয়ে উঠলো। জজ সামনে ঝুঁকে পড়ে শুনতে লাগলেন। মিঃ ওয়ার্ড শক্ত কাঠ।

'অধ্যাপক ব্রেডি, আপনি কি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য?'

দর্শকদের আসন থেকে গুঞ্জন উঠলো। জজ চোখ কুঁচকে তাকালেন। ওয়ার্ড আবার কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। জুরিরা উত্তেজিত মুখে নতুন কিছু মজা পাবার আশায় তাকিয়ে রইলো।

'হ্যাঁ, আমি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য।'

'আপনার সভ্য চাঁদা এবং অন্যান্য দেয় অর্থ ঠিকমতো দেওয়া আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'আপনি ক'বে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন, অধ্যাপক ব্রেডি?'

'১৯৩৩ সালে।'

'তার মানে যতদিন আপনি ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন ততদিনই আপনি পার্টিতে সভ্য আছেন?'

'আপনি ঠিকই বলছেন।'

'বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো কমিউনিস্ট আছেন কি?'

'আছেন।'

'তাঁদের সকলকে আপনি চেনেন?'

'হ্যাঁ, চিনি।'

'যাকে আসামি বলা হচ্ছে সেই অধ্যাপক টিমবারম্যান কি এই মুহূর্তে আদালত কক্ষে হাজির আছেন?'

'আছেন।'

'তাঁকে দেখিয়ে দেবেন ?'

'ওই যে উনি,' হাত তুলে সাইলাসকে দেখালেন ব্রেডি।

'অধ্যাপক টিমবারম্যান, উঠে দাঁড়ান তো। ধন্যবাদ। এখন, অধ্যাপক ব্রেডি বলুন, আসামি সাইলাস টিমবারম্যান কি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ?'

'না, উনি পার্টির সভ্য নন।'

'আপনি ক্লেমিংটনের সব কমিউনিস্টকে চেনেন বলছেন বটে, কিন্তু আপনি এতো নিশ্চিত কি করে হচ্ছেন যে উনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য নন ? উনি হয়তো ওঁর সদস্যপদ আপনার কাছে গোপন করেছেন।'

'সেটা সম্ভব নয়। একজন কমিউনিস্ট কেবলমাত্র যে একটা সংগঠনের সভ্য তাই নয়, দুনিয়া সম্বন্ধে তার বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যে দৃষ্টিভঙ্গীর নাম মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। এই দৃষ্টিভঙ্গী একটি বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন, জীবনধারণ ও কাজকর্মের একটি বিশেষ পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গী একটি বিশেষ অবস্থান থেকে উদ্ভূত। সমস্ত জাগতিক ঘটনা সম্পর্কে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাও এই দৃষ্টিভঙ্গীর অঙ্গ। একজন শিক্ষকের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী বেশী করে লক্ষ্যণীয় হতে বাধ্য। অধ্যাপক টিমবারম্যান মার্কসবাদী নন—মার্কসবাদ সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন বলেও দাবী করেন নি কখনো। খুব বেশী হলে রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁকে একজন "লিবেরাল" বলা যেতে পারে, যিনি একজন সৎ ও সংহতনীতি ব্যক্তি যার মধ্যে পপিউলিজম এবং জেফারসন নির্দেশিত গণতন্ত্রের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।'

'তাহলে আপনি নির্দ্বিধায় বলছেন যে উনি কমিউনিস্ট নন ?'

'তাই বলছি।'

'উনি কি, যতদূর আপনি জানেন, কখনো কোনো কমিউনিস্ট মিটিঙে উপস্থিত থেকেছেন ?'

'না, থাকেন নি।'

'ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জনসভায় অধ্যাপক টিমবারম্যান বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটি সংগঠিত করার কাজে আপনি জড়িত ছিলেন কি ?'

'উপদেষ্টা হিসেবে ছিলাম। সভাটা ছাত্ররাই সংগঠিত করেছিলো।'

'এই সভা সংগঠিত করার কাজে অধ্যাপক টিমবারম্যান কি জড়িত ছিলেন ?'

'না, ছিলেন না।'

'ধন্যবাদ। এবারে মিঃ ওয়ার্ড প্রশ্ন করতে পারেন।'

মিঃ ওয়ার্ড ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। পকেটে হাত দিয়ে জুরিদের দিকে খানিক তাকিয়ে রইলেন। দৃষ্টিতে মৃদু তিরস্কার—যেন বড়ো ভাই কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ব্যবহারে একটু ক্ষুব্ধ। ব্রেডিকে দেখে তাদের মোহমুগ্ধ ভাবটা কাটিয়ে নিলেন যেন। তারপর ব্রেডির কাছে এসে, প্রায় উদাসীন স্বরে প্রশ্ন করলেন,

'আপনি এইমাত্র আপনার সাক্ষ্যে বললেন না, যে ক্লেমিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে কে কে কমিউনিস্ট তা আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ, বলেছি।'

'বেশ। আমি এখন আপনাকে তাদের নামগুলো বলতে বলছি। ওরা কারা, মিঃ ব্রেডি?'

ম্যাকঅ্যালিস্টার লাফিয়ে উঠে অবজেকশন দিলেন। জজ ততক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়ে শান্ত এবং স্থির হয়েছেন। বললেন, 'আমি দুঃখিত, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার, কিন্তু এ অবজেকশন আমি বাতিল করবো। আমার মনে হচ্ছে এ প্রশ্নটি একেবারে সরাসরি প্রাসঙ্গিক। এতেই প্রমাণিত হবে এই সাক্ষী কতোটা বিশ্বাসযোগ্য। না, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার, আপনি বসুন।'

'কিন্তু এর মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন কোথায়? এ তো সাক্ষীকে গোয়েন্দার কাজ করতে বাধ্য করার একটা নির্লজ্জ চেষ্টা! আমি অবজেকশন দেবোই।'

'আমি বললাম আপনার অবজেকশন বাতিল হলো, শুনতে পেলেন না,' জজের গলায় এই প্রথম কাঠিন্য দেখা দিলো, 'আপনাকে বসতে বলা হচ্ছে, মিঃ ম্যাকঅ্যালিস্টার। আমি অনেক সহ্য করেছি এবং যতোদূর সম্ভব অপক্ষপাত দেখিয়েছি। অনেক কিছু আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি। কিন্তু এখন আপনার ব্যবহার প্রায় ইচ্ছাকৃত আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ছে। প্রতিটি সরকারী প্রচেষ্টাকে আপনি গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ তুলে বরবাদ করার চেষ্টা করছেন। আমি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছি।'

ম্যাকঅ্যালিস্টার বেদনাক্লিষ্ট মুখে আস্তে আস্তে বসে পড়লেন। তাঁর মুখে, তাঁর শরীরে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। জজ ব্রেডিকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আপনাকে কি সমন জারি করে এ মামলায় সাক্ষী দিতে আনা হয়েছে, মিঃ ব্রেডি?'

'না, কোনো সমন জারি করা হয় নি।'

'আপনি স্বেচ্ছায় এসেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমি স্বেচ্ছায় এসেছি।'

'ভালো। মিঃ ওয়ার্ড, আপনি জেরা করুন।'

সাথে সাথেই মিঃ ওয়ার্ড বললেন,

'মিঃ ব্রেডি, ক্লেমিংটনের অন্যান্য কমিউনিস্টদের নামগুলো কি কি, বলুন।'

ব্রেডি খুব আলগাভাবে, প্রায় ব্যঙ্গের সুরে, উত্তর দিতে শুরু করলেন, 'এখানে আসার আগেই আমি ভেবেছিলাম এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাকে হতে হবে। প্রশ্নটা খুব চেনা, অ্যামেরিকাতে আজ যা ঘটছে তার অনেক কিছুর সাথে খুব মানানসই। এ প্রশ্ন যে করে সে ছোটো হয়ে যায়, যাকে করা হয় সেও ছোটো হয়ে যায়, যারা এ প্রশ্ন শোনে তারাও—'

'প্রশ্নটার উত্তর দিন, মিঃ ব্রেডি,' জজ তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলেন। 'এখানে রাজনৈতিক বক্তৃতা করা চলবে না। প্রশ্নের সোজা উত্তর দিন।'

'না, এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না,' ব্রেডি বললেন। 'কোনো ভদ্রলোক এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করতে বাধ্য, এবং এ ধরনের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেই আমি অস্বীকার করবো।'

'এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি আপনাকে আদেশ করছি, মিঃ ব্রেডি।'

'আমি উত্তর দেবো না, আপনি যাই বলুন।'

'বেশ,' জজ শান্ত কণ্ঠে বললেন। গলার স্বরে আবার ভদ্রতা ফিরে এসেছে। 'সে অবস্থায়, আমি আপনাকে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করছি। সেই অবমাননার শাস্তি হিসেবে, আমি আদেশ দিচ্ছি, আপনাকে ডিস্ট্রিক্ট জেলে বন্দী থাকতে হবে নব্বই দিন, অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে অবমাননার অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত করবেন। আরো প্রশ্ন করার আছে কি, মিঃ ওয়ার্ড?'

'আর প্রশ্ন নেই,' ওয়ার্ড কাঁধ ঝাঁকিয়ে জুরিদের দিকে তাকিয়ে বলেন।

দু'জন মার্শাল সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে ব্রেডিকে নিয়ে গেল। জজ সেদিন বেলা দু'টো পর্যন্ত আদালত মুলতুবি রাখলেন।

* * *

এর পর থেকে প্রতিবাদী পক্ষের দিক থেকে বিচারে আর কিছু আশার আলো অবশিষ্ট রইলো না। অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে মামলা এগোতে থাকলো। কতগুলো কথা না বললে নয় তাই বলা হলো, কতগুলো জিনিস না করলে নয়, তাই করা হলো। ম্যাকঅ্যালিস্টার একেবারে ভেঙে পড়েছেন, সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছেন। সাইলাসের কাছে সে পরাজয় লুকোবার সব প্রয়াস তাঁর ব্যর্থ হচ্ছিলো প্রতি মুহূর্তে। সাইলাসের চারিত্রিক

-গুণ প্রমাণ করার জন্যে মাস্টারসনকে সাক্ষী ডেকে আরো একবার চেষ্টা চালালেন ম্যাকঅ্যালিস্টার। রেভারেণ্ড মাস্টারসন যতোটা সম্ভব সহায়তা করলেন, কিন্তু জেরা করতে এসে ওয়ার্ড রেভারেণ্ডের সব প্রচেষ্টা নিমেষে ধূলিসাৎ করে দিলেন।

'আসামি কি আপনার গীর্জার এলাকার মধ্যে থাকেন?'

'না, থাকেন না।'

'উনি কোন গীর্জায় উপাসনা করতে যান?'

'আমি বলতে পারবো না। ওঁর ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে ওঁর সাথে কখনো কোনো আলোচনা হয়নি আমার।'

মিঃ ওয়ার্ড আর কিছু বললেন না। বলার প্রয়োজনও ছিল না। সব কিছুই এখন তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তাঁর দৃষ্টি দেখেই জুরিরা তা বুঝতে পারছিলো। পরের দিন ম্যাকঅ্যালিস্টারের সমাপ্তিকালীন বিবৃতি তাই পাথরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরলো। তবুও, চেষ্টা চালিয়ে গেলেন তিনি। সাক্ষীদের বক্তব্য আলোচনা করলেন। বব অ্যালেনের সাক্ষ্যের স্ববিরোধিতার কথা বললেন, বব অ্যালেনের চরিত্রের অনৈতিকতার কথা তুলে তাকে একজন চুকলিখোর গোয়েন্দা, একজন ভুমিত্র বেইমান বিভীষণ প্রমাণ করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তাঁর প্রতি জুরিদের বিদ্বেষ নেই, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের কোনো আগ্রহই আর ছিল না। ম্যাকঅ্যালিস্টার সাইলাসকে একটা প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে চাইলেন, একজন ধীর স্থির অধ্যাপক, একজন সংসারী মানুষ, একজন ভদ্রলোক—কিন্তু উদাসীন জুরির দল সে সব কথা কানেই তুলছিলো না……

মিঃ ওয়ার্ডের কথা শুনতেও তাদের যে খুব আগ্রহ দেখা যাচ্ছিলো তা নয়। তাদের ভূমিকা এখানে কি তা তারা বুঝে গেছে, বারে বারে একই কথার থাবোথা পুনরাবৃত্তি তাদের আর ভালো লাগছিলো না। মিঃ ওয়ার্ডের বাগ্মীতা তাদের ভালোই লাগছিলো যতক্ষণ তিনি নাটকীয় কায়দায় ব্যাখ্যা করছিলেন কি ভাবে এক ধরণের কমিউনিস্টরা সংগোপনে ষড়যন্ত্র চালায়, আর তারা বিপদে পড়লে আর এক ধরণের কমিউনিস্টরা কি ভাবে লুকানো আস্তানা বেরিয়ে আসে তাদের বাঁচাতে। কিন্তু যখন তিনি কি কি প্রমাণ করা হয়েছে তার বিশদ তালিকা শোনাতে লাগলেন, জুরিরা বসে রইলো অনীহার প্রতিমূর্তি হয়ে……

তাদের মানসিক ভাব বুঝে জজ ক্যালেন্ট তাঁর ভাষণ সংক্ষিপ্ত করে নিলেন। বললেন, আমেরিকার আইন বলে, দোষী প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দোষ বলে ধরে নিতে হবে। তারপরেই বললেন, আসামিকে দোষী সাব্যস্ত

করার পরে তাদের কর্তব্য কি। দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দিয়ে বললেন, গভীরতম অর্থে-মুক্ত ভূমিকার ন্যায় বিচারের তারা স্তম্ভ। মনে করিয়ে দিলেন, অভিযোগপত্রে দু'টি দফা আছে। আসামি দু'টি দফার ক্ষেত্রেই নির্দোষ হতে পারে, অথবা একটির ক্ষেত্রে দোষী হতে পারে, অথবা দু'টির ক্ষেত্রেই দোষী হতে পারে। তারপরে, জোর দিয়ে বললেন,-মিথ্যা সাক্ষ্য দান কতো হীন অপরাধ, বললেন কমিউনিস্ট বিভীষিকার ভয়াল রূপের কথা, যারা সমাজকে ধ্বংস করতে চায় তাদের ষড়যন্ত্রের কথা। বললেন, এবারে আপনারা জুরি কুঠরীতে ঢুকে বিবেচনা করুন কি আপনাদের রায়——

সাইলাস আদালত কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে ধূমপাণ করলেন একা, কারো সাথে কথা না বলে। কথা বলতে ইচ্ছাই করছিলো না। আদালতের কর্মচারী আর খবরের কাগজের লোকেরা জুরিদের বিবেচনা কতক্ষণ চলবে তা নিয়ে পরস্পরের সাথে বাজি রাখছিলো। সাইলাসের কানে এলো, একজন তরুন সাংবাদিক বলছে, পয়তাল্লিশ মিনিট ধরে রাখো। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিলো, কিন্তু কথাটা প্রায় সত্যি প্রমাণিত হলো যখন ঠিক তেত্রিশ মিনিটের মাথায় জুরিরা বেরিয়ে এসে বললো, হ্যাঁ, ধর্মাবতার, দু'দফা অভিযোগেই আসামিকে আমরা দোষী সাব্যস্ত করছি।

জজ জানালেন, দু'দিন বাদে, শুক্রবার দণ্ডাজ্ঞা ঘোষনা করবেন তিনি। আদেশ দিলেন, এর মধ্যে আসামি যেন ওয়াশিংটনের বাইরে না যায়। দয়া করে তিনি বর্তমান জামিন বহাল রাখলেন। খুশীতে ডগমগ মিঃ ওয়ার্ডও দয়া করে আপত্তি তুললেন না।

* * *

প্রথমটা কেমন যেন বোধশূন্য লাগছিলো সাইলাসের। যখন ব্রেন্ডিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো, সাইলাসের বুকের গভীরে সেই আঘাত অসহণীয় যন্ত্রনার সৃষ্টি করেছিলো। তাঁর মনপ্রাণ ব্রেন্ডির দিকে ছুটে যেতে চাইছিলো ব্রেন্ডির উপর বন্দীত্বের গুরুভার অপসারিত করতে, যে সাজার প্রত্যক্ষ কারণ সাইলাস নিজে। কিন্তু এখন, তাঁর নিজের অবস্থা অনুভব করে তাঁর মনে কোনো প্রতিক্রিয়া, কোনো বেদনাবোধ জাগ্রত হচ্ছিলো না। তাঁর অনুভূতি, তাঁর সংবেদনশীলতা, তাঁর ভীতি, সব যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলো।

[illegible] কোন [illegible] হবে। কি হয়েছে তা [illegible] কেবল তাঁর মুখ থেকেই শোনেন। [illegible] না। একা থাকতে চাইছিলেন সাইলাস। [illegible]

অ্যালিস্টারকে সে কথা বললেন তিনি। বললেন হোটেলে ফিরে যেতে। সেখানে পরে মাস্টারসন আর তাঁর সাথে দেখা হবে। তারপর আদালত ভবনে একটা ফোন বুথ থেকে ফোন করে মায়রাকে সব বললেন তিনি। মায়রা শুধু একটাই কথা বললেন,

'প্রিয় আমার।' আর কিছু নয়।

'শুক্রবার পর্যন্ত সময় আছে,' বললেন সাইলাস। 'কিন্তু আমার ওয়াশিংটন ছাড়ার উপায় নেই।'

'তাহলে আমি আসবো।'

সাইলাস বলতে চেষ্টা করলেন মায়রার আসা ঠিক হবে না। প্লেন ভাড়া বড্ড বেশী, তাঁদের সামান্য সঞ্চয়ের অনেকটাই ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। তাছাড়া, ছেলেমেয়েরা কার কাছে থাকবে?

'ওরা ঠিক থাকবে। সাইলাস, আমাকে আসতে দাও, সাইলাস। আমার আসতে বড়ো ইচ্ছে করছে। টাকার কথা ভেবো না। সেলমা বা অন্য কাউকে ছেলেমেয়েদের কাছে এসে থাকতে বলবো। এগারোটার সময় ইনডিয়ানাপোলিস থেকে একটা প্লেন ছাড়বে। আসতে দাও আমাকে, লক্ষীটি।'

'এসো তাহলে,' বললেন সাইলাস। মায়রাকে ব্রেডির কথা বললেন। মায়রা আগেই শুনেছেন সে কথা। ব্রেডি সম্পর্কে তেমন একটা চিন্তিত মায়রা হতে পারছেন না দেখে অবাক লাগলো সাইলাসের। হোটেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সাইলাসের মনে হলো, কিসের একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছেন তিনি। একটা দুঃস্বপ্নের রাজ্যে অন্ধকার পথে একলা হেঁটে চলেছেন তিনি একটি বালকের মতো। একসময় হোটেলে পৌঁছে গেলেন সাইলাস।

ঘরে ঢুকতেই এলবার্ট মাস্টারসন এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরলেন। ম্যাকঅ্যালিস্টার বিছানায় শুয়ে আছেন, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন উপর দিকে। 'সাইলাস, কি করে বোঝাবো তোমার জন্যে আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে?'

'আপনাকে ঠিকমতো ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি,' বললেন সাইলাস।

'আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই। বুড়ো মানুষ আমি, আগামী দিনে দীর্ঘ কঠিন সংগ্রামে নামতে চলেছি। সাইলাস পুত্র আমার, তুমি কি ভীত?'

'আমি জানি না।'

'আমি নিজেকে বারে বারে বলছি, ভয় পেয়োনা, কারণ আজ আমি আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আর আমি ভয় করবো না, সাইলাস, তোমারও ভয় পেলে চলবে না।

বাইবেলের পবিত্র বাণী স্মরণে রেখো —"যারা ভয় পায়, যারা ভীত, তারা ফিরে যাক।" একজন বৃদ্ধের ভালোবাসা আর সমর্থন আর বন্ধুত্ব তোমাকে শক্তি যোগাতে পারবে?'

সাইলাস রেভারেণ্ডের দিকে তাকালেন, ছ'চোখ অশ্রুসজল। 'লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু চোখের জল কার জন্যে?' 'আমার নিজের জন্যে নয়,' ভাবলেন সাইলাস। 'মায়রার জন্যে, বাচ্চাদের জন্যেও নয়।' মাস্টারসনকে বললেন, 'আমার দেশে আজও আপনার মতো আর ব্রেডির মতো মানুষ আছেন সেইজন্যে। সে কথা আপনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। তার আগে বালকের মতো রাত্রির অন্ধকারে পথ খুঁজে ফিরছিলাম আমি। আর আমার চিন্তা নেই। মায়রা আসছে।'

'আমি থাকবো? তোমাকে কি কোনো সাহায্য করতে পারি?'

'আর আমার কোনো সাহায্যের দরকার হবে না,' সাইলাস হাসলেন। 'মায়রা আসছে। আমি ঠিক থাকবো।' ম্যাকঅ্যালিস্টারের কাছে গিয়ে তাঁকে উঠে মুখ হাত পা ধুয়ে নিতে বললেন সাইলাস। খেতে যেতে হবে। ম্যাকঅ্যালিস্টার নড়লেন না।

'ওঠো, ম্যাক,' বললেন সাইলাস।

তবুও নড়লেন না ম্যাকঅ্যালিস্টার। সাইলাস বললেন, 'রেভারেণ্ডের কথা শুনতে পেলে না? উঠে পড়ো, কি হচ্ছে কি? লড়ে যেতে পেরেছি, সেই আনন্দে উঠে দাঁড়াও। ম্যাকঅ্যালিস্টার উঠে বসে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

'কেঁদো না,' সাইলাস নরম গলায় বললেন। 'কেঁদো না। যাও, মুখ ধুয়ে এসো, চলো, খেতে যাবো।'

খেতে বসে মনটা খানিকটা হাল্কা লাগছিলো সকলের। প্রচণ্ড খিদেও পেয়েছে। খেতে খেতে ব্রেডির সাথে প্লেনে তাঁর তর্কের কথা বলছিলেন মাস্টারসন। বৃদ্ধ চমৎকার গল্প বলেন; ব্রেডিকে তাঁর খুবই পছন্দ হয়েছে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা আর সম্মানে তাঁর মন ভরে গেছে।

খাওয়া হয়ে গেলে, সাইলাস তাঁর আর মায়রার জন্যে আর একটা ঘর নিলেন। মাস্টারসন জিনিস গুছিয়ে নিয়ে সাইলাসের সাথে এলেন এয়ারপোর্টে। সাইলাসের মনে হচ্ছিলো, এই নিয়ে যে কতবার এলেন এয়ারপোর্টে তার ঠিক নেই। মাস্টারসন চলে যাওয়ার পরে বড়ো নিঃসঙ্গ লাগছিলো, সময় কাটতে চাইছিলো না। গুচ্ছের সিগারেট আর তিন কাপ কফি খাওয়া হয়ে গেল মায়রার প্লেন পৌঁছোনোর আগে। তারপর মায়রাকে ছ'হাতে জড়িয়ে ধরে সব অপেক্ষা আর সব সমস্যা ভুলে গেলেন সাইলাস। এই নারী যে তাঁর অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যার সাথে তাঁর সারাটা জীবন একত্রিত, সে ছাড়া

পৃথিবীতে আর সবই অলীক মনে হলো সাইলাসের। অনেক কিছু শিখেছেন তিনি গত দিনগুলোতে। শিখেছেন কেমন করে ভালোবাসতে হয়।

* * *

দণ্ডাজ্ঞা ঘোষনা করার আগে জজ সাইলাসকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর কিছু বলার আছে কিনা। মায়রার দিকে ফিরে তাকালেন সাইলাস। মায়রা যেন জানতেন সাইলাস তাকাবেন তাঁর দিকে। তিনি সেই চাহনির অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাঁর মুখাবয়বে অনিন্দ্য যে অভিব্যক্তি তখন ফুটে উঠেছিলো তা মায়রার একান্তই নিজস্ব। সেই মুখভাব সাইলাসকে বলে দিলো, তিনি মায়রার চিরচেনা, মায়রার প্রার্থিত সম্পদ। যাই ঘটুক না কেন, মায়রা ভালো থাকবেন, অটুট থাকবেন—তিনিও তাই থাকবেন, অবশ্যই তাই থাকবেন।

'হ্যাঁ,' সাইলাস বললেন, 'হ্যাঁ, কিছু বলার আছে আমার। আমি জানি না, কি শাস্তি আপনি আমার জন্যে স্থির করে রেখেছেন বা আমি যা বলবো তা আপনার সিদ্ধান্তকে একটুও প্রভাবিত করতে পারবে কি না। তাতে কিছু আসে যায় না। আমার যা বলার আছে, তা আমাকে বলতেই হবে। আমি চিরদিন মনে করেছি আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি অন্য লক্ষ লক্ষ অ্যামেরিকানের মতোই, যাঁরা নির্বিবাদী জীবন অতিবাহিত করার পরে নীরবে একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আমার সব সময়ে মনে হয়েছে, শান্ত ভাবে ভদ্র ভাবে বাঁচবো, ছেলেমেয়েকে মানুষ করবো, এর চাইতে বেশী কিছু এ পৃথিবীতে আমার প্রয়োজন নেই। আমার স্ত্রীকে আমি ভালোবাসি। আমার ছেলেমেয়ে আমার অসীম ভালোবাসার ধন। ছেলেবেলায় যে স্বাচ্ছন্দ্য আমি নিজে পাইনি, তা আমি তাদের যোগাতে চেয়েছি বরাবর। আমার ধারণা, প্রায় সব মানুষই সেই চেষ্টা করেন। আর, মনে হয়, আমাদের সংসারে সুখ আর আনন্দের অভাব ছিল না। আমি বড়ো একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী কখনোই নই। আমি একজন ভালো শিক্ষক হওয়ার চেষ্টা করেছি। হয়তো শিক্ষক হিসেবে আমি খুব একটা খারাপ ছিলাম না, কেননা, আমি পড়াতে ভালোবাসি। নতুন কিছু শেখা, অজানা কিছু জানার সাথে সাথে শিক্ষার্থীর মন কি ভাবে পাল্টাতে থাকে, সেটা দেখতে আমি ভালোবাসি। এসব কথা বলে, এসব অতি-সাধারণ কথা বলে হয়তো আপনাদের একটু ক্লান্তিরও কারণ হচ্ছি। তবে এই-ই ছিল আমার পরিচয়। কিন্তু আজ আমি সম্ভবত এর চাইতে বেশী কিছু হয়ে উঠেছি।

[illegible]

ঘটছে—অর্থহীন, নিষ্ঠুর কতগুলো ঘটনা! কিন্তু এখন আমি বুঝেছি এসব ঘটনা এমনি এমনি ঘটেনি, ঘটনাগুলো অর্থহীনতাময়। অ্যাটম বোমাকে নিষিদ্ধ করার জন্যে একটা শান্তি আবেদনে আমি সই করেছিলাম। সইটা করেছিলাম বলে আমি খুশী। আমি যুদ্ধকে ঘৃণা করি, যারা যুদ্ধ বাধিয়ে হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে তাদের আমি ঘৃণা করি। আমি একজন অ্যামেরিকান। সেটা আমার কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি তো এই, এই-ই আমার পরিচয়, এবং, সেই অনুযায়ীই আমাকে বাঁচতে হবে। দু'টো অ্যাটম বোমা ফেলা হয়েছিলো, আর তার ফলে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ, যাদের সাথে আমার আর আমার পরিবারের তফাৎ বড়ো একটা নেই, ছিন্নভিন্ন হয়ে পুড়ে মরেছে। সেইসব মৃত্যুর দায়ভাগ কিছুটা আমার উপরে বর্তায় বৈ কি! আর কোনোদিন এমন কোনো কিছুর আমি অংশীদার হবো না। প্রথমে মনে হয়েছিলো নাগরিক প্রতিরক্ষা নামক বস্তুটিকে আমারা না দেওয়াটা আমার একটা খেয়াল মাত্র। কিন্তু না, সেটা কেবল খেয়াল ছিল না। প্রতিরক্ষা একটাই হতে পারে—যুদ্ধ আর যুদ্ধবাজদের উৎখাত করা।

'আমি মিথ্যা কথা বলি নি। আমি মিথ্যা সাক্ষ্যের অপরাধে অপরাধী নই। আমাদের আইনবিধি অনুযায়ী কোনো অপরাধই আমি করি নি। কিন্তু এ দেশ যাঁরা শাসন করেন তাঁদের চোখে একটা অপরাধে আমি অপরাধী নিশ্চয়। মানুষের মনের উপরে কোনো শাসন আমি মেনে নিতে পারি নি, একটা উন্মাদ ও অর্থহীন যুদ্ধের সমর্থনে আমি চিৎকার করে গলা ফাটাই নি, আমার মন, আমার যুক্তি, আমার শিক্ষাদীক্ষা, আমার উত্তরাধিকার, যার জন্যে বহু মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, সে সব কিছুর উপরে কলঙ্কলেপন করতে আমি রাজি হইনি—এই আমার অপরাধ। যা করেছি তা আমি ঠিকই করেছি। এর মধ্যে অপরাধ কিছু নেই।

'আমি জেলে যেতে চাই না। আমি আমার পরিবারের কোলে ফিরে যেতে চাই। তাদের যেমন আমাকে প্রয়োজন, আমার তেমন তাদের প্রয়োজন। কিন্তু আজ আমার দেশের বুকে যে অপবিত্র বিভীষিকা নেমে এসেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে যদি আমাকে জেলে যেতে হয়, আমি যাবো। আমি মোটেই অকিঞ্চিৎকর নই। আমি তাই ভাবতাম, ধর্মাবতার। কিন্তু আজ বুঝেছি, কোনো মানুষই অকিঞ্চিৎকর নয়। আপনি পরে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে করতে বন্ধুদের হয়তো বলবেন যে একজন বোকাসোকা মাস্টারকে জেলে পাঠাতে কোনো কষ্টই করতে হয় নি। কিন্তু এই বিচার কক্ষে যা ঘটলো তার চরিত্র সেই বিদ্রূপে পাল্টাবে না এবং আপনার পক্ষে বা এই শহরের সমস্ত লোকের পক্ষে সেই

কাজের দায়িত্বের ভার বহন করাকে একটুও সহজ করে দিতে পারবে না সেই ব্যঙ্গ। আপনি যে ভয়াবহ দানবকে মুক্ত করে দিলেন সে আপনাকে অবশ্যই একদিন ধ্বংস করবে, যেমন আপনি আমাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু তফাৎ একটা থাকবেই— আমাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা আপনার নেই, আমি অবিনশ্বর। একথা গর্ব করে বলছি না। আমি একজন নিরহঙ্কার মানুষ, হয়তো একটু বেশী ই বিনয়ী। তবু একথা ঠিক যে আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো, আমি জীবনপথের পথিক। আপনার পক্ষে মৃত্যু ছাড়া কেউ সাথী নেই।

'আমার কথা শোনার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। ঠাণ্ডা মাথায় এসব কথা ঠিক এভাবে হয়তো বলতাম না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মাথা খুব ঠাণ্ডা নেই। কথাগুলো আমাকে বলতেই হলো।'

জজ সমস্ত কথা ধৈর্য্য ধরে শুনলেন। সাইলাস থামতে মাথা নেড়ে বোঝালেন তিনি সব শুনেছেন। গোটা আদালত কক্ষে তখন ছিল কেবল মার্শালরা, জজের ভৃত্য, আদালতের করণিক আর ছিলেন মায়রা এবং ম্যাকঅ্যালিস্টার। সাইলাসের কথাতে জজ কিছু মনে করলেন না। নিজেকে বেশ মহানুভবই মনে হচ্ছিলো তাঁর। শান্তভাবে সাইলাসকে বললেন,

'যেহেতু আপনার এই প্রথম অপরাধ, যেহেতু যুদ্ধের সময়ে আপনি বেশ সম্মানের সাথে লড়াই করেছিলেন, আমি আপনাকে ফেডেরাল জেলখানায় মাত্র তিন বছরের জন্যে কারারুদ্ধ করার আদেশ দিচ্ছি, এক এক দফা অপরাধের জন্যে দেড় বছর করে সাজা এবং দু'দফা সাজা পর পর চলবে······

তাঁকে হাতকড়া পরানোর আগে ওরা মায়রাকে তাঁর কাছে আসতে দিলো। চুম্বন করতে দিলো। দু'জনের দু'জনকে আর কোনো কথা বলার ছিল না। যা ঘটে গেছে ইতিপূর্বে, তার জন্যে যা বলার তা বলা হয়ে গেছে। যা ঘটবে ভবিষ্যতে, তার জন্যে কথা এখনো তৈরী হয় নি—শুধু একথা তাঁদের জানা হয়ে গেছে যে তাঁরা যেখানেই থাকুন আরো আরো ঘনিষ্ঠ অবিচ্ছেদ্য বন্ধন তাঁদের পরস্পরকে পরস্পরের মধ্যে লীন করে রাখবে। তাই, তাঁদের দুজনের কাছে এই মুহূর্তটি কোনো কিছুর সমাপ্তি নয়, এ হলো জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	যা আছে	যা হবে
১০	অণ্ডতা	অখণ্ডতা
১৮	মায়য়ার	মায়রার
৪৬	লাগাছিলো	লাগছিলো
৪৭	জিজ্ঞান	জিজ্ঞাসা
৪৮	আত্মভরি	আত্মম্ভরি
৪৮	অ্যানঘনি	অ্যানথনি
৫১	প্যাচলয়জার	প্যাচপয়জার
৫৩	আয়	আর
৬১	সব	স[illegible]
১০০	মানুষর	মানুষেরা
১২০	অন্যর	অন্যরা
১২৬	করতে	করতেন
১৩২	লম্ব	লম্বা
১৩৬–১৩৭	মিটিংভে	মিটিঙে
১৬৬	কোনের	কোণের
১৬৯	ভাবছেও	ভাবছে ও
১৭৬	ইনডিয়ানা পোলিসে	ইনডিয়ানাপোলিসে
১৯৮	তার	তাঁর
২০২	কেরাণী	কেরানি
২৩৮	অঙ্গলময়	অমঙ্গলময়